পবিত্র কোরআন

প্রথম ভাগ

(১ থেকে ১৪ খণ্ড পর্যন্ত)

কাজী আবদুল ওদুদ অনূদিত

ভারতী লাইব্রেরী

৬ বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ
ভাদ্র ১৩৭১
মুদ্রাকর
সমীর দাশগুপ্ত
গণশক্তি প্রিণ্টার্স (প্রাঃ) লিঃ
৩৩ আলিমুদ্দিন স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬
প্রকাশক
কে, এ, ওদুদ
৮ বি, তারক দত্ত রোড
কলিকাতা-১৯
প্রচ্ছদশিল্পী
গৌরাঙ্গ পণ্ডিত

ভূমিকা

পবিত্র কোর্‌আন বাংলায় অনুবাদ করবো—এ কথা পূর্বে কখনো ভাবি নি। এর জন্য প্রস্তুতও হই নি। হযরত মোহম্মদের (তাঁর উপরে আল্লাহ্‌র করুণা বর্ষিত হোক) একটি জীবনী লিখবো—সে কথা অবশ্য বহু দিন থেকে ভেবে এসেছি। কিন্তু সেই জীবনীতে যখন প্রকৃতই হাত দিতে পারলাম তখন দেখলাম, কোর্‌আনের সঙ্গে যে সব পাঠকের পরিচয় নেই তাঁদের পক্ষে হযরতের চরিত্র উপলব্ধি করা দুরূহ—কতকটা অসম্ভব। বাংলায় অবশ্য কোর্‌আনের অনেকগুলো অনুবাদ আছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সেসব সহজবোধ্য নয়, বিশেষ করে কোর্‌আনের যে দীপ্ত, মিত, আবেগচঞ্চল বাক্‌ভঙ্গি তার দিকে দৃষ্টি রেখে অনুবাদের চেষ্টা করা হয় নি, ফলে অনুবাদ অনেক ক্ষেত্রে হয়েছে ছড়িয়ে পড়া ব্যাখ্যা, অথবা সংক্ষিপ্ত ভাবার্থ—কোর্‌আনের প্রাণ-সম্পদ যা থেকে বাদ পড়ে গেছে। বহু দিন ধরে বাংলা ভাষার চর্চা করে আসছি, বিশেষ করে বাংলা চলিত ভাষার। এই ভাষার প্রকাশ-সামর্থ্য যে অসাধারণ সমঝদারেরা তা জানেন। মনে খেলেছিল কোর্‌আনের ভাষার প্রাণ-সম্পদ এই ভাষায় হয়তো কিছুটা প্রকাশ করা যাবে। কোনো কোনো বন্ধুকে সে কথা বলেওছিলাম। প্রায় দশ বৎসর পূর্বে স্থরা আর-রহমান নিয়ে নিজেই এবিষয়ে পরীক্ষা করি। স্থরা আর্‌ রহমান অসাধারণ ভাবে লালিত্যপূর্ণ—তার সঙ্গে অবশ্য গম্ভীর। সৌভাগ্য-ক্রমে আমার অনুবাদ পড়ে বন্ধুরা আনন্দ প্রকাশ করেন। কিন্তু আরো দুই একটি স্থরা অনুবাদ করতে গিয়ে ভাল ফল পাই না। অনুবাদে তাই অগ্রসরও হই না। কিন্তু ১৯৬৩ সালের শেষে, অথবা ১৯৬৪ সালের স্থচনায় যখন সমগ্র কোর্‌আন অনুবাদ করবার তাগিদ অনুভব করলাম তখন কাজটি বেশ এগিয়ে চললো—অনুবাদ শুনে বন্ধুরা সন্তুষ্ট হলেন। মনে আছে, জানুয়ারীর প্রথম ভাগে, যখন চারদিকে দেখা দিয়েছে অভাবনীয় অনর্থ, তখন অনুবাদ করছি স্থরা বাকারাহ্‌-র এই সব লাইন :

এর পরও তোমাদের অন্তঃকরণ কঠিন হোলো, হোলো যেন পাথর;

অথবা পাথরের চেয়েও শক্ত কঠিনতায় ; কেন না এমন পাথর আছে যার ভিতর থেকে প্রবাহিত হয় নদী ; আর তাদের কতকগুলো ফেটে চৌচির হয় আর তার থেকে বেরোয় জল ; আর এমন পাথরও আছে যা ভেঙে পড়ে আল্লাহ্‌র ভয়ে। আর তোমরা যা করো আল্লাহ্‌ সে বিষয়ে অমনোযোগী নন আদৌ।

কোর্‌আনের বিভিন্ন সূরা যেমন যেমন অনুবাদ করছিলাম তেমন তেমন বন্ধুদের পড়ে শোনাচ্ছিলাম। সেই বন্ধুদের কেউ ছিলেন অল্পশিক্ষিত, কেউ ছিলেন উচ্চশিক্ষিত, কেউ ছিলেন আরবীতে কৃতবিদ্য। সৌভাগ্যক্রমে অনুবাদ শুনে সবাই খুশী হন—কেউ কেউ অত্যন্ত খুশী হন। এই বন্ধুদের ভাললাগা আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছে এই অনুবাদটি প্রকাশ করতে। আমার এই বন্ধুদের মতো পাঠক সাধারণও যদি এই অনুবাদ পড়ে আনন্দ পান তবে আশাতীতভাবে পুরস্কৃত হব।

কোর্‌আনে বার বার ঘোষণা করা হয়েছে, কোর্‌আন কোনো মানুষের বাণী নয়, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যিনি অধীশ্বর তাঁর বাণী—তাঁর দূত জিব্রিল সেই বাণী অবতীর্ণ করেছিল হযরত মোহম্মদের অন্তরে। হযরতের বয়স যখন আনুমানিক চল্লিশ বৎসর তখন থেকে সেই বাণী তাঁর লাভ হতে থাকে আর আনুমানিক ৬৩ বৎসর বয়সে তাঁর পরলোক গমনের অল্প কিছুকাল পূর্বে পর্যন্ত সেই বাণী তিনি লাভ করেন। সেই সব বাণী কোর্‌আনের বিভিন্ন সূরায় স্থান পেয়েছে। অবশ্য অবতরণের ক্রম অনুসারে আয়াত ও সূরাগুলো সাজানো হয় নি ; বরং সাজানো হয়েছে মুসলমান মণ্ডলীর সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দিয়ে।

সমগ্র কোর্‌আন ছোটো বড় অনেক সূরায়, অর্থাৎ পরিচ্ছেদে, বিভক্ত। এই অনুবাদে সেইসব সূরার প্রত্যেকটিতে মুখবন্ধ যোগ করা হয়েছে—মুখবন্ধে সূরার মুখ্য বক্তব্যের আর তার অবতরণের কালের, উল্লেখ করা হয়েছে। স্থানে স্থানে পাদটীকাও দেওয়া হয়েছে। আশা করছি কোর্‌আন মোটামুটিভাবে বুঝবার জন্য এর বেশি সহায়তার দরকার করবে না, কেন না আসলে কোর্‌আনের ব্যাখ্যা কোর্‌আনের নিজের মধ্যেই আছে। তাছাড়া কোর্‌আনের এই অনুবাদের সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে 'হযরত মোহম্মদ ও ইসলাম' নামে আমার বইখানি। তাতে হযরত

মোহম্মদের জীবন-কথা, কোর্‌আন, ইসলামীয় সংস্কৃতি এসব সম্বন্ধে স্বতঃই কিছু বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। এই দুই গ্রন্থ পরস্পরের পরিপূরক—সে কথা বলাই বাহুল্য।

অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের মতো কোর্‌আনেও কিছু কিছু তত্ত্ব, কিছু কিছু রূপক ইত্যাদি দুর্জ্ঞেয় ব্যাপার আছে, সমসাময়িক ইতিহাসের দুরতিক্রম্য দাবির পরিচয়ও যে আছে সে বিষয়ে "হযরত মোহম্মদ ও ইসলাম" গ্রন্থে আমরা আলোচনা করেছি। কিন্তু কোর্‌আনে জোর দেওয়া হয়েছে সেই সব চিন্তার উপরে যা সহজবোধ্য—সব মানুষের প্রতিদিনের জীবনের ভালোর সঙ্গে যা মুখ্যভাবে জড়িত। মানুষের সুনিয়ন্ত্রিত ও শুচিতাপূর্ণ জীবন যাপনের কথা, তাদের মধ্যে প্রেম-প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপনের কথা, ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার কথা, বঞ্চিতদের অধিকার দানের পথে অশ্রান্ত প্রযত্নের কথা, বার বার এতে ঘোষণা করা হয়েছে, আর বিশেষ করে বলা হয়েছে বিশ্বজগতের যিনি মঙ্গল-বিধাতা, যিনি সত্যস্বরূপ, তাঁর একান্ত আনুগত্য স্বীকারের কথা। কোর্‌আনের মতে সেই একান্ত আনুগত্য স্বীকারেই জীবন—সার্থক অনন্ত জীবন, আর সেই আনুগত্য স্বাকারের অভাবে ধ্বংস—শোচনীয় ধ্বংস। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন কালের মানবশ্রেষ্ঠদেরও এই-ই নির্দেশ। বর্তমান যুগকে বলা যায় নাস্তিক্য ও সংশয়বাদের যুগ—এর সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান সত্ত্বেও—আর সেই জন্য অন্ধ ভোগবাদের আর ব্যাপক হানাহানির যুগ। এই অনেক-পরিমাণে-দিশাহারা যুগে কোর্‌আনের—এবং সর্বকালের মানবশ্রেষ্ঠদের—নির্দেশিত পরম মঙ্গলময়ের, পরম-প্রেমময়ের, চিরঞ্জীবের, পরম সত্যের একান্ত আনুগত্য নতুন করে মানুষের অবলম্বন হোক—মৃত্যুর দিক থেকে মানুষ মুখ ফেরাক জীবনের দিকে।

কাজী আবদুল ওদুদ

বিঃ দ্রঃ দুর্ভাগ্যক্রমে ছাপার ভুলের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় নি। ৯৫ পৃষ্ঠার ২১ ছত্রে তো একটি মারাত্মক ভুল হয়েছে, সেখানে 'করো যা' হয়ে আছে, হবে 'কোরো না'। একটি শুদ্ধিপত্র দেওয়া গেল।

সূচিপত্র

পবিত্র কোরআন

প্রথম খণ্ড

আল্-ফাতিহাহ্

[আল্-ফাতিহাহ্ বা স্থরা ফাতেহা কোর্আন শবীফের প্রথম স্থবা, অর্থাৎ পরিচ্ছেদ। এতে সাতটি আয়াত বা শ্লোক। ফাতিহাহ্-র অর্থ স্থচনা। স্থবা ফাতেহা-ব অনেকগুলো নাম, সেসবের মধ্যে খুব প্রচলিত হচ্ছে 'আল্-ফাতিহাহ্', 'ফাতিহাতুল্ কিতাব' অর্থাৎ ধর্মগ্রন্থের স্থচনা বা প্রারম্ভ, আর 'উম্মুল্ কোর্আন' কোবআনেব জননী বা কোরআনের সার। এটি কোর্আনের সারই বটে, কেন না, খুব সংক্ষেপে কোর্আনের মূল চিন্তা বা শিক্ষা এতে ব্যক্ত হয়েছে। এর একটি নাম 'সাব্উম্ মিনাল্ মাসানি' অর্থাৎ বার বাব পঠিত সাতটি, তার কারণ, দৈনন্দিন নামাযে এই সাতটি আয়াত বা শ্লোক বহুবার পঠিত হয়। যখন থেকে বিধিবদ্ধভাবে নামায পড়া শুরু হয়েছে তখন থেকেই এটি এইভাবে পঠিত হয়ে আসছে, কাজেই এটি অবতীর্ণ হয়েছিল হযরতের প্রচারক-জীবনের চতুর্থ বৎসরের পূর্বে এই ভাবা হয়।

হযরতের প্রচারক-জীবনের যে বারো বৎসব মক্কায় কেটেছিল তাকে চার সমান ভাগে ভাগ করা যেতে পারে : অতি-প্রাথমিক মক্কীয়, প্রাথমিক মক্কীয়, মধ্য মক্কীয়, অন্ত্য মক্কীয়।

এই স্থরায় আল্লাহ্কে বিশেষিত করা হয়েছে এইসব নামে : রব্, রহ্মান, রহীম, মালিক। কোর্আনের মতে আল্লাহ্র আর সব প্রসিদ্ধ

নাম বা বিশেষণ যা আছে তার সঙ্গে আমরা পরে পরে পরিচিত হব। রব্-এর প্রধান অর্থ প্রভু, পালয়িতা বা প্রতিপালক, সার্থকতা-দাতা,—এর প্রতিশব্দ আমরা দিয়েছি পালয়িতা, প্রতিপালক, কচিৎ কখনো প্রভুও ব্যবহার করেছি। রহ্‌মান-এর অর্থ দয়াময়—যিনি জগতের ও জীবের জন্য যা প্রয়োজনীয় পূর্বে থেকেই তার ব্যবস্থা করে রেখেছেন; এর প্রতিশব্দ আমরা দিয়েছি দয়াময়, করুণাময়। রহীম-এর অর্থও দয়াময়, তবে সেই সঙ্গে বোঝায় তাঁর পুরস্কার-দাতার রূপ—মানুষের শুভ চেষ্টার বহু পুরস্কার তিনি দেন, বহুভাবে তাকে সার্থক কবেন। তার প্রতিশব্দ আমরা দিয়েছি কৃপাময়, ফলদাতা, প্রতিপালক। মালিক শব্দের প্রতিশব্দ আমরা দিয়েছি প্রভু—যাঁর সর্বময় কর্তৃত্ব রয়েছে, যিনি শাস্তি দিতে পারেন, ক্ষমাও করতে পারেন।]

করুণাময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ (সমস্ত) প্রশংসা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে (যিনি) বিশ্বজগতের পালয়িতা—

২ করুণাময়—ফলদাতা—

৩ বিচারের দিনের প্রভু।

৪ তোমারই বন্দনা আমরা করি, আর তোমারই কাছে সাহায্য চাই।

৫ আমাদের সরল পথে চালাও—

৬ তাদের পথে যাদের তুমি অনুগ্রহ করেছ;

৭ তাদের পথে নয় যারা তোমার রোষের পাত্র, তাদের পথেও নয় যারা পথহারা।

আল্‌-বাকারাহ্‌

[কোর্‌আন শরীফের দ্বিতীয় স্থরা আল্‌-বাকারাহ্‌। এটি কোর্‌আনের দীর্ঘতম স্থরা—চল্লিশটি রুকু-তে, অনুচ্ছেদে, এটি বিভক্ত। বাকারাহ্‌-র অর্থ বকন গরু—একটি তৈরি-করা সুদর্শন বকনের কাহিনী এতে আছে, ইহুদিরা (ইসরাইলবংশীয়গণ) তার পূজায় মেতেছিল—তাদের মিশরে বাসের কালে এই প্রবণতা তাদের মধ্যে জেগেছিল মনে হয়। এই স্থরাটিকে বলা যায় সংক্ষিপ্ত কোর্‌আন, কেন না, কোর্‌আনের প্রধান প্রধান বিধি-নিষেধ ও চিন্তা এতে সংক্ষেপে বিবৃত হয়েছে। এর অধিকাংশ আয়াত বদরের যুদ্ধের পূর্বে দ্বিতীয় হিজরির মধ্যে অবতীর্ণ হয়েছিল। মদিনার প্রতিষ্ঠাবান ইহুদিরা হযরতকে কত ভাবে বিব্রত করেছিল তার পরিচয় এতে আছে। কোর্‌আনের যে মূল চিন্তা যে কোর্‌আনের ধর্ম হচ্ছে হযরত ইব্রাহিমেব একেশ্বরবাদ, সেই নির্মল, নির্ভেজাল একেশ্বরবাদে ইহুদি, খ্রীষ্টান, একেশ্বরবাদে-অবিশ্বাসী, সবাইকে ফিরে যেতে হবে, আর বিশেষভাবে সবাইকে হতে হবে সৎকর্মশীল, পরস্পরের প্রতি ক্ষমা ও প্রেমশীল—এই প্রসঙ্গ বার বার এতে এসেছে—কোর্‌আনের সর্বত্রই এই কথা নানাভাবে বলা হয়েছে। মদিনার নতুন মুসলমানদের মধ্যে যারা মনেপ্রাণে মুসলমান হয় নি—তাদের দলপতি ছিল আব্দুল্লাহ্‌ ইব্‌নে উবাই—তাদের সম্বন্ধেও অনেক কথা এতে বলা হয়েছে।

এর ২৫৫ সংখ্যক আয়াত বিশ্বপাতার এক অপূর্ব মহিমা-স্তোত্র। ২৫৬ সংখ্যক আয়াতে বলা হয়েছে : ধর্মে বল-প্রয়োগ নিষিদ্ধ।]

প্রথম খণ্ড

প্রথম অনুচ্ছেদ

দয়াময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ আলিফ—লাম—মীম (আমি আল্লাহ্ শ্রেষ্ঠ জ্ঞাতা)। *

২ এই (সম্মানিত) গ্রন্থ—সন্দেহ নেই এতে—সীমারক্ষাকারীদের পথ-প্রদর্শক—

৩ যারা অদৃশ্যে বিশ্বাসী, আর উপাসনা প্রতিষ্ঠিত রাখে, আর ব্যয় করে (দানে) আমি যে জীবিকা দিয়েছি তা থেকে ;

৪ আর যারা বিশ্বাস করে তাতে যা তোমার কাছে অবতীর্ণ হয়েছে, আর যা তোমার পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে, আর যারা সন্দেহহীন পরকাল সম্বন্ধে।

৫ এরা আছে তাদের পালয়িতার কাছ থেকে পাওয়া পথের উপরে, আর এরাই সফলকাম।

৬ যারা অবিশ্বাসী, তুল্য তাদের কাছে তুমি তাদের সাবধান করো আর না-ই করো—তারা বিশ্বাস করবে না।

৭ আল্লাহ্ মোহর মেরে দিয়েছেন † তাদের অন্তরের উপরে, আর তাদের কানের উপরে, আর তাদের চোখের উপরে রয়েছে আবরণ ; তাদের জন্য আছে কঠোর শাস্তি।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

৮ আর কতকগুলো লোক আছে, যারা বলে 'আমরা আল্লাহ্‌তে এবং পরকালে বিশ্বাস করি'। বাস্তবিক তারা বিশ্বাসী নয়।

৯ তারা চায় আল্লাহ্‌কে আর বিশ্বাসীদের ফাঁকি দিতে, কিন্তু ফাঁকি দেয় শুধু নিজেদের—তা তারা বুঝতে পারে না।

* এমন সাংকেতিক অক্ষর কোর্‌আনের বহু সূরার সূচনায় দেখা যায়। ব্যাখ্যাকারেরা এসবের বিভিন্ন অর্থ দিয়েছেন। তাঁদের দেওয়া একটি অর্থ উদ্ধৃত হলো।

† অর্থাৎ ক্রমাগত মন্দের দিকে চলার ফলে মন্দের দিকে প্রবণতা তাদের স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

১০ তাদের অন্তরে আছে ব্যাধি, আর আল্লাহ্ বাড়িয়ে দিয়েছেন সেই ব্যাধি। তাদের জন্য আছে কঠিন শাস্তি, যেহেতু তারা মিথ্যা কথা বলে।

১১ আর যখন তাদের বলা হয়, সংসারে অহিত কোরো না, তারা বলে, আমরা হিতকারী ভিন্ন নই।

১২ সন্দেহ নেই তারাই অহিতকারী, কিন্তু তারা বোঝে না।

১৩ আর যখন তাদের বলা হয়: বিশ্বাস করো যেভাবে লোকেরা বিশ্বাস করে, তারা বলে, আমরা কি বিশ্বাস করবো নির্বোধদের মতো? সন্দেহ নেই তারাই হচ্ছে নির্বোধ, কিন্তু তারা জানে না।

১৪ আর যখন বিশ্বাসীদের সঙ্গে তাদের দেখা হয় তারা বলে, 'আমরা বিশ্বাসী,' কিন্তু যখন নিজেদের শয়তানদের সঙ্গে নিরিবিলি হয় তখন বলে, নিশ্চয় আমরা তোমাদের সঙ্গে আছি, আমরা শুধু তামাশা করছিলাম।

১৫ আল্লাহ্ তাদের সঙ্গে তামাশা করছেন—ছেড়ে দিয়েছেন তাদের অন্ধ বিরুদ্ধতার পথে।

১৬ এরাই তারা যারা সুপথের বিনিময়ে বিপথ কিনেছে; তাতে তাদের ব্যবসায়ে লাভ হবে না—পথ-পাওয়া দলের তারা নয়।

১৭ তাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে তার দৃষ্টান্তের মতো যে আগুন জ্বালিয়েছে; সেই আগুন যখন তার চারদিক আলোকিত করলো তখন আল্লাহ্ তুলে নিলেন তাদের আলো আর রেখে দিলেন তাদের ঘোর অন্ধকারে—তারা আর দেখতে পায় না;

১৮ বধির বোবা অন্ধ—তারা আর ফিরবে না।

১৯ অথবা, আকাশ থেকে আসা ঝড়বৃষ্টির মতো—
তাতে আছে অন্ধকার, বজ্রের গর্জন, আর বিদ্যুতের চমকানি। বজ্রের শব্দে তারা কানে আঙুল দেয় মৃত্যুভয়ে। আল্লাহ্ ঘেরাও করেন অবিশ্বাসীদের।

২০ বিদ্যুৎ তাদের কাছ থেকে তাদের দৃষ্টি প্রায় ছিনিয়ে নেয়। যখনই তা ঝিলিক দেয় তখন তারা তার মধ্যে চলতে থাকে ; আর যখন অন্ধকার দেখে তখন থেমে দাঁড়ায়। আল্লাহ্-র ইচ্ছা হলে তাদের শুনবার শক্তি ও দেখবার শক্তি নিয়ে নিতে পারতেন। নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ সব কিছুর উপরে ক্ষমতা রাখেন।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

২১ হে মানবগণ, উপাসনা করো তোমাদের পালয়িতার যিনি তোমাদের ও তোমাদের পূর্ববর্তীদের সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা সীমারক্ষা করতে পারো—

২২ যিনি পৃথিবীকে করেছেন ফরাস আর আকাশকে করেছেন চাঁদোয়া ; আর আকাশ থেকে করান বারিবর্ষণ। আর তা থেকে উৎপন্ন করেন ফল তোমাদের জীবিকার জন্য। অতএব আল্লাহ্‌র প্রতিদ্বন্দ্বী খাড়া কোরো না যখন তোমরা জানো।

২৩ আর যদি তোমাদের সন্দেহ থাকে আমার দাসের কাছে যা অবতীর্ণ করেছি সে-সম্বন্ধে, তাহলে তার মতো একটি সূরা (পরিচ্ছেদ) তৈরি করো, আর আল্লাহ্ ভিন্ন তোমাদের সাক্ষী যারা তাদের ডাকো—যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

২৪ কিন্তু যদি তা না করো—কখনো তোমরা তা করতে পারবে না—তবে সাবধান হও সেই আগুন সম্বন্ধে যা অবিশ্বাসীদের জন্য তৈরি করা হয়েছে—মানুষ ও পাথর যার ইন্ধন।

২৫ আর সুসংবাদ দাও তাদের যারা বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীল—তাদের জন্য আছে উদ্যান যার নিচে দিয়ে বইছে বহু নদী ; যখনই তার ফল তাদের জীবিকারূপে দেওয়া হবে তারা বলবে, পূর্বে যা আমাদের দেওয়া হয়েছিল এ তাই। আর তাদের দেওয়া হবে অনুরূপ কিছু। আর সেখানে তারা পাবে পবিত্রা সঙ্গিনীদের ; সেখানে থাকবে তারা অন্তহীন কাল।

২৬ নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ লজ্জিত নন্ মশার মতো অথবা তার চাইতে

বড় কিছুর উদাহরণ দিতে। যারা বিশ্বাস করে তারা জানে
যে এ হচ্ছে তাদের পালনকর্তার কাছ থেকে আসা সত্য, আর
যারা অবিশ্বাস করে তারা বলে : এমন একটি উদাহরণ দিয়ে
আল্লাহ্‌ কি বোঝাতে চান?—এর দ্বারা তিনি অনেককে
পথভ্রষ্ট করেন, অনেককে সুপথে চালিত করেন; কিন্তু তিনি
পথভ্রষ্ট করেন না তাদের ভিন্ন যারা অন্যায়কারী—

২৭ যারা আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার নিষ্পন্ন হওয়ার পরে ভঙ্গ করে, আর
ছিন্ন করে যা আল্লাহ্‌ আদেশ দিয়েছেন যুক্ত করতে, আর
পৃথিবীতে অহিত করে—এরাই হচ্ছে ক্ষতিগ্রস্ত।*

২৮ কেমন করে তোমরা আল্লাহ্‌তে অবিশ্বাস করো যখন তোমরা
ছিলে মৃত আর তিনি করলেন তোমাদের জীবিত? পুনরায়
যিনি তোমাদের মৃত্যু দেবেন, আর পুনরায় জীবিত করবেন,
তখন ফিরিয়ে আনা হবে তোমাদের তাঁর কাছে।

২৯ তিনিই তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন পৃথিবীতে যা কিছু
আছে। তার পর তিনি ফিরলেন অন্তরীক্ষের দিকে আর তৈরি
করে তুললেন সাত আকাশ। আর তিনি জ্ঞাতা সব
কিছুর।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

৩০ আর যখন তোমার পালয়িতা ফেরেশ্‌তাদের (দেবদূতদের)
বললেন, আমি পৃথিবীতে এক প্রতিনিধি স্থাপন করতে যাচ্ছি,
তারা বললে : তুমি কি সেখানে এমন একজনকে স্থাপন করতে
যাচ্ছ যে সেখানে অহিত করবে, রক্তপাত ঘটাবে? কিন্তু
আমরা তোমার মহিমা ঘোষণা করি ও তোমার পবিত্রতার
জয়গান করি। তিনি বললেন : নিঃসন্দেহ আমি জানি যা
তোমরা জানো না।

৩১ আর তিনি আদমকে সব কিছুর নাম শেখালেন, তার পর

* মানুষদের মধ্যে সমঝোতা ও প্রেমপূর্ণ ব্যবহারের উপর কোর্‌আনে জোর দেওয়া হয়েছে।

ফেরেশ্‌তাদের সে-সব দেখিয়ে বললেন : এদের নাম আমাকে বলো যদি তোমরা সত্যপরায়ণ হও।

৩২ তারা বললে : তোমারই মহিমা—তুমি আমাদের যা শিখিয়েছ তার অতিরিক্ত কোনো জ্ঞান আমাদের নেই। নিঃসন্দেহ তুমি জ্ঞাতা, জ্ঞানী।

৩৩ তিনি বললেন : হে আদম, তাদের জানিয়ে দাও তাদের (বস্তু সকলের) নাম। যখন সে তাদের জানিয়ে দিলে তাদের নাম তখন তিনি বললেন : তোমাদের কি আমি বলি নি যে আমি নিশ্চিতই জানি অন্তরীক্ষে ও পৃথিবীতে যা আছে অদৃশ্য, আর যা তোমরা প্রকাশ করো ও যা গোপন করেছ।

৩৪ আর যখন তিনি ফেরেশ্‌তাদের বললেন : তোমরা আদমকে সেজ্‌দা (প্রণতি) করো, তারা (সবাই) সেজ্‌দা করলে, ইব্‌লিস ব্যতীত; সে অস্বীকার করলে অহঙ্কারের বশে আর এইভাবে হলো অবিশ্বাসীদের দলের।

৩৫ আর আমি বললাম : হে আদম, তুমি ও তোমার স্ত্রী বাস করো স্বর্গোদ্যানে আর যেখানে খুশী এর থেকে পর্যাপ্ত (ফল) খাও, কিন্তু এই গাছের নিকটে এসো না, কেন না তাহলে তোমরা অন্যায়কারীদের দলে পড়বে।

৩৬ কিন্তু শয়তান তাদের দুইজনকে সেই স্থান থেকে ভ্রষ্ট হতে বাধ্য করলো, আর বিতাড়িত করলো তাদের সেই অবস্থা থেকে। আমি বললাম : নিচে নেমে যাও—একে অন্যের শত্রুরূপে, পৃথিবীতে তোমাদের জন্য পাবে বাসস্থান আর কিছুদিনের সংস্থান।

৩৭ তার পর আদম তার পালয়িতার কাছ থেকে বাণী লাভ করলে ও তিনি তার প্রতি (প্রসন্নভাবে) ফিরলেন। নিঃসন্দেহ তিনি বার বার ফেরেন—কৃপাময়।

৩৮ আমি বললাম : নেমে যাও তোমরা এখান থেকে সবাই, কিন্তু

নিঃসন্দেহ তোমাদের কাছে আমার তরফ থেকে আসবে পথ-
নির্দেশ, সেই নির্দেশের অনুবর্তী যে কেউ হবে তাদের কোনো
ভয় নেই, তারা দুঃখ করবে না।
৩৯ আর যারা অবিশ্বাস করে আর প্রত্যাখ্যান করে আমার
প্রত্যাদেশসমূহ, তারা হচ্ছে আগুনের অধিবাসী—তাতে তারা
বাস করবে দীর্ঘকাল।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

৪০ হে ইস্‌রাইলবংশীয়গণ, স্মরণ করো আমি তোমাদের যে অনুগ্রহ
করেছিলাম তার কথা আর পূর্ণ করো আমার কাছে তোমাদের
অঙ্গীকার, আমি পূর্ণ করবো তোমাদের কাছে আমার অঙ্গীকার,
আর আমাকেই ভয় করো।
৪১ আর বিশ্বাস করো আমি যা অবতীর্ণ করেছি, তোমাদের কাছে
যা (যে গ্রন্থ) আছে তাতে তার সমর্থন রয়েছে; আর এটি
অস্বীকার করতে অগ্রবর্তী হয়ো না, আর আমার প্রত্যাদেশের
জন্য তুচ্ছ মূল্য নিও না, আর আমা হতে সাবধান হবে।
৪২ আর সত্যের সঙ্গে মিথ্যা মিশিয়ো না, সত্য গোপনও কোরো
না যখন জানো।
৪৩ আর উপাসনা প্রতিষ্ঠিত রাখো, আর যাকাত দাও, আর যারা
(উপাসনায়) মাথা নত করে তাদের সঙ্গে মাথা নত
করো।
৪৪ লোকদের সৎ বিষয়ে আদেশ করো আর নিজেরা (আচরণ
করতে) ভুলে যাও? আর তোমরা ধর্মগ্রন্থ পড়ো।
তোমাদের কি কোনো বুদ্ধি নেই?
৪৫ সাহায্য চাও ধৈর্যে ও বন্দনায়; আর নিঃসন্দেহ এটি কঠিন
বিনীত যারা তাদের পক্ষে ভিন্ন—
৪৬ যারা (অন্তরে) জানে যে তাদের পালয়িতার সঙ্গে তাদের
দেখা হবে, আর তাঁরই কাছে তারা ফিরে যাবে।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

৪৭ হে ইস্‌রাইলবংশীয়গণ, স্মরণ করো আমি তোমাদের যে অনুগ্রহ করেছিলাম তার কথা আর তোমাদের যে বিশ্বজগতে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম।

৪৮ আর সাবধান হও সেই দিন সম্বন্ধে যে দিন এক প্রাণ অন্য প্রাণের কাজে আসবে না আদৌ, তার পক্ষে কোনো সুপারিশ বা ক্ষতিপূরণ গৃহীত হবে না, তাদের আনুকূল্যও করা হবে না।

৪৯ আর (স্মরণ করো) যখন তোমাদের আমি ফেরাউনের লোকদের থেকে মুক্তি দিয়েছিলাম, যারা তোমাদের উপরে করছিল কঠোর অত্যাচার—হত্যা করছিল তোমাদের পুত্র-সন্তানদের আর রেহাই দিচ্ছিল তোমাদের নারীদের; সেটি ছিল তোমাদের পালয়িতার তরফ থেকে এক বড় পরীক্ষা।

৫০ আর (স্মরণ করো) যখন আমি তোমাদের জন্য সাগরকে করেছিলাম বিভক্ত; তাতে রক্ষা করেছিলাম তোমাদের; আর ডুবিয়ে দিয়েছিলাম ফেরাউনের লোকদের—আর তোমরা দেখছিলে।

৫১ আর যখন আমি মূসার সঙ্গে চল্লিশ রাত্রির (নির্জনতার) অঙ্গীকার করেছিলাম আর তাঁর চলে যাবার পরে তোমরা (কৃত্রিম) গোবৎসকে (পূজার জন্য) গ্রহণ করলে, আর অন্যায়কারী হলে।

৫২ শেষে এর পরও আমি তোমাদের ক্ষমা করেছিলাম যেন তোমরা ধন্যবাদ (কৃতজ্ঞতা) জ্ঞাপন করতে পার।

৫৩ আর যখন আমি মূসাকে দিয়েছিলাম গ্রন্থ ও (ভালো-মন্দ) বিভেদকারী শক্তি যেন তোমরা যথার্থ পথে চালিত হতে পার;

৫৪ আর যখন মূসা তাঁর লোকদের বলেছিলেন: হে আমার সম্প্রদায়, সন্দেহ নেই তোমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছ গোবৎসকে (পূজার জন্য) গ্রহণ ক'রে; অতএব অনুতপ্ত হয়ে

তোমাদের সৃষ্টিকর্তার দিকে ফেরো ও নিজেদের (নিজেদের
মধ্যেকার অপরাধীদের) হত্যা করো ; এই হবে তোমাদের
সৃষ্টি-কর্তার সমীপে তোমাদের জন্য কল্যাণ। তার পর তিনি
(প্রসন্ন হয়ে) তোমাদের দিকে ফিরলেন—নিঃসন্দেহ তিনি
বার বার প্রত্যাবর্তনকারী—ফলদাতা।

৫৫ আর যখন তোমরা বলেছিলে : হে মূসা, আমরা তোমাকে
বিশ্বাস করবো না যে পর্যন্ত না আল্লাহ্‌কে স্পষ্টভাবে দেখি।
এর পর বিদ্যুৎ তোমাদের ছেয়ে ফেললো—তোমরা তা
দেখছিলে।

৫৬ তার পর তোমাদের পুনর্জীবিত করেছিলাম, সেই মৃত্যুর
(মৃত্যুতুল্য দশার) পরে, যেন তোমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে
পার।

৫৭ আর আমি শাদা মেঘকে দিয়ে তোমাদের উপরে ছায়া দিইয়ে-
ছিলাম আর পাঠিয়েছিলাম তোমাদের জন্য 'মান্না' আর
'সালওয়া',* (বলেছিলাম) যেসব বিশুদ্ধ খাদ্য তোমাদের
দিয়েছি তা ভক্ষণ করো।—আমি তাদের প্রতি অন্যায়
আচরণ করি নি, কিন্তু তারা নিজেদের প্রতি অন্যায়
করেছিল।

৫৮ আর যখন আমি বলেছিলাম : এই শহরে প্রবেশ করো আর
এতে যা আছে ইচ্ছামতো খাও, আর শহরে প্রবেশ করো
নতমস্তকে আর বলো 'হিত্‌তাতুন্‌' 'আমরা ক্ষমা চাই,' আমি
তোমাদের সব অন্যায় ক্ষমা করবো, আর বাড়িয়ে দেবো
কল্যাণকারীদের (পুরস্কার)।

৫৯ কিন্তু যারা অন্যায়কারী তাদের যেকথা বলতে বলা হয়েছিল
তা বদলে অন্য কথা বলেছিল। সেজন্য আমি আকাশ থেকে
অন্যায়কারীদের উপরে আমার রোষ অবতীর্ণ করেছিলাম।

* বাইবেলে উক্ত manna ও quails.

সপ্তম অনুচ্ছেদ

৬০ আর যখন মূসা তাঁর লোকদের জন্য পানী চাইলেন, আমি বলেছিলাম : তোমার আসা (যষ্টি) দিয়ে পাথরে মারো। আর তা থেকে বারোটি প্রস্রবণ বেরিয়ে পড়লো, প্রত্যেক উপদল আপন জলপানস্থান চিনলো। (আমি বলেছিলাম) : আল্লাহ্‌ যে জীবিকা দিয়েছেন তা থেকে খাও আর পান করো। অন্যায়কারী হয়ে দেশে অপবিত্র আচরণ কোরো না।

৬১ আর যখন তোমরা বলেছিলে : হে মূসা, একই খাদ্য আমরা আর সহ্য করতে পারছি না, সেজন্য তোমার পালয়িতার কাছে আমাদের জন্য প্রার্থনা করো তিনি আমাদের জন্য উৎপন্ন করুন যা মাটিতে জন্মে, যেমন, শাক, শসা, রসুন, মসুর, পেঁয়াজ। তিনি বললেন : তোমরা কি বদল করতে চাও উৎকৃষ্টের সঙ্গে নিকৃষ্টের ? যাও কোনো বস্তিতে। তাহলে তোমরা যা চাও তাই পাবে।

আর তাদের উপরে পতিত হলো লাঞ্ছনা ও দুর্দশা আর তারা যোগ্য হলো আল্লাহ্‌র রোষের, কেন না তারা অবিশ্বাস করেছিল আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহ, আর অন্যায়ভাবে হত্যা করেছিল বাণী-বাহকদের। এইরূপ ঘটলো কেন না তারা অবাধ্য হয়েছিল ও সীমা লঙ্ঘন করেছিল।

অষ্টম অনুচ্ছেদ

৬২ নিঃসন্দেহ যারা বিশ্বাসী আর যারা ইহুদি আর খ্রীষ্টান আর সাবেঈন, (এদের মধ্যে) যে কেউ আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস করে, আর শেষ দিনে বিশ্বাস করে, আর ভালো কাজ করে, তারা তাদের পালয়িতার কাছ থেকে পুরস্কার পাবে, আর তাদের ভয় নেই, আর তারা দুঃখ করবে না।*

* অধিকাংশ টীকাকারের মতে সাবেঈন (Sabeans) গ্রন্থধারী ছিল না। এই আয়াত অনুসারে ধর্মজীবনের জন্য ন্যূনতম প্রয়োজন হচ্ছে : আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস, পরলোকে

৬৩ আর যখন আমি তোমাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করি আর তোমাদের উপরে পর্বত উত্তোলন করি (এই বলে'): যা আমি তোমাদের দিয়েছি তা দৃঢ় হস্তে ধারণ করো আর এতে (তওরাতে) যা আছে তা স্মরণ করো যেন তোমরা সীমা রক্ষা করতে পার।

৬৪ তার পর এর পরেও তোমরা মুখ ফেরালে। কাজেই যদি আল্লাহ্‌র প্রসন্নতা ও করুণা তোমাদের উপরে না থাকতো তবে তোমরা হতে ক্ষতিগ্রস্তদের দলের।

৬৫ আর নিঃসন্দেহ তোমাদের মধ্যে যারা সাব্‌বাথের (কর্ম-বিরতির দিনের) নিয়ম লঙ্ঘন করেছিল তাদের কথা তোমরা জেনেছ। সেজন্য আমি তাদের বলেছিলাম: তোমরা ঘৃণ্য মর্কট হও।

৬৬ এইভাবে এটিকে আমি করেছিলাম একটি দৃষ্টান্ত সেই যুগের লোকদের জন্য, ও তাদের পরবর্তীদের জন্য, আর সীমারক্ষা-কারীদের জন্য একটি উপদেশ।

৬৭ আর যখন মূসা তাঁর লোকদের বললেন: নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ তোমাদের হুকুম করছেন তোমরা একটি গাভী কোরবানি করো। তারা বললে: তুমি কি আমাদের সঙ্গে ঠাট্টা করছ? মূসা বলেছিলেন: আল্লাহ্‌র শরণ নিই যেন অজ্ঞানদের অন্তর্গত না হই।

৬৮ তারা বলেছিল: আমাদের জন্য তোমার পালয়িতার কাছে প্রার্থনা করো তিনি পরিষ্কার করে জানিয়ে দিন সেটি কি (কি রকমের)। (মূসা) উত্তর দিলেন: নিঃসন্দেহ তিনি

বিশ্বাস আর ভালো কাজ করা। মওলানা আযাদের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। তাঁর বক্তব্যের মর্ম এই:

হযরত মোহম্মদ এসেছিলেন কোনো ধর্মসম্প্রদায় সৃষ্টির জন্য তেমন নয়, বরং তিনি এসেছিলেন মানবজাতিকে ধর্মের এই মূল কথা স্মরণ করিয়ে দিতে: আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস করো ও ভালো কাজ করো।

(আল্লাহ্) বলেছেন সেটি একটি গাভী, বুড়ো নয় অল্পবয়স্কও নয়, এই দুইয়ের মাঝামাঝি, অতএব যা আদেশ দেওয়া হয়েছে তাই করো।

৬৯ তারা বলেছিল: তোমার পালয়িতার কাছে আমাদের জন্য প্রার্থনা করো তার রং কেমন তা পরিষ্কার ক'রে জানিয়ে দিতে। (মূসা) বলেছিলেন: নিঃসন্দেহ সেটি একটি স্বর্ণবর্ণ গাভী তার উজ্জ্বল রং, যারা দেখে খুশী হয়।

৭০ তারা বলেছিল: আমাদের জন্য তোমার পালয়িতার কাছে প্রার্থনা করো, আমাদের পরিষ্কার ক'রে জানিয়ে দিতে তা কেমন, কেন না, আমাদের কাছে তো সব গরু এক রকমের, কাজেই আল্লাহ্‌র যদি অভিরুচি হয় তবে আমরা ঠিক পথে চালিত হব।

৭১ (মূসা) বলেছিলেন: তিনি বলেছেন: সে এমন গরু যাকে জোয়ালে জোতা হয় নি, সে জমি চষে না, ক্ষেতে পানীও দেয় না, পূর্ণাঙ্গ, কোনো খুঁত নেই। তারা বলেছিল: এইবার তুমি সত্য উপস্থিত করেছ। সুতরাং তারা তাকে কোরবানি দিল—যদিও যেন দিল না।

নবম অনুচ্ছেদ

৭২ আর যখন তোমরা একটি লোককে হত্যা করেছিলে আর তার পর সে বিষয়ে পরস্পর বিবাদ করছিলে আর আল্লাহ্ প্রকাশ করেছিলেন যা তোমরা লুকোচ্ছিলে।

৭৩ আর আমি বলেছিলাম: এর* কিছু অংশ দিয়ে তাকে আঘাত করো। এইভাবে আল্লাহ্ মৃতকে পুনর্জীবিত করেন আর তোমাদের দেখান তাঁর নিদর্শন যেন তোমরা বুঝতে পার।

৭৪ এর পরও তোমাদের অন্তঃকরণ কঠিন হলো—হলো যেন পাথর,

---

* টীকাকারদের মতে একটি নিহত গরুর অঙ্গবিশেষের দ্বারা আঘাত করতে বলা হয়েছিল।—এটি একটি অলৌকিক ঘটনা।

অথবা পাথরের চেয়েও শক্ত—কঠিনতায় ; কেন না, এমন পাথর আছে যার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে নদী ; আর তাদের কতকগুলো ফেটে চৌচির হয় আর তার থেকে প্রবাহিত হয় জল ; আর এমন পাথরও আছে যা ভেঙে পড়ে আল্লাহ্‌র ভয়ে। আর তোমরা যা করো আল্লাহ্‌ সে বিষয়ে অনবহিত নন।

৭৫ এর পর তোমরা কি আশা করো যে তারা তোমাদের প্রতি সত্যপরায়ণ হবে ? তাদের একটি দল আল্লাহ্‌র বাণী শুনতো আর তা বুঝে তার পর তার বদল করতো—এ বিষয়ে তারা জানে।

৭৬ আর যখন তারা মিলিত হয় যারা বিশ্বাস করে তাদের সঙ্গে, তারা বলে : 'আমরা বিশ্বাস করি,' আর যখন তারা একা থাকে তখন নিজেদের লোকদের বলে : আল্লাহ্‌ তোমাদের কাছে যা প্রকাশ করেছেন তা ওদের বলে দিচ্ছ ওরা সেইসব নিয়ে আল্লাহ্‌র সামনে তর্ক করবে সেইজন্য ? তোমাদের কি কোনো বুদ্ধি নেই ?

৭৭ তারা কি জানে না যে আল্লাহ্‌ জানেন যা তারা লুকিয়ে রাখে আর যা তারা প্রকাশ করে ?

৭৮ আর তাদের মধ্যে অক্ষরজ্ঞানহীন লোক আছে যারা ধর্মগ্রন্থ সম্বন্ধে উপকথার বেশি জানে না ; তারা শুধু অনুমান করে।

৭৯ অতএব দুর্ভাগ্য তারা যারা নিজের হাতে বই লেখে ও তার পর বলে 'এ আল্লাহ্‌ থেকে', যেন এর দ্বারা তারা কিনতে পারে সামান্য লাভ ; ধিক্ তাদের হাত যা লিখেছে সে জন্য, আর ধিক্ তাদের তারা যা উপার্জন করে সে জন্য।

৮০ আর তারা বলে : আগুন আমাদের স্পর্শ করবে না কয়েক দিনের জন্য ভিন্ন। বলো : তোমরা কি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে অঙ্গীকার পেয়েছ ? তাহলে আল্লাহ্‌ তাঁর অঙ্গীকার পালন

করতে বিরত হবেন না; অথবা আল্লাহ্ সম্বন্ধে এমন কথা বলছ যা জানো না?

৮১ হাঁ, যে কেউ যা মন্দ তা উপার্জন করে আর তার পাপ তাকে ঘেরাও করে প্রত্যেক দিকে—এরা হচ্ছে আগুনের বাসিন্দা—তাতে থাকবে তারা স্থায়ীভাবে।

৮২ আর যারা বিশ্বাস করে আর ভালো কাজ করে, তারা হচ্ছে বেহেশ্‌তের বাসিন্দা—তাতে থাকবে তারা স্থায়ীভাবে।

দশম অনুচ্ছেদ

৮৩ আর যখন ইসরাইলবংশীয়দের আমি অঙ্গীকারে আবদ্ধ করেছিলাম: আল্লাহ্ ভিন্ন আর কারো উপাসনা তোমরা করবে না, আর পিতামাতার প্রতি, আর স্বজনদের প্রতি, আর অনাথদের প্রতি, আর নিঃস্বদের প্রতি ভালো ব্যবহার করবে, আর লোকদের সঙ্গে ভালোভাবে কথা বলবে, আর উপাসনা প্রতিষ্ঠিত রাখবে, আর যাকাত দেবে। তার পর তোমরা ফিরে গেলে, অল্পকয়েকজন ব্যতীত, আর তোমরা ফিরে যাবার দলের।

৮৪ আর যখন তোমাদের অঙ্গীকারে আবদ্ধ করেছিলাম: 'নিজেদের মধ্যে রক্তপাত কোরো না আর নিজেদের লোকদের নিজেদের শহর থেকে বার ক'রে দিও না' তখন তোমরা প্রতিজ্ঞা করেছিলে, সাক্ষীও হয়েছিলে।

৮৫ তবু তোমরাই হত্যা করো স্বজনদের আর তোমাদের একদলকে তাদের বাড়িঘর থেকে তাড়িয়ে দাও তাদের বিরুদ্ধে পাপে ও অন্যায়ে একে অন্যের সহায় হয়ে; আর যদি তারা বন্দীরূপে আসে তবে তাদের মুক্তিপণ দাও, কিন্তু তাদের তাড়িয়ে দেওয়াই তোমাদের জন্য অবৈধ ছিল। তাহলে তোমরা কি ধর্মগ্রন্থের অংশবিশেষে বিশ্বাসী আর অন্য অংশ সম্বন্ধে অবিশ্বাসী? আর তোমাদের মধ্যে যারা এমন (আচরণ) করে ইহজীবনে লাঞ্ছনা ভিন্ন তাদের আর কি পুরস্কার পাবার আছে;

আর বিচারের দিনে তাদের ফেলা হবে কঠিন শাস্তির মধ্যে ;
আর আল্লাহ্ অনবহিত নন তোমরা যা করো সে সম্বন্ধে।
৮৬ এরাই সেই লোক যারা পরকালের পরিবর্তে ইহজীবন ক্রয়
করে। সেজন্য তাদের শাস্তি লঘু করা হবে না ; তারা
সাহায্যও পাবে না।

একাদশ অনুচ্ছেদ

৮৭ আর নিঃসন্দেহ আমি মূসাকে গ্রন্থ দিই আর তাঁর পরে ক্রমান্বয়ে
বাণীবাহক পাঠাই। আমি মরিয়মের পুত্র ঈসাকে দিই স্পষ্ট
প্রমাণাবলী আর তাঁর বল বৃদ্ধি করি 'রুহুল্ কুদুস' (পবিত্র
প্রেরণা) দিয়ে। ভালো, যখনই কোনো বাণীবাহক তোমাদের
কাছে এসেছেন এমন কিছু (বাণী) নিয়ে যা তোমাদের মন
চায় না তখনই তোমরা অহঙ্কার দেখিয়ে কাউকে বলেছ
মিথ্যাবাদী, কাউকে করেছ হত্যা ?
৮৮ আর তারা বলে : আমাদের হৃদয় (যেন) গেলাফ (বহু
জ্ঞান বহু কথা দিয়ে ভরা)। না, আল্লাহ্ অভিসম্পাত
করেছেন তাদের 'পরে তাদের অবিশ্বাসের জন্য ; তাই সামান্যই
তারা বিশ্বাস করে।
৮৯ আর যখন তাদের কাছে এল আল্লাহ্‌র তরফ থেকে একটি গ্রন্থ
যাতে সমর্থন রয়েছে তাদের (গ্রন্থে) যা আছে তার, আর
পূর্বে তারা প্রার্থনা করতো যারা অবিশ্বাসী তাদের উপরে
জয়যুক্ত হবার জন্য, কিন্তু যখন তাদের কাছে তাই এলো যা
তারা যথার্থ ব'লে বুঝলো, তারা তা অবিশ্বাস করলো—সেজন্য
আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত অবিশ্বাসীদের উপরে।
৯০ যা গর্হিত তার বিনিময়ে তারা জীবন বিক্রয় করেছে : আল্লাহ্
যা অবতীর্ণ করেছেন তা তারা অবিশ্বাস করেছে এই বিদ্বেষের
বশে যে আল্লাহ্ তাঁর দাসদের যার কাছে খুশি তাঁর কৃপা
অবতীর্ণ করবেন। তাই তারা নিজেদের ক্রোধের উপরে ক্রোধের

যোগ্য করলে। অবিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাকর শাস্তি।

৯১ আর যখন তাদের বলা হয়: বিশ্বাস কর তাতে যা আল্লাহ্‌ অবতীর্ণ করেছেন, তারা বলে: আমরা বিশ্বাস করি যা আমাদের কাছে অবতীর্ণ হয়েছিল। আর তারা অবিশ্বাস করে তাতে যা তার পরে এসেছে যদিও তাদের যা আছে তার সমর্থন এতে রয়েছে। বলো: তাহলে তোমরা এর পূর্বে আল্লাহ্‌র বাণীবাহকদের হত্যা করেছিলে কেন, যদি তোমরা বিশ্বাসীই হও?

৯২ আর নিঃসন্দেহ মূসা তোমাদের কাছে এসেছিলেন স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে, কিন্তু তাঁর অনুপস্থিতি-কালে তোমরা গোবৎসকে গ্রহণ করেছিলে (পূজার জন্য), আর তোমরা হয়েছিলে অন্যায়কারী।

৯৩ আর যখন আমি তোমাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করলাম ও পাহাড় তুললাম তোমাদের উপরে (এই ব'লে): যা তোমাদের দিয়েছি তা দৃঢ়ভাবে ধারণ করো আর শোন (আমার বাণী), তারা বললে: আমরা শুনলাম আর অগ্রাহ্য করলাম। আর গোবৎস (তার পূজা) তাদের অন্তরের মধ্যে বসানো হলো তাদের (সেই অঙ্গীকার) অস্বীকার করার জন্য। বলো: তোমাদের বিশ্বাস (ধর্ম) যা আদেশ করছে তা অকল্যাণ—যদি তোমরা বিশ্বাসপরায়ণ (ধার্মিক) হও।

৯৪ বলো: যদি অপর লোকদের বাদ দিয়ে ভবিষ্যতে বিশেষ ক'রে তোমাদের জন্যই আল্লাহ্‌র কাছে ঘর থেকে থাকে তবে মৃত্যু চাও না কেন? যদি সত্যবাদী হও?

৯৫ আর তারা কখনো তা চাইবে না তাদের দুই হাত পূর্বে যা পাঠিয়েছে সেই জন্য। আল্লাহ্‌ অন্যায়কারীদের জানেন।

৯৬ নিঃসন্দেহ তোমরা তাদের পাবে মানুষের মধ্যে জীবন সম্বন্ধে সব চাইতে লোভী—বহুদেববাদীদের চাইতেও (তারা

লোভী)। তাদের এক এক-জন চায় তাকে হাজার বছরের
পরমায়ু দেওয়া হোক। কিন্তু তার এই দীর্ঘ জীবন পাওয়া
শাস্তি থেকে তাকে কিছুতেই আরো দূরে নিয়ে যাবে না।
আর আল্লাহ্ দেখেন তারা যা করে।

দ্বাদশ অনুচ্ছেদ

৯৭ বলো : যে কেউ জিব্রীলের শত্রু—নিঃসন্দেহ সে আল্লাহ্‌র
আদেশে তোমার হৃদয়ে এটি (কোর্‌আন) অবতীর্ণ করেছে,
এতে সমর্থন আছে এর পূর্ববর্তী গ্রন্থের আর এটি পথপ্রদর্শক ও
সুসংবাদপ্রদানকারী বিশ্বাসীদের জন্য ;

৯৮ যে কেউ আল্লাহ্‌র আর তাঁর ফেরেশ্‌তাদের আর বাণীবাহকদের
আর জিব্রীলের ও মিকাইলের শত্রু, সন্দেহ নেই যে আল্লাহ্
সেই অবিশ্বাসীদের শত্রু। *

৯৯ আর নিঃসন্দেহ তোমার কাছে আমি পাঠিয়েছি সুস্পষ্ট
নির্দেশাবলী যাতে কেউ অবিশ্বাস করে না সীমা লঙ্ঘনকারীরা
ব্যতীত।

১০০ এ কেমন—যখনই তারা কোনো অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়েছে
তাদের একদল তা প্রত্যাখ্যান করেছে? না, তাদের অনেকেই
বিশ্বাস করে না।

১০১ আর যখন তাদের কাছে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে কোনো
বাণীবাহক এলেন তাদের কাছে যা আছে তার প্রতিপাদন
ক'রে, যাদের গ্রন্থ দেওয়া হয়েছিল তাদের একদল আল্লাহ্‌র
গ্রন্থকে পিছনে ফেলে রাখলো যেন তারা কিছুই জানে না।

১০২ আর তারা তার অনুসরণ করেছে শয়তানরা যা বানিয়ে
তুলেছিল সোলায়মানের রাজত্বকালে, আর সোলায়মান
(আল্লাহ্‌তে) অবিশ্বাসী ছিলেন না, বরং শয়তানরা অবিশ্বাসী

* ইহুদিরা জিব্রীলকে তাদের শত্রু ভাবতো

ছিল, মানুষদের তারা শেখাতো জাদুবিদ্যা আর তা বাবেলে (বাবিলোনে) হারুত ও মারুত এই দুই ফেরেশ্‌তার কাছে অবতীর্ণ হয় নি; এই দুই ফেরেশ্‌তা কাউকে এই বিদ্যা শিক্ষাও দেয় নি এ কথা না ব'লে: আমাদের মধ্যে পরীক্ষা চলেছে অতএব অবিশ্বাস কোরো না (আল্লাহ্‌র পথনির্দেশে)। আর এই দুই ফেরেশ্‌তার কাছ থেকে লোকেরা শিক্ষা করতো যার দ্বারা স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে। কিন্তু তার দ্বারা লোকেরা কারো ক্ষতি করতে পারে না আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতীত। আর তারা তাই শিক্ষা করে যাতে তাদের ক্ষতি হয়, লাভ হয় না। আর সন্দেহ নেই তারা জানে যে, যে এর ব্যবসা ক'রে পরকালে তার কোনো লাভের অংশ থাকবে না। নিঃসন্দেহ যার বিনিময়ে তারা আত্মবিক্রয় করেছে তা মন্দ—যদি তারা তা জানতো।

১০৩ আর যদি তারা বিশ্বাস করতো ও সীমারক্ষাকারী হতো তাহলে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে পুরস্কার নিঃসন্দেহ ভালো হতো—যদি তারা জানতো।

ত্রয়োদশ অনুচ্ছেদ

১০৪ হে বিশ্বাসিগণ, রা'ইনা বোলো না, বলো উন্‌যুর্‌না আর শোনো, আর অবিশ্বাসীদের জন্য আছে কঠিন শাস্তি।*

১০৫ গ্রন্থধারীদের মধ্যে যারা অবিশ্বাসী তারা এবং বহুদেববাদীরা চায় না যে তোমাদের পালয়িতার কাছ থেকে কোনো কল্যাণ তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়; কিন্তু আল্লাহ্‌ তাঁর করুণার জন্য মনোনীত করেন যাকে ইচ্ছা, আর আল্লাহ্‌ মহাকল্যাণময়, মহিমান্বিত।

* রা'ইনা-র অর্থ শোনো, কিন্তু যদি একটু ভিন্নভাবে বলা যায় র'ইনা তবে তার অর্থ হয় 'নির্বোধ'। শব্দটি তেমনিভাবে উচ্চারণ করতো ইহুদিরা হযরতের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ—সেজন্য মুসলমানদের বলা হ'ল উন্‌যুর্‌না বলতে, তার অর্থ, আমাদের দিকে নজর দাও।

১০৬ যেসব আয়াত (বাণী) আমি বাতিল করি অথবা ভুলিয়ে দিই আমি তার চাইতে ভালো অথবা সেই মতো একটি আনি। তুমি কি জান না যে আল্লাহ্ সবকিছুর উপরে ক্ষমতা রাখেন ?

১০৭ তুমি কি জান না যে আকাশের ও পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহ্‌র ; আর আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদেব কোনো বন্ধু ও সহায় নেই ?

১০৮ তোমরা তাহলে তোমাদের পয়গাম্বরকে প্রশ্ন করতে চাও এর পূর্বে মূসাকে যেমন প্রশ্ন করা হয়েছিল ? আর যে বিশ্বাসেব বিনিময়ে অবিশ্বাস বরণ করে নিঃসন্দেহ সে সরল পথের দিশা হারায়।

১০৯ গ্রন্থধারীদের অনেকে বিদ্বেষবশতঃ আকাঙ্ক্ষা করে বিশ্বাস বরণের পরে তোমাদের অবিশ্বাসে ফিরিয়ে নিতে সত্য তাদের কাছে প্রতিভাত হবার পরেও। ক্ষমা করো ও উপেক্ষা করো যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ আদেশ দেন। নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ সবকিছুর উপরে ক্ষমতা রাখেন।

১১০ উপাসনা প্রতিষ্ঠিত রাখো ও যাকাত দাও ; আর যে কিছু কল্যাণ নিজেদের জন্য পূর্বে পাঠাও তা পাবে আল্লাহ্‌র কাছে ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ দেখেন তোমরা যা করো।

১১১ আর তারা বলে : কেউ বেহেশ্‌তে প্রবেশ করতে পারবে না ইহুদি অথবা খ্রীষ্টানরা ব্যতীত। এসব তাদের বৃথা আকাঙ্ক্ষা। বলো : তোমাদের প্রমাণ আনো যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

১১২ না—যে আল্লাহ্‌র দিকে নিজের মুখ রুজু করেছে আর সে সৎকাজ করে, তার পুরস্কার আছে তার পালয়িতার কাছ থেকে, আর তার জন্য কোনো ভয় নেই, সে দুঃখ করবে না।*

* বলা যেতে পারে কোর্‌আনের মতে এইটি ধর্মেব সার : আল্লাহ্‌তে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ আর সৎকাজ করা।

চতুর্দশ অনুচ্ছেদ

১১৩ আর ইহুদিরা বলে: খ্রীষ্টানরা কিছুই অনুসরণ করে না, আর খ্রীষ্টানরা বলে: ইহুদিরা কিছুই অনুসরণ করে না। অথচ এরা সবাই গ্রন্থ পাঠ করে। এমনি করেই কথা বলে তারা যারা জানে না। বিচারের দিনে আল্লাহ্ তাদের মধ্যে রায় দেবেন যে বিষয়ে তাদের মতভেদ আছে।

১১৪ আর কে তার চাইতে বেশি অন্যায়কারী যে আল্লাহ্‌র মস্‌জিদে যেতে নিষেধ করে সেসবে আল্লাহ্‌র নাম কীর্তিত হবে এইজন্য, আর চেষ্টা করে সেসব নষ্ট করতে? এদের জন্য উচিত নয় ভয়ে ভিন্ন এসবে প্রবেশ করা; এই সংসারে তাদের জন্য আছে দুর্গতি, আর পরকালে তারা পাবে কঠিন শাস্তি।

১১৫ আর আল্লাহ্‌রই পূর্ব ও পশ্চিম। সেজন্য যে দিকেই তোমরা মুখ ফেরাও সেদিকে আল্লাহ্‌র মুখ। নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ সর্বব্যাপক, সর্বজ্ঞ।

১১৬ আর তারা বলে: আল্লাহ্ একটি পুত্র গ্রহণ করেছেন। তাঁর মহিমা কীর্তিত হোক। না—আকাশে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব তাঁর। সব তাঁর আজ্ঞাধীন।

১১৭ আকাশ ও পৃথিবীর আদি স্রষ্টা—আর যখন তিনি কিছু বিধান করেন তিনি সে সম্বন্ধে শুধু বলেন: হও,—আর তা হয়।

১১৮ আর যাদের জ্ঞান নেই তারা বলে: কেন আল্লাহ্ আমাদের সঙ্গে কথা বলে না অথবা একটি নিদর্শন আমাদের কাছে আসে না? এরা যেমন বলছে এমনি বলেছিল এদের পূর্বের লোকেরা। তাদের হৃদয় একই রকমের। নিশ্চয় আমার নিদর্শনসমূহ সুস্পষ্ট সেই লোকদের কাছে যারা নিঃসন্দেহ।

১১৯ সন্দেহ নেই তোমাকে সত্য দিয়ে পাঠিয়েছি সুসংবাদদাতারূপে ও সতর্ককারীরূপে, আর তোমাকে জবাবদিহি করতে হবে না জ্বলন্ত আগুনের সঙ্গীদের জন্য।

১২০ আর ইহুদিরা তোমার উপরে সন্তুষ্ট হবে না, খ্রীষ্টানরাও নয়, যে পর্যন্ত না তুমি তাদের ধর্ম গ্রহণ করো। বলো: নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌র যে পথপ্রদর্শন তাইই পথপ্রদর্শন।—আর তোমার কাছে যে জ্ঞান এসেছে তা আসার পরে যদি তাদের ইচ্ছার অনুসরণ করো তাহলে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে পাবে না কোনো রক্ষক, কোনো সহায়।

১২১ যাদের আমি গ্রন্থ দিয়েছি আর সেই গ্রন্থ তারা যথার্থভাবে পড়ে, তারা এতে (কোর্‌আনে) বিশ্বাস স্থাপন করে। আর যে কেউ এতে অবিশ্বাসী হয় তারা ক্ষতিগ্রস্ত দলের।

পঞ্চদশ অনুচ্ছেদ

১২২ হে ইসরাইলবংশীয়গণ, স্মরণ করো আমার অনুগ্রহ যা তোমাদের দান করেছিলাম, আর তোমাদের যে বিশ্বজগতে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম।

১২৩ আর নিজেদের সীমা রক্ষা ক'রে চলো একটি দিন সম্বন্ধে যেদিন কোনো প্রাণ অপর প্রাণের কোনো কাজে আসবে না, কোনো ক্ষতিপূরণও গ্রহণ করা হবে না তার কাছ থেকে, কোনো সুপারিশেও তার ফল দেবে না, কোনো সাহায্যও তাদের করা হবে না।

১২৪ আর যখন তাঁর পালয়িতা ইব্রাহিমকে কয়েকটি কথার দ্বারা পরীক্ষা করলেন আর তিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। তিনি বললেন: নিঃসন্দেহ আমি তোমাকে মানুষের নেতা করবো; (ইব্রাহিম) বললেন: আর আমার সন্তানদের? তিনি বললেন: আমার অঙ্গীকার অন্যায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত করে না।

১২৫ আর যখন আমি (কাবা) গৃহকে মানুষের সম্মেলনের ও নিরাপত্তার স্থান করেছিলাম (এই ব'লে): ইব্রাহিমের স্থানকে উপাসনা-ভূমি করো। আর আমি ইব্রাহিম ও ইসমাইলকে

এই ভার দিয়েছিলাম : আমার গৃহ পবিত্র ক'রে রাখো যারা
প্রদক্ষিণ করে, যারা নির্জনতা-ব্রতধারী, যারা মাথা নত করে ও
সেজ্‌দা করে, তাদের জন্য ।
১২৬ আর যখন ইব্রাহিম বললেন : হে আমার পালয়িতা, এই নগরকে
তুমি নিরাপদ করো, আর এর লোকদের যারা আল্লাহ্‌তে ও
শেষ দিনে বিশ্বাস করে তাদের জীবিকাস্বরূপ ফল দান করো ;
তিনি বললেন : যে অবিশ্বাসী হবে তাকে আমি ভোগ করতে
দেব অল্প সময়ের জন্য, তার পর আমি তাকে তাড়িয়ে নেব
আগুনের শাস্তির দিকে—মন্দ গন্তব্যস্থান।
১২৭ আর যখন ইব্রাহিম ও ইসমাইল গৃহের ভিত্তি গেঁথে তুললেন
তখন (বললেন) : হে আমাদের পালয়িতা, আমাদের থেকে
গ্রহণ করো—নিঃসন্দেহ তুমি শ্রোতা, জ্ঞাতা ;
১২৮ হে আমাদের পালয়িতা, আমাদের তোমার অনুগত করো,
আর আমাদের সন্তানদের থেকে তোমার প্রতি অনুগত মণ্ডলী
সৃষ্টি করো ; আর আমাদের উপাসনা-প্রণালী দেখাও ;
আমাদের প্রতি ফেরো,—নিঃসন্দেহ তুমি বার বার প্রত্যাবর্তন-
কারী, ফলদাতা ।
১২৯ হে আমাদের পালয়িতা, তাদের থেকে তাদের মধ্যে প্রেরিত
পুরুষ উত্থিত করো যাঁরা তাদের কাছে পাঠ করবেন তোমার
প্রত্যাদেশসমূহ, আর তাদের শিক্ষা দেবেন ধর্মগ্রন্থ ও জ্ঞান,
আর তাদের পবিত্র করবেন—নিঃসন্দেহ তুমি মহাশক্তি,
জ্ঞানী ।

ষোড়শ অনুচ্ছেদ

১৩০ আর ইব্রাহিমের ধর্ম যে পরিত্যাগ করে সে নিজেকে নির্বোধ
ভিন্ন আর কি প্রতিপন্ন করে ? নিঃসন্দেহ আমি নির্বাচিত
করেছিলাম তাঁকে সংসারে, আর পরকালে তিনি ধার্মিকদের
অন্যতম ।

১৩১ যখন তাঁর পালয়িতা তাঁকে বললেন : আত্মসমর্পণ করো, তিনি বললেন : আমি বিশ্বজগতের পালয়িতার কাছে আত্মসমর্পণ করছি।

১৩২ ইব্রাহিম ও ইয়াকুব তাঁদের পুত্রদেরও এই উপদেশ দিয়েছিলেন : হে আমার পুত্রগণ, নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ তোমাদের জন্য এই ধর্ম মনোনীত করেছেন, সেজন্য প্রাণত্যাগ কোরো না মুসলিম (আত্মসমর্পিত) না হয়ে।

১৩৩ অথবা তোমরা কি উপস্থিত ছিলে যখন ইয়াকুবের মৃত্যু এল? তখন তিনি তাঁর পুত্রদের বললেন : আমার পরে তোমরা কার আরাধনা করবে? তারা বলেছিল : আমরা তোমার উপাস্যের, তোমার পিতৃপুরুষ ইব্রাহিম ইসমাইল আর ইস্‌হাকের উপাস্যের আরাধনা করবো—এক উপাস্য—তাঁর কাছে আমরা আত্মসমর্পণ করছি।

১৩৪ এই লোকেরা গত হয়ে গেছে। তারা যা উপার্জন করেছিল তাই তাদের, আর তোমরা যা উপার্জন করছ তাই তোমাদের, আর তোমাদের জবাবদিহি করতে হবে না তারা যা করতো সে-সম্বন্ধে।

১৩৫ আর তারা বলে : ইহুদি হও, অথবা খ্রীষ্টান হও; তাহলে পথ পাবে। বলো : না, (আমরা অনুসরণ করি) ঋজুস্বভাব ইব্রাহিমের ধর্ম আর তিনি বহুঈশ্বরবাদী ছিলেন না।

১৩৬ বলো : আমরা আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস করি আর বিশ্বাস করি (তাতে) যা আমাদের কাছে প্রত্যাদিষ্ট হয়েছে, আর যা প্রত্যাদিষ্ট হয়েছিল ইব্রাহিম আর ইসমাইল আর ইস্‌হাক্ আর ইয়াকুব আর বিভিন্ন গোত্রের কাছে, আর যা মুসা আর ঈসা পেয়েছিলেন, আর যা নবীরা পেয়েছিলেন তাঁদের পালয়িতার কাছ থেকে। আমরা তাঁদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করি না। আর তাঁর কাছে আমরা আত্মসমর্পণ করি।

১৩৭ আর তারা যদি তার তুল্যতে বিশ্বাস করে যাতে তোমরা বিশ্বাস করো—তাহলে তারা আছে ঠিক পথেই, আর যদি তারা ফিরে যায়, তারা স্পষ্টতঃ বিরোধী হলো, আর তবে আল্লাহ্‌ই তোমাদের জন্য তাদের বিরুদ্ধে যথেষ্ট ; তিনি শ্রোতা ; জ্ঞাতা।

১৩৮ রং (আমরা গ্রহণ করি) আল্লাহ্‌ থেকে, আর রাঙাতে আল্লাহ্‌র চাইতে কে বেশি পারে ? আর আমরা তাঁরই উপাসনা করি।*

১৩৯ বলো (গ্রন্থধারীদের) : তোমরা কি আমাদের সঙ্গে আল্লাহ্‌র সম্বন্ধে বিরোধ করছ ! আর তিনি তোমাদের পালয়িতা, আমাদেরও পালয়িতা। আর আমাদের কাজ আমাদের হবে আর তোমাদের কাজ তোমাদের হবে। আর আমরা একান্ত-ভাবে তাঁর।

১৪০ না—তোমরা কি বলো যে ইব্রাহিম আর ইসমাইল আর ইস্‌হাক আর ইয়াকুব আর বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা ইহুদি অথবা খ্রীষ্টান ছিল ? বলো : তোমরা ভালো জান, না আল্লাহ্‌ জানেন ? আর তার চাইতে কে বেশি অন্যায়কারী যে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে যে সাক্ষ্য পেয়েছে তা গোপন করে ? আর তোমরা যা করছ সে-সম্বন্ধে আল্লাহ্‌ বেখেয়াল নন।

১৪১ এইসব লোক গত হয়ে গেছে। তারা যা উপার্জন করেছিল তাই হবে তাদের, তোমরা যা উপার্জন করছ তাই হবে তোমাদের, আর তারা যা করেছিল সে-সম্বন্ধে জবাব দিতে তোমাদের ডাকা হবে না।

---

* একটি বিখ্যাত হাদিস এই : আল্লাহ্‌র গুণাবলীর দ্বারা ভূষিত হও।

দ্বিতীয় খণ্ড

সপ্তদশ অনুচ্ছেদ

১৪২ লোকদের মধ্যে যারা নির্বোধ তারা শীগগিরই বলবে যে-কিব্‌লাহ্‌ * আগে তাদের ছিল তা তারা বদলালো কিসের জন্য ? বলো : পূর্ব ও পশ্চিমের মালিক আল্লাহ্‌, তিনি যাকে ইচ্ছা করেন সরল পথে চালনা করেন।

১৪৩ এইভাবে তোমাদের আমি করেছি একটি মধ্যপন্থী (ন্যায়-পরায়ণ) মণ্ডলী যেন তোমরা মানবজাতির জন্য সাক্ষী হতে পারো আর রসুল (বাণীবাহক) তোমাদের জন্য সাক্ষী হতে পারেন। আর তুমি যা কিব্‌লাহ্‌ করতে চাচ্ছিলে তা আমি কিব্‌লাহ্‌ করেছি এইটি যাচাই করতে কে পয়গাম্বরের অনুবর্তী হয় আর কে গতির মোড় ফেরায় ; আর এটি নিঃসন্দেহ কঠিন ছিল তাদের ক্ষেত্রে ভিন্ন যাদের আল্লাহ্‌ পথ দেখিয়েছেন ; আর আল্লাহ্‌ তোমাদের বিশ্বাস নিষ্ফল করতে চান নি। নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ মানুষের প্রতি স্নেহময়—ফলদাতা।

১৪৪ আমি দেখেছি আকাশের দিকে তুমি মুখ ফিরিয়ে আছ, তাই নিঃসন্দেহ তোমাকে ফেরাব সেই কিব্‌লাহ্‌র দিকে যাতে তুমি সন্তুষ্ট হবে। অতএব পবিত্র মসৃজিদের দিকে তোমার মুখ ফেরাও ; আর যেখানেই তোমরা থাক তোমাদের মুখ সেই দিকে ফেরাও ; আর যাদের গ্রন্থ দেওয়া হয়েছে নিঃসন্দেহ তারা জানে যে এটি তোমার পালয়িতার কাছ থেকে আসা সত্য ; আর আল্লাহ্‌ অনবহিত নন তোমরা যা করো সে-সম্বন্ধে।

* যে দিকে মুখ ক'রে নামায পড়া হয় তাকে কিব্‌লাহ্‌ বলে। এর পূর্বে মুসলমানরা জেরুজালেমের দিকে মুখ করে নামায পড়তো।

১৪৫ আর যাদের গ্রন্থ দেওয়া হয়েছে তুমি যদি সব নিদর্শন তাদের
সামনে আনো তবু তারা তোমার কিব্‌লাহ্‌র অনুবর্তী হবে
না, তুমিও তাদের কিব্‌লাহ্‌র অনুবর্তী হতে পারো না ; আরও
পরস্পরের কিবলা-র অনুবর্তী নয় ; আর যে জ্ঞান তোমার কাছে
এসেছে তা লাভের পরে তুমি যদি তাদের ইচ্ছার অনুবর্তন
করো তাহলে নিঃসন্দেহ তুমি অন্যায়কারীদের অন্তর্গত হবে।
১৪৬ যাদের আমি গ্রন্থ দিয়েছি তারা (এই প্রত্যাদেশের বিষয়)
জানে যেমন তারা তাদের পুত্রদের জানে, আর তাদের একটি
দল নিশ্চয়ই এই সত্য জেনে গোপন করেছে।
১৪৭ এ তোমাদের পালয়িতার কাছ থেকে আসা সত্য, অতএব
সংশয়ীদের দলের হয়ো না।

অষ্টাদশ অনুচ্ছেদ

১৪৮ আর প্রত্যেকের জন্য একটি দিক আছে সেই দিকে সে ফেরে,
সেজন্য কল্যাণ-কর্মে একে অন্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করো।
তোমরা যেখানেই থাক আল্লাহ্‌ তোমাদের সবাইকে একত্রিত
করবেন। নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ সব কিছুর উপরে ক্ষমতা রাখেন।
১৪৯ আর যেখান থেকেই তোমরা আস (প্রার্থনার জন্য), পবিত্র
মস্‌জিদের দিকে তোমাদের মুখ ফেরাও। নিঃসন্দেহ এটি
তোমাদের পালয়িতার থেকে আসা সত্য। আর তোমরা
যা করো আল্লাহ্‌ সে-সম্বন্ধে বেখবর নন।
১৫০ আর তোমরা যেখান থেকেই আস পবিত্র মস্‌জিদের দিকে
তোমাদের মুখ ফেরাও, আর তোমরা যেখানেই থাক সেইদিকে
তোমাদের মুখ ফেরাও যেন লোকদের তোমাদের বিরুদ্ধে কিছু
বলবার না থাকে—যারা অন্যায়কারী তারা ব্যতীত। সেজন্য
তাদের ভয় কোরো না ; ভয় করো আমাকে যেন আমি
তোমাদের উপরে আমার অনুগ্রহ পূর্ণ করতে পারি, আর যেন
তোমরা পথপ্রাপ্ত হতে পারো—

১৫১ যেমন, আমি তোমাদের কাছে তোমাদের মধ্যে থেকে পয়গাম্বর পাঠিয়েছি, তিনি আমার নির্দেশাবলী তোমাদের কাছে পাঠ করেন, আর তোমাদের শুদ্ধ করেন, আর তোমাদের শিক্ষা দেন ধর্মগ্রন্থ ও জ্ঞান, আর শিক্ষা দেন যা তোমরা জানতে না।

১৫২ অতএব আমাকে স্মরণ করো, আমি তোমাদের স্মরণ করবো, আর আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও, আর আমাকে অস্বীকার কোরো না।

উনবিংশ অনুচ্ছেদ

১৫৩ হে বিশ্বাসিগণ, সাহায্য চাও ধৈর্যে ও বন্দনায়। নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে।

১৫৪ আর যারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয়েছে তাদের মৃত বোলো না; না, তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা অনুভব করতে পারো না।

১৫৫ আর নিঃসন্দেহ আমি তোমাদের পরীক্ষা করবো কিছু ভয় আর ক্ষুধা আর ধনহানি আর প্রাণ ও শস্যহানি দিয়ে; কিন্তু সুসংবাদ দাও ধৈর্যবানদের—

১৫৬ যারা কোনো বিপদ ঘটলে বলে: নিঃসন্দেহ আমরা আল্লাহ্‌র, আর নিঃসন্দেহ তাঁরই কাছে আমরা ফিরে যাব।

১৫৭ এরাই তারা যাদের উপরে রয়েছে তাদের পালয়িতার আশীর্বাদ ও করুণা, আর এরাই পথপ্রাপ্ত।

১৫৮ নিঃসন্দেহ সাফা ও মারওয়া আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের অন্তর্গত, কাজেই যে কেউ কাবাগৃহে হজ করে অথবা (তা) পরিদর্শন করে, তার জন্য অন্যায় হবে না এই দুয়ের প্রদক্ষিণ, আর যে কেউ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ভালো কাজ করে, নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ সাড়া দেন—জ্ঞাতা।

১৫৯ সন্দেহ নেই যারা আমার দ্বারা মানুষের ধর্মগ্রন্থে পরিষ্কারভাবে বিবৃত করার পরে প্রমাণসমূহ ও পথনির্দেশ গোপন করে

তারাই আল্লাহ্‌র অভিশপ্ত, আর যারা অভিসম্পাত করে তাদেরও অভিশপ্ত—

১৬০ তারা ব্যতীত যারা অনুতাপ করে, (নিজেদের) সংশোধন করে, আর (সত্য) প্রকাশ করে—এদেরই দিকে আমি ফিরি, আর আমি বার বার ফিরি—কৃপাময়।

১৬১ সন্দেহ নেই যারা অবিশ্বাস করে আর ম'রে যায় অবিশ্বাসী অবস্থায় তাদেরই উপরে আল্লাহ্‌র আর ফেরেশ্‌তাদের আর মানুষের সবারই অভিসম্পাত।

১৬২ এতে বাস করে যাবে তারা—তাদের শাস্তি লঘু করা হবে না, তারা বিরামও পাবে না।

১৬৩ আর তোমাদের উপাস্য এক—তিনি ভিন্ন আর কোনো উপাস্য নেই—তিনি দয়াময়, কৃপাময়।

বিংশ অনুচ্ছেদ

১৬৪ নিঃসন্দেহ অন্তরীক্ষ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, আর দিন ও রাত্রির পরিবর্তনে, আর যাতে লোকের লাভ হয় তাই নিয়ে সমুদ্রে-চলা জাহাজে, আর জলধারায় যা আল্লাহ্‌ মেঘ থেকে পাঠান ও তার পর তার সাহায্যে ম'রে যাওয়া মাটিতে প্রাণ সঞ্চার করেন আর তার উপরে ছড়িয়ে দেন সমস্ত (রকমের) জীবজন্তু, আর আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত বাতাস ও মেঘের পরিবর্তনে, (আল্লাহ্‌র সর্বব্যাপী নিয়ন্ত্রণের) নিদর্শন রয়েছে যারা বোঝে তাদের জন্য।

১৬৫ আর মানুষের মধ্যে এমন কেউ কেউ আছে যারা নিজেদের জন্য গ্রহণ করে আল্লাহ্‌ ভিন্ন আরাধনার অন্যান্য বস্তু, তাদের প্রতি তাদের ভালোবাসা আল্লাহ্‌র প্রতি ভালোবাসারই মতো—যারা বিশ্বাসী আল্লাহ্‌র প্রতি তাদের ভালোবাসা প্রবলতর—আহা, যারা অন্যায় করে তারা যদি শাস্তি দেখবার আগে দেখতো যে, ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্‌র, আর আল্লাহ্‌ শাস্তিদানে কঠোর।

১৬৬ যাদের অনুগমন করা হতো তারা সেদিন অনুগমনকারীদের অস্বীকার করবে, আর তারা শাস্তি দেখবে, আর তাদের সম্বন্ধ ছিন্ন হয়ে যাবে—

১৬৭ আর যারা অনুগমন করেছিল তারা বলবে : যদি আমাদের পক্ষে ফিরে যাওয়া সম্ভবপর হতো তাহলে আমরা তাদের অস্বীকার করতাম যেমন তারা আমাদের অস্বীকার করেছে। এইভাবে আল্লাহ্ তাদের নিজেদের কাজকে দেখাবেন তাদের জন্য কঠিন আক্ষেপের বিষয়রূপে। আর আগুন থেকে তারা বেরিয়ে আসবে না।

একবিংশ অনুচ্ছেদ

১৬৮ হে মানবগণ, পৃথিবীতে যা আছে তা থেকে বৈধ ও পবিত্র যা তাই খাও আর শয়তানের পদচিহ্নের অনুবর্তন কোরো না ; নিঃসন্দেহ সে তোমাদের জন্য প্রকাশ্য শত্রু।

১৬৯ সে কেবল তোমাদের প্ররোচনা দেয় যা মন্দ আর অশালীন সেইদিকে আর আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে তাই বলতে যে বিষয়ে তোমাদের জ্ঞান নেই।

১৭০ আর যখন তাদের বলা হয় : অনুসরণ করো আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন, তারা বলে : না, আমরা অনুসরণ করি আমাদের পিতা-পিতামহদের যা করতে দেখেছি—যদিও তাদের পিতা-পিতামহদের বুদ্ধি-বিবেচনা কিছুই ছিল না, আর তারা ছিল পথভ্রান্ত ?

১৭১ যারা অবিশ্বাস করে তাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে তার দৃষ্টান্তের মতো যে ডাকে এমন কিছুকে যা ডাক ও চিৎকার ভিন্ন আর কিছু শোনে না। বধির, বোবা, অন্ধ—সেজন্য তারা বোঝে না।

১৭২ হে বিশ্বাসিগণ, পবিত্র জিনিস যা তোমাদের দিয়েছি তাই খাও—আর আল্লাহ্‌কে ধন্যবাদ দাও—যদি তাঁরই উপাসনা তোমরা করো।

১৭৩ তিনি কেবল তোমাদের নিষিদ্ধ করেছেন যা নিজে মরেছে, আর রক্ত, আর শূকরের মাংস, আর যার উপরে আল্লাহ্‌ ভিন্ন আর কোনো নাম উচ্চারিত হয়েছে। কিন্তু যে কেউ দায়ে পড়েছে—কিন্তু সে আকাঙ্ক্ষা করে নি, সীমাও লঙ্ঘন করে নি—তার কোনো পাপ হবে না; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, ফলদাতা।

১৭৪ সন্দেহ নেই যারা আল্লাহ্‌র প্রেরিত ধর্মগ্রন্থের কোনো অংশ লুকোয় আর তা থেকে কিছু লাভ করে, তারা আগুন ভিন্ন আর কিছুই উদরসাৎ করে না; আর বিচারের দিন আল্লাহ্‌ তাদেব প্রতি বাক্যালাপ করবেন না, তাদের শুদ্ধও করবেন না, আর তাদের জন্য আছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

১৭৫ এরাই তারা যারা সুপথেব পরিবর্তে বিপথ কেনে, ক্ষমার পরিবর্তে শাস্তি; কত তাদের ধৈর্য নরকের আগুনের অভিমুখে!

১৭৬ এটি এই কারণে যে আল্লাহ্‌ সত্যসহ গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন; আর যারা গ্রন্থ সম্বন্ধে বিরুদ্ধবাদী নিঃসন্দেহ তারা বিরুদ্ধাচরণে বহুদূর অগ্রসর।

দ্বাবিংশ অনুচ্ছেদ

১৭৭ তোমাদের মুখ যে পূব ও পশ্চিমের দিকে ফেরাও তাতে ধর্ম নেই, কিন্তু ধর্মনিষ্ঠ হচ্ছে সে যে বিশ্বাস করে আল্লাহ্‌তে, আর শেষদিনে, আর ফেরেশ্‌তায়, আর গ্রন্থে, আর বাণীবাহকে, আর ধন দান করে তাঁর প্রেমে স্বজনদের, আর অনাথদের, আর নিঃস্বদের, আর পথচারীদের, আর ভিক্ষুকদের, আর দাসদের মুক্তিদানে, আর প্রতিষ্ঠিত রাখে উপাসনা, আর যাকাত দেয়, আর যে-প্রতিজ্ঞা করেছে তা রক্ষা করে, আর ধৈর্যশীল ধনহীনতায়, আপৎকালে ও যুদ্ধকালে—এরাই সত্যপরায়ণ আর এরাই সীমারক্ষাকারী।

১৭৮ হে বিশ্বাসিগণ, হতদের বদলার বিধান তোমাদের জন্য দেওয়া গেল : স্বাধীনের বদলে স্বাধীন, আর দাসের বদলে দাস, আর নারীর বদলে নারী। আর যাকে তার (হতব্যক্তির) ভাই কিছু পরিমাণে ক্ষমা করেছে সেক্ষেত্রে বিচার হবে প্রচলিত রীতি অনুসারে—তাকে (হতব্যক্তির ভাইকে) ক্ষতিপূরণ দিতে হবে সদ্‌ভাবে। এটি তোমাদের পালয়িতার তরফ থেকে লঘু ব্যবস্থা ও করুণা। কাজেই এর পর যে সীমা লঙ্ঘন করে তার জন্য আছে কঠোর শাস্তি।

১৭৯ আর বদলার বিধানে রয়েছে তোমাদের জন্য জীবন হে জ্ঞানবান ব্যক্তিগণ, যেন তোমরা সীমা রক্ষা করতে পার।

১৮০ তোমাদের জন্য এইটি বিধিবদ্ধ করা গেল : যখন তোমাদের কেউ মৃত্যুর নিকটবর্তী হয়, যদি তার ধন থাকে, তবে সে যেন ওসিয়ৎ (উইল) ক'রে যায় রীতি অনুযায়ী, পিতামাতা ও নিকট আত্মীয়দের জন্য। যারা সীমারক্ষাকারী তাদের জন্য এটি একটি কর্তব্য।

১৮১ আর যে কেউ ওসিয়ৎ (উইল) পরিবর্তন করে শোনার পরে—তবে সেজন্য পাপ বর্তাবে যারা বদলাবে তাদের উপরে ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ শ্রোতা, জ্ঞাতা।

১৮২ কিন্তু যে আশঙ্কা করে যে ওসিয়ৎকারী ওসিয়তের ব্যাপারে পক্ষপাতিত্ব অথবা অন্যায়ের দিকে যাচ্ছে আর তাঁদের মধ্যে সম্‌ঝোথা ঘটায় তবে তার কোনো অন্যায় হবে না। নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, কৃপাময়।

ত্রয়োবিংশ অনুচ্ছেদ

১৮৩ হে বিশ্বাসিগণ, তোমাদের জন্য রোযা বিধান করা গেল, যেমন এটি বিধান করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের জন্য—যেন তোমরা সীমা রক্ষা করতে পার—

১৮৪ নির্দিষ্ট সংখ্যক দিনের জন্য ; কিন্তু তোমাদের মধ্যে যে অসুস্থ,

অথবা প্রবাসে, সে সেই সংখ্যক দিন রোযা রাখবে অন্য সময়ে ; আর যারা সমর্থ তাদের জন্য একটি মুক্তি আছে : একজন নিঃস্বকে খাবার দেওয়া। কিন্তু যে কেউ ভালো কাজ করে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সেটি তার জন্য ভালো ; আর যদি তোমরা রোযা রাখো তবে সেটি তোমাদের জন্য ভালো—যদি জানতে।

১৮৫ রমযান মাস—এতে অবতীর্ণ হয়েছিল কোর্‌আন—মানুষের জন্য পথনির্দেশ আর পথনির্দেশের স্পষ্ট প্রমাণ আর (ন্যায় অন্যায়ের) বিভেদকারী। আর তোমাদের মধ্যে যে কেউ বর্তমান আছ সে মাস ধ'রে রোযা রাখুক, আর তোমাদের মধ্যে যে অসুস্থ অথবা প্রবাসে সে সেই সংখ্যক দিন অন্য সময়ে রোযা করুক। আল্লাহ্‌ তোমাদের জন্য চান যা সহজ, যা কঠিন তা চান না তোমাদের জন্য, আর (তিনি চান) তোমরা এই সংখ্যা পূর্ণ করো ; আর আল্লাহ্‌র মহিমা কীর্তন করো তোমাদের যে পথ দেখিয়েছেন সেই জন্য, আর তোমরা যেন কৃতজ্ঞ হতে পার।

১৮৬ আর যখন আমার দাসেরা আমার সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে তখন নিঃসন্দেহ আমি অতি নিকটে ; আমি প্রার্থীর প্রার্থনার উত্তর দিই যখন সে আমাকে ডাকে। অতএব তারা আমার ডাকে উত্তর দিক, আর আমাতে বিশ্বাসী হোক—যেন তারা সুপথে চালিত হতে পারে।

১৮৭ রোযার রাত্রে স্ত্রী-গমন তোমাদের জন্য বৈধ করা গেল। তারা তোমাদের জন্য আবরণ আর তোমরা তাদের জন্য আবরণ। আল্লাহ্‌ জানেন তোমরা নিজেদের ফাঁকি দিচ্ছিলে, তাই তিনি তোমাদের দিকে ফিরেছেন ও তোমাদের কষ্টের লাঘব করেছেন। সুতরাং তাদের সঙ্গে মিলিত হও এবং আল্লাহ্‌ যা বৈধ করেছেন তা অনুসরণ করে চল, আর পানাহার করো যে পর্যন্ত না প্রত্যূষে দিনের শুভ্রতা রাতের কৃষ্ণতা থেকে স্পষ্ট হয় ; তার পর রোযা

পূর্ণ করো রাত্রি পর্যন্ত, আর তাদের স্পর্শ কোরো না যখন মসৃজিদে নির্জনবাসী হবে। এই হচ্ছে আল্লাহ্‌র (নির্দেশিত) সীমা, সুতরাং তাদের নিকটে যেয়ো না। এইভাবে আল্লাহ্‌ মানুষের জন্য তাঁর নির্দেশাবলী সুস্পষ্ট করেন যেন তারা সীমারক্ষাকারী হতে পারে।

১৮৮ আর নিজেদের মধ্যে নিজেদের সম্পত্তি মিথ্যা উপায়ে আত্মসাৎ কোরো না, তার সাহায্যে বিচারকদের কাছেও যেতে চেয়ো না, এই উদ্দেশ্য নিয়ে যে, তাহলে লোকের সম্পত্তির একটি অংশ তোমরা জেনে অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করতে পারবে।

চতুর্বিংশ অনুচ্ছেদ

১৮৯ তারা তোমাকে নতুন চাঁদ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করছে। বলো: এসব হচ্ছে নির্ধারিত কাল মানুষের (উপকারের) জন্য আর হজের জন্য। আর এটি ধর্ম নয় যে তোমরা (হজের পরে) বাড়িতে প্রবেশ করবে পশ্চাৎভাগ দিয়ে* কিন্তু ধর্ম হচ্ছে সীমা রক্ষা করায়; আর গৃহে প্রবেশ করো সদর দরজা দিয়ে, আর আল্লাহ্‌র প্রতি (তোমাদের কর্তব্য সম্বন্ধে) সাবধান হও যেন সফলকাম হতে পার।

১৯০ আর আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করো তাদের সঙ্গে যারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে, আর সীমা লঙ্ঘন কোরো না। নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ ভালোবাসেন না সীমা লঙ্ঘনকারীদের।

১৯১ আর (যুদ্ধে) তাদের হত্যা করো যেখানে তাদের পাও আর তাড়িয়ে দাও তাদের সেখান থেকে যেখান থেকে তারা তোমাদের তাড়িয়ে দিয়েছে, আর উৎপীড়ন হত্যার চাইতে কঠোরতর। আর তাদের সঙ্গে পবিত্র মসৃজিদে যুদ্ধ কোরো না যে পর্যন্ত না তারা সেখানে তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে, কিন্তু

* এটি প্রাচীন রীতি ছিল।

তারা যদি তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তবে তাদের হত্যা করো, এই হচ্ছে অবিশ্বাসীদের প্রাপ্য।

১৯২ কিন্তু তারা যদি ক্ষান্ত হয় তবে নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, ফলদাতা।

১৯৩ আর তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করো যে পর্যন্ত না উৎপীড়ন বন্ধ হয় আর ধর্ম হয় আল্লাহ্‌র জন্য, কিন্তু তারা যদি ক্ষান্ত হয় তবে যুদ্ধবিগ্রহ চলবে না যারা উৎপীড়ক তাদের সঙ্গে ভিন্ন।

১৯৪ পবিত্র মাসের বদলায় পবিত্র মাস আর সব পবিত্র ব্যাপার বদলার নিয়মাধীন হয়েছে, অতএব যে কেউ তোমাদের আক্রমণ করে তাকে ততটা আঘাত দাও সে তোমাদের যতটা আঘাত দিয়েছে, আর আল্লাহ্‌র প্রতি (তোমাদের কর্তব্য সম্বন্ধে) সাবধান হও, আর জেনো যে আল্লাহ্‌ সীমারক্ষাকারীদের সঙ্গে।

১৯৫ আর আল্লাহ্‌র পথে খরচ করো, আর নিজেদের হাতের দ্বারা ধ্বংসে নিক্ষিপ্ত হয়ো না, আর ভালো কর, নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ ভালোবাসেন যারা ভালো করে তাদের।

১৯৬ আর আল্লাহ্‌র জন্য হজ্‌ ও ওমরা* পূর্ণ করো। কিন্তু যদি বাধা পাও তবে কোরবানির জন্য পাঠিয়ে দাও যা সহজে পাও, আর মস্তক মুণ্ডন কোরো না যে পর্যন্ত না কোরবানির পশু তার গন্তব্যস্থানে পৌঁছেছে। কিন্তু তোমাদের মধ্যে যদি কেউ অসুস্থ থাকে, অথবা তার মাথার অসুখ থাকে, তবে তার মুক্তির ব্যবস্থা হচ্ছে রোযা রাখা, দরিদ্রকে দান করা, অথবা কোরবানি করা, কিন্তু যখন নিরাপত্তা বোধ করবে তখন যে হজের সঙ্গে ওমরা যোগ ক'রে লাভবান হতে চাইবে সে কোরবানি করবে যা সহজে পাওয়া যায়। কিন্তু যে কোনো কোরবানির পশু

* ওম্‌রাকে বলা হয় ছোট হজ। হজ বিশেষ চাঁদে করণীয়, কিন্তু ওম্‌রা সব সময়ই করা যেতে পারে।

পাবে না সে হজের সময় তিনদিন রোযা করবে, আর ফিরে এসে সাতদিন রোযা করবে, এতে ক'রে দশদিন পূর্ণ হবে। এই ব্যবস্থা তার জন্য যার পরিবার পবিত্র মস্‌জিদে (মক্কায়) উপস্থিত নয়, আর আল্লাহ্‌র প্রতি (তোমাদের কর্তব্য সম্বন্ধে) সাবধান হবে, আর জেনো যে আল্লাহ্ কঠোর প্রতিফলদাতা।

পঞ্চবিংশ অনুচ্ছেদ

১৯৭ হজ হয় কয়েকটি সুপরিচিত মাসে ; সে জন্য যে এই সময় হজ করার সঙ্কল্প করে তার জন্য হজকালে স্ত্রীসঙ্গ গালাগালি আর ঝগড়াবিবাদ নিষিদ্ধ। আর ভালো যা তোমরা করো আল্লাহ্ তা জানেন। আর (হজের জন্য) পাথেয়ের ব্যবস্থা করো —নিঃসন্দেহ শ্রেষ্ঠ পাথেয় হচ্ছে সীমা রক্ষা করা—আর আল্লাহ্‌র প্রতি (তোমাদের কর্তব্য সম্বন্ধে) সাবধান হও হে জ্ঞানিগণ।

১৯৮ যদি (ব্যবসা ক'রে) তোমাদের পালয়িতার সম্পদ লাভের চেষ্টা করো তবে তাতে তোমাদের অপরাধ হবে না। এর পর যখন তোমরা দলের সঙ্গে আরাফাত থেকে ফিরবে তখন পবিত্র স্মৃতির স্থানের নিকটে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করো আর স্মরণ করো তিনি যে তোমাদের পথ দেখিয়েছেন ; আর তার পূর্বে নিঃসন্দেহ তোমরা ছিলে পথহারা।

১৯৯ এর পর লোকেরা যেখান থেকে সবেগে এগিয়ে যায় সেখান থেকে সবেগে এগিয়ে যাও আর আল্লাহ্‌র ক্ষমা প্রার্থনা করো ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, ফলদাতা।

২০০ আর যখন তোমাদের পুণ্য অনুষ্ঠান শেষ হয়েছে তখন আল্লাহ্‌র গুণকীর্তন করো যেমন তোমরা পূর্বপুরুষদের গুণকীর্তন করতে —বরং তার চাইতে বেশী গুণকীর্তন করো। কিন্তু মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে যে বলে : হে আমাদের পালয়িতা, দুনিয়াতে আমাদের দাও।—আর পরকালে তার জন্য কোনো লভ্য নেই।

২০১ আর তাদের মধ্যে এমন লোকও আছে যে বলে : হে আমাদের পালয়িতা, সংসারে আমাদের দাও যা ভালো, আর পরলোকে আমাদের দাও যা ভালো, আর রক্ষা করো আমাদের আগুনের শাস্তি থেকে।

২০২ তারা যা উপার্জন করেছে তাদের তাই লভ্য হবে—আল্লাহ্‌ হিসাবে সত্বর।

২০৩ নির্ধারিত দিনগুলিতে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করো। তার পর যে কেউ দুই দিন আগে রওনা হয়ে যায় তাতে তার অপরাধ হবে না, আর যে দেরি করবে তারও কোনো অপরাধ হবে না। এ তার জন্য যে সীমা রক্ষা করে, আর আল্লাহ্‌র প্রতি (তোমাদের কর্তব্য সম্বন্ধে) সাবধান হও, আর জেনো যে তোমরা একত্রিত হবে তাঁর কাছে।

২০৪ আর লোকদের মধ্যে এমন ব্যক্তি আছে এই সংসারের জীবন সম্বন্ধে যার কথা তোমাদের খুশী করে, আর সে আল্লাহ্‌কে সাক্ষী করে তার মনে যা আছে সে সম্বন্ধে; কিন্তু সেই হচ্ছে বিরোধীদের মধ্যে কঠোরতম।

২০৫ আর সে যখন (তোমার কাছ থেকে) ফিরে যায় তখন সে দেশে দৌড়ে ফেরে যেন তাতে অহিত করতে পারে, ফসল ও গৃহপালিত পশু নষ্ট করতে পারে; আর আল্লাহ্‌ অহিত করা ভালোবাসেন না।

২০৬ আর যখন তাকে বলা হয় : আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে সীমারক্ষা করো, অহঙ্কার তাকে পাপে নিয়ে যায়; সে জন্য জাহান্নাম তার হিসাব চোকাবে—বাসের জন্য মন্দ স্থান।

২০৭ আর মানুষের মধ্যে এমন মানুষ আছে যে আল্লাহ্‌র খুশীর জন্য নিজেকে বিক্রয় করে; আর আল্লাহ্‌ স্নেহময় দাসদের প্রতি।

২০৮ হে বিশ্বাসিগণ, আত্মসমর্পণে প্রবেশ করো, সবাই, আর

শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কোরো না ; নিঃসন্দেহ সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

২০৯ কিন্তু স্পষ্ট প্রমাণসমূহ তোমাদের কাছে আসবার পরে যদি তোমাদের পদস্খলন হয় তবে জেনো আল্লাহ্ শক্তিধর, জ্ঞানবান্।

২১০ তারা প্রতীক্ষা করে না এ ভিন্ন আর কিছুর জন্য যে আল্লাহ্ ফেরেশ্‌তাদের সঙ্গে নিয়ে তাদের কাছে আসবেন মেঘের ছায়ায় ; আর এই বিষয় সম্বন্ধে পূর্বেই মীমাংসা হয়ে গেছে ; আর সব ব্যাপার ফিরে যায় আল্লাহ্‌তে।

ষড়্‌বিংশ অনুচ্ছেদ

২১১ ইসরাইলবংশীয়দের জিজ্ঞাসা করো কত স্পষ্ট নিদর্শন আমি তাদের দিয়েছিলাম ; আর যে কেউ আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ পরিবর্তন করে তা তার কাছে আসার পরে, তার পর নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ কঠোর প্রতিফলদাতা।

২১২ যারা অবিশ্বাসী তাদের জন্য এই সংসারের জীবন সাজানো ; আর তারা উপহাস করে যারা বিশ্বাসী তাদের ; আর যারা সীমারক্ষাকারী বিচারের দিনে তারা স্থান পাবে তাদের উপরে ; আর আল্লাহ্ হিসাব না ক'রে জীবিকা দেন যাকে খুশী।

২১৩ মানুষ ছিল একজাতি। পরে আল্লাহ্ সুসংবাদদাতা ও ভয়-প্রদর্শনকারী বাণীবাহকদের পাঠালেন ও তাঁদের সঙ্গে অবতীর্ণ করলেন গ্রন্থ সত্যসহ যেন তা মীমাংসা করতে পারে লোকদেব যে বিষয়ে মতভেদ হয়েছে সেই বিষয়ে। আর যাদের গ্রন্থ দেওয়া হয়েছিল স্পষ্ট প্রমাণ তাদের কাছে আসার পরেও তারাই সে সম্বন্ধে মতভেদ করেছিল পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষের ফলে। আর আল্লাহ্ আপন ইচ্ছায় বিশ্বাসীদের পরিচালিত করলেন সেই সত্যের দিকে যে বিষয়ে তাদের মতভেদ হয়েছিল। আল্লাহ্ সরল পথে চালান যাকে খুশী।

২১৪ অথবা তোমরা কি ভাবো যে তোমরা স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ

করবে যখন যারা তোমাদের পূর্বে গত হয়ে গেছে তাদের (ক্ষেত্রে যা ঘটেছিল তার) মতো কিছু তোমাদের উপরে আজও বর্তায় নি? দুঃখ ও বিপদ তাদের আক্রমণ করেছিল আর তারা যেন ভূমিকম্পে কেঁপেছিল, এতদূর পর্যন্ত যে বাণী-বাহক ও যারা তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসী হয়েছিল তারা বলেছিল: আল্লাহ্‌র সাহায্য কখন আসবে? নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌র সাহায্য নিকটবর্তী।

২১৫ তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করছে কি (ভাবে) তারা ব্যয় করবে। বলো: তোমরা কল্যাণের জন্য যা ব্যয় করবে তা (করবে) পিতামাতার জন্য, আর নিকট-আত্মীয়দের জন্য, আর অনাথদের জন্য, আর দরিদ্রদের জন্য, আর পথচারীদের জন্য; আর জেনো যা-ই করো নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ তা জানেন।

২১৬ তোমাদের জন্য যুদ্ধ করার বিধান দেওয়া গেল, আর তা তোমাদের জন্য অপ্রীতিকর; আর হতে পারে তোমারা অপছন্দ করলে এমন কিছু যা তোমাদের জন্য ভালো আর হতে পারে তোমরা ভালোবাসলে এমন কিছু যা তোমাদের জন্য মন্দ; আর আল্লাহ্‌ জানেন যা তোমরা জানো না।

সপ্তবিংশ অনুচ্ছেদ

২১৭ তারা তোমাকে পবিত্র মাস সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করছে— তাতে যুদ্ধ করা সম্বন্ধে। বলো: এই মাসে যুদ্ধ করা গুরুতর (সীমালঙ্ঘন); কিন্তু (লোকদের) আল্লাহ্‌র পথ থেকে ফেরানো আর তাঁকে অস্বীকার করা, আর (লোকদের) পবিত্র মস্‌জিদ থেকে ফেরানো, আর এর লোকদের তা থেকে বার ক'রে দেওয়া, এসব আল্লাহ্‌র কাছে আরো গুরুতর অপরাধ, আর উৎপীড়ন হত্যার চাইতে গুরুতর। আর তারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা থামাবে না যে পর্যন্ত না তোমাদের ধর্ম থেকে তোমাদের ভ্রষ্ট করতে পারে—যদি তা পারে; আর তোমাদের যে কেউ ধর্মত্যাগী

হবে ও মরবে অবিশ্বাসী থাকা অবস্থায়- এরাই সেই লোক যাদের সব কাজ ইহকালে ও পরকালে বৃথা হবে, আর তারাই হচ্ছে আগুনের অধিবাসী—সেখানে থাকবে তারা দীর্ঘকাল।

২১৮ নিঃসন্দেহ যারা বিশ্বাস করেছিল, আর যারা গৃহত্যাগ করেছিল, আর যারা আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম করেছিল, এরা আশা রাখে আল্লাহ্‌র করুণার, আর আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, কৃপাময়।

২১৯ তারা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করছে। বলোঃ এই দুয়েতেই আছে গুরু পাপ আর মানুষের জন্য লাভের উপায়, আর তাদের পাপ তাদের লাভের চাইতে গুরুতর। আর তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে কত তারা ব্যয় করবে। বলোঃ যা উদ্‌বৃত্ত থাকে। এইভাবে আল্লাহ্‌ তোমাদের কাছে স্পষ্ট করেন তাঁর নিদর্শনসমূহ যেন তোমরা চিন্তা করতে পার—

২২০ ইহলোক ও পরলোক সম্বন্ধে। আর তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করছে অনাথদের সম্বন্ধে। বলোঃ তাদের সম্বন্ধে সুব্যবস্থা করা উত্তম; আর যদি সম্পত্তির ব্যাপারে তাদের সঙ্গে অংশীদার হও তবে তারা তোমাদের ভাই। আর আল্লাহ্‌ জানেন কে অহিতকারী আর কে হিতকারী; আর আল্লাহ্‌ যদি ইচ্ছা করতেন তবে নিশ্চয়ই তোমাদের বিপন্ন করতে পারতেন; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ মহাশক্তি, জ্ঞানী।

২২১ আর বহুদেববাদিনীদের বিয়ে কোরো না যে পর্যন্ত না তারা বিশ্বাসিনী হয়, আর নিঃসন্দেহ একজন বিশ্বাসিনী দাসী শ্রেষ্ঠতর একজন বহুদেববাদিনীর চাইতে যদিও সে তোমাদের খুশী করে; আর বিশ্বাসিনীদের বিয়ে দিও না অবিশ্বাসীদের সঙ্গে যে পর্যন্ত না তারা বিশ্বাস করে, আর নিঃসন্দেহ, একজন বিশ্বাসী দাস শ্রেষ্ঠতর একজন অবিশ্বাসীর চাইতে যদিও সে তোমাকে খুশী করে; এরা আগুনের দিকে নিমন্ত্রণ করে আর আল্লাহ্‌ নিমন্ত্রণ করেন বেহেশ্‌তের দিকে ও ক্ষমার দিকে তাঁর

ইচ্ছায়, আর মানুষের কাছে ব্যক্ত করেন তাঁর নিদর্শনসমূহ,
যেন তারা স্মরণ করতে পারে।

অষ্টাবিংশ অনুচ্ছেদ

২২২ তারা তোমাকে ঋতু সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করছে। বলো: এটি কিঞ্চিৎ মন্দ অবস্থা। সে জন্য ঋতুকালে স্ত্রীদের থেকে তফাত থাকবে আর তাদের নিকটবর্তী হয়ো না পরিচ্ছন্ন না হওয়া পর্যন্ত। তার পর যখন তারা নিজেদের পরিচ্ছন্ন করেছে তখন তাদের সঙ্গে মিলিত হও যেভাবে আল্লাহ্‌ তোমাদের আদেশ করেছেন। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ ভালোবাসেন তাদের যারা তাঁর দিকে বেশি ফেরে, আর তিনি ভালোবাসেন তাদের যারা নিজেদের পবিত্র করে।

২২৩ তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের জন্য (ফসল উৎপাদনের) ক্ষেত্র, সেজন্য যেমন খুশী তাতে যাও। আর নিজেদের জন্য পূর্বে কিছু সৎকাজ কোরো। আর আল্লাহ্‌র প্রতি তোমাদের কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত হও। আর জেনো যে তোমাদের তাঁর সঙ্গে দেখা হবে। আর সুসংবাদ দাও যারা বিশ্বাসী তাদের।

২২৪ আর তোমাদের শপথের দ্বারা আল্লাহ্‌কে বাধা স্বরূপ কোরো না তোমাদের পুণ্য কর্মে, সীমা রক্ষায়, আর মানুষদের মধ্যে সন্ধি স্থাপনে; আর আল্লাহ্‌ শ্রোতা, জ্ঞাতা।

২২৫ আল্লাহ্‌ তোমাদের দায়ী করবেন না তোমাদের শপথগুলোর যা বৃথা সেসবের জন্য, কিন্তু তোমাদের জবাবদিহি করবেন যা তোমাদের হৃদয় অর্জন করেছে সেসম্বন্ধে, আর আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, সহিষ্ণু।

২২৬ যারা 'ইলা', অর্থাৎ তাদের স্ত্রীদের থেকে পৃথক থাকবার শপথ, গ্রহণ করে তাদের চারমাসকাল অপেক্ষা করতে হবে, কিন্তু তারা যদি ফিরে যায় (পুনরায় স্বামী স্ত্রীরূপে বাস করে) নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, ফলদাতা।

২২৭ আর যদি তারা বিবাহবিচ্ছেদের সংকল্প গ্রহণ ক'রে থাকে তবে নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ শ্রোতা, জ্ঞাতা।

২২৮ আর তালাকপ্রাপ্ত নারীরা বিচ্ছিন্ন হয়ে অপেক্ষা করবে তিন ঋতুকাল; আর তাদের জন্য বৈধ হবে না আল্লাহ্ তাদের গর্ভে যা সৃষ্টি করেছেন তা লুকোনো যদি তারা আল্লাহ্‌তে ও শেষদিনে বিশ্বাস করে। আর যদি ইতিমধ্যে তারা (স্বামীরা) পুনর্মিলন চায় তবে স্বামীদের তাদের ফিরিয়ে নেবার দাবি অগ্রগণ্য হবে। আর পুরুষদের যেমন নারীদের সম্বন্ধে অধিকার আছে, ন্যায়তঃ, নারীদেরও তেমনি পুরুষদের সম্বন্ধে অধিকার আছে, আর পুরুষরা তাদের কিছু উপরে। আল্লাহ্ মহাশক্তি, জ্ঞানী।

উনত্রিংশ অনুচ্ছেদ

২২৯ তালাক দুইবার (দেওয়া যেতে পারে); তার পর বিধিমতে রক্ষণ অথবা সদয়ভাবে বিদায় দান; আর তাদের যা দিয়েছ তার কিছু অংশ ফিরিয়ে নেওয়া তোমাদের জন্য বৈধ নয় যদি না দুইজনেই আশঙ্কা করে যে আল্লাহ্‌র নির্দেশিত সীমা রক্ষা করা তাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়। তার পর তোমরা যদি আশঙ্কা করো যে তারা আল্লাহ্‌র নির্দেশিত সীমার মধ্যে থাকতে পারবে না, তবে তাদের জন্য অপরাধ হবে না স্ত্রী যে অংশের বিনিময়ে মুক্ত হতে চায় তার জন্য। এইসব হচ্ছে আল্লাহ্‌র নির্দেশিত সীমা, অতএব এসব লঙ্ঘন কোরো না; আর যারা আল্লাহ্‌র সীমা লঙ্ঘন করে তারাই হচ্ছে অন্যায়কারী।

২৩০ যদি সে তালাক দিয়ে দেয় (তৃতীয়বার তালাক দিয়ে) এর পর তার সেই স্ত্রী তার জন্য বৈধ হবে না যে পর্যন্ত না সে অন্য স্বামী গ্রহণ করে; তার পর যদি সে তাকে তালাক দেয় তবে তাদের উভয়ের জন্য দোষের হবে না যদি তারা পরস্পরের

কাছে ফিরে আসে—যদি তারা মনে করে যে তারা আল্লাহ্‌র সীমার মধ্যে থাকতে পারবে। আর এইসব হচ্ছে আল্লাহ্‌র নির্দেশিত সীমা যা তিনি সুস্পষ্ট করেন সেই লোকদের জন্য যাদের জ্ঞান আছে।

২৩১ আর যখন তোমাদের স্ত্রীদের তালাক দাও আর তাদের নির্ধারিত সময় পূর্ণ হয়, তার পর হয় তাদের রক্ষা করো সদয়ভাবে নয় তাদের মুক্তি দাও সদয়ভাবে, আর তাদের রক্ষা কোরো না ক্ষতি করার জন্য, তাতে তোমরা সীমালঙ্ঘন করবে, আর যে তাই করে সে নিশ্চয় তার নিজের প্রতি অন্যায় করে; আর আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশকে তামাশার বস্তু কোরো না, আর স্মরণ করো তোমাদের উপরে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ, আর গ্রন্থের ও জ্ঞানের দ্বারা যা তিনি অবতীর্ণ করেছেন তোমাদের কাছে তার দ্বারা তোমাদের উপদেশ দেবার জন্য, (তার কথা); আর আল্লাহ্‌র সীমা রক্ষা ক'রে চলো, আর জেনো যে আল্লাহ্‌ সব জানেন।

ত্রিংশ অনুচ্ছেদ

২৩২ আর যখন তোমরা স্ত্রীদের তালাক দিয়েছ আর তারা নির্ধারিত কাল পূর্ণ করেছে তখন তাদের স্বামীদের গ্রহণ করার পথে বাধা উপস্থিত কোরো না যদি তারা পরস্পর সম্মত হয়ে থাকে বৈধভাবে। তোমাদের মধ্যে যে আল্লাহ্‌তে ও শেষদিনে বিশ্বাস করে এর দ্বারা তাকে উপদেশ দেওয়া যাচ্ছে। এইটি তোমাদের জন্য বেশি পুণ্যজনক ও পবিত্রতর; আর আল্লাহ্‌ জানেন আর তোমরা জানো না।

২৩৩ আর মায়েরা তাদের সন্তানদের পুরো দুই বৎসর দুধ দেবে তার জন্য যে চায় সন্তানদের দুধ দেবার কাল পূর্ণ হোক, আর তাদের ভরণপোষণ ও কাপড়চোপড়ের ব্যয় পিতা 'বহন করবে রীতি অনুসারে। কোনো ব্যক্তির উপরেই তার সাধ্যের

অতিরিক্ত কর্তব্য-ভার চাপানো যাবে না—কোনো মাকে তার সন্তানের জন্য পীড়ন সহ্য করতে হবে না, পিতাকেও তার সন্তানের জন্য পীড়ন সহ্য করতে হবে না, আর পিতার উত্তরাধিকারীর উপরে তুল্য কর্তব্য বর্তায়। কিন্তু যদি দুজনেই স্তন্য দান বন্ধ করতে চায় সম্মতি ও পরামর্শক্রমে তবে তাদের কোনো অপরাধ হবে না। আর যদি তোমাদের সন্তানদের জন্য ধাত্রী নিযুক্ত করতে চাও তবে তোমাদের কোনো অপরাধ হবে না যে পর্যন্ত রীতি অনুসারে প্রতিশ্রুত পারিশ্রমিক দিতে পার; আর আল্লাহ্‌র সীমারক্ষা করতে যত্নবান হও, আর জেনো আল্লাহ্‌ দেখেন যা তোমরা করো।

২৩৪ আর তোমাদের মধ্যে যাদের মৃত্যু ঘটে ও রেখে যায় স্ত্রীদের তারা (স্ত্রীরা) নিজেদের প্রতীক্ষায় রাখবে চারমাস দশদিন। তারপর নির্দিষ্ট সময় পূর্ণ হলে তারা নিজেদের সম্বন্ধে বৈধভাবে যা করে তাতে তোমাদের দোষ হবে না; আর আল্লাহ্‌ খবর রাখেন সে সম্বন্ধে।

২৩৫ আর তোমাদের জন্য দোষের হবে না যদি (এই) নারীদের সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব তোমরা করো ইঙ্গিতে অথবা (সেই প্রস্তাব) গোপন রাখো তোমাদের অন্তরে। আল্লাহ্‌ জানেন যে তোমরা তাদের কথা বলবে, কিন্তু ন্যায়সঙ্গতভাবে বলা ভিন্ন গোপনে তাদের বিবাহের প্রতিশ্রুতি দিও না, আর বিবাহবন্ধন পূর্ণাঙ্গ কোরো না যে পর্যন্ত না নির্ধারিত কাল গত হয়। জেনো যে আল্লাহ্‌ জানেন যা তোমাদের মনে আছে। অতএব তাঁকে ভয় কোরো আর জেনো যে আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, সহিষ্ণু।

একত্রিংশ অনুচ্ছেদ

২৩৬ তোমাদের অপরাধ হবে না যদি স্ত্রীদের তালাক্‌ দাও তাদের 'স্পর্শ' করার অথবা তাদের জন্য মোহরানা ধার্য করার পূর্বে

আর তাদের অর্থ দানের ব্যবস্থা কোরো—বিত্তবান তার সামর্থ্য অনুসারে আর দরিদ্র তার সামর্থ্য অনুসারে—রীতি অনুযায়ী হবে এই অর্থ দান—সৎকর্মশীলদের জন্য এটি একটি কর্তব্য।

২৩৭ যদি তোমরা তাদের তালাক দাও তাদের 'স্পর্শ' করার পূর্বে আর যদি তাদের জন্য ধার্য ক'রে থাক মোহরানা তবে যা ধার্য করেছ তার অর্ধেক তাদের দিয়ে দাও যদি না তারা দাবি ছেড়ে দেয়, অথবা যার হাতে বিবাহ-গ্রন্থি আছে সে (বর) তার দাবি ছেড়ে দেয়; আর এটি সীমারক্ষার নিকটবর্তী যে তোমরা (পুরুষরা) দাবি ছেড়ে দেবে; আর পরস্পরের মধ্যে সদয়তা বিস্মৃত হয়ো না। নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ দেখেন তোমরা যা করো।

২৩৮ সযত্নে রক্ষা করো নামাযগুলো, আর মধ্যম নামায (আসরের নামায), আর দাঁড়াও আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে পরম বিনয়ে—

২৩৯ কিন্তু যদি (শত্রুর) ভয় থাকে তবে দাঁড়িয়ে অথবা ঘোড়ার পিঠে (নামায পড়ো)। আর যখন নিরাপত্তা বোধ করো তখন আল্লাহ্‌কে স্মরণ করো যেভাবে তিনি তোমাদের শিখিয়েছেন—যা তোমরা জানতে না।

২৪০ আর তোমাদের যারা মারা যায় আর রেখে যায় স্ত্রীদের, তাদের উচিত স্ত্রীদের এক বৎসরের ভরণ-পোষণের জন্য ওসিয়ৎ ক'রে যাওয়া তাদের বহিষ্কার না ক'রে, কিন্তু তারা যদি (নিজেরা) চলে যায় তবে তারা নিজেরা বৈধ যা করে তার জন্য তোমাদের পাপ হবে না; আর আল্লাহ্‌ মহাশক্তি, জ্ঞানী।

২৪১ তালাক-দেওয়া নারীদের জন্যও রীতি অনুসারে ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা (চাই), সীমা রক্ষাকারীদের এটি একটি কর্তব্য।

২৪২ এইভাবে আল্লাহ্‌ তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট করেন তাঁর নির্দেশাবলী যেন তোমরা বুঝতে পার।

দ্বাত্রিংশ অনুচ্ছেদ

২৪৩ তোমরা কি তাদের বিষয়ে ভাব নাই যারা মৃত্যুর ভয়ে হাজারে হাজারে গৃহত্যাগ করেছিল? তারপর আল্লাহ্ তাদের বললেন : মরে যাও। পুনরায় তিনি তাদের দিলেন জীবন। নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ মানুষের প্রতি অশেষ করুণাময়; কিন্তু মানুষরা অনেকে কৃতজ্ঞ নয়।

২৪৪ আর আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম করো, আর জেনো যে আল্লাহ্ শ্রোতা, জ্ঞাতা।

২৪৫ কে সে যে আল্লাহ্‌কে দেবে উত্তম ঋণ (বিনা সুদে ঋণ), যেন তিনি এটি তাকে বহুগুণিত ক'রে দিতে পারেন? আর আল্লাহ্ সঙ্কুচিত করেন আর প্রসারিত করেন। আর তোমাদের ফিরিয়ে আনা হবে তাঁর কাছে।

২৪৬ মূসার পরে ইসরাইলবংশীয় প্রধানদের কথা তুমি কি ভাব নাই যখন তারা তাদের এক বাণীবাহককে বলেছিল : আমাদের জন্য একজন রাজা খাড়া করো যেন আমরা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করতে পারি। তিনি বলেছিলেন : তোমরা তাহলে কি যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকবে যদি যুদ্ধের বিধান তোমাদের জন্য দেওয়া হয়? তারা বলেছিল : কেন আমরা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করবো না যখন আমরা আমাদের গৃহ ও সন্তানদের থেকে বিতাড়িত হয়েছি? কিন্তু যখন তাদের জন্য যুদ্ধের বিধান হলো তারা ফিরে দাঁড়াল—তাদের মধ্যে কয়েকজন ব্যতীত। আল্লাহ্ সুপরিজ্ঞাত অন্যায়কারীদের সম্বন্ধে।

২৪৭ আর তাদের পয়গাম্বর তাদের বলেছিলেন, আল্লাহ্ নিঃসন্দেহ তালূতকে (Saul-কে) তোমাদের রাজা করেছেন। তারা বললে, সে কেমন করে আমাদের উপরে রাজত্ব করতে পারে যখন রাজত্বে তার চাইতে আমাদের বেশি অধিকার, তাকে প্রচুর ধনৈশ্বর্যও দেওয়া হয় নি? তিনি বললেন : নিঃসন্দেহ

আল্লাহ্‌ তাকে নির্বাচিত করেছেন তোমাদের উপরে আর তিনি তাকে প্রাচুর্যও দিয়েছেন জ্ঞানে ও দেহে ; আর আল্লাহ্‌ তাঁর রাজত্ব দেন যাকে খুশী, আর আল্লাহ্‌ মহাবদান্য, জ্ঞানময়।

২৪৮ আর তাদের পয়গাম্বর তাদের বলেছিলেন : নিঃসন্দেহ তাঁর রাজত্বের লক্ষণ এই যে তোমাদের কাছে আসবে পেটিকা যাতে আছে তোমাদের পালয়িতার তরফ থেকে শান্তি আর মূসা ও হারূনের বংশোদ্ভবেরা যেসব বস্তু ত্যাগ ক'রে গেছেন তার অবশিষ্টাংশ—এটি বহন করবে ফেরেশ্‌তারা, নিঃসন্দেহ এতে আছে একটি নিদর্শন যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।

ত্রয়স্ত্রিংশ অনুচ্ছেদ

২৪৯ যখন তালুত সৈন্যদল নিয়ে বহির্গত হলেন তখন তিনি বললেন : নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ তোমাদের পরীক্ষা করবেন একটি নদী দিয়ে, সেজন্য যে কেউ তার থেকে পান করবে সে আমার দলের নয়, আর যে এর স্বাদ গ্রহণ করবে না নিঃসন্দেহ সে আমার দলের, সে ব্যতীত যে হাতের তালুতে যতটা ধরে ততটা পান করেছে। কিন্তু অল্প কয়েকজন ভিন্ন তারা তা থেকে পান করেছিল। আর তিনি যখন এটি পার হয়ে গেলেন, তিনি আর তাঁর সহবিশ্বাসীরা, তারা বললে : আজ জালুত (Goliath) ও তার সৈন্যদলের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার শক্তি আমাদের নেই। যারা নিঃসন্দেহ ছিল যে তাদের পালয়িতার-সঙ্গে তাদের দেখা হবে তারা বললে, কতবার ছোট দল আল্লাহ্‌র হুকুমে বড় দলের উপরে জয়ী হয়েছে ; আর আল্লাহ্‌ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে।

২৫০ আর যখন তারা তালুতের ও তার সৈন্যদলের সম্মুখীন হলো তারা বললে : হে আমাদের পালয়িতা, আমাদের পদক্ষেপ দৃঢ় করো আর অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করো।

২৫১ এইভাবে আল্লাহ্‌র হুকুমে তাদের তারা পর্যুদস্ত করলো।

আর দাউদ হত্যা করলে জালুতকে, আর আল্লাহ্ তাকে রাজত্ব ও জ্ঞান দিলেন আর তাকে শিক্ষা দিলেন যা ইচ্ছা করলেন ; আর আল্লাহ্ যদি হটিয়ে না দিতেন এক দলের দ্বারা অন্য দলকে তবে পৃথিবী নিঃসন্দেহ অরাজক হতো। কিন্তু আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্টির প্রতি অশেষ কৃপাময়।

২৫২ এইসব হচ্ছে আল্লাহ্‌র বাণী, আমি তোমার কাছে পাঠ করছি যথার্থভাবে ; আর নিঃসন্দেহ তুমি প্রেরিতপুরুষদের অন্তর্গত।

তৃতীয় খণ্ড

২৫৩ এইসব বাণীবাহকদের কাউকে কাউকে আমি অন্যদের উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি ; এঁদের মধ্যে আছেন যাঁদের সঙ্গে আল্লাহ্ কথা কয়েছেন আর কারো মর্যাদা তিনি কয়েক স্তর উঁচু করেছেন ; আর আমি মরিয়মের পুত্র ঈসাকে দিয়েছিলাম সুস্পষ্ট প্রমাণাবলী ও তাঁর বল বৃদ্ধি করেছিলাম পবিত্র প্রেরণা দিয়ে ; আর যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করতেন তাঁদের পরবর্তীরা একে অন্যের সঙ্গে বিবাদ-বিসম্বাদ করতো না তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণাবলী আসার পরেও ; কিন্তু তাদের মতভেদ হলো, তার ফলে তাদের মধ্যে কেউ হলো বিশ্বাসী কেউ হলো অবিশ্বাসী, কিন্তু আল্লাহ্‌র যদি ইচ্ছা হতো তবে তারা একে অন্যের সঙ্গে বিবাদ করতো না ; কিন্তু আল্লাহ্ ঘটান যা তিনি ইচ্ছা করেন।

চতুস্ত্রিংশ অনুচ্ছেদ

২৫৪ হে বিশ্বাসিগণ, তোমাদের আমি যা দিয়েছি তা থেকে খরচ করো সেই দিন আসবার পূর্বে যেদিন দরদস্তুর বন্ধুত্ব অথবা সুপারিশ চলবে না, আর অবিশ্বাসীরা—তারা অন্যায়কারী।

২৫৫ আল্লাহ্‌—কোনো উপাস্য নেই তিনি ভিন্ন—জীবন্ত, শাশ্বত; —তন্দ্রা পারে না তাঁকে অভিভূত করতে, নিদ্রাও নয়; যা কিছু আছে আকাশে আর যা কিছু আছে পৃথিবীতে সব তাঁর; কে সে যে সুপারিশ করতে পারে তাঁর কাছে তাঁর অনুমতি ব্যতীত! তিনি জানেন কি আছে তাদের সামনে আর কি আছে তাদের পিছনে; আর তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা ধারণা করতে পারে না তিনি যা ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত; তাঁর আসন আকাশ আর পৃথিবীর উপরে বিস্তৃত আর এই দুয়ের রক্ষণা-বেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না, আর তিনি মহীয়ান, মহামহিম।

২৫৬ ধর্মে বল-প্রয়োগ নেই, নিঃসন্দেহ সত্য পথ সুস্পষ্ট হয়েছে ভ্রান্তির পথ থেকে; সেজন্য যে কেউ মিথ্যা দেবতাদের অস্বীকার করে আর আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস করে সে ধরেছে এক শক্ত হাতল যা কখনো ভাঙবে না; আর আল্লাহ্‌ শ্রোতা, জ্ঞাতা।

২৫৭ যারা বিশ্বাস করে, তাদের রক্ষাকারী বন্ধু হচ্ছেন আল্লাহ্‌—তিনি তাদের আলোকে আনেন অন্ধকার থেকে। আর যারা অবিশ্বাস করে তাদের রক্ষাকারী বন্ধু হচ্ছে মিথ্যা দেবতারা যারা তাদের আলোক থেকে নিয়ে যায় অন্ধকারে; তারা আগুনের বাসিন্দা—তাতে থাকবে তারা স্থায়ীভাবে।

পঞ্চত্রিংশ অনুচ্ছেদ

২৫৮ তুমি কি তার কথা ভাব নাই যে ইব্রাহিমের সঙ্গে বিবাদ করেছিল তার পালয়িতার সম্বন্ধে যেহেতু আল্লাহ্‌ তাঁকে রাজত্ব দিয়েছিলেন? যখন ইব্রাহিম বলেছিলেন: আমার পালয়িতা তিনি যিনি জীবন দেন আর মৃত্যু ঘটান; সে বলেছিল: আমি জীবন দিই আর মৃত্যু ঘটাই। ইব্রাহিম বলেছিলেন: নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ সূর্যকে উদিত করেন পুব থেকে, তাহলে তাকে উদিত করো পশ্চিম থেকে'। এই

ভাবে সেই অবিশ্বাসী হেরে গেল। আর আল্লাহ্ অন্যায়কারী সম্প্রদায়কে পথ দেখান না।

২৫৯ অথবা, তার ঘটনার মতো যে এক শহরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল যে শহর ধ্বংসমুখে পতিত হয়েছিল। সে বলেছিল: কেমন ক'রে আল্লাহ্ এই শহরকে প্রাণ দেবেন এর মৃত্যুর পরে? এরপর আল্লাহ্ তাকে শতবৎসর জীবনশূন্য ক'রে রাখলেন, তারপর তাকে জাগালেন। তিনি বললেন: কত সময় অপেক্ষা করেছ? সে বললে: আমি অপেক্ষা করেছি একটি দিন অথবা তার অংশ। তিনি বললেন: না, তুমি অপেক্ষা করেছ একশত বৎসর, এর পব তোমার খাদ্য ও পানীয়ের দিকে তাকাও, বহু বৎসর তার উপর দিয়ে গত হয়ে গেছে, আর তোমার গাধার দিকে তাকাও, আর তোমাকে আমি যেন করতে পারি মানুষের কাছে নিদর্শন—হাড়গুলোর দিকে তাকাও, কেমন ক'রে আমি সেসব বিন্যস্ত করি আর সেসব ঢাকি মাংস দিয়ে। আর যখন (ব্যাপারটি) তার কাছে পরিষ্কার হলো সে বললে: আমি এখন জানি যে আল্লাহ্ সক্ষম সব কিছু করতে।

২৬০ আর যখন ইব্রাহিম বললেন: হে আমার পালয়িতা, আমাকে দেখাও কেমন ক'রে তুমি মৃতকে জীবন দান করো, তিনি বললেন: তুমি কি বিশ্বাস করো না? ইব্রাহিম বললেন: হাঁ, তবে (আমি জিজ্ঞাসা করি) এইজন্য যে আমার হৃদয় যেন শান্ত হতে পারে। তিনি বললেন: চারটি পাখি নাও ও তাদের তোমার অনুগত করো, তারপর তাদের এক একটি খণ্ড প্রত্যেক পাহাড়ের উপরে রাখ, তার পর তাদের ডাক, তারা ছুটে আসবে তোমার কাছে। আর জানো আল্লাহ্ মহাশক্তি, জ্ঞানী।

ষট্‌ত্রিংশ অনুচ্ছেদ

২৬১ যারা আল্লাহ্‌র পথে তাদের ধনসম্পত্তি ব্যয় করে তাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে—একটি শস্যবীজ, তা থেকে জন্মেছে সাতটি শীষ,

আর প্রত্যেক শীষে একশত শস্যবীজ ; আর আল্লাহ্ বহুগুণিত
করেন যার জন্য খুশী ; আর আল্লাহ্ মহাবদান্য, জ্ঞানী ।
২৬২ যারা তাদের ধনসম্পত্তি আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে, তারপর
ব্যয়ের অনুসারী করে না তিরস্কার ও পীড়ন, তারা তাদের
পুরস্কার পাবে তাদের পালয়িতার কাছ থেকে ; আর তাদের
কোনো ভয়ের কারণ থাকবে না, তারা দুঃখও করবে না ।
২৬৩ সদয় বাক্য ও ক্ষমা ভালো সেই দানের চেয়ে যার অনুসরণ করে
পীড়ন, আর আল্লাহ্ অনন্যনির্ভর, পরম করুণাময় ।
২৬৪ হে বিশ্বাসিগণ, তোমাদের দান ব্যর্থ কোরো না তিরস্কার ও
পীড়নের দ্বারা তার মতো যে লোকদের দেখাবার জন্য
ধনসম্পত্তি ব্যয় করে আর আল্লাহ্‌তে আর শেষদিনে বিশ্বাস
করে না ; অতএব তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে পাথরের মতো যার উপরে
জমেছে ধুলোমাটি ; তার উপরে নামে ঝড়বৃষ্টি, তাতে সেই
মাটি যায় ধুয়ে, থাকে শুধু তেলতেলে পাথর । তারা যা
উপার্জন করেছে তার কিছুর উপরে কোনো কর্তৃত্ব তাদের
নেই । আর আল্লাহ্ পথ দেখান না অবিশ্বাসী সম্প্রদায়কে ;
আল্লাহ্ মহাবদান্য, জ্ঞানী ।
২৬৫ আর যারা আল্লাহ্‌র খুশীর জন্য আর নিজেদের আত্মার
বলবৃদ্ধির জন্য ধনসম্পত্তি ব্যয় করে তাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে—
উঁচু জায়গার বাগান, তার উপরে নামে ঝড়বৃষ্টি, তাতে তার
ফল দ্বিগুণ হয় ; আর যদি ঝড়বৃষ্টি না হয় তবে শিশিরপাত ।
আল্লাহ্ দেখেন তোমরা যা করো ।
২৬৬ তোমাদের মধ্যে কেউ কি চাইবে খোর্মার আর আঙুরের
বাগান যার নিচে দিয়ে বইছে নদী আর তাতে আছে তার
জন্য সবরকমের ফল—আর তাকে ধরলো এসে বার্ধক্যে আর
তার সন্তানরা দুর্বল, আর এক আগুনে ঘূর্ণিঝড় লাগলো এসে
সেই বাগানে, পুড়ে গেল সেই বাগান ? এইভাবে আল্লাহ্

তোমাদের কাছে স্পষ্ট করেন তাঁর নির্দেশাবলী যেন তোমরা চিন্তা করতে পার।

সপ্তত্রিংশ অনুচ্ছেদ

২৬৭ হে বিশ্বাসিগণ, তোমরা যা উপার্জন করো আর তোমাদের জন্য মাটি থেকে আমি যা উৎপন্ন করি সেসব থেকে যা পবিত্র (দানে) তাই ব্যয় করো, যা অপবিত্র (দানে) তা ব্যয় করবার সংকল্প কোরো না যখন তোমরা নিজেরা তা গ্রহণ করবে না অনিচ্ছার সঙ্গে ভিন্ন; আর জেনো আল্লাহ্ সব অভাবের উর্ধ্বে, পরম প্রশংসিত।

২৬৮ শয়তান তোমাদের স্মরণ করায় দারিদ্র্য আর প্ররোচনা দেয় গর্হিত কর্মে, আর আল্লাহ্ তোমাদের প্রতিশ্রুতি দেন তাঁর ক্ষমার আর প্রাচুর্যের; আর আল্লাহ্ মহাবদান্য, জ্ঞানী।

২৬৯ তিনি জ্ঞান দেন যাকে তাঁর খুশী হয়, আর যাকে জ্ঞান দেওয়া হয় তাকে নিঃসন্দেহ প্রচুর কল্যাণ দেওয়া হয়, আর জ্ঞানী ব্যক্তিরা ব্যতীত আর কেউ স্মরণ করে না।

২৭০ (দানে) যাই তোমরা খরচ করো, অথবা যে সংকল্পই গ্রহণ করো নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ তা জানেন, আর অন্যায়কারীদের কোনো সহায় নেই।

২৭১ তোমরা যদি দান করো প্রকাশ্যভাবে তবে তা ভালো, আর যদি তা গোপন করো আর দরিদ্রদের দাও তবে তা তোমাদের জন্য আরও ভালো, তাতে তোমাদের কিছু কিছু গর্হিত কর্মের প্রায়শ্চিত্ত হবে। আর তোমরা যা করো আল্লাহ্ তার খবর রাখেন।

২৭২ (হে মোহম্মদ) তাদের ঠিক পথে চালনা করার দায়িত্ব তোমার নয়, কিন্তু আল্লাহ্ পথ দেখান যাকে খুশী। আর ভালো যা তোমরা ব্যয় করো তা তোমাদেরই জন্য যখন তোমরা আল্লাহ্‌র প্রসন্নতা লাভের উদ্দেশ্যে ভিন্ন ব্যয় করো না; কিন্তু

ভালো যা কিছু তোমরা ব্যয় করো তা তোমাদের ফিরিয়ে দেওয়া হবে পুরোপুরি, আর তোমাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না।

২৭৩ (দান) দরিদ্রদের জন্য যারা আল্লাহ্‌র পথে আবদ্ধ রয়েছে—তারা দেশেবিদেশে ফিরতে পারে না (ব্যবসায়ের জন্য)। মূর্খ লোকে ভাবে তারা ধনী তাদের না চাওয়ার জন্য। তুমি তাদের চিনবে লক্ষণের দ্বারা। তারা ব্যগ্র হয়ে লোকের কাছে ভিক্ষা করে না। আর যা কিছু ভালো তোমরা ব্যয় করো নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ তা জানেন।

অষ্টাত্রিংশ অনুচ্ছেদ

২৭৪ যারা রাত্রি ও দিন গোপনে অথবা প্রকাশ্যভাবে তাদের সম্পত্তি ব্যয় করে, তাদের পালয়িতার কাছে তাদের পুরস্কার রয়েছে, আর তাদের ভয়ের কারণ নেই; তারা অনুশোচনাও করবে না।

২৭৫ যারা সুদ গলাধঃকরণ করে তারা উঠে দাঁড়াতে পারে না যাকে শয়তান তার স্পর্শের দ্বারা পাতিত করেছে তার মতো ভিন্ন। এর কারণ, তারা বলে, ব্যবসা তো সুদেরই মতো। কিন্তু আল্লাহ্‌ ব্যবসায় বৈধ করেছেন, কিন্তু সুদ নিষিদ্ধ করেছেন। এরপর যারই কাছে তার পালয়িতার তরফ থেকে এই নির্দেশ এসেছে, আর ফলে সে (সুদ গ্রহণে) বিরত হয়েছে, তবে যা গত হয়ে গেছে তা সে পাবে, (আর এখন থেকে) তার ব্যাপার আল্লাহ্‌র হাতে; আর যে কেউ এতে প্রত্যাবর্তন করে—তারা হচ্ছে আগুনের বাসিন্দা: তারা থাকবে সেখানে স্থায়ীভাবে।

২৭৬ আল্লাহ্‌ সুদকে নিষ্ফল করেছেন, আর দানকে সফল করেছেন; আর আল্লাহ্‌ অকৃতজ্ঞ অবিশ্বাসীকে ভালোবাসেন না।

২৭৭ নিঃসন্দেহ যারা বিশ্বাসী আর ভালো কাজ করে, আর উপাসনা

প্রতিষ্ঠিত রাখে, আর যাকাত দেয়, তাদের পালয়িতার কাছ থেকে তাদের পুরস্কার আছে। আর তাদের কোনো ভয়ের কারণ নেই, তারা অনুশোচনাও করবে না।

২৭৮ হে বিশ্বাসিগণ, আল্লাহ্‌র সীমা রক্ষা করে চল, আর সুদের বাবদ বাকি পাওনা ছেড়ে দাও যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।

২৭৯ কিন্তু যদি তা না করো তবে আল্লাহ্‌ ও তাঁর বাণীবাহকের তরফ থেকে যুদ্ধের সংবাদ জেনো। আর যদি অনুতপ্ত হও তবে তোমরা টাকার আসল পাবে। অত্যাচার ক'রো না তাহলে তোমরাও অত্যাচারিত হবে না।

২৮০ আর যদি (খাতক) অসচ্ছল অবস্থায় থাকে তবে তার থেকে পাওনা (মুলতবী) রাখো সচ্ছলতা না আসা পর্যন্ত; আর যদি এই ঋণ দান হিসাবে মাফ ক'রে দাও তবে তা তোমাদের জন্য উত্তম হবে যদি জানতে।

২৮১ আর নিজেদের সাবধান রাখো একটি দিন সম্বন্ধে যেদিন তোমাদের আল্লাহ্‌র কাছে ফিরিয়ে আনা হবে, তখন প্রত্যেক প্রাণ পুরোপুরি ফিরে পাবে যা সে উপার্জন করেছে, আর তাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না।

ঊনচত্বারিংশ অনুচ্ছেদ

১৮২ হে বিশ্বাসিগণ, যখন তোমরা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পরস্পরের সঙ্গে ঋণের আদান প্রদান করো তখন তা লিখে ফেল, আর একজন লেখক তোমাদের দুইজনের এই আদান প্রদান লিখুক ন্যায়সঙ্গতভাবে ; আর লেখক লিখতে অস্বীকার করতে পারবে না কেন না আল্লাহ্‌ তাকে শিখিয়েছেন, সেজন্য তাকে লিখতে হবে, আর যে ঋণ গ্রহণ করল সে বলবে কি লিখতে হবে আর সে সীমা রক্ষা করে চলুক আল্লাহ্‌র, তার পালয়িতার, আর (ঋণের পরিমাণ সম্বন্ধে) কিছু কমতি না করুক ; কিন্তু যে ঋণ গ্রহণ করবে সে যদি অল্পবুদ্ধি অথবা জরাগ্রস্ত হয়

অথবা (কি লিখতে হবে তা) বলতে না পারে তবে তার
অভিভাবক এই কাজ করুক ন্যায়সঙ্গতভাবে। আর তোমাদের
লোকদের মধ্যে থেকে দুইজনকে করো সাক্ষী। যদি দুইজন
পুরুষ না পাওয়া যায় তবে একজন পুরুষ ও তোমাদের মনোনীত
দুইজন স্ত্রীলোক সাক্ষী হবে। যেন একজন ভুলে গেলে আর
একজন স্মরণ করবে। আর সাক্ষীরা অস্বীকার করতে পারবে
না সাক্ষ্য দিতে ডাকা হলে। চুক্তি বড় হোক বা ছোটো
হোক মেয়াদ সমেত লিপিবদ্ধ করতে অমনোযোগী হয়ো না।
এটি আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে বেশি ন্যায়সঙ্গত আর সাক্ষ্যের জন্য এটি
বেশি নির্ভরযোগ্য, আর তোমাদের মধ্যে সন্দেহ নিরসনের জন্যও
এটি সব চাইতে ভালো—অবশ্য তোমাদের মধ্যে পণ্যদ্রব্যের
আদান প্রদান ব্যতীত যা হাতে হাতে বদল করা হয়। সে ক্ষেত্রে
লেখাপড়া না থাকলে দোষের হবে না। আর সাক্ষী রাখো
যখন একে অন্যের কাছে বিক্রি করো, আর লেখক ও সাক্ষীর যেন
কোনো ক্ষতি করা না হয় ; যদি তা করো তবে সেটি তোমাদের
পক্ষে দুষ্কার্য হবে, আর আল্লাহ্‌র সীমা রক্ষা করো ; আর
আল্লাহ্‌ তোমাদের শেখান আর আল্লাহ্‌ সব কিছু জানেন।
২৮৩ আর যদি তোমরা প্রবাসে থাক ও লেখক না পাও তবে কোনো
আমানত নিতে পার ; কিন্তু যদি তোমাদের একজন অপর
জনকে বিশ্বাস ক'রে তার কাছে আমানত রাখে তবে যাকে
বিশ্বাস করা হল সে সেই আমানত যথাযথভাবে ফেরত দিক।
আর আল্লাহ্‌র, তার পালয়িতার, সীমা রক্ষা করে চলুক, আর
সাক্ষ্য গোপন করবে না ; যে কেউ তা গোপন করে তার হৃদয়
নিঃসন্দেহ পাপপূর্ণ, আর আল্লাহ্‌ জানেন যা তোমরা করো।

চত্বারিংশ অনুচ্ছেদ

২৮৪ আল্লাহ্‌রই যা কিছু আছে আকাশে আর যা কিছু আছে
পৃথিবীতে, আর তোমাদের মনে যা আছে তা প্রকাশ করো

বা লুকোও আল্লাহ্ তার জন্য তোমাদের জবাবদিহি করবেন। তিনি ক্ষমা করবেন যাকে ইচ্ছা আর শাস্তি দেবেন যাকে ইচ্ছা। আল্লাহ্ সব কিছুর উপরে ক্ষমতা রাখেন।

২৮৫ বাণীবাহক বিশ্বাস করেন তাঁর কাছে তাঁর পালয়িতার কাছ থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে, আর বিশ্বাসীরাও; তাঁরা সবাই বিশ্বাস করেন আল্লাহ্‌তে, আর ফেরেশ্‌তাগণে, আর তাঁর গ্রন্থসমূহে, আর তাঁর বাণীবাহকসমূহে; তাঁর বাণী-বাহকদের মধ্যে আমরা কোনো পার্থক্য করি না; আমরা বলি আমরা শুনি আর আমরা অনুবর্তী হই; হে আমাদের পালয়িতা, তোমার ক্ষমা আমরা কামনা করি; আর তোমারই কাছে শেষ প্রত্যাবর্তন।

২৮৬ আল্লাহ্ কোনো প্রাণের উপরে এমন কর্তব্য চাপান না যা তার ক্ষমতার পরিমাপে নয়; তার অনুকূলে (ভালো) যা সে উপার্জন করেছে, আর তার বিরুদ্ধে (মন্দ) যা সে ঘটিয়েছে। হে আমাদের পালয়িতা, আমাদের শাস্তি দিও না যদি আমরা ভুলে যাই, অথবা ভুল করি; হে আমাদের পালয়িতা, আমাদের উপরে তেমন বোঝা চাপিও না যেমন বোঝা আমাদের পূর্ববর্তীদের উপরে চাপিয়েছিলে; হে আমাদের পালয়িতা, আমাদের উপরে সে-ভার দিও না যা বহন করবার সামর্থ্য আমাদের নেই; আর আমাদের ক্ষমা করো আর আমাদের আশ্রয় দাও, আর আমাদের উপরে করুণা করো; তুমি আমাদের পৃষ্ঠপোষক, অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করো।

আল্-ই-ইমরান

[কোর্‌আন শরীফের তৃতীয় সূরা। আল্-ই-ইমরান—'ইমরানের পরিজন'। ইমরান ছিলেন হযরত মূসা ও হারুণের পিতা—এই সূরায় সাধারণভাবে ইহুদিকুলের বাণীবাহকদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে। এর প্রথম অংশে স্থান পেয়েছে খ্রীষ্টধর্ম সম্বন্ধে ইসলামের তরফ থেকে শ্রদ্ধা-নিবেদন, সঙ্গে সঙ্গে সমালোচনাও, আর শেষের দিকে ইহুদিদের অনমনীয় মনোভাবের কথা বলা হয়েছে। ওহোদের যুদ্ধে মুসলমানদের কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, কিন্তু সেই অবস্থায়ও হযরত আশ্চর্য মনোবলের পরিচয় দিয়েছিলেন—এসব সম্বন্ধে অনেক কথা এতে স্থান পেয়েছে; কপট মুসলমানদের প্রতি হযরত কত উদার হয়েছিলেন তারও উল্লেখ এতে আছে। প্রাচীন টীকাকারদের মতে এর প্রথম অংশ, অর্থাৎ ৬২ বা ৮৩ সংখ্যক আয়াত পর্যন্ত দশম হিজরিতে নাজরানের খ্রীষ্টানরা যখন হযরতের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল তখন অবতীর্ণ হয়েছিল। কিন্তু একালের কোনো কোনো ভাষ্যকারের ধারণা, এর মাত্র ৬০ সংখ্যক আয়াত সেই সময়ে অবতীর্ণ হয়ে থাকবে, বাকিগুলো পূর্বেই—সম্ভবত তৃতীয় হিজরিতে—অবতীর্ণ হয়েছিল। মোটের উপর পণ্ডিতদের ধারণা, এই সূরার অবতরণের কাল তৃতীয় ও চতুর্থ হিজরি।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

দয়াময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ আলিফ—লাম—মীম (আমি আল্লাহ্, শ্রেষ্ঠ জ্ঞাতা)।

২ আল্লাহ্! নাই উপাস্য তিনি ভিন্ন—জীবন্ত, শাশ্বত।

৩ তিনি তোমার কাছে অবতীর্ণ করেছেন গ্রন্থ সত্যসহ এর পূর্বে যা ছিল তার সমর্থন ক'রে, আর এর পূর্বে তিনি অবতীর্ণ করেছিলেন তওরাত আর ইঞ্জিল (বাইবেল)—মানুষের জন্য

পথনির্দেশ, আর অবতীর্ণ করেছেন ন্যায় অন্যায়ের বিভেদকারী (কোর্‌আন)। নিঃসন্দেহ যারা অবিশ্বাস করে আল্লাহ্‌র নির্দেশসমূহ, তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি; আর আল্লাহ্‌ মহাশক্তি—প্রতিফল দানে সমর্থ।

৪ আল্লাহ্‌—নিঃসন্দেহ কিছুই লুকোনো নেই তাঁর কাছে পৃথিবীতে অথবা অন্তরীক্ষে।

৫ তিনি গড়ে তোলেন তোমাদের জননী-জঠরে যেমন খুশী। নাই উপাস্য তিনি ভিন্ন—মহাশক্তি, জ্ঞানী।

৬ তিনিই গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন তোমার কাছে—তার কতকগুলো আয়াত (শ্লোক) নির্দেশাত্মক, সেই সব হচ্ছে (এই) গ্রন্থের ভিত্তি, আর অপরগুলো রূপক; যাদের অন্তরে আছে কুটিলতা তারা অনুবর্তন করে এর রূপক অংশের, তারা ব্যাখ্যার চেষ্টা ক'রে বিরোধ সৃষ্টির চেষ্টা করে।* কিন্তু এর ব্যাখ্যা আল্লাহ্‌ ভিন্ন আর কেউ জানে না, আর যারা জ্ঞানে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত তারা বলে: আমরা এতে বিশ্বাস করি, এসব এসেছে আমাদের পালয়িতার কাছ থেকে, আর জ্ঞানী ভিন্ন কেউ মনোযোগ দেয় না;

৭ হে আমাদের পালয়িতা, আমাদের অন্তরকে বেঁকে যেতে দিও না আমাদের পথ দেখাবার পরে; আর তোমার কাছ থেকে আমাদের করুণা দাও; নিঃসন্দেহ তুমি উদারতম দাতা;

৮ হে আমাদের পালয়িতা, যেদিন সম্বন্ধে সন্দেহ নেই সেই দিন তুমি সবাইকে করবে একত্রিত; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ ভুলবেন না তাঁর প্রতিশ্রুতি।

*কোর্‌আনের আয়াতগুলিকে যেভাবে ভাগ করা হ'ল দুই বড় ভাগে আর বেশী গৌরব দেওয়া হ'ল যে নির্দেশাত্মক আয়াতগুলির, এটি খুব তাৎপর্যপূর্ণ।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

৯ আর যারা অবিশ্বাস করে নিঃসন্দেহ তাদের ধনসম্পত্তি ও সন্তানসন্ততি আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে তাদের কোনো কাজে আসবে না; আর এরাই হচ্ছে আগুনের ইন্ধন—

১০ ফেরাউনের লোকদের মতো; আর তাদের পূর্ববর্তীদের মতো; তারা আমার প্রত্যাদেশ অস্বীকার করেছিল, সে জন্য আল্লাহ্‌ তাদের ধ্বংস করেছিলেন তাদের অপরাধের জন্য; আর আল্লাহ্‌ প্রতিফল দানে কঠোর।

১১ যারা অবিশ্বাসী তাদের বলো, তোমরা পরাভূত হবে, আর একসঙ্গে তাড়িত হবে জাহান্নামে—মন্দ সেই বিশ্রামের স্থান।

১২ তোমাদের জন্য একটি নিদর্শন ছিল দুই সৈন্যদলের পরস্পরের সম্মুখীন হওয়ায়, এক দল যুদ্ধ করছিল আল্লাহ্‌র পথে, অন্য দল অবিশ্বাসী,* তাদের এরা নিজেদের চোখে স্পষ্ট দেখেছিল (সংখ্যায়) তাদের দ্বিগুণ। এইভাবে আল্লাহ্‌ তাঁর সাহায্য দিয়ে বলবৃদ্ধি করেন যাকে খুশী। নিঃসন্দেহ এতে শিক্ষণীয় বিষয় আছে তাদের জন্য যাদের দৃষ্টি আছে।

১৩ নারীরা, সন্তানসন্ততি, জমানো সোনারূপার স্তূপ, চিহ্নিত ঘোড়া, গৃহপালিত পশু, ফসলক্ষেত, এই সব কামনার (বস্তুর) প্রতি প্রেম মানুষের জন্য সাজানো। এসব এই দুনিয়ার (জীবনের) উপকরণ; আর আল্লাহ্‌ তিনি যাঁর কাছে আছে জীবনের উত্তম লক্ষ্য।

১৪ বলো: তোমাদের কি বলবো এসবের চাইতে ভালো কি? যারা সীমা রক্ষা করে তাদের জন্য তাদের পালয়িতার কাছে আছে বাগান যার নিচে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে বহু নদী, সেখানে থাকবে স্থায়ীভাবে, আর (আছে) পবিত্রা সঙ্গিনীরা; আর আল্লাহ্‌র সন্তোষ। আর আল্লাহ্‌ দাসদের দেখেন:

* বদরের যুদ্ধের কথা বলা হ'ল।

১৫ যারা বলে : হে আমাদের পালয়িতা, নিঃসন্দেহ আমরা বিশ্বাসী, সেইজন্য ক্ষমা করো আমাদের অপরাধ আর রক্ষা করো আমাদের আগুনের শাস্তি থেকে—

১৬ (যারা) ধৈর্যবান্, আর যারা সত্যপরায়ণ, আর যারা অনুগত আর যারা সদ্‌ব্যয়কারী, আর যারা (প্রতিদিন) প্রাতে ক্ষমা প্রার্থনা করে।

১৭ আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে তিনি ভিন্ন আর কোনো উপাস্য নেই, আর ফেরেশ্‌তারাও, আর যারা জ্ঞানবান্। ন্যায়ে প্রতিষ্ঠিত তিনি ভিন্ন নেই আর কোনো উপাস্য, মহাশক্তি—জ্ঞানী।

১৮ নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌র কাছে ধর্ম হচ্ছে আত্মসমর্পণ (আল্-ইসলাম), আর যাদের গ্রন্থ দেওয়া হয়েছিল জ্ঞানলাভের পরে তারা তা অগ্রাহ্য করে নি নিজেদের মধ্যে ঈর্ষাবিদ্বেষে ব্যতীত ; আর যে আল্লাহ্‌র নির্দেশকে অবিশ্বাস করে—নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ হিসাব-নিকাশে সত্বর।

১৯ কিন্তু যদি তারা তোমার সঙ্গে তর্ক করে, বলো : আমি সম্পূর্ণ-ভাবে আমার মুখ রুজু করেছি আল্লাহ্‌র দিকে, আর যারা আমার অনুবর্তী তারাও ; আর বলো যাদের গ্রন্থ দেওয়া হয়েছে আর যারা অশিক্ষিত তাদের : তোমরাও কি আত্মসমর্পণ করেছ ? যদি তারা আত্মসমর্পণ করে তবে নিঃসন্দেহ তারা সত্য পথ অনুসরণ করছে ; আর যদি তারা ফিরে যায় তবে তোমার উপরে শুধু (ভার) আছে বাণী পৌঁছে দেবার, আর আল্লাহ্ তাঁর দাসদের দেখেন।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

২০ নিঃসন্দেহ যারা আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলীতে অবিশ্বাস করে, আর পয়গাম্বরদের হত্যা করে অন্যায়ভাবে, আর মানুষের মধ্যে যারা ন্যায় প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেয় তাদের হত্যা করে, তাদের খবর দাও কঠোর শাস্তির।

২১ এরাই তারা যাদের সব কাজ বৃথা হবে ইহলোকে আর
পরলোকে আর তাদের জন্য থাকবে না কোনো সাহায্যকারী।
২২ তুমি কি দৃষ্টি করো নি তাদের প্রতি যাদের গ্রন্থের এক অংশ
দেওয়া হয়েছে? তাদের আহ্বান করা হচ্ছে আল্লাহ্‌র গ্রন্থের
(তওরাতের) দিকে যেন তা তাদের মধ্যে মীমাংসা করতে
পারে, তারপর তাদের একটি দল অগ্রাহ্য করলো, আর তারা
অগ্রাহ্যকারী।*
২৩ এর কারণ, তারা বলে: আগুন আমাদের স্পর্শ করবে না
কয়েক দিনের জন্য ভিন্ন;—আর তারা যা বানিয়ে তুলেছে তা
তাদের প্রতারণা করছে তাদের ধর্মের ব্যাপারে।
২৪ এর পর কেমন হবে যখন আমি তাদের একদিন একত্রিত
করবো—যেদিন সম্বন্ধে নেই কোনো সন্দেহ? আর প্রত্যেক
প্রাণকে পুরোপুরি দেওয়া হবে যা সে উপার্জন করেছে; আর
তাদের প্রতি করা হবে না কোনো অন্যায়।
২৫ বলো: হে আল্লাহ্‌, রাজত্বের মালিক, তুমি রাজত্ব দাও যাকে
খুশী, আর রাজত্ব ফিরিয়ে নাও যার কাছ থেকে খুশী; তুমি
সম্মানিত করো যাকে খুশী, আর অপমানিত করো যাকে খুশী;
তোমার হাতেই কল্যাণ; নিঃসন্দেহ সব কিছুর উপরে
তোমার আধিপত্য।
২৬ তুমি রাতকে প্রবেশ করাও দিনে আর দিনকে প্রবেশ করাও
রাত্রিতে, আর তুমি মৃতদের থেকে উদ্‌গত করো প্রাণবান্‌দের,
আর প্রাণবান্‌দের থেকে উদ্‌গত করো মৃতদের; আর যাকে
খুশী জীবিকা দাও পরিমাণহীন।
২৭ যারা বিশ্বাসী তারা বিশ্বাসীদের ভিন্ন অবিশ্বাসীদের (বিশ্বস্ত)

* ইহুদিবা যে তওবাতকেও পুবোপুবি মানতো না তা'ব দৃষ্টান্ত এটি। টীকাকাব বলেছেন, একটি ব্যভিচাবেব ক্ষেত্রে তারা পাথর মারতে স্বীকৃত হয় নি যদিও তাই ছিল তওরাতেব বিধান।

বন্ধুরূপে গ্রহণ না করুক। আর যে এমন করবে সে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আর কিছুই পাবে না এ ভিন্ন যে তোমরা তাদের (অবিশ্বাসীদের) সম্বন্ধে বিশেষভাবে সাবধান হবে। আর আল্লাহ্‌ তোমাদের তাঁর (কাছ থেকে প্রতিফল পাওয়া) সম্বন্ধে সাবধান করছেন ; আর আল্লাহ্‌র দিকেই শেষ গতি।

২৮ বলো : তোমাদের অন্তরে যা আছে তা লুকোও আর তা প্রকাশ করো, আল্লাহ্‌ তা জানেন,—আর তিনি জানেন যা কিছু আছে আকাশে ও পৃথিবীতে ; আর সব কিছুর উপরে আল্লাহ্‌র ক্ষমতা।

২৯ যেদিন প্রত্যেক প্রাণ উপস্থিত দেখবে ভালো যা সে করেছে আর মন্দ যা সে করেছে ; সে চাইবে—সেই দিন আর তার কৃত মন্দ কাজ এই দুয়ের মধ্যে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধান যদি থাকতো ; আর আল্লাহ্‌ তোমাদের সাবধান করছেন তাঁর সম্বন্ধে ; আর আল্লাহ্‌ স্নেহময় তাঁর দাসদের প্রতি।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

৩০ বলো : যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভালোবাস তবে আমাকে অনুসরণ করো, আল্লাহ্‌ তোমাদের ভালোবাসবেন আর ক্ষমা করবেন তোমাদের অপরাধ ; আর আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, ফলদাতা।

৩১ বলো : অনুগত হও আল্লাহ্‌র আর বাণীবাহকের। আর যদি তারা ফিরে যায় তবে নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ ভালোবাসেন না অবিশ্বাসীদের।

৩২ নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ আদম্‌, নুহ, আর ইব্রাহিমের বংশধরদের আর ইমরানের বংশধরদের সব মানুষের মধ্যে বেশী মর্যাদা দিয়েছিলেন ;

৩৩ এরা বংশধর—একে অন্যের ; আর আল্লাহ্‌ শ্রোতা, জ্ঞাতা।

৩৪ (স্মরণ করো) যখন ইমরানের বংশের একজন স্ত্রীলোক বললে : হে পালয়িতা, আমার গর্ভে যা আছে তাকে তোমার (সেবার)

জন্য মানত করলাম, অতএব আমার কাছ থেকে গ্রহণ করো ; নিঃসন্দেহ তুমি শ্রোতা, জ্ঞাতা।

৩৫ যখন সে তাকে প্রসব করলো, সে বললে : হে পালয়িতা, নিঃসন্দেহ আমি প্রসব করলাম কন্যা—আর আল্লাহ্‌ ভালো জানেন কি সে প্রসব করলো—আর ছেলে নয় মেয়ের মতো —আর আমি তার নাম রাখলাম 'মরিয়ম', আর নিশ্চয় তাকে ও তার সন্ততিকে তোমার আশ্রয়ে রাখছি বহিষ্কৃত শয়তান থেকে।

৩৬ অতঃপর তার পালয়িতা তাকে গ্রহণ করলেন প্রসন্নভাবে, আর তাকে বর্ধিত করলেন সুন্দর বর্ধনে ; আর তাকে সমর্পণ করলেন যাকারিয়ার অভিভাবকত্বে। যখনই যাকারিয়া তাকে দেখতে মন্দিরে প্রবেশ করতেন তিনি তার কাছে দেখতেন খাদ্য। তিনি বললেন : মরিয়ম, এ তোমার কাছে কোথা থেকে আসে ? সে বললে : এ আল্লাহ্‌র কাছ থেকে—নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ যাকে খুশী দেন হিসাব না ক'রে।

৩৭ সেখানে যাকারিয়া তাঁর পালয়িতার কাছে প্রার্থনা করলেন তিনি বললেন : হে আমার পালয়িতা, তোমার অনুগ্রহ থেকে আমাকে উত্তম সন্ততি দাও ; নিঃসন্দেহ তুমি প্রার্থনার শ্রোতা।

৩৮ তারপর যখন তিনি মন্দিরে প্রার্থনা করছিলেন তখন ফেরেশ্‌তারা তাঁকে ডেকে বললে : আল্লাহ্‌ আপনাকে সুসংবাদ দিচ্ছেন ইয়াহিয়ার (John-এর) আল্লাহ্‌র বাণীর সত্যতা প্রতিপন্ন করতে, (তিনি) সম্মানিত, পূতচরিত্র আর সাধুদের মধ্যেকার বাণীবাহক।

৩৯ তিনি বললেন, : হে পালয়িতা, আমার কেমন করে ছেলে হতে পারে যখন পূর্বেই আমার বার্ধক্য এসে হাজির হয়েছে, আর আমার স্ত্রী বন্ধ্যা ? (ফেরেশ্‌তা) বললে : এইভাবেই—আল্লাহ্‌ করেন যা তাঁর খুশী।

৪০ তিনি বললেন : হে পালয়িতা, আমার জন্য কোনো নির্দেশ নির্ধারিত করো। তিনি বললেন : তোমার জন্য নির্দেশ এই যে লোকদের সঙ্গে তিন দিন কথা বলবে না ইঙ্গিতে ভিন্ন, আর তোমার পালয়িতাকে খুব স্মরণ করো, আর তাঁর মহিমা কীর্তন করো সন্ধ্যায় ও প্রাতে।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

৪১ আর যখন ফেরেশ্‌তারা বললে : হে মরিয়ম, নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ তোমাকে নির্বাচিত করেছেন আর পবিত্র করেছেন আর পৃথিবীর সব নারীর উপরে তোমার স্থান দিয়েছেন ;

৪২ হে মরিয়ম, তোমার প্রতিপালকের অনুগত হয়ে থাকো, আর সেজ্‌দা করো ; আর মাথা নত করো যারা মাথা নত করে তাদের সঙ্গে।

৪৩ এ হচ্ছে যা অদৃশ্য সেসব সম্বন্ধে বার্তা তোমার কাছে আমি প্রত্যাদেশ করছি, তুমি তাদের সঙ্গে ছিলে না যখন তারা কলমের সুর্তি খেলেছিল তাদের মধ্যে কে মরিয়মের ভার নেবে সে সম্পর্কে, আর তুমি তাদের সঙ্গে ছিলে না যখন তারা একে অন্যের সঙ্গে তর্ক করেছিল।

৪৪ যখন ফেরেশ্‌তারা বললে : হে মরিয়ম, নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ তোমাকে সুসংবাদ দিচ্ছেন তাঁর তরফ থেকে একটি বাণীর— তাঁর নাম মসী (Messiah) ঈসা মরিয়ম-পুত্র, ইহকালে ও পরকালে সম্মানের যোগ্য ; আর আল্লাহ্‌র নৈকট্যে আনীতদের অন্তর্গত ;

৪৫ আর তিনি লোকদের সঙ্গে কথা বলবেন যখন তিনি দোলনায়, আর যখন পরিণতবয়স্ক, আর তিনি (হবেন) সাধুদের অন্যতম।

৪৬ সে বললে : হে আমার পালয়িতা, আমার কেমন ক'রে ছেলে হবে যখন কোনো পুরুষ আমাকে স্পর্শ করে নি? তিনি বললেন : তবু—আল্লাহ্‌ সৃষ্টি করেন যা খুশী ; তিনি যখন

কোনো বিষয়ে বিধান করেছেন, তিনি শুধু তার প্রতি বলেন ঃ হোক—আর তা হয়।

৪৭ আর তিনি তাঁকে শেখাবেন গ্রন্থ আর জ্ঞান আর তওরাত আর ইঞ্জিল ;

৪৮ আর (তাঁকে করবেন) ইসরাইলবংশীয় বাণীবাহক। (তিনি বলবেন) ঃ নিঃসন্দেহ আমি আসছি তোমাদের পালয়িতার কাছ থেকে একটি নিদর্শন নিয়ে, নিঃসন্দেহ আমি তোমাদের জন্য মাটি দিয়ে তৈরি করি পাখির মতো মূর্তি, আর তাতে আমি ফুৎকার দিই, আর সেটি পাখি হয় আল্লাহ্‌র ইচ্ছায়, আর আমি আরোগ্য করি যে ছিল জন্মান্ধ আর কুষ্ঠরোগগ্রস্ত তাকে, আর জীবন দিই মৃতকে আল্লাহ্‌র ইচ্ছায়, আর আমি তোমাদের সংবাদ দিই কি তোমরা খাবে আর কি তোমরা বাড়িতে মজুত রাখবে ; নিঃসন্দেহ এতে নিদর্শন আছে তোমাদের জন্য যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।*

৪৯ আর তওরাতের যা আমার পূর্ববর্তী (আমি) তার প্রতিপাদক। আর যা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ হয়েছিল তার কিছু তোমাদের জন্য বৈধ করবো ; আর আমি এসেছি তোমাদের পালয়িতার কাছ থেকে একটি নিদর্শনসহ, অতএব আল্লাহ্‌র সীমা রক্ষা ক'রে চলো আর আমার অনুগত হও।

৫০ নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ আমার পালয়িতা আর তোমাদের পালয়িতা, অতএব তাঁর বন্দনা করো—এই হচ্ছে সরল পথ।

৫১ কিন্তু যখন ঈসা তাদের অবিশ্বাস বোধ করলেন তিনি বললেন : কে আল্লাহ্‌র পথে আমার সাহায্যকারী হবে? শিষ্যরা বললে ঃ আমরা সাহায্যকারী আল্লাহ্‌র (পথে), আমরা আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস করি, আর সাক্ষ্য দিই যে আমরা আত্মসমর্পণকারী ঃ

* এইসব অলৌকিক ব্যাপারের রূপক ব্যাখ্যা অনেকে দেন

৫২ হে আমাদের পালয়িতা, আমরা বিশ্বাস করি তুমি যা অবতীর্ণ করেছ আর আমরা অনুসরণ করি বাণীবাহকের, অতএব আমাদের নাম লিখে রাখ তাদের দলে যারা (সত্যের) সাক্ষ্য দেয়।

৫৩ আর তারা চক্রান্ত করেছিল, আর আল্লাহ্ও চক্রান্ত করেছিলেন ; আর আল্লাহ্ উত্তম চক্রী।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

৫৪ যখন আল্লাহ্ বললেন : হে ঈসা, নিঃসন্দেহ আমি তোমাকে গ্রহণ করছি ও আমার অভিমুখে সমুত্থিত করছি, আর তোমাকে পরিশুদ্ধ করছি যারা অবিশ্বাসী তাদের থেকে আর তোমার যারা অনুবর্তী তাদের স্থান দিচ্ছি অবিশ্বাসীদের উপরে বিচারের দিন পর্যন্ত, এর পর তোমরা (সবাই) ফিরে আসবে আমার কাছে, আর আমি তোমাদের মধ্যে বিচার করবো যে বিষয়ে তোমাদের মতভেদ হয়েছিল সেই বিষয়ে।

৫৫ যারা অবিশ্বাস করে আমি তাদের কঠিন শাস্তি দেবো এই সংসারে ও পরলোকে আর তাদের সহায় কেউ থাকবে না।

৫৬ আর যারা বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীল তিনি তাদের প্রাপ্য পুরোপুরি দেবেন। আর আল্লাহ্ অন্যায়কারীদের ভালোবাসেন না।

৫৭ নির্দেশবাণী ও জ্ঞানময় স্মারক থেকে এটি আমি তোমাদের কাছে পাঠ করছি।

৫৮ নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌র কাছে ঈসার দৃষ্টান্ত হচ্ছে আদমের দৃষ্টান্তের মতো। * তিনি তাঁকে সৃষ্টি করেছিলেন ধূলি থেকে, তার পর তাঁকে বলেছিলেন : হও, আর তিনি হলেন।

৫৯ এটি তোমার পালয়িতার কাছ থেকে আসা সত্য, সেজন্য সংশয়িতদের দলের হোয়ো না।

* অর্থাৎ আদম কোনো পিতামাতার সন্তান নন, ঈসাও তেমনি কোনো পিতার সন্তান নন।

৬০ কিন্তু তোমার কাছে জ্ঞান যা এসেছে তার পরে এবিষয়ে যে কেউ তোমার সঙ্গে তর্ক করে তাকে বলো : এসো আমাদের সন্তানদের ও তোমাদের সন্তানদের আর আমাদের স্ত্রীলোকদের ও তোমাদের স্ত্রীলোকদের আর আমাদের লোকদের ও তোমাদের লোকদের ডাকি, আর কাতর হয়ে প্রার্থনা করি মিথ্যাবাদীদের উপরে আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত পড়বার জন্য। *

৬১ নিঃসন্দেহ এই হচ্ছে সত্য বিবৃতি, আর কোনো উপাস্য নেই আল্লাহ্ ভিন্ন, আর নিঃসন্দেহ আল্লাহ্—তিনি মহাশক্তি, জ্ঞানী।

৬২ কিন্তু তারা যদি ফিরে যায় তবে আল্লাহ্ অহিতকারীদের জানেন।

সপ্তম অনুচ্ছেদ

৬৩ বলো : হে গ্রন্থধারিগণ, এসো আমাদের ও তোমাদের মধ্যে এক সমঝৌথা হোক, আমরা আল্লাহ্ ভিন্ন আর কারো উপাসনা করবো না, তাঁর কোনো অংশী দাঁড় করাবো না, আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কাউকে আমরা কেউ পালয়িতা রূপে গ্রহণ করবো না। কিন্তু তারা যদি ফিরে যায় তবে বলো : সাক্ষী থাকো আমরা মুসলিম (আত্মসমর্পিত)।

৬৪ হে গ্রন্থধারিগণ, কেন ইব্রাহিম সম্বন্ধে তর্ক করো যখন তওরাত ও ইঞ্জিল তাঁর পরে ভিন্ন অবতীর্ণ হয় নি ? তোমরা তাহলে কি বোঝো না ?

৬৫ দেখ, যে বিষয়ে তোমাদের কিছু জ্ঞান ছিল সে বিষয়ে তোমরা তর্ক করেছ, তবে কেন যে বিষয়ে তোমাদের কোনো জ্ঞান নেই সে বিষয়ে তর্ক করছ ? আর আল্লাহ্ জানেন, আর তোমরা জানো না।

৬৬ ইব্রাহিম ইহুদি ছিলেন না খ্রীষ্টানও ছিলেন না, কিন্তু তিনি ছিলেন ঋজুস্বভাব সমর্পিতচিত্ত—আর তিনি বহুদেববাদী ছিলেন না।

* নাজরানের খ্রীষ্টানদের সঙ্গে হযরতের এরূপ কথা হয়েছিল ; খ্রীষ্টানরা এতে সম্মত হয় নি।

৬৭ নিঃসন্দেহ ইব্রাহিমের আপন জন ছিলেন তাঁর অনুবর্তীরা আর এই পয়গাম্বর আর যারা তাঁতে বিশ্বাসী ; আর আল্লাহ্ বিশ্বাসীদের রক্ষাকারী বন্ধু।

৬৮ গ্রন্থধারীদের একদল চায় যে তারা তোমাকে বিপথে নেবে ; আর তারা বিপথে নেয় না নিজেদের ভিন্ন ; আর তারা উপলব্ধি করতে পারে না।

৬৯ হে গ্রন্থধারিগণ, কেন তোমরা আল্লাহ্‌র নির্দেশে অবিশ্বাস করো যখন দেখছ ?

৭০ হে গ্রন্থধারিগণ, কেন সত্যের সঙ্গে মিথ্যা মিশিয়ে দিচ্ছ, আর জেনে সত্য লুকোচ্ছ ?

অষ্টম অনুচ্ছেদ

৭১ গ্রন্থধারীদের একদল বলে : যারা বিশ্বাসী তাদের কাছে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে বিশ্বাস করো দিনের সূচনায় আর অবিশ্বাস করো তার শেষে যেন তারা ফিরে যায় ;

৭২ যে তোমাদের ধর্মের অনুবর্তী তাকে ভিন্ন বিশ্বাস কোরো না। বলো (হে মোহম্মদ) : নিঃসন্দেহ পথপ্রদর্শন আল্লাহ্‌র পথপ্রদর্শন ; তোমাদের যা দেওয়া হয়েছিল তার মতো কিছু অন্যকে দেওয়া হয়েছে ; অথবা তারা তোমার সঙ্গে তর্ক করতে পারে তাদের পালয়িতার সামনে। বলো : নিঃসন্দেহ প্রাচুর্য আল্লাহ্‌র হাতে, তিনি তা দেন যাকে খুশী ; আর আল্লাহ্ মহাবদান্য জ্ঞানবান্।

৭৩ তিনি নির্বাচিত করেন তাঁর করুণার জন্য যাকে খুশী আর আল্লাহ্ অশেষকৃপাময়।

৭৪ আর গ্রন্থধারীদের মধ্যে এমন লোক আছে যার কাছে তুমি যদি এক গাদা ধনসম্পত্তি রাখো সে তোমাকে তা ফিরিয়ে দেবে, আর তাদের মধ্যে এমন লোক আছে যার কাছে তুমি যদি একটি দিনার রাখো সে তোমাকে তা ফিরিয়ে দেবে না যদি না তুমি তার উপরে দাঁড়িয়ে থাকো। এর কারণ, তারা বলে :

অক্ষরজ্ঞানহীনদের (অশিক্ষিত আরবদের) প্রতি আমাদের
কোনো করণীয় নেই। আর তারা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যা
কথা বলে যদিও তারা জানে।

৭৫ না—যে কেউ তার অঙ্গীকার পালন করে আর সীমা রক্ষা করে,
নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ ভালোবাসেন সীমারক্ষাকারীদের।

৭৬ যারা স্বল্পমূল্য গ্রহণ করে আল্লাহ্‌র অঙ্গীকারের আর তাদের
নিজেদের শপথের, নিঃসন্দেহ পরলোকে তাদের কোনো লভ্য
থাকবে না, আর আল্লাহ্‌ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না, তাদের
দিকে তাকাবেন না, পুনরুত্থানের দিনে তাদের শুদ্ধও করবেন
না; আর তাদের জন্য আছে কঠোর শাস্তি।

৭৭ আর তাদের মধ্যে একদল আছে যারা গ্রন্থকে বিকৃত করে
তাদের জিহ্বার দ্বারা যেন তোমরা ভাবতে পারো যা তারা
বলছে তা গ্রন্থ থেকে; কিন্তু তা গ্রন্থ থেকে নয়; আর তারা
বলে—আল্লাহ্‌ থেকে; কিন্তু তা আল্লাহ্‌ থেকে নয়; আর
তারা আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে মিথ্যা বলে জেনে।

৭৮ কোনো মানুষের জন্য এটি উপযুক্ত নয় যে আল্লাহ্‌ তাকে
গ্রন্থ, নির্দেশ, আর পয়গাম্বরত্ব দেবেন তারপর সে লোকদের
বলবে: আল্লাহ্‌র দাস না হয়ে আমার দাস হও; বরং (সে
বলবে): পালয়িতার অনুগত হও—কেন না তোমরা গ্রন্থ
শিক্ষা দিচ্ছিলে আর তা পাঠ করছিলে।

৭৯ আর সে তোমাদের আদেশ করবে না যে তোমরা
ফেরেশ্‌তাদের ও নবীদের পালয়িতারূপে গ্রহণ করবে। সে
কি তোমাদের আদেশ করবে অবিশ্বাসের দিকে যেতে
তোমাদের আত্মসমর্পিত হবার পরে?

নবম অনুচ্ছেদ

৮০ যখন আল্লাহ্‌ পয়গাম্বরদের থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন:
নিঃসন্দেহ গ্রন্থ ও জ্ঞান আমি তোমাদের যা দিয়েছি, তারপর

একজন বাণীবাহক এলেন তোমাদের কাছে তোমাদের যা আছে তার প্রতিপাদন ক'রে, তোমরা নিশ্চয় তাঁতে বিশ্বাস করবে আর নিশ্চয় তাঁকে সাহায্য করবে,--তিনি বলেছিলেন: তোমরা কি স্বীকার করলে, ও এই ব্যাপারে আমার (দেওয়া) ভার গ্রহণ করলে? তাঁরা বলেছিলেন—আমরা স্বীকার করি। তিনি বলেছিলেন—তবে সাক্ষী থাকো; আর আমিও তোমাদের সঙ্গে সাক্ষ্যদাতাদের অন্যতম।

৮১ সেজন্য এর পর যে কেউ ফিরে যায় তারাই হচ্ছে পাপাচারী।

৮২ তারা কি তবে খুঁজছে আল্লাহ্‌র ধর্ম ভিন্ন আর কিছু? আর তাঁতে আত্মসমর্পণ করে যে কেউ আছে আকাশে আর পৃথিবীতে, ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়; আর তাঁর কাছেই তাদের ফিরিয়ে আনা হবে।

৮৩ বলো: আমরা বিশ্বাস করি আল্লাহ্‌তে আর যা আমাদের কাছে অবতীর্ণ হয়েছে, আর যা অবতীর্ণ হয়েছিল ইব্রাহিম আর ইসমাইল আর ইস্‌হাক আর ইয়াকুব আর গোত্রদের কাছে, আর যা দেওয়া হয়েছিল মূসাকে আর ঈসাকে আর পয়গাম্বরদের তাঁদের পালয়িতার তরফ থেকে, তাঁদের মধ্যে কোনো পার্থক্য আমরা করি না; আর তাঁর কাছে আমরা আত্মসমর্পণ করি।

৮৪ আর যে কেউ আত্মসমর্পণ ভিন্ন আর কোনো ধর্ম চায় তার কাছ থেকে গৃহীত হবে না। আর পরকালে সে হবে ক্ষতিগ্রস্তদের দলের।

৮৫ আর আল্লাহ্ কেমন ক'রে পথ দেখাবেন সেই লোকদের যারা অবিশ্বাসী হয়েছে বিশ্বাসী হবার পরে আর এই সাক্ষ্য দেবার পরে যে পয়গাম্বর সত্য, আর স্পষ্ট প্রমাণাবলী তাদের কাছে আসবার পরে? আর আল্লাহ্ অন্যায়কারীদের পথ দেখান না।

৮৬ এদের—এদের প্রাপ্য এই যে এদের উপরে আল্লাহ্‌র আর ফেরেশ্‌তাদের আর মানুষের সবার অভিসম্পাত।

৮৭ বাস ক'রে যাবে এতে—তাদের শাস্তি লঘু করা হবে না, তারা বিরামও পাবে না—

৮৮ তারা ব্যতীত যারা এরপর অনুতাপ করে ও শোধরায়—তার পর আল্লাহ্‌ নিঃসন্দেহ ক্ষমাশীল, ফলদাতা।

৮৯ নিঃসন্দেহ যারা অবিশ্বাস করে বিশ্বাস করার পরে, আর তাদের অবিশ্বাস প্রবল হয়, তাদের অনুতাপ গৃহীত হবে না, আর এরাই হচ্ছে পথভ্রান্ত।

৯০ নিঃসন্দেহ যারা অবিশ্বাস করে আর মারা যায় অবিশ্বাসী থেকে, তাদের একজনার কাছ থেকে পৃথিবী-ভরা সোনাও গ্রহণ করা হবে না যদি সে তাই দিয়ে নিজেকে মুক্ত করতে চায়; এদেরই হবে কঠোর শাস্তি, আর এদের থাকবে না কোনো সহায়।

চতুর্থ খণ্ড

দশম অনুচ্ছেদ

৯১ তোমরা সে পর্যন্ত ধর্মনিষ্ঠ হবে না যে পর্যন্ত না (অকাতরে) ব্যয় করো যা ভালোবাস তা থেকে; আর তোমরা যে বস্তুই ব্যয় করো নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ তা জানেন।

৯২ ইসরাইল-বংশীয়দের জন্য সব খাদ্য বৈধ ছিল তা ব্যতীত যা তওরাত অবতীর্ণ হবার পূর্বে ইসরাইল নিজের জন্য অবৈধ করেছিল। বলো: তাহলে তওরাত নিয়ে এসো আর তা পড়ো যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

৯৩ তাহলে এর পর যে কেউ আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যা তৈরি করে, তারাই হচ্ছে অন্যায়কারী।

৯৪ বলো : আল্লাহ্‌ সত্য বলেন, সেজন্য ঋজুস্বভাব ইব্রাহিমের ধর্ম অনুসরণ করো; আর তিনি বহুদেববাদীদের দলের ছিলেন না।

৯৫ নিঃসন্দেহ মানুষদের জন্য যে প্রথম ভজনালয় নির্মিত হয়েছিল তা মক্কায়—অশেষকল্যাণময় আর বিশ্বের জন্য পথপ্রদর্শক।

৯৬ এতে আছে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী : ইব্রাহিমের স্থান; আর যে কেউ এখানে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ ; আর আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে এই গৃহে হজ উদ্‌যাপন করা মানুষের জন্য আবশ্যিক—প্রত্যেকের জন্য যে সেখানে যেতে পারে। আর যে অবিশ্বাস করে—নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ স্বয়ংসম্পূর্ণ—বিশ্বের কোনো প্রয়োজন তাঁর নেই।

৯৭ বলো : হে গ্রন্থধারিগণ, কেন তোমরা অবিশ্বাস করো আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলীতে, আর আল্লাহ্‌ই সাক্ষী তোমরা যা করো তার।

৯৮ বলো : হে গ্রন্থধারিগণ, কেন তোমরা যারা বিশ্বাসী তাদের আল্লাহ্‌র পথ থেকে ফিরিয়ে দাও, সেই পথের বক্রতা খোঁজো, যখন তোমরা সাক্ষী (আল্লাহ্‌র পথনির্দেশের)? আল্লাহ্‌ অনবহিত নন তোমরা যা করো সে সম্বন্ধে।

৯৯ হে বিশ্বাসিগণ, যাদের গ্রন্থ দেওয়া হয়েছে তাদের কোনো দলের অনুবর্তী যদি তোমরা হও, তারা তোমাদের ধর্মভ্রষ্ট করবে তোমাদের বিশ্বাসী হবার পরে।

১০০ কিন্তু কেমন ক'রে তোমরা অবিশ্বাস করতে পারো যখন তোমাদেরই কাছে আল্লাহ্‌র বাণীসমূহ পাঠ করা হচ্ছে; আর তাঁর বাণীবাহক তোমাদের মধ্যে? আর যে কেউ আল্লাহ্‌কে দৃঢ়ভাবে ধ'রে থাকে নিঃসন্দেহ সে চালিত হয়েছে সরল পথে।

একাদশ অনুচ্ছেদ

১০১ হে বিশ্বাসিগণ, আল্লাহ্‌র সীমা রক্ষা ক'রে চলো তেমন যত্নে যা তাঁর প্রতি বিধেয়, আর প্রাণত্যাগ কোরো না আত্মসমর্পিত (মুস্‌লিম) না হোয়ে।

১০২ আর আল্লাহ্‌র রশি সবাই একসঙ্গে দৃঢ়ভাবে ধরো, আর বিচ্ছিন্ন হোয়ো না, আর স্মরণ কোরো তোমাদের উপরে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ যখন তোমরা ছিলে শত্রু, তারপর তিনি তোমাদের হৃদয় সম্মিলিত করলেন, এরপর তাঁর অনুগ্রহে তোমরা হলে ভাই; আর তোমরা ছিলে এক আগুনের গর্তের ধারে, তারপর তিনি তোমাদের তা থেকে বাঁচালেন। এইভাবে আল্লাহ্‌ সুস্পষ্ট করেন তাঁর নির্দেশাবলী যেন তোমরা ঠিক পথে চলতে পারো।

১০৩ আর তোমাদের মধ্যে থেকে এমন একটি মণ্ডলী হওয়া চাই যারা তোমাদের আহ্বান করবে কল্যাণে, নির্দেশ দেবে যা ন্যায়সঙ্গত তার, আর নিষেধ করবে যা অন্যায়; আর এরাই হচ্ছে সফলকাম।

১০৪ আর তাদের মতো হয়ো না যারা বিচ্ছিন্ন ও বিভিন্ন মতের হয়েছিল তাদের কাছে সুস্পষ্ট নির্দেশাবলী আসার পরে, আর এরাই তারা যাদের জন্য আছে কঠোর শাস্তি—

১০৫ যেদিন কতকগুলো মুখ হবে সাদা আর কতকগুলো মুখ হবে কালো; তারপর যাদের মুখ কালো হবে (তাদের বলা হবে): তোমরা কি অবিশ্বাস করেছিলে বিশ্বাস করার পরে? অতএব শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করো যেহেতু তোমরা অবিশ্বাস করেছিলে।

১০৬ আর যাদের মুখ সাদা হবে তারা থাকবে আল্লাহ্‌র করুণায়; এতে থাকবে তারা স্থায়ীভাবে।

১০৭ এইসব হচ্ছে আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী যা আমি তোমার কাছে পাঠ করছি সত্যের সঙ্গে; আর আল্লাহ্‌ তাঁর জীবদের প্রতি কোনো অবিচার চান না।

১০৮ আর যা কিছু আছে আকাশে আর যা কিছু আছে পৃথিবীতে সব আল্লাহ্‌র ; আর আল্লাহ্‌র দিকে সব ব্যাপারের প্রত্যাবর্তন।

দ্বাদশ অনুচ্ছেদ

১০৯ তোমরা লোকদের মধ্যে নির্বাচিত শুভসাধক মণ্ডলী—যা ন্যায়সঙ্গত তার নির্দেশ তোমরা দাও, যা অন্যায় তা নিষেধ করো, আর আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস করো ; আর যদি গ্রন্থধারীরা বিশ্বাস করতো তবে তা তাদের জন্য ভালো হতো, তাদের মধ্যে কেউ কেউ বিশ্বাসী, আর তাদের বেশির ভাগ দুষ্টলোক।

১১০ তারা কখনো তোমাদের ক্ষতি করতে পারবে না কিঞ্চিৎ ক্ষতি ভিন্ন আর যদি তারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তবে তারা তোমাদের দিকে পিঠ ফেরাবে, আর তখন তাদের সাহায্যে করা হবে না।

১১১ তারা যেখানেই থাকুক লাঞ্ছনা তাদের সঙ্গে লেগে থাকবে যদি না আল্লাহ্‌-থেকে-আসা ও মানুষ-থেকে-আসা রশি তারা ধরে,* আর তারা আল্লাহ্‌র রোষের যোগ্য হয়েছে, আর দুর্দশা তাদের সঙ্গে লেগে থাকবে। এর কারণ, তারা আল্লাহ্‌র নির্দেশে অবিশ্বাসী হয়েছিল আর বার্তাবাহকদের হত্যা করেছিল অন্যায়ভাবে। এর কারণ, তারা অবিশ্বাসী হয়েছিল আর সীমা লঙ্ঘন করেছিল।

১১২ তারা সবাই একরকমের নয়ঃ গ্রন্থধারীদের মধ্যে নিষ্ঠাবান্‌ একটি দল আছে, তারা আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী রাত্রিকালে পাঠ করে আর তারা সেজ্‌দা করে।

১১৩ তারা আল্লাহ্‌তে ও শেষদিনে বিশ্বাস করে আর তারা নির্দেশ দেয় যা ন্যায়সঙ্গত তার আর নিষেধ করে যা গর্হিত, আর

---

* অর্থাৎ আল্লাহ্‌তে বিশ্বাসী হয় আর মানুষের সঙ্গে কল্যাণের যোগে যুক্ত হয়। অথবা, যদি না তারা রসুল মদিনার ইহুদিদের সঙ্গে যে সমঝোতা করেছেন সেটি আঁকড়ে ধরে।

পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে ভালো কাজে ; আর এরা সাধুদের অন্তর্গত।

১১৪ আর ভালো যা তারা করে তা তাদের সম্বন্ধে কখনো অস্বীকার করা হবে না ; আর আল্লাহ্‌ ওয়াকিফহাল সীমারক্ষাকারীদের সম্বন্ধে।

১১৫ নিঃসন্দেহ যারা অবিশ্বাসী, না তাদের ধনসম্পত্তি না তাদের সন্তানসন্ততি তাদের কোনো কাজে আসবে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে ; আর এরাই হচ্ছে আগুনের বাসিন্দা, সেখানে থাকবে তারা স্থায়ী ভাবে।

১১৬ এই দুনিয়ার জীবনে তারা যা ব্যয় করে তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে— বাতাস, যাতে আছে কনকনে ঠাণ্ডা, সেই বাতাস লাগলো সেই লোকদের ফসলে যারা নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছে, ধ্বংস ক'রে দিল সেই ফসল ; আর আল্লাহ্‌ তাদের প্রতি অন্যায় করেন নি, কিন্তু তারা নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছে।

১১৭ হে বিশ্বাসিগণ, তোমাদের নিজেদের লোক ভিন্ন অন্যদের অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ কোরো না ; তোমাদের ক্ষতি করতে তারা পশ্চাৎপদ হয় না ; তোমাদের যা ক্লেশ দেয় তা তারা ভালোবাসে, তাদের মুখে বিদ্বেষ প্রকাশ পাচ্ছে, কিন্তু তাদের বুকে যা লুকোনো আছে তা গুরুতর। তোমাদের জন্য নির্দেশাবলী স্পষ্ট করলাম যদি তোমাদের বুদ্ধি থাকে।

১১৮ নিঃসন্দেহ তোমরা সেই লোক যারা তাদের ভালোবাস কিন্তু তারা তোমাদের ভালোবাসে না, আর তোমরা গ্রন্থে বিশ্বাস করো, তার সবটায়, তোমাদের সঙ্গে যখন তাদের দেখা হয় তারা বলে : আমরা বিশ্বাস করি ; আর যখন তারা একলা থাকে তারা তাদের আঙুলের ডগা কামড়ায় তোমাদের প্রতি আক্রোশে। বলো : মরে যাও নিজেদের রাগে। নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ জানেন কি আছে তাদের বুকের মধ্যে।

১১৯ যদি শুভ কিছু তোমাদের জন্য ঘটে তাতে তারা দুঃখ পায়, আর যদি অশুভ তোমাদের ঘটে তবে তারা খুশী হয়; আর যদি তোমরা ধৈর্যশীল হও আর সীমারক্ষা ক'রে চলো তবে তাদের শঠতা তোমাদের ক্ষতি করবে না কোনো রকমে; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ ঘিরে রয়েছেন যা তারা করছে।

ত্রয়োদশ অনুচ্ছেদ

১২০ আর (স্মরণ করো) যখন তুমি ভোরে তোমার পরিজনের কাছ থেকে যাত্রা করলে যুদ্ধের জন্য বিশ্বাসীদের স্থান নির্দেশ করতে—আর আল্লাহ্ শ্রোতা, জ্ঞাতা;

১২১ যখন তোমাদের মধ্যে থেকে দুই দল ভীরুতা দেখাবার চেষ্টা করেছিল, আর আল্লাহ্ ছিলেন তাদের দুই দলের অভিভাবক —আর আল্লাহ্‌র উপরে নির্ভর করে বিশ্বাসীরা;

১২২ আর আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তোমাদের সাহায্য করেছিলেন বদরে যখন তোমরা ছিলে দুর্দশাগ্রস্ত—সেজন্য আল্লাহ্‌র সীমা রক্ষা ক'রে চলো যেন তোমরা ধন্যবাদ দিতে পারো।

১২৩ যখন তুমি বিশ্বাসীদের বলেছিলে: এইটি কি তোমাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে তোমাদের পালয়িতা তোমাদের সাহায্য করবেন তিন হাজার নেমে-আসা ফেরেশ্‌তা দিয়ে?

১২৪ আর যদি তোমরা ধৈর্যশীল হও আর সীমা রক্ষা করো আর তারা তোমাদের উপরে এসে পড়ে প্রবল বেগে—তোমাদের পালয়িতা তোমাদের সাহায্য করবেন পাঁচ হাজার দলনকারী ফেরেশ্‌তা দিয়ে।

১২৫ আর আল্লাহ্ এটি করেন নি তোমাদের জন্য সুসংবাদ ব্যতীত, আর যেন তোমাদের হৃদয় এর দ্বারা সান্ত্বনা পায়, আর বিজয় সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র কাছে থেকে, (তিনি) মহাশক্তি জ্ঞানবান্—

১২৬ যেন তিনি তাদের একদলকে সংহার করতে পারেন অথবা

অপমানিত করতে পারেন যার ফলে তারা ফিরে যাবে বিফল-
মনোরথ হয়ে।

১২৭ এটি তোমার ব্যাপার আদৌ নয়, যে আল্লাহ্‌ তাদের দিকে
(সদয় ভাবে) ফিরবেন, না, শাস্তি দেবেন যদিও নিঃসন্দেহ
তারা অন্যায়কারী।*

১২৮ আর যা কিছু আছে আকাশে আর যা কিছু আছে পৃথিবীতে
সব আল্লাহ্‌র, তিনি ক্ষমা করেন যাকে খুশী আর শাস্তি দেন
যাকে খুশী; আর আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, ফলদাতা।

চতুর্দশ অনুচ্ছেদ

১২৯ হে বিশ্বাসিগণ, সুদ গলাধঃকরণ কোরো না তাকে দ্বিগুণ ও বহু-
গুণিত ক'রে, আর আল্লাহ্‌র সীমা রক্ষা ক'রে চলো যেন
তোমরা সফলকাম হতে পারো।

১৩০ আর সীমা রক্ষা করো সেই আগুন সম্বন্ধে যা তৈরি করা হয়েছে
অবিশ্বাসীদের জন্য।

১৩১ আর আল্লাহ্‌ ও পয়গাম্বরের অনুগত হও, যেন তোমরা করুণা
লাভ করতে পারো;

১৩২ আর সত্বর হও তোমাদের পালয়িতার করুণার জন্য, আর
একটি উদ্যানের জন্য, যার বিস্তার আকাশ ও পৃথিবীর
(মতো)—নির্মিত সীমারক্ষাকারীদের জন্য—

১৩৩ যারা ব্যয় করে সচ্ছল অবস্থায় আর অসচ্ছল অবস্থায়, আর
যারা ক্রোধ সংবরণ করে, আর ক্ষমা করে মানুষদের; আর
আল্লাহ্‌ ভালোবাসেন সৎকর্মশীলদের—

১৩৪ আর যারা, যখন কোনো গর্হিত কর্ম করে অথবা নিজেদের
প্রতি অন্যায় করে তখন আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে তাদের
অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে—আর কে অপরাধ ক্ষমা

* ওহোদের যুদ্ধে যখন হযরতের উপরে বিপক্ষের আক্রমণ প্রবল হয়েছিল, আর আহত হবার ফলে তাঁর মনে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছিল, তখন এই বাণী অবতীর্ণ হয়েছিল।

করে আল্লাহ্ ব্যতীত ?—আর যারা জেনেশুনে পুনরায় করে না পূর্বে যা করেছিল।

১৩৫ এরা তারা যাদের তাদের পালয়িতার তরফ থেকে পুরস্কার হবে ক্ষমা আর উদ্যান যার নিচে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে বহু নদী—থাকবে সেখানে স্থায়ীভাবে—আর উত্তম শ্রমরতদের পুবস্কার।

১৩৬ তোমাদের পূর্বে বহু জীবনধাবা গত হয়ে গেছে। পৃথিবীতে ভ্রমণ করো আর দেখো যাবা (নবীদের) মিথ্যাবাদী বলেছিল তাদের পরিণাম কেমন হয়েছিল।

১৩৭ এটি মানুষের জন্য সুস্পষ্ট ঘোষণা, পথনির্দেশ, আর উপদেশ—যারা সীমারক্ষাকারী তাদের জন্য।

১৩৮ আর অবসাদগ্রস্ত হয়ো না, আর অনুশোচনা কোরো না, আর তোমরাই স্থান পাবে উপরে যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।*

১৩৯ তোমরা যদি আঘাত পেয়ে থাকো তবে তুল্য আঘাত পীড়া দিয়েছে অবিশ্বাসী লোকদের, আর আমি এইসব দিন মানুষদের কাছে আনি পালাক্রমে, আর যেন আল্লাহ্ জানতে পারেন কারা বিশ্বাসী আর তাদের মধ্যে থেকে সাক্ষী রাখতে পারেন, আর আল্লাহ্ ভালোবাসেন না অন্যায়কারীদের,

১৪০ আর যেন সংশোধিত করতে পারেন যারা বিশ্বাসী তাদের, আর নিষ্ফল করতে পারেন অবিশ্বাসীদের।

১৪১ অথবা তোমরা কি মনো করো যে তোমরা বেহেশ্‌তে প্রবেশ করবে তোমাদের মধ্যে কারা সংগ্রাম করেছে আল্লাহ্‌র তা জানবার পূর্বেই ? আর জানবার পূর্বে কারা ধৈর্যবান্ ?

১৪২ আর নিঃসন্দেহ তোমরা মৃত্যু কামনা করতে তার সঙ্গে (যুদ্ধ-

* ওহোদের যুদ্ধে যখন হযরত আশ্রয় নিয়েছিলেন গিরিগুহায় আর আবুসুফিয়ান পাহাড়ের উপরে জয়পতাকা স্থাপন ক'রছিল আর মুসলমান সৈন্যরা খুব ভীত হয়েছিল, তখন অবতীর্ণ হয়েছিল এই আয়াত।

ক্ষেত্রে) দেখা হবার পূর্বে। এখন নিঃসন্দেহ তা তোমরা দেখেছ, আর তোমরা দেখতে থাকো।

পঞ্চদশ অনুচ্ছেদ

১৪৩ আর মোহম্মদ একজন বাণীবাহক বৈ নন। নিঃসন্দেহ তাঁর পূর্বে পয়গাম্বররা গত হয়ে গেছেন ; যদি তিনি মারা যান অথবা নিহত হন তাহলে কি তোমরা পশ্চাৎপদ হবে? আর যে কেউ পশ্চাৎপদ হয় সে আল্লাহ্‌কে কোনো আঘাত দেয় না আদৌ, আর আল্লাহ্ পুরস্কার দেবেন কৃতজ্ঞদের।

১৪৪ আর কোনো লোকের মৃত্যু হয় না আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ব্যতীত : মৃত্যুর নির্ধারিত সময় লিখিত আছে ; আর যে কেউ চায় ইহজীবনের পুরস্কার আমি তাকে তা দিই, আর যে কেউ চায় পরলোকের পুরস্কার আমি তা তাকে দিই, আর আমি পুরস্কৃত করবো কৃতজ্ঞদের।

১৪৫ আরো কত বাণীবাহক যুদ্ধ করেছেন—তাঁদের সঙ্গে ছিল পালয়িতার বহু অনুগত জন, আর আল্লাহ্‌র পথে যা তাদের উপরে পড়েছিল তার জন্য তারা অবসাদগ্রস্ত হয় নি, তারা দুর্বলও হয় নি, তারা নিজেদের হীনও করে নি ; আর আল্লাহ্ ভালোবাসেন ধৈর্যশীলদের।

১৪৬ আর এ ভিন্ন তারা আর কিছু বলে নিঃ হে আমাদের পালয়িতা, ক্ষমা করো আমাদের অপরাধ ও আমাদের কাজে আমাদের সীমালঙ্ঘন, আর দৃঢ় করো আমাদের পদক্ষেপ, আর আমাদের সাহায্য করো অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে।

১৪৭ সেজন্য আল্লাহ্ তাদের দিয়েছিলেন এই সংসারের পুরস্কার আর পরলোকের মহত্তর পুরস্কার ; আর আল্লাহ্ ভালোবাসেন সৎকর্মশীলদের।

ষোড়শ অনুচ্ছেদ

১৪৮ হে বিশ্বাসিগণ, তোমরা যদি অবিশ্বাসীদের অনুগত হও তবে

তারা তোমাদের পিছনের দিকে মুখ করে ফিরিয়ে দেবে, ফলে
তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ফিরবে।
১৪৯ না, আল্লাহ্ তোমাদের রক্ষাকারী বন্ধু—আর তিনি উত্তম
সাহায্যদাতা।
১৫০ যারা অবিশ্বাসী তাদের অন্তরে আমি ভয় নিক্ষেপ করবো কেন
না তারা আল্লাহ্‌র তুল্য ক'রে দাঁড় করায় তা যার জন্য তিনি
কোনো বিধান অবতীর্ণ করেন নি, আর তাদের বাসস্থান হচ্ছে
আগুন—আর অন্যায়কারীদের বাসস্থান মন্দ।
১৫১ আব নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ তোমাদের কাছে তাঁর অঙ্গীকার পালন
করেছিলেন যখন তোমরা তাঁর ইচ্ছায় তাদের হত্যা করছিলে;
শেষে তোমরা সাহসহীন হলে আর তোমরা আদেশ সম্বন্ধে
বিরোধ করলে আর অবাধ্য হলে যা তোমরা ভালোবাস আল্লাহ্
তা তোমাদের দেখাবার পরে; তোমাদের মধ্যে কেউ ছিল
যাবা এই তুনিয়া চাচ্ছিল আব তোমাদের মধ্যে কেউ ছিল
যারা পরকাল চাচ্ছিল, তারপর যেন তিনি তোমাদের পরীক্ষা
কবতে পাবেন সেজন্য তোমাদের তাদের থেকে পলায়নপর
কবলেন। আর নিঃসন্দেহ তিনি তোমাদের ক্ষমা করেছেন;
আর আল্লাহ্ অশেষ কৃপাময় বিশ্বাসীদের সম্বন্ধে।
১৫২ যখন তোমরা পাহাড়ে উঠছিলে আর কারো জন্য অপেক্ষা
করছিলে না, আর পয়গাম্বর পিছন থেকে তোমাদের ডাক-
ছিলেন; এর পর তিনি (আল্লাহ্) তোমাদের বিষাদের
উপরে বিষাদ পুরস্কার দিলেন, যেন তোমরা অনুশোচনা না
করো যা পাও নি আর তোমাদের উপরে যা এসে পড়েছে
সেসবের জন্য; আর আল্লাহ্ খবর রাখেন তোমরা যা করো
সে সম্বন্ধে।
১৫৩ এরপর বিষাদের পরে তিনি তোমাদের উপরে অবতীর্ণ
করলেন শান্তি—তোমাদের একদলের উপরে এলো তন্দ্রা—

আর একদলের নিজেদের মন তাদের উৎকণ্ঠিত করেছিল, তারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে অসঙ্গতভাবে অজ্ঞানমূলক চিন্তা পোষণ করছিল এই বলে : এই ব্যাপারে আমাদের কি কোনো কিছু আছে? বলো : নিঃসন্দেহ ব্যাপার সম্পূর্ণ আল্লাহ্‌র। তারা নিজেদের মধ্যে যে চিন্তা লুকিয়ে রেখেছে তা তোমার কাছে প্রকাশ করছে না, তাদের বক্তব্য, এই ব্যাপারে যদি আমাদের কোনো কিছু থাকতো তবে আমরা এখানে নিহত হতাম না। বলো : যদি তোমাদের নিজেদের বাড়ীতেও থাকতে তবে যাদের জন্য প্রাণঘাত লিখিত হয়েছে নিঃসন্দেহ তারা তাদের সেই স্থানে গিয়ে হাজির হতো ; (এসব ঘটেছে এইজন্য যে) আল্লাহ্ যেন যাচাই করতে পারেন যা আছে তোমাদের বুকের ভিতরে আর শোধিত করতে পারেন যা আছে তোমাদের অন্তরে ; আর আল্লাহ্ জানেন যা আছে বুকের ভিতরে।

১৫৪ নিঃসন্দেহ যেদিন দুই সৈন্যদল পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল সেদিন তোমাদের মধ্যে যারা ফিরে গিয়েছিল তাদের পিছু হঠা ঘটিয়েছিল শয়তানই তাদের পূর্বে কিছু করার জন্য ; আর নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ তাদের ক্ষমা করেছেন, নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, ধৈর্যশীল।

সপ্তদশ অনুচ্ছেদ

১৫৫ হে বিশ্বাসিগণ, তাদের মতো হয়ো না যারা অবিশ্বাসী আর তাদের ভাইরা যখন দেশভ্রমণ করছে অথবা যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ করছে তখন তাদের সম্বন্ধে বলে : যদি তারা আমাদের মধ্যে থাকতো তবে মরতো না অথবা নিহত হতো না। তাই আল্লাহ্ এটি তাদের জন্য করেছেন এক অন্তর্দাহ। আর আল্লাহ্ জীবন দেন আর মৃত্যু দেন ; আর আল্লাহ্ দ্রষ্টা তোমরা যা করো তার।

১৫৬ আর যদি তোমরা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হও অথবা মারা যাও—

নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌র কাছে থেকে ক্ষমা আর করুণা উৎকৃষ্টতর তারা যা সঞ্চয় করে তার চাইতে।

১৫৭ আর কি এসে যায় যদি আল্লাহ্‌র পথে নিহত হও অথবা মারা যাও যখন আল্লাহ্‌র কাছে তোমরা একত্রিত হবে ?

১৫৮ এটি আল্লাহ্‌র করুণার ফলে যে তুমি তাদের প্রতি কোমল হয়েছিলে ; যদি রুক্ষ ও কঠোরহৃদয় হতে তবে নিঃসন্দেহ তারা তোমার চারপাশ থেকে চলে যেতো। অতএব তাদেব মার্জনা করো, আর তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো ; আর কাজেকর্মে তাদের সঙ্গে পরামর্শ করো, আর যখন সংকল্প গ্রহণ করেছ তখন আল্লাহ্‌র উপরে নির্ভর করো ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ ভালোবাসেন নির্ভরশীলদের।

১৫৯ যদি আল্লাহ্‌ তোমাদের সাহায্য করেন তবে এমন কেউ নেই যে তোমাদের পরাভত করতে পারে ; আর তিনি যদি তোমাদের পরিত্যাগ করেন তবে কে আছে যে তোমাদের সাহায্য করতে পারে তাঁর পরে ? আর আল্লাহ্‌র উপরেই বিশ্বাসীদের নির্ভর করা উচিত।

১৬০ আর এটি কোনো বাণীবাহকের জন্য নয় যে তিনি প্রতারণা করবেন। যে কেউ প্রতারণা করে সে পুনরুত্থানের দিনে তার প্রতারণা সঙ্গে নিয়ে আসবে, তখন প্রত্যেককে পুরোপুরি দেওয়া হবে যা সে উপার্জন করেছে, আর তাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না।

১৬১ যে আল্লাহ্‌র প্রসন্নতার অনুবর্তী সে কি তার মতো যে নিজেকে আল্লাহ্‌র অসন্তোষের যোগ্য করেছে ? আর তার বাসস্থান জাহান্নাম—মন্দ গন্তব্যস্থান।

১৬২ আল্লাহ্‌র কাছে (করুণার ও অকরুণার) স্তর-ভেদ আছে, আর আল্লাহ্‌ দ্রষ্টা তোমরা যা করো তার।

১৬৩ নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ বিশ্বাসীদের একটি কল্যাণ করেছিলেন যখন

তিনি তাদের কাছে তাদের মধ্যে থেকে পয়গাম্বর দাঁড়
করিয়েছিলেন যিনি তাদের কাছে পাঠ করেন তাঁর নির্দেশাবলী
আর তাদের পবিত্র করছেন, আর শিক্ষা দিচ্ছেন গ্রন্থ ও জ্ঞান
যদিও তার পূর্বে নিঃসন্দেহ তারা ছিল স্পষ্ট ভুলের মধ্যে।

১৬৪ কী! যখন কোনো দুর্ভাগ্য তোমাদের উপরে পতিত হলো—আর
এর পূর্বে তোমরা (অবিশ্বাসীদের) ক্ষতি করেছিলে দুইগুণ—
তোমরা বলতে আরম্ভ করলে এ কোথা থেকে? বলো: এসব
তোমাদের নিজেদের থেকে; নিঃসন্দেহ সব কিছুর উপরে
রয়েছে আল্লাহ্‌র ক্ষমতা।

১৬৫ আর যেদিন দুই সৈন্যদল পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল সেদিন
যা ঘটেছিল তা আল্লাহ্‌র জ্ঞাতসারে, যেন তিনি বিশ্বাসীদের
জানতে পারেন, *

১৬৬ আর যেন তিনি কপটদের জানতে পারেন; আর তাদের বলা
হয়েছিল: এসো আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করো অথবা নিজেদের রক্ষা
করো, তারা বলেছিল যদি আমবা যুদ্ধ করতে জানতাম
নিঃসন্দেহ তোমাদের অনুসরণ করতাম। সেদিন তারা
বিশ্বাসের চাইতে অবিশ্বাসের নিকটতর হয়েছিল। তারা মুখে
যা বলে তা নেই তাদের অন্তরে; আব আল্লাহ্ ভালো জানেন
যা তারা লুকোচ্ছে।

১৬৭ তারা নিজেরা বাড়িতে বসে তাদের ভাইদের সম্বন্ধে (যারা
আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করছিল) বলেছিল: যদি তারা আমাদের
কথা শুনতো তবে তারা নিহত হতো না। বলো: তবে
নিজেদের থেকে তোমরা মৃত্যুকে ঠেকাও যদি সত্যবাদী হও।

১৬৮ যারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয়েছে তাদের মৃত ভেবো না। না,
তারা বেঁচে আছে, আল্লাহ্‌র কাছে থেকে (তারা) জীবিকা
পায়;

১৬৯ (তারা) খুশী আল্লাহ্ তাঁর প্রাচুর্য থেকে তাদের যা

দিয়েছেন সেই জন্য, আর তারা আনন্দ প্রকাশ করছে তাদের জন্য যারা তাদের পেছনে রয়ে গেছে, এখনও তাদের সঙ্গে মিলিত হয় নি, (কিন্তু) তাদের কোনো ভয়ের কারণ নেই, তারা অনুশোচনাও করবে না।

১৭০ তারা আনন্দ প্রকাশ করছে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের জন্য ও প্রাচুর্যের জন্য; আর নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ বিশ্বাসীদের প্রাপ্য বিফল করেন না।

অষ্টাদশ অনুচ্ছেদ

১৭১ যারা আল্লাহ্ ও বাণীবাহকের আহ্বানে সাড়া দিয়েছিল তাদের উপরে আঘাত এসে পড়ার পরে*—তাদের মধ্যে যারা (অন্যের) ভালো করে আর সীমা রক্ষা করে তাদের জন্য আছে মহাপুরস্কার।

১৭২ লোকেরা যাদের বলেছিল: নিঃসন্দেহ তোমাদের বিরুদ্ধে লোক জমায়েৎ হয়েছে সেজন্য তাদের ভয় করো; কিন্তু এতে তাদের বিশ্বাস বেড়ে গিয়েছিল আর তারা বলেছিল: আল্লাহ্ আমাদের জন্য যথেষ্ট, আর অতি উত্তম কার্যসম্পাদক তিনি।

১৭৩ সুতরাং তারা ফিরে এলো আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ নিয়ে আর তাঁর কৃপা, কোনো অকল্যাণ তাদের স্পর্শ করে নি, আর তারা আল্লাহ্‌র প্রসন্নতার অনুগমন করেছিল; আর আল্লাহ্ অশেষ-দাতা, মহীয়ান।

১৭৪ শয়তানই তোমাদের ভীত করে তার বন্ধুদের সম্বন্ধে, কিন্তু তাদের ভয় কোরো না, আর আমাকে ভয় করো যদি বিশ্বাসী হও।

১৭৫। আর যারা দ্রুত অবিশ্বাসে পতিত হয় তারা তোমাদের দুঃখিত না করুক। নিঃসন্দেহ তারা আল্লাহ্‌র কোনো ক্ষতি করতে

* ওহোদের যুদ্ধের পরের দিন মুসলমান সৈন্যরা মক্কার সৈন্যদের পশ্চাৎধাবন করেছিল; কিন্তু কোনো যুদ্ধ হয় নি।

পারে না। আল্লাহ্‌র ইচ্ছা যে পরকালে তাদের জন্য লভ্য
কিছু থাকবে না, আর তাদের জন্য আছে মহাশাস্তি।

১৭৬ নিঃসন্দেহ যারা বিশ্বাসের মূল্যে অবিশ্বাস কিনেছে তারা
আল্লাহ্‌র কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, আর তাদের লাভ
হবে কঠোর শাস্তি।

১৭৭ আর যারা অবিশ্বাস করে তারা না ভাবুক যে আমি তাদের যে
বিরাম দিয়েছি তা তাদের নিজেদের ভালোর জন্য। আমি
তাদের বিরাম দিই যেন তাদের অপরাধ বেড়ে যায়; আর
তাদের জন্য আছে লাঞ্ছনাকর শাস্তি।

১৭৮ তোমরা যে অবস্থায় আছ কোনোক্রমেই সে অবস্থায় আল্লাহ্‌
বিশ্বাসীদের রাখবেন না যে পর্যন্ত না যারা মন্দ তাদের তিনি
বিচ্ছিন্ন করেন যারা ভালো তাদের থেকে; আল্লাহ্‌ অদৃশ্য
সম্বন্ধে কিছু জানতেও তোমাদের দেবেন না; কিন্তু আল্লাহ্‌
পয়গাম্বরদের মধ্যে নির্বাচিত করেন যাকে খুশী, সেজন্য
আল্লাহ্‌তে ও তাঁর পয়গাম্বরদের বিশ্বাস করো; আর
যদি বিশ্বাস করো ও সীমারক্ষা করো তবে তোমাদের জন্য
পুরস্কার রয়েছে।

১৭৯ আর যারা, আল্লাহ্‌ তাদের যা দিয়েছেন তাঁর প্রাচুর্য থেকে সে
বিষয়ে কৃপণতা করে, তারা না ভাবুক যে তা তাদের জন্য
ভালো। না, তা তাদের জন্য মন্দ। যে বিষয়ে তারা কৃপণ
হয়েছিল তা কেয়ামতের দিন তাদের গলায় আটকানো
থাকবে। আর আকাশের ও পৃথিবীর উত্তরাধিকার
আল্লাহ্‌র; আর আল্লাহ্‌ খবর রাখেন তোমরা যা করো তার।

উনবিংশ অনুচ্ছেদ

১৮০ আল্লাহ্‌ নিঃসন্দেহ শুনেছেন তাদের কথা যারা বলেছিল: নিশ্চয়
আল্লাহ্‌ ফকির আর আমরা ধনী। আমি লিখে রাখবো
তারা যা বলে আর তাদের অন্যায়ভাবে পয়গাম্বরদের হত্যা করা,

আর আমি বলবো : পোড়ার শাস্তির স্বাদ নাও ;

১৮১ তোমাদের নিজেদের হাত তোমাদের জন্য পূর্বে যা পাঠিয়েছে এ তার জন্য, আর আল্লাহ্ তাঁর দাসদের প্রতি অত্যাচারী নন।

১৮২ যারা বলেছিল : নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ আমাদের সম্বন্ধে অঙ্গীকার করেছেন যে আমরা কোনো বাণীবাহককে বিশ্বাস করবো না যে পর্যন্ত না তিনি এমন কোরবানি (বলি, উপহার) আনেন যা আগুন পুড়িয়ে ফেলে। * বলো : হাঁ, আমার পূর্বে তোমাদের কাছে পয়গাম্বররা এসেছিলেন স্পষ্ট নির্দেশ নিয়ে আর তোমরা যার কথা বলছো তা নিয়ে ; তবে কেন তাঁদের তোমরা হত্যা করেছিলে যদি তোমরা সত্যবাদী হও ?

১৮৩ কিন্তু যদি তারা তোমাকে অস্বীকার করে—এমনিভাবে তোমার পূর্বে অস্বীকৃত হয়েছিলেন পয়গাম্বররা যাঁরা এসেছিলেন সঙ্গে নিয়ে স্পষ্ট নির্দেশাবলী, যবুর (Psalms), আর আলোকপাতকারী গ্রন্থ নিয়ে।

১৮৪ প্রত্যেক প্রাণ মৃত্যু আস্বাদন করবে। আর তোমাদের প্রাপ্য যা তাই তোমাদের দেওয়া হবে পুনরুত্থানের দিনে, তখন যে বহুদূরে অবস্থিত থাকবে আগুন থেকে আর প্রবিষ্ট হবে উদ্যানে, নিঃসন্দেহ সে সফলকাম ; আর এই সংসারের জীবন ছলনার বিত্ত বৈ নয়।

১৮৫ নিঃসন্দেহ তোমাদের পরীক্ষা করা হবে তোমাদের বিত্ত ও তোমাদের নিজেদের সম্বন্ধে ; আর নিঃসন্দেহ তোমরা শুনবে গ্রন্থধারীদের থেকে আর বহুদেববাদীদের থেকে প্রচুর বিরক্তিকর নিন্দা, আর যদি ধৈর্যবান্ হও আর সীমারক্ষা করো তবে নিশ্চয় সেটি সাহসের কাজ হবে।

---

* এমন কোরবানি বা উপহার আনার অধিকার ছিল ইসরাইলবংশীয়দের। হযরত ইসরাইলবংশীয় নন, কাজেই ইহুদীরা তাঁকে মানতে পারে না, এই তাদের বক্তব্য।

১৮৬ আর যাদের গ্রন্থ দেওয়া হয়েছিল তাদের থেকে আল্লাহ্
অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন : তোমরা নিশ্চয় এর কথা
মানুষদের মধ্যে প্রকাশ করবে আর লুকিয়ে রাখবে না ; কিন্তু
এটি তারা তাদের পেছনের দিকে ফেলে রেখে দিয়েছিল আর
এর জন্য স্বল্পমূল্য গ্রহণ করেছিল ; নিঃসন্দেহ তারা যা কেনে
তা মন্দ।

১৮৭ মনে কোরো না যারা উল্লসিত হয় যা করেছে সেজন্য আর
প্রশংসা পেতে ভালোবাসে যা করে নি তার জন্য, মনে
কোরো না তারা শাস্তি থেকে নিরাপদ আছে ; আর তাদের
জন্য আছে কঠোর শাস্তি।

১৮৮ আর আল্লাহ্‌রই আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্ব, আর আল্লাহ্
সব কিছুর উপরে ক্ষমতাবান্।

বিংশ অনুচ্ছেদ

১৮৯ নিঃসন্দেহ আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে আর রাত্রি ও দিনের
আবর্তনে নিদর্শন রয়েছে জ্ঞানীদের জন্য—

১৯০ যারা আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে দাঁড়িয়ে, বসে', পার্শ্বে শায়িত হয়ে,
আর চিন্তা করে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টির বিষয়ে : হে
আমাদের পালয়িতা, এসব তুমি বৃথা সৃষ্টি করো নি ; তোমারই
মহিমা ! আমাদের তবে রক্ষা করো আগুনের শাস্তি থেকে;—

১৯১ হে আমাদের পালয়িতা সন্দেহ নেই যাকে তুমি আগুনে প্রবিষ্ট
করাও তাকে প্রকৃতই তুমি লাঞ্ছিত করেছ, আর যারা
অন্যায়কারী তাদের সহায় কেউ থাকবে না ;—

১৯২ হে আমাদের পালয়িতা, নিঃসন্দেহ আমরা শুনেছি একজন
ঘোষণাকারীকে বিশ্বাসের দিকে আহ্বান করতে এই বলে' :
তোমাদের পালয়িতাতে বিশ্বাস করো। অতএব আমরা
বিশ্বাস করেছি। হে আমাদের পালয়িতা, সেজন্য আমাদের
অপরাধ ক্ষমা করো আর আমাদের সব গর্হিত কর্ম ঢেকে

দাও। আর আমাদের প্রাণত্যাগ করতে দাও ধার্মিকদের সঙ্গে ;—

১৯৩ হে আমাদের পালয়িতা, আর আমাদের দাও যা তুমি আমাদের সম্বন্ধে অঙ্গীকার করেছ তোমার পয়গাম্বরদের যোগে, আর আমাদের লাঞ্ছিত কোরো না বিচারের দিনে ; নিঃসন্দেহ তুমি অঙ্গীকারের অন্যথা করো না।

১৯৪ আর তাদের পালয়িতা তাদের প্রার্থনা গ্রহণ করলেন, (বল্লেন): তোমাদের মধ্যে যারা কাজ করে তাদের কাজ আমি বিফল করবো না—পুরুষ হও স্ত্রীলোক হও—একে অন্য থেকে, সেজন্য যারা দেশত্যাগ করেছে, আর গৃহ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে, আর উৎপীড়িত হয়েছে আমার পথে, আর যারা যুদ্ধ করেছে ও নিহত হয়েছে—নিঃসন্দেহ তাদের গর্হিত কর্ম আবৃত করবো আর নিঃসন্দেহ তাদের উদ্যানে প্রবিষ্ট করাব যার নিচে দিয়ে বইছে বহু নদী—আল্লাহ্‌র কাছ থেকে এই পুরস্কার আর আল্লাহ্‌র সঙ্গে আছে আরো উত্তম পুরস্কার।

১৯৫ যারা অবিশ্বাস করে তারা শহরে যা খুশী তাই করে—এ তোমাদের প্রতারিত না করুক।

১৯৬ স্বল্প ভোগ—তারপর তাদের বাসস্থান জাহান্নাম—আর মন্দ বিশ্রামের স্থান।

১৯৭ কিন্তু যারা তাদের পালয়িতার সীমারক্ষাকারী তারা পাবে উদ্যানসমূহ যার নিচে দিয়ে বইছে বহু নদী—বাস করবে সেসবে স্থায়ীভাবে—আল্লাহ্‌র তরফ থেকে আতিথ্য—আর যা আল্লাহর সঙ্গে আছে তা আরও ভালো ধার্মিকদের জন্য।

১৯৮ আর নিঃসন্দেহ গ্রন্থধারীদের মধ্যে আছে যারা বিশ্বাস করে আল্লাহ্‌তে আর যা তোমাদের কাছে অবতীর্ণ হয়েছে (তাতে) আর যা তাদের কাছে অবতীর্ণ হয়েছে ; (তারা) আল্লাহ্‌র সামনে বিনম্র ; তারা স্বল্প মূল্য গ্রহণ করে না আল্লাহর নির্দেশ-

সমূহের জন্য। এরাই তারা যাদের পুরস্কার আছে আল্লাহ্‌র
কাছে। নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ হিসাব নিকাশে সত্বর।
১৯৯ হে বিশ্বাসিগণ, ধৈর্য ধরো, আর ধৈর্যে অগ্রগণ্য হও, আর
অবিচলিত থাকো, আর আল্লাহ্‌র সীমা রক্ষা করো—যেন
তোমরা সফল হতে পারো।

আন্‌-নিসা

[কোর্‌আন শরীফের চতুর্থ স্থরা আন্‌-নিসা—নারী—মদিনায় অবতীর্ণ। ওহোদের যুদ্ধে ৭০০ মুসলমান যোদ্ধার মধ্যে ৭০ জন নিহত হয়। এর ফলে নারী আর অভিভাবকহীন ছেলে-মেয়ে একটা বড় সমস্যা হয়ে দেখা দেয়। এই স্থরায় বিবাহের বিধি-নিষেধ সম্বন্ধে আর নারীদের ও অনাথদের সম্পত্তির অধিকার সম্বন্ধে অনেক কথা আছে।—প্রাচীন আরবীয় সমাজে নারীদের আর অনাথদের সম্পত্তির অধিকার দেওয়া হতো না, কেন না, তারা যুদ্ধ করতে অপারগ। ওহোদের যুদ্ধে মুসলমানদের যে বিপর্যয় ভোগ করতে হয়েছিল তার জন্য কপট মুসলমানরা অনেক পরিমাণে দায়ী ছিল—কপটদের নেতা আব্দুল্লাহ্‌-বিন্‌-উবাই যুদ্ধের স্থচনাতেই তার ৩০০ শত অনুচর নিয়ে সরে দাঁড়িয়েছিল। এই কপটদের সম্বন্ধে অনেক সাবধান বাণী এই স্থরায় স্থান পেয়েছে। এই স্তরে ইহুদিদের সঙ্গে মুসলমানদের বিরোধ যে তীব্রতর হয়েছিল তারও পরিচয় এই স্থরায় আছে—ইহুদিরা বলতে আরম্ভ করেছিল যে মুসলমানদের ধর্মের চাইতে আরবদের পৌত্তলিকতা ভালো। এই স্থরায় একেবারে শেষের দিকে খ্রীষ্টীয় ত্রিত্ববাদের সমালোচনা আছে।

টীকাকারদের মতে এর অবতরণ-কাল চতুর্থ হিজরি।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

করুণাময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ হে জনগণ, তোমাদের পালয়িতার নির্দেশিত সীমারক্ষা সম্বন্ধে সাবধান হও—যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন একটি প্রাণ (ব্যক্তি) থেকে আর তার জোড়াও সৃষ্টি করেছিলেন তার থেকে, আর এই দুই থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু নর ও নারী ; আল্লাহ্‌র সীমা রক্ষা করে' চলো—যাঁর (বিধানের) দ্বারা

তোমরা পরস্পরের আর মাতৃজঠরের (রক্ত-সম্পর্কের অধিকার) দাবি করো, নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ চিরদিন তোমাদের প্রহরী !

২ অনাথদের ধনসম্পত্তি তাদের দাও, আর উৎকৃষ্ট বস্তুর পরিবর্তে নিকৃষ্ট বস্তু দিও না, আর তাদের সম্পত্তি গ্রাস কোরো না তোমাদের সম্পত্তির সঙ্গে ; নিঃসন্দেহ এটি মহাপাপ ।

৩ আর যদি আশঙ্কা করো যে অনাথদের প্রতি ন্যায়সঙ্গত আচরণ করতে পারবে না তবে স্ত্রীলোকদের (অনাথদের মা'দের) মধ্যে তাদের বিয়ে করো যাদের পছন্দ হয়—তুইজন ও তিনজন ও চারজন, কিন্তু যদি আশঙ্কা করো যে তাদের সম্বন্ধে ন্যায়বিচার করতে পারবে না তবে একজনকেই (বিয়ে করো), অথবা তোমাদের অধীনে আসা দাসীদের ; এইটেই বেশি সঙ্গত যেন তোমরা ঠিক পথ থেকে সরে না যাও ।

৪ আর স্ত্রীলোকদের তাদের দেনমোহর দেবে বিনা শর্তে ; কিন্তু তারা নিজেরা যদি তার কোনো অংশ তোমাদের দিয়ে দেয় তবে তা ভোগ করো আনন্দ ও উপকারের সঙ্গে ।

৫ আর আল্লাহ্ যা তোমাদের অবলম্বন স্বরূপ করেছেন সেই সব সম্পত্তি অবোধদের দিয়ে দিও না ; আর তাদের খাওয়াও সেই সব সম্পত্তি থেকে আর তা থেকে তাদের পরাও ; আর তাদের ভালো কথা বলো ।

৬ অনাথদের পরীক্ষা ক'রে দেখবে তাদের বিবাহের বয়স পর্যন্ত, তারপর যদি দেখো তাদের বুদ্ধি পরিণত হয়েছে তবে তাদের সম্পত্তি তাদের দিয়ে দাও ; আর তা খেয়ে ফেলো না অতিব্যয় ক'রে বা তাড়াতাড়ি ক'রে তাদের বয়ঃপ্রাপ্তির পূর্বেই । আর যে সম্পন্ন সে কিছুই না নিক, আর যে দরিদ্র, সে খাক সঙ্গত-ভাবে । তারপর যখন তোমরা তাদের সম্পত্তি ফিরিয়ে দাও তখন তাদের সামনে সাক্ষী ডাকো ; আর হিসাবরক্ষক রূপে আল্লাহ্ একাই যথেষ্ট

৭ পিতামাতা ও নিকট আত্মীয়রা যে সম্পত্তি রেখে যায় পুরুষরা তার অংশ পায়, আর স্ত্রীলোকরাও অংশ পাবে পিতামাতা ও নিকট আত্মীয়রা যা রেখে যায় তার, তা কমই হোক আর বেশিই হোক—একটি নির্দিষ্ট অংশ।

৮ আর সম্পত্তি ভাগের সময়ে যখন উপস্থিত থাকে আত্মীয়রা আর অনাথরা আর গরীবরা তখন তা থেকে তাদের (কিছু) দাও ; আর তাদের সঙ্গে ভালো কথা বলো।

৯ আর তারা ভয় করুক যারা এই ভয় করে যে তারাও অসহায় ছেলেপিলে ফেলে রেখে যেতে পারে।

১০ যারা অন্যায়ভাবে অনাথদের সম্পত্তি গলাধঃকরণ করে নিঃসন্দেহ তারা আগুন গিলে পেটে পোরে ; আর তারা প্রবেশ করবে জ্বলন্ত আগুনে।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

১১ আল্লাহ্ নির্দেশ দিচ্ছেন তোমাদের সন্তানসন্ততি সম্পর্কে : এক ছেলে পাবে দুই মেয়ের অংশের সমান ; যদি দুই মেয়ের বেশি থাকে তবে তারা পাবে যা সে (মৃত ব্যক্তি) রেখে গেছে তার দুই-তৃতীয়াংশ, আর যদি একটি মেয়ে থাকে তবে সে পাবে অর্ধেক ; আর তার পিতামাতা—তার যদি সন্তান থাকে তবে পিতামাতা প্রত্যেকে পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ, কিন্তু যদি তার সন্তান না থাকে শুধু পিতামাতা তার উত্তরাধিকারী হয় তবে তার মা পাবে তিন ভাগের এক ভাগ ; কিন্তু যদি তার ভাইরা থাকে তবে তার মা পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ মৃত ব্যক্তির ওসিয়তের দাবি অথবা ঋণ পরিশোধের পরে ; তোমাদের পিতামাতা আর তোমাদের সন্তানরা তোমরা জানো না এদের কে তোমাদের উপকারের দিক দিয়ে বেশি আপনার। এ আল্লাহ্‌র তরফ থেকে বিধান ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ জানেন—জ্ঞানী।

১২ তোমাদের স্ত্রীরা যা রেখে যায় তার অর্ধেক তোমরা পাবে যদি

তাদের ছেলেপিলে না থাকে, কিন্তু যদি তাদের একটি সন্তান থাকে তবে তোমরা পাবে তাদের রেখে যাওয়া সম্পত্তির চার ভাগের এক ভাগ তাদের ওসিয়তের দাবি অথবা ঋণ পরিশোধের পরে ; আর তারা পাবে তোমরা যা রেখে যাও তার চার ভাগের এক ভাগ যদি তোমাদের সন্তান না থাকে, কিন্তু যদি একটি সন্তান থাকে তবে যা রেখে যাও তার আট ভাগের এক ভাগ তারা পাবে তোমাদের ওসিয়তের দাবি অথবা ঋণ পরিশোধের পরে ; আর যদি কোনো পুরুষ অথবা স্ত্রীলোক সম্পত্তি রেখে যায় যার উত্তরাধিকার গ্রহণ করবার জন্য পিতামাতা অথবা সন্তানসন্ততি নেই আর তার (পুরুষের বা স্ত্রীর) আছে এক ভাই অথবা এক বোন তবে তাদের প্রত্যেকে পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ, কিন্তু যদি তারা সংখ্যায় বেশি হয় তবে তিন ভাগের এক ভাগের অংশী তারা হবে ওসিয়তের দাবি ও ঋণ পরিশোধের পরে—অবশ্য সেই ঋণ যেন (উত্তরাধিকারীদের) ক্ষতি না করে ; এ হচ্ছে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে বিধান ; আল্লাহ্‌ জানেন—ক্ষমাশীল।

১৩ এইসব হচ্ছে আল্লাহ্‌র (নির্দেশিত) সীমা, আর যে কেউ আল্লাহ্‌র আর তাঁর বাণীবাহকের অনুবর্তী হয় তিনি (আল্লাহ্‌) তাকে প্রবেশ করাবেন উদ্যানসমূহের মধ্যে সেসবের নিচে দিয়ে বইছে বহু নদী—তাতে স্থায়ীভাবে থাকবার জন্য, আর এই হচ্ছে মহা সাফল্য।

১৪ আর যে কেউ আল্লাহ্‌র আর তাঁর বাণীবাহকের অবাধ্য হয়, আর তাঁর (নির্দেশিত) সীমার বাইরে যায়, তিনি তাকে প্রবেশ করাবেন আগুনে সেখানে স্থায়ীভাবে বাস করার জন্য, আর তার লাভ হবে লাঞ্ছনাকর শাস্তি।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

১৫ আর তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা কুকর্মে (অস্বাভাবিক

যৌনকর্মে ?) রত হয় তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্যে থেকে চার জন সাক্ষী ডাকো, তারা যদি সাক্ষ্য দেয় তবে তাদের ঘরে বন্দী ক'রে রাখো যে পর্যন্ত না মৃত্যু তাদের সরিয়ে নেয় অথবা আল্লাহ্ তাদের জন্য কোনো উপায় ক'রে দেন।

১৬ আর তোমাদের মধ্যে যে দুই জন (পুরুষ) কুকর্মে (অস্বাভাবিক যৌনকর্মে ?) রত হয় তাদের দুইজনকেই অল্প শাস্তি দাও, তারপর যদি তারা অনুতপ্ত হয় ও নিজেদের শোধরায় তবে তাদের থেকে ফেরো, নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ বার বার ফেরেন —ফলদাতা।

১৭ কেবল তাদেরই অনুতাপ আল্লাহ্‌র কাছে গ্রাহ্য যারা কুকর্ম করে অজ্ঞানতাবশতঃ তারপর আল্লাহ্‌র দিকে ফেরে অবিলম্বে; সেজন্য এদেরই দিকে আল্লাহ্ ফেরেন (করুণায়); আর আল্লাহ্ চিরজ্ঞাতা—জ্ঞানী।

১৮ আর অনুশোচনা (তওবা) তাদের জন্য নয় যারা কুকর্ম করেই যায় যে পর্যন্ত না মৃত্যু তাদের কোনো জনের কাছে হাজির হয় আর সে বলে: নিঃসন্দেহ আমি এখন অনুতাপ (তওবা) করছি—তাদের জন্যও নয় যারা মারা যায় অবিশ্বাসী থেকে। এদেরই জন্য আমি তৈরি করেছি কঠিন শাস্তি।

১৯ হে বিশ্বাসিগণ, এটি তোমাদের জন্য বৈধ নয় যে নারীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের তোমরা উত্তরাধিকার-সূত্রে গ্রহণ করবে, আর তাদের উপরে জবরদস্তি কোরো না যা তাদের দিয়েছ তার অংশ ফিরে পাবার জন্য যদি না তারা স্পষ্টভাবে কুকর্মে লিপ্ত হয়; আর তাদের প্রতি সদয় ব্যবহার কোরো; আর যদি তাদের ঘৃণা করো তবে হতে পারে তোমরা এমন একটি জিনিস অপছন্দ করলে যার ভিতুরে আল্লাহ্ প্রচুর কল্যাণ রেখেছেন।

২০ আর তোমরা যদি এক স্ত্রীর পরিবর্তে অন্য স্ত্রী চাও আর যদি

তাকে একরাশ সোনা দিয়ে থাকো তবে তা থেকে কিছুই
ফিরিয়ে নিও না; তুমি কি তা নেবে কুৎসা রটিয়ে আর
স্পষ্টভাবে তার অন্যায় ক'রে?

২১ আর কেমন ক'রে তা নিতে পারো যখন তোমরা একে অন্যতে
গমন করেছ, আর তারা তোমাদের থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ
করেছে?

২২ আর তোমাদের পিতারা যাদের বিয়ে করেছিল সেসব
স্ত্রীলোকদের বিয়ে কোরো না, অবশ্য যা হয়ে গেছে তা ব্যতীত।
নিঃসন্দেহ এটি কুকর্ম ও ঘৃণ্য আর কুপথ।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

২৩ অবৈধ তোমাদের জন্য তোমাদের মায়েরা, আর তোমাদের
কন্যারা, আর তোমাদের বোনেরা, আর তোমাদের পিতার
বোনেরা, আর তোমাদের মায়ের বোনেরা, আর তোমাদের
ভাইদের মেয়েরা, আর তোমাদের বোনদের মেয়েরা, আর
তোমাদের দুধ-মায়েরা, আর তোমাদের দুধ বোনেরা, আর
তোমাদের স্ত্রীদের মায়েরা, আর তোমাদের সৎ-মেয়েরা যারা
তোমাদের অভিভাবকত্বে আছে তোমাদের স্ত্রীদের কন্যা যে
স্ত্রীদের সঙ্গে সহবাস করেছ, কিন্তু যদি তাদের সঙ্গে সহবাস
ক'রে না থাক তবে তোমাদের অপরাধ হবে না, আর তোমাদের
ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রীরা, আর একসঙ্গে দুই বোন, অবশ্য যা
হয়ে গেছে তা ভিন্ন; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, ফলদাতা।

পঞ্চম খণ্ড

২৪ আর অবৈধ তোমাদের জন্য সব বিবাহিতা স্ত্রীলোক যারা
তোমাদের বন্দিনী হয়েছে তারা ব্যতীত, (এই হচ্ছে) তোমাদের

জন্য আল্লাহ্‌র বিধান ; আর এদের ভিন্ন (আর সব স্ত্রীলোক) তোমাদের জন্য বৈধ যদি তোমরা (তাদের) চাও তোমাদের বিত্তের সাহায্যে বিবাহে গ্রহণ ক'রে ; ব্যভিচারের জন্য নয় ; এরপর (বিবাহ সূত্রে) যাদের থেকে সুফল পেলে তাদের দেনমোহর দাও যা নির্ধারিত হয়েছে ; দেনমোহর নির্ধারিত হবার পরে তোমরা পরস্পর যাতে সম্মত হও তাতে তোমাদের দোষ হবে না ; আর আল্লাহ্‌ জানেন— জ্ঞানী।

২৫ আর তোমাদের মধ্যে যার এমন আর্থিক সচ্ছলতা আয়ত্তের মধ্যে নেই যে স্বাধীন বিশ্বাসিনী নারী বিয়ে করতে পারে, তবে সে বিয়ে করুক তোমাদের হাতে বন্দিনী বিশ্বাসিনী কুমারী দাসীদের মধ্যে থেকে আর আল্লাহ জানেন তোমাদের ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে ; তোমরা একে অন্য থেকে উদ্‌ভূত, অতএব প্রভুদের অনুমতি নিয়ে তাদের বিয়ে করো আর তাদের দেনমোহর দাও ন্যায্যভাবে এই বিবেচনায় যে তারা সৎপ্রকৃতির, ব্যভিচারিণী নয়, আর গুপ্ত প্রণয়ী গ্রহণ করে না ; তারপর যদি তারা কুকর্ম করে তবে তাদের শাস্তি হবে স্বাধীনাদের অর্ধেক ; এ তোমাদের মধ্যে তার জন্য যে পাপে পতিত হওয়ার ভয় করে। আর যদি ধৈর্য ধরো, তবে সেটি তোমাদের জন্য বেশি ভালো ; আর আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, ফলদাতা।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

২৬ আল্লাহ্‌ চাচ্ছেন তোমাদের বোঝাতে আর তোমাদের পূর্ববর্তীদের দৃষ্টান্তের দ্বারা তোমাদের চালিত করতে, আর তোমাদের দিকে (করুণায়) ফিরতে ; আর আল্লাহ্‌ অভিজ্ঞ, জ্ঞানী।

২৭ আর আল্লাহ্‌ চান যে তিনি তোমাদের দিকে ফিরবেন (করুণায়), আর যারা (তাদের) কামনার অনুসরণ করে তারা চায় তোমরা বিপথে যাও প্রবলভাবে।

২৮ আল্লাহ্ চান যে তিনি তোমাদের বোঝা হাল্কা করবেন ; আর
মানুষকে দুর্বল ক'রে সৃষ্টি করা হয়েছে।
২৯ হে বিশ্বাসিগণ, তোমাদের সম্পত্তি প্রতারণা ক'রে নিজেদের
মধ্যে গ্রাস কোরো না কিন্তু তোমাদের পরস্পরের সম্মতিক্রমে
বাণিজ্য (বৈধ), আর নিজেদের লোকদের হত্যা কোরো না ;
নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি ফলদাতা।
৩০ আর যে কেউ তা করে জোর ক'রে ও অন্যায়ভাবে তাকে
অগৌণে আমি ফেলবো আগুনে, আর এ আল্লাহ্‌র জন্য
সহজ।
৩১ যা তোমাদের নিষিদ্ধ করা হয়েছে সেই সব বড় (পাপ)
থেকে যদি তোমরা বিরত থাক তবে আমি তোমাদের
দোষগুলো তোমাদের থেকে দূর করবো, আর তোমাদের
প্রবেশ করাবো এক গৌরবময় প্রবেশদ্বারে।
৩২ আল্লাহ্ যার দ্বারা তোমাদের কাউকে অপরের চাইতে
শ্রেষ্ঠতা দিয়েছেন তা লোভ কোরো না, পুরুষরা যা অর্জন
করেছে তা থেকে তাদের সৌভাগ্য আর নারীরা যা
অর্জন করেছে তা থেকে তাদের সৌভাগ্য, আর আল্লাহ্‌র
কাছে চাও তাঁর প্রাচুর্য থেকে, নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ চিরজ্ঞাতা
সব কিছু সম্বন্ধে।
৩৩ আর প্রত্যেকের জন্য আমি উত্তরাধিকার নির্ধারিত করেছি যা
পিতামাতা ও নিকট আত্মীয়রা রেখে যায় সে সম্পর্কে ; আর
যাদের সঙ্গে তোমাদের দক্ষিণ হস্তের দ্বারা অঙ্গীকারে আবদ্ধ
হয়েছে তাদের প্রাপ্য তাদের দাও ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ সাক্ষী
সব সম্বন্ধে।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

৩৪ পুরুষরা স্ত্রীলোকদের রক্ষণাবেক্ষণকারী (অভিভাবক), যেহেতু
আল্লাহ্ এদের একশ্রেণীর অন্য শ্রেণীর উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।

আর যেহেতু তারা তাদের সম্পত্তি থেকে খরচ করে (স্ত্রীদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য); সেজন্য ভালো স্ত্রীলোকেরা অনুগতা, তারা গোপনীয়ের (দাম্পত্য শুচিতার) রক্ষয়িত্রী যেমন আল্লাহ্ রক্ষা করেছেন; আর যাদের ক্ষেত্রে বিদ্রোহ আশঙ্কা করো তাদের উপদেশ দাও, তাদের শোবার জায়গা ভিন্ন ক'রে দাও আর তাদের (মৃদু) প্রহার করো, তারপর যদি তারা তোমাদের অনুগতা হয় তবে তাদের সম্বন্ধে অন্য পথ খুঁজো না; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ মহীয়ান, মহান্।

৩৫ আর যদি দুইজনের মধ্যে বিচ্ছেদ আশঙ্কা করো তবে স্বামীর লোকদের থেকে একজন মধ্যস্থ আর স্ত্রীর লোকদের থেকে একজন মধ্যস্থ নিযুক্ত করো; যদি তারা দুইজনই মিটমাট চায় তবে আল্লাহ তাদের মধ্যে মিলন ঘটাবেন। নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ জ্ঞানী, ওয়াকিফহাল।

৩৬ আর উপাসনা করো আল্লাহ্‌র, আর কিছুই তাঁর অংশী কোরো না, আর সদয় আচরণ করো পিতামাতার প্রতি, আর নিকট-আত্মীয়দের প্রতি, আর অনাথদের প্রতি, আর নিঃস্বদের প্রতি, আর নিকট-আত্মীয় প্রতিবেশীর প্রতি, আর অনাত্মীয় প্রতিবেশীর প্রতি, আর সহপথচারীর প্রতি, আর পথচারীর প্রতি, আর তোমাদের অধীন দাসদাসীদের প্রতি; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ ভালোবাসেন না দাম্ভিককে, গর্বিতকে—

৩৭ যারা কৃপণ আর লোকদের বলে কৃপণ হতে, আর লুকিয়ে রাখে আল্লাহ্ তাদের যা দিয়েছেন তাঁর প্রাচুর্য থেকে—আর অবিশ্বাসীদের জন্য আমি তৈরি করেছি এক লাঞ্ছনাকর শাস্তি;

৩৮ আর যারা তাদের ধনসম্পত্তি ব্যয় করে লোকদের দেখাবার জন্য, আর আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস করে না, শেষ দিনেও নয়; আর যার সঙ্গী শয়তান—অতি মন্দ সঙ্গী সে।

৩৯ আর কি ক্ষতি এতে তাদের হোতো যদি তারা আল্লাহ্‌তে আর

শেষদিনে বিশ্বাস করতো আর ব্যয় করতো আল্লাহ্ তাদের যা দিয়েছেন তা থেকে ? আর আল্লাহ্ তাদের জানেন।

৪০ নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ অবিচার করেন না—অণুপরিমাণেও, আর ভালো কাজকে তিনি বহুগুণিত করেন, আর নিজের কাছ থেকে দেন এক বড় পুরস্কার।

৪১ তখন কেমন হবে যখন প্রত্যেক জাতি থেকে আমি আনবো একজন সাক্ষী আর তোমাকে (হে মোহম্মদ) আনবো সাক্ষী তাদের বিরুদ্ধে ?

৪২ যারা অবিশ্বাস করে আর পয়গাম্বরের অনুগত নয় সেই দিন তারা চাইবে তাদের নিয়ে মাটি যদি সমতল হ'ত ; আর আল্লাহ্ থেকে কোনো কথা তারা লুকোবে না।

সপ্তম অনুচ্ছেদ

৪৩ হে বিশ্বাসিগণ, নামাযের কাছে যেয়ো না যখন তোমরা মত্ত অবস্থায়, যে পর্যন্ত না তোমরা বোঝো কি বলছো* অথবা যখন তোমাদের পূর্ণস্নানের প্রয়োজন তখন স্নান না করা পযন্ত—পথ চলা অবস্থায় ভিন্ন ; আর যদি তোমরা অসুস্থ অবস্থায় থাকো অথবা সফরে থাক অথবা পায়খানা থেকে এসেছ অথবা স্ত্রীদের স্পর্শ করেছ, আর যদি পানী না পাও, তবে শুকনো পরিষ্কার মাটি নাও আর (তা দিয়ে) তোমাদের মুখ ও হাত মোছো † ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল।

৪৪ তুমি কি তাদের দেখ নি যাদের গ্রন্থের এক অংশ দেওয়া হয়েছে ? তারা বিপথ কেনে আর চায় যে তোমরাও পথ থেকে ভ্রষ্ট হও।

৪৫ আর আল্লাহ্ ভালো জানেন তোমাদের শত্রুদের ; আর আল্লাহ্ই যথেষ্ট বন্ধুরূপে ; আর আল্লাহ্ই যথেষ্ট সহায় রূপে।

* তখন মদ নিষিদ্ধ হয় নি।

† একে তৈয়ম্মুম করা বলে।

৪৬ ইহুদিদের কেউ কেউ শব্দগুলোকে তাদের স্থান থেকে সরিয়ে দেয় আর বলে : আমরা শুনেছি আর আমরা অমান্য করি ; শোনো তার মতো যে শোনে না ; আর : "র'ইনা", এইভাবে তারা শব্দকে তাদের জিহ্বার দ্বারা বিকৃত করে ও ধর্ম নিয়ে বিদ্রূপ করে ; আর যদি এর পরিবর্তে তারা বলতো : আমরা শুনেছি আর আমরা মান্য করি, আর শোনো, আর "উন্‌যুরনা"* তবে তা তাদের জন্য বেশি ভালো হতো ; আর অকপট হতো ; কিন্তু আল্লাহ্‌ তাদের অভিসম্পাত করেছেন তাদের অবিশ্বাসের জন্য, সেজন্য তারা সামান্যই বিশ্বাস করে।

৪৭ হে গ্রন্থধারিগণ, বিশ্বাস করো আমি যা অবতীর্ণ করেছি তোমাদের যা আছে তার প্রতিপাদন ক'রে মুখমণ্ডল বিধ্বস্ত করবার ও তারপরে পেছনের দিকে ফিরিয়ে দেবার অথবা অভিসম্পাত করবার পূর্বে যেমন 'সাব্বাথ' লঙ্ঘনকারীদের আমি অভিসম্পাত করেছিলাম ; আর আল্লাহ্‌র আদেশ অবশ্য কার্যে পরিণত হবে।

৪৮ নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ ক্ষমা করেন না (এইটি যে) কিছুকে তাঁর অংশী ভাবা হবে ; আর তা ভিন্ন আর সবই তিনি ক্ষমা করেন যাকে ইচ্ছা ; আর যে কেউ আল্লাহ্‌র অংশী দাঁড় করায় সে উদ্ভাবন করেছে এক মহাপাপ।

৪৯ তুমি কি তাদের দেখনি যারা নিজেদের প্রতি পবিত্রতা আরোপ করে ? না, আল্লাহ্‌ পবিত্র করেন যাকে খুশী, আর তাদের অন্যায় করা হবে না খেজুরের আঁটির উপরকার একটি চুলের পরিমাণেও।

৫০ দেখো কেমন ক'রে তারা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যা তৈরি করে। আর এইই স্পষ্ট পাপরূপে যথেষ্ট।

অষ্টম অনুচ্ছেদ

৫১ তুমি কি তাদের দেখো নাই যাদের গ্রন্থের এক অংশ দেওয়া

* দ্রঃ ২ : ১০৪

হয়েছে? তারা বিশ্বাস করে প্রতিমায় ও মিথ্যা দেবতাদের, আর যারা অবিশ্বাসী তাদের বলে : এরা বেশি ঠিক পথে আছে যারা বিশ্বাসী (মুসলমান) তাদের চাইতে।

৫২ এরাই তারা যাদের আল্লাহ্ অভিসম্পাত করেছেন ; আর যাকে আল্লাহ্ অভিসম্পাত করেন কোনো সহায় পাবে না তার জন্য।

৫৩ অথবা রাজত্বে তাদের অংশ আছে কি? তাহলে তারা মানুষকে দিত না খেজুরের আঁটির উপরকার খোসাটুকুও।

৫৪ অথবা তারা কি লোকদের ঈর্ষা করে আল্লাহ্ তাঁর প্রাচুর্য থেকে তাদের যা দিয়েছেন তার জন্য? কিন্তু নিঃসন্দেহ আমি ইব্রাহিমের সন্তানদের দিয়েছি গ্রন্থ ও জ্ঞান, আর তাদের দিয়েছি এক বিশাল রাজত্ব।

৫৫ তাই তাদের মধ্যে আছে সে যে তাঁতে বিশ্বাস করে, আর আছে যে তাঁর থেকে ফিরে যায় ; আর জাহান্নাম পোড়বার জন্য যথেষ্ট।

৫৬ আর যারা আমার নির্দেশাবলীতে অবিশ্বাস করে আমি তাদের প্রবেশ করাবো আগুনে ; যতবার তাদের চামড়া পুরোপুরি পুড়ে যাবে ততবার তাদের চামড়া বদলে অন্য চামড়া দেবো যেন তারা শাস্তির স্বাদ পায় ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ মহাশক্তি—জ্ঞানী।

৫৭ আর যারা বিশ্বাস করে আর ভালো কাজ করে আমি তাদের প্রবেশ করাবো উদ্যানে যার নিচে দিয়ে বইছে বহু নদী তাতে চিরদিন বাস করতে, সেখানে তারা পাবে পবিত্রা সঙ্গিনীদের, আর তাদের প্রবেশ করাবো গহন ছায়ায়।

৫৮ নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ তোমাদের আদেশ করছেন গচ্ছিতের ভার তাদের দিতে যারা মালিক (অথবা যোগ্য) ; আর যখন তোমরা লোকদের মধ্যে বিচার করো তখন বিচার করো ন্যায়ের সঙ্গে ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ তোমাদের যে উপদেশ দেন তা উত্তম ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ দেখেন—শোনেন।

৫৯ হে বিশ্বাসিগণ, আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস করো আর বাণীবাহকে বিশ্বাস করো, আর তোমাদের মধ্যে যাঁরা কর্তৃত্ব-স্থানে আছেন তাঁদের ; যদি কোনো বিষয়ে তোমরা মতভেদ করো তবে তার মীমাংসা খোঁজো আল্লাহ্‌তে ও বাণীবাহকে, যদি তোমরা আল্লাহ্‌তে ও শেষদিনে বিশ্বাসী হও। এই ভালো—আর খুব ভালো শেষে।

নবম অনুচ্ছেদ

৬০ তুমি কি তাদের দেখো নি যারা বলে যে তারা বিশ্বাস করে যা তোমার কাছে অবতীর্ণ হয়েছে? (কিন্তু) তারা চায় একে অন্যকে ডেকে বিচারের জন্য যাবে তাদের মিথ্যা দেবতাদের কাছে যদিও তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল তাদের (মিথ্যা দেবতাদের) অস্বীকার করতে ; আর শয়তান চায় তাদের নিয়ে যেতে দূর বিপথে।

৬১ আর যখন তাদের বলা হয় : পয়গাম্বরের কাছে আল্লাহ্‌ যা অবতীর্ণ করেছেন তার দিকে এসো—তুমি দেখবে কপটরা বিতৃষ্ণায় ফিরে যাচ্ছে তোমার দিক থেকে।

৬২ কিন্তু কেমন হবে যখন তাদের উপরে বিপদ এসে পড়বে তাদের হাত যা পূর্বে পাঠিয়েছে সেজন্য? তখন তারা তোমার কাছে আসবে আল্লাহ্‌র নামে শপথ ক'রে : আমরা (আর কিছু) চাই নি কল্যাণ ও সদ্‌ভাব ব্যতীত।

৬৩ এরাই তারা যাদের সম্বন্ধে আল্লাহ্‌ জানেন কি আছে তাদের অন্তরে ; সেজন্য তাদের থেকে ফিরে দাঁড়াও, আর তাদের উপদেশ দাও, আর তাদের সম্বন্ধে স্পষ্ট কথা বলো।

৬৪ আর আমি কোনো পয়গাম্বর পাঠাই নি এজন্য ভিন্ন যে আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় লোকেরা তাঁর অনুবর্তী হবে ; আর তারা যখন নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছিল তখন যদি তোমার কাছে আসতো, আর আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতো, আর যদি পয়গাম্বরও

তাদের জন্য ক্ষমা চাইতেন, তবে তারা আল্লাহ্‌কে পেতো বার বার প্রত্যাবর্তনকারী—ফলদাতা।

৬৫ কিন্তু না—তোমার পালয়িতার শপথ—তারা বিশ্বাসী হবে না যে পর্যন্ত না তারা তোমাকে করতে পারবে যে বিষয়ে তাদের বিবাদ বেধেছে তার বিচারক, আর নিজেদের অন্তরে পাবে না কোনো বিরূপতা তুমি যা মীমাংসা করো সেসম্বন্ধে, আর আত্মসমর্পণ করবে পূর্ণ আত্মসমর্পণের সঙ্গে।

৬৬ আর আমি যদি তাদের জন্য বিধান করতাম : তোমাদের জীবন দাও অথবা গৃহত্যাগ ক'রে যাও—খুব কম লোকেই তাহলে তা করতো যদিও যা তাদের বলা হয়েছিল তা যদি তারা করতো তবে তা হতো তাদের জন্য ভালো, আর বেশি বলদায়ক।

৬৭ আর তাহলে নিঃসন্দেহ আমি তাদের দিতাম আমার কাছ থেকে মহাপুরস্কার—

৬৮ আর নিঃসন্দেহ তাদের চালিত করতাম সরল পথে।

৬৯ আর যে কেউ আল্লাহ্‌র ও পয়গাম্বরের অনুবর্তী হয়—এরা তাঁদের সঙ্গে যাঁদের আল্লাহ্ অনুগৃহীত করেছেন—পয়গাম্বর আর সত্যপরায়ণ আর শহীদ আর কল্যাণকারীদের মণ্ডলী—উৎকৃষ্ট বন্ধুসমাজ তাঁরা।

৭০ এই কৃপা আল্লাহ্ থেকে—আর জ্ঞাতারূপে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।

দশম অনুচ্ছেদ

৭১ হে বিশ্বাসিগণ, নিজেদের অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বহির্গত হও—ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে অথবা বহির্গত হও দলবদ্ধ ভাবে।

৭২ আর নিঃসন্দেহ তোমাদের মধ্যে এমন লোক আছে যে নিশ্চয়ই পিছে পড়ে থাকে, তার পর তোমাদের উপরে যদি কোনো বিপদ এসে পড়ে সে বলে : নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ আমার উপরে অনুগ্রহ করেছেন যে আমি তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলাম না ;

৭৩ আর যদি আল্লাহ্‌র তরফ থেকে তোমাদের জন্য আসে প্রাচুর্য

তখন, যেন তোমাদের ও তার মধ্যে নিশ্চয়ই কোনো বন্ধুত্ব ছিল না এমনিভাবে সে বলে উঠবে : যদি তাদের সঙ্গে থাকতাম তবে খুব একটা সাফল্য লাভ করতে পারতাম।

৭৪ সেজন্য তারা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করুক যারা পরকালের জন্য এই দুনিয়ার জীবন বিক্রয় করে ; আর যে কেউ আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করে, সে নিহত হোক বা বিজয়ী হোক, আমি তাকে দেব মহাপুরস্কার।

৭৫ আর কি কারণ তোমাদের আছে যে তোমরা যুদ্ধ করবে না আল্লাহ্‌র পথে আর মানুষের মধ্যে যারা দুর্বল আর স্ত্রীলোক আর ছেলেমেয়ে তাদের জন্য—যারা বলছে : হে আমাদের পালয়িতা, এই বসতি থেকে আমাদের বাইরে নিয়ে যাও (যেহেতু) এর লোকেরা অত্যাচারী, আর তোমার নিকট থেকে আমাদের কোনো রক্ষাকারী বন্ধু দাও, আর তোমার নিকট থেকে আমাদের দাও কোনো সাহায্যকারী ?

৭৬ যারা বিশ্বাসী তারা যুদ্ধ করে আল্লাহ্‌র পথে আর যারা অবিশ্বাসী তারা যুদ্ধ করে মিথ্যা দেবতাদের পথে, সেজন্য যুদ্ধ করো শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে ; নিঃসন্দেহ শয়তানের চক্রান্ত চির-দুর্বল।

একাদশ অনুচ্ছেদ

৭৭ তুমি কি তাদের দেখো নি যাদের প্রতি বলা হয়েছিল : তোমাদের হাত বন্ধ করো (যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত থাকো), আর উপাসনা প্রতিষ্ঠিত রাখো, আর যাকাত দাও, কিন্তু যখন তাদের জন্য যুদ্ধের বিধান করা হলো তখন, আশ্চর্য, তাদের একদল মানুষকে ভয় করতে লাগলো যেমন আল্লাহ্‌কে ভয় করা উচিত, অথবা তার চাইতেও বেশি ভয় (করতে লাগলো) আর বললে : হে আমাদের পালয়িতা, কেন তুমি আমাদের জন্য যুদ্ধের বিধান করেছ ? কেন তুমি আমাদের অল্প কালের

জন্য বিরাম দিলে না? বলো: এই দুনিয়ার আয়োজন
অল্পদিনের জন্য, আর পরকাল উৎকৃষ্টতর তার জন্য যে সীমারক্ষা
করে, আর তোমাদের অন্যায় করা হবে না খেজুরের আঁটির
উপরকার চুল পরিমাণেও।

৭৮ যেখানেই থাকো মৃত্যু তোমাদের ধরবে—যদি থাকো উঁচু
দুর্গেও। যদি ভালো কিছু তাদের জন্য ঘটে তারা বলে:
এ আল্লাহ্‌ থেকে, আর যদি মন্দ কিছু তাদের জন্য ঘটে তারা
বলে: (হে মোহম্মদ) এ তোমার কাছ থেকে। বলো:
সবই আল্লাহ্‌ থেকে। কিন্তু কি হয়েছে এই লোকদের
এরা কথা বুঝবার কাছে যায় না।

৭৯ ভালো যাই তোমাদের ঘটুক তা আল্লাহ্‌ থেকে, আর মন্দ যা
তোমাদের ঘটে সব নিজেদের থেকে, আর (হে নবী) আমি
তোমাকে মানুষদের কাছে পাঠিয়েছি বাণীবাহক রূপে;
আর সাক্ষী রূপে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।

৮০ যে কেউ বাণীবাহকের অনুবর্তী হয় সে নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌র
অনুবর্তী হয়, আর যে কেউ ফিরে যায়—আমি তোমাকে
পাঠাই নি তাদের রক্ষকরূপে।

৮১ আর তারা বলে: অনুবর্তিতা (পালিত হচ্ছে)। কিন্তু যখন
তারা তোমার সামনে থেকে চলে যায় তাদের এক দল রাত্রে
সংকল্প করে তুমি যা বলো তার অন্যথা করতে। আর আল্লাহ্‌
লিখে রাখেন তারা রাত্রে যা সংকল্প করে। সেজন্য তাদের
থেকে ফেরো আর আল্লাহ্‌তে ভরসা করো, আর রক্ষকরূপে
আল্লাহ্‌ যথেষ্ট।

৮২ তারা কি তবে কোর্‌আন সম্বন্ধে চিন্তা করে না? আর তা
যদি আসতো আল্লাহ্‌ ভিন্ন আর কারো কাছ থেকে তবে তাতে
বহু গরমিল তারা পেতো।

৮৩ আর যখন তাদের কাছে নিরাপত্তার অথবা ভয়ের খবর আসে

তারা তা ছড়িয়ে দেয় ; যদি তারা তার কথা পয়গাম্বরের ও
নেতৃস্থানীয়দের গোচরে আনতো তবে যাঁরা এ সম্বন্ধে প্রকৃত
তথ্য খুঁজে বার করতে পারেন তাঁরা তা জানতেন ; আর যদি
আল্লাহ্‌র কৃপা তোমাদের উপরে না থাকতো আর তাঁর করুণা
তাহলে নিঃসন্দেহ তোমরা শয়তানের অনুবর্তী হতে অল্প কিছু
লোক ব্যতীত।

৮৪ তাহলে যুদ্ধ করো (হে মোহম্মদ) আল্লাহ্‌র পথে ; এই কষ্ট
তোমার নিজের উপরে ভিন্ন আর কারো উপরে চাপানো
হয়নি ; আর বিশ্বাসীদের উদ্বোধিত করো। হতে পারে যারা
অবিশ্বাসী তাদের যুদ্ধ করা আল্লাহ্‌ বন্ধ করবেন ; আর আল্লাহ্‌
পরাক্রমে কঠোর আর শাস্তিদানে কঠোর।

৮৫ যে কেউ সুপারিশ করে ভালো কাজে সে তার অংশ পাবে,
আর যে কেউ সুপারিশ করে কোনো মন্দ কাজে তাতে বর্তাবে
তার দায়িত্ব ; আল্লাহ্‌ সব বিষয়ের নিয়ন্তা।

৮৬ আর যখন তোমাদের সম্ভাষণ করা হয় তখন আরো ভালো
সম্ভাষণ করো অথবা তা ফিরিয়ে দাও। নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌
হিসাব রাখেন সব কিছুর।

৮৭ আল্লাহ্‌—নাই কোনো উপাস্য তিনি ভিন্ন—তিনি তোমাদের
একত্রিত করবেন কেয়ামতের (পুনরুত্থানের) দিনে—কোনো
সন্দেহ নেই তাতে ; আর কথা কে বেশি রাখে আল্লাহ্‌র
চাইতে ?

দ্বাদশ অনুচ্ছেদ

৮৮ তবে তোমাদের কি হয়েছে যে তোমরা কপটদের সম্বন্ধে দুই
দল হয়েছে যখন আল্লাহ্‌ তাদের ফিরিয়েছেন (অবিশ্বাসে) তারা
যা অর্জন করেছে তার জন্য ? তোমরা কি তাকে পথ দেখাতে
চাও যাকে আল্লাহ্‌ পথভ্রান্ত করেছেন ? আর আল্লাহ্‌ যাকে
পথভ্রান্ত করেছেন তুমি কিছুতেই তার জন্য পথ পাবে না।

৮৯ তারা চায় যে তোমরা অবিশ্বাসী হবে যেমন তারা অবিশ্বাসী
হয়েছে যেন তোমরা সবাই এক রকমের হতে পারো। কাজেই
তাদের মধ্যে থেকে বন্ধু নিও না যে পর্যন্ত না তারা গৃহত্যাগ
করে আল্লাহ্‌র পথে ; কিন্তু তারা যদি ফিরে যায় তবে তাদের
ধরো আব হত্যা করো যেখানে তাদের পাও ; আর তাদের
মধ্যে থেকে বন্ধু বা সাহায্যকারী নিও না—
৯০ তারা ব্যতীত যারা এমন লোকদের আশ্রয় নেয় যাদের ও
তোমাদেব মধ্যে অঙ্গীকার আছে অথবা যারা তোমাদের কাছে
আসে কেন না তাদের হৃদয় তাদের নিষেধ করে তোমাদের
সঙ্গে অথবা তাদের নিজেদের লোকের সঙ্গে যুদ্ধ করতে,
আর যদি আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হতো তবে তিনি তাদের তোমাদের
উপরে প্রবল কবতেন, তার ফলে তারা নিশ্চয়ই তোমাদের
সঙ্গে যুদ্ধ কবতো, সেজন্যে যদি তারা দূরে থাকে ও তোমাদের
সঙ্গে যুদ্ধ না করে আর তোমাদের সঙ্গে সন্ধি করে তবে
তাদের বিরুদ্ধে কিছু করবার উপায় আল্লাহ্‌ তোমাদের জন্য
বাখেন নি।
৯১ তোমরা অন্যদেরও পাবে যারা চায় তোমাদের থেকে নিরাপদ
হতে আর তাদের নিজেদের লোকদের থেকেও নিরাপদ হতে ;
(কিন্তু) যতবার তারা (তোমাদের বিরুদ্ধে) যুদ্ধে নীত হয় তারা
তাতে ডুবে যায়, সেজন্য যদি তারা তোমাদের থেকে সরে
না যায় আর তোমাদের সঙ্গে সন্ধি না করে আর তাদের হাত
রোধ না করে, তবে তাদের ধরো আর তাদের হত্যা করো
যেখানে তাদের পাও ; আর তোমাদের এদের বিরুদ্ধে আমি
(আল্লাহ্‌) স্পষ্ট কর্তৃত্ব দিয়েছি।

ত্রয়োদশ অনুচ্ছেদ

৯২ আর একজন বিশ্বাসীর জন্য সঙ্গত নয় যে ভ্রমক্রমে ভিন্ন সে
একজন বিশ্বাসীকে হত্যা করবে ; আর যে কেউ একজন

বিশ্বাসীকে হত্যা করে ভ্রমক্রমে তাহলে সে মুক্ত করবে একজন বিশ্বাসী দাসকে আর তাদের লোকদের হত্যার মূল্য দেবে যদি না তারা তা মাফ ক'রে দেয় দানরূপে, কিন্তু যদি সে (নিহত ব্যক্তি) তোমাদের বিরোধী গোত্রের লোক হয় আর সে যদি বিশ্বাসী হয়, তবে একজন বিশ্বাসী দাসকে মুক্ত করলেই চলবে, আর যদি সে হয় এমন দলের লোক যাদের সঙ্গে তোমরা অঙ্গীকারে আবদ্ধ তবে হত্যার মূল্য সেই পক্ষের লোকদের দিতে হবে আর মুক্ত করতে হবে একজন বিশ্বাসী দাসকে; কিন্তু যে দাস না পাবে সে রোযা করবে পর পর দুই মাস—এই আল্লাহ্ থেকে অনুতাপ, আর আল্লাহ্ জানেন—জ্ঞানী।

৯৩ আর যে কেউ ইচ্ছা ক'রে একজন বিশ্বাসীকে হত্যা করে, তার শাস্তি হচ্ছে জাহান্নাম; যেখানে সে স্থায়ীভাবে থাকবে, আর আল্লাহ্ তাঁর রোষ পাঠাবেন তার উপরে আর তাকে অভিসম্পাত করবেন আর তার জন্য তৈরি করবেন কঠোর শাস্তি।

৯৪ হে বিশ্বাসিগণ, যখন তোমরা আল্লাহ্‌র পথে যাত্রা করো (যুদ্ধের জন্য), খুঁজে দেখো; আর যে তোমাদের 'সালাম' জানায় তাকে বোলো না: তুমি বিশ্বাসী নও। তোমরা কি এই দুনিয়ার জীবনের সম্পদ চাচ্ছ? কিন্তু আল্লাহ্‌র কাছে আছে পরিমাণহীন লুটের বস্তু। আর এর পূর্বে তোমরাও এমন ছিলে; তার পর আল্লাহ্ তোমাদের হিত সাধন করেছেন। সেজন্য খুঁজে দেখ, নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ খবর রাখেন তোমরা যা করো সে সম্বন্ধে।

৯৫ বিশ্বাসীদের মধ্যে যারা বসে-থাকা লোক কিন্তু তারা জখম হয় নি, আর যারা আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম করছে তাদের ধন ও জীবন দিয়ে—এরা তুল্য নয়, আল্লাহ্ মহত্তর মর্যাদা দিয়েছেন

যারা ধন ও জীবন দিয়ে সংগ্রাম করছে তাদের যারা বসে-থাকা লোক তাদের চাইতে। আল্লাহ্‌ কল্যাণ দেবেন বলেছেন, আর আল্লাহ্‌ সংগ্রামশীলদের দেবেন বসে-থাকা লোকদের চাইতে অনেক বড় পুরস্কার—

৯৬ তাঁর কাছে (উচ্চ) মর্যাদারাজি আর ক্ষমা আর করুণা ; আর আল্লাহ্‌ চিরক্ষমাশীল—ফলদাতা।

চতুর্দশ অনুচ্ছেদ

৯৭ নিঃসন্দেহ ফেরেশ্‌তারা যাদের গ্রহণ করে (মৃত্যুতে), আর তারা ছিল নিজেদের প্রতি অন্যায়কারী, (ফেরেশ্‌তারা) তাদের জিজ্ঞাসা করবে : কি অবস্থায় তোমরা ছিলে ? তারা বলবে : আমরা সংসারে ছিলাম দুর্বল। তারা বলবে : আল্লাহ্‌র পৃথিবী কি বিস্তৃত ছিল না যার ফলে তোমরা দেশান্তরে যেতে পারতে ? কাজেই এরাই তারা যাদের বাসস্থান জাহান্নাম—আর মন্দ সেই আশ্রয়—

৯৮ লোকদের মধ্যে যারা দুর্বল, আর স্ত্রীলোক, আর ছেলেপিলে, এরা ব্যতীত—যাদের (অন্যত্র) যাবার উপায় আয়ত্তের মধ্যে নেই।

৯৯ সেজন্য এদের হয়তো আল্লাহ্‌ ক্ষমা করবেন ; আর আল্লাহ্‌ ক্ষমাময়—ক্ষমাশীল।

১০০ আর যে দেশত্যাগ করে আল্লাহ্‌র পথে সে আল্লাহ্‌র পৃথিবীতে বহু আশ্রয়ের স্থান পাবে, আর প্রচুর উপকরণ। আর যে কেউ গৃহত্যাগ ক'রে আল্লাহ্‌ ও রসুলের কাছে হিজরত করে, আর তার মৃত্যু হয়, তবে নিঃসন্দেহ তার পুরস্কার আল্লাহ্‌র কাছে ; আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, ফলদাতা।

পঞ্চদশ অনুচ্ছেদ

১০১ আর যখন তোমরা দেশ ভ্রমণ করো তোমাদের কোনো অপরাধ হবে না যদি নামায সংক্ষেপ করো এই আশঙ্কায় যে

যারা অবিশ্বাসী তারা তোমাদের জন্য বিঘ্ন ঘটাবে ; নিঃসন্দেহ অবিশ্বাসীরা তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু ।

১০২ আর যখন তুমি (হে মোহম্মদ) তাদের মধ্যে, আর তাদের জন্য নামাযের ব্যবস্থা করো, তখন তাদের একদল তোমার সঙ্গে দাঁড়াক আর তারা অস্ত্র গ্রহণ করুক ; যখন তারা সেজদা দিয়েছে তখন তারা তোমার পিছনের দিকে যাক আর অন্যদল যারা নামায পড়ে নাই তারা এগিয়ে আসুক ও তোমার সঙ্গে নামায পড়ুক আর আত্মরক্ষার বিষয়ে সাবধান হোক ও অস্ত্র গ্রহণ করুক, কেন না যারা অবিশ্বাসী তারা চায় যে তোমরা তোমাদের অস্ত্রশস্ত্র ও জিনিসপত্র সম্বন্ধে অসাবধান হবে যেন তারা তোমাদের উপরে হঠাৎ দলবদ্ধ আক্রমণ চালাতে পারে । আর যখন তোমরা বৃষ্টিতে বিব্রত হও অথবা অসুস্থ হয়েছ, তোমাদের জন্য অপরাধ হবে না তখন যদি অস্ত্র রেখে দাও ও আত্মরক্ষার জন্য সাবধানতা অবলম্বন করো ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ অবিশ্বাসীদের জন্য তৈরি করেছেন এক লাঞ্ছনাকর শাস্তি ।

১০৩ তারপর যখন নামায শেষ করেছ তখন আল্লাহ্‌কে স্মরণ করো দাঁড়িয়ে আর বসে' আর শুয়ে শুয়ে । কিন্তু যখন নিরাপত্তা বোধ করো তখন নামায প্রতিষ্ঠিত করো ; নিঃসন্দেহ বিশ্বাসীদের জন্য নামায নির্দিষ্ট সময়ে পালনীয় বিধান ।

১০৪ আর শত্রুর পশ্চাৎধাবনে শিথিল হয়ো না ; যদি তোমরা আঘাত পেয়ে থাকো তবে তারাও তোমাদের মতো আঘাত পেয়েছে ; আর তোমরা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে যা আশা করো তা তারা আশা করে না ; আর আল্লাহ্ জানেন—জ্ঞানী ।

ষোড়শ অনুচ্ছেদ

১০৫ নিঃসন্দেহ আমি গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি তোমার কাছে সত্যসহ যেন তুমি তার সাহায্যে লোকদের মধ্যে বিচার করতে পারো,

আল্লাহ্ যা তোমাকে দেখিয়েছেন সে সম্বন্ধে, আর যারা বিশ্বাসঘাতক তাদের পক্ষ সমর্থনকারী হোয়ো না।*

১০৬ আর আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ ক্ষমাশীল—ফলদাতা।

১০৭ আর যারা নিজেদের ফাঁকি দেয় তাদের পক্ষ সমর্থন কোরো না ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ ভালোবাসেন না যে বিশ্বাসঘাতক ও পাপী তাকে।

১০৮ তারা নিজেদের লুকোয় মানুষদের থেকে, কিন্তু নিজেদের লুকোয় না আল্লাহ্ থেকে, আর তিনি তাদের সঙ্গে যখন তারা রাত্রে চিন্তা করে সেইসব কথা যা তাঁকে খুশী করে না, আর আল্লাহ্ ঘিরে আছেন তারা যা করছে।

১০৯ জেনো, তোমরা তারা যারা তাদের পক্ষসমর্থন করছ এই দুনিয়ার জীবনে, কিন্তু কে তাদের পক্ষ সমর্থন করবে আল্লাহ্‌র কাছে পুনরুত্থানের দিনে? আর কে হবে তাদের রক্ষক?

১১০ আর যে কেউ কুকর্ম করে অথবা নিজের প্রতি অন্যায় করে তারপর আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, সে আল্লাহ্‌কে পাবে ক্ষমাশীল—ফলদাতা।

১১১ আর যে কেউ পাপ করে—সে তা করে তার নিজের বিরুদ্ধে ; আর আল্লাহ্ জানেন—জ্ঞানী।

১১১ আর যে কেউ কোনো ত্রুটি করে অথবা পাপ করে আর তারপর তার দোষ আরোপ করে একজন নির্দোষের উপরে,

* তফসির-ই হোসেনীর মতে এই বাণী অবতীর্ণ হয়েছিল মুসলমান ও ইহুদিদের মধ্যে একটি বিবাদ উপলক্ষে। একজন মুসলমান এক থলে আটা চুরি করেছিল আর তা গচ্ছিত রেখেছিল এক ইহুদির কাছে। সেই থলেটিতে ছিদ্র ছিল, কাজেই পথে তা থেকে আটা পড়েছিল। সেই চিহ্ন ধরে ইহুদিকেই চোর ভাবা হয়—মুসলমানদের অনেকের অনুরোধে হযরত ইহুদিকে শাস্তি দিতে অগ্রসর হন। তখন অবতীর্ণ হয় এই আয়াত। ভাই গিরিশচন্দ্র সেন ও মৌলবী মোহম্মদ আলী দ্রষ্টব্য।

নিঃসন্দেহ সে নিজের উপরে তুলে নেয় মিথ্যার আর স্পষ্ট পাপের বোঝা।

সপ্তদশ অনুচ্ছেদ

১১৩ আর যদি তোমার উপরে (হে মোহম্মদ) আল্লাহ্‌র কৃপা ও তাঁর করুণা না থাকতো তাহলে তাদের একদল নিঃসন্দেহ সংকল্প করেছিল তোমাকে পথভ্রান্ত করতে, আর তারা পথভ্রান্ত করে না নিজেদেরকে ব্যতীত, আর তারা তোমার কিছুই ক্ষতি করবে না, আর আল্লাহ্‌ তোমার কাছে অবতীর্ণ করেছেন গ্রন্থ ও জ্ঞান আর তিনি তোমাকে শিখিয়েছেন যা তুমি জানতে না; আর তোমার উপরে আল্লাহ্‌র কৃপা অসীম।

১১৪ তাদের বেশির ভাগ গোপন পরামর্শে ভালো কিছু নেই তার কথায় ব্যতীত যে নির্দেশ দেয় দানের অথবা শুভকর্মের অথবা মানুষদের মধ্যে শান্তি স্থাপনের। আর যে কেউ এটি করে আল্লাহ্‌র প্রসন্নতা কামনা ক'রে আমি তাকে দেবো মহা পুরস্কার।

১১৫ আর যে কেউ পয়গাম্বরের বিরুদ্ধাচরণ করে (আল্লাহ্‌র) পথনির্দেশ তার কাছে সুস্পষ্ট হবার পরে, আর অনুসরণ করে বিশ্বাসীদের থেকে ভিন্ন পথ, আমি তাকে ফেরাবো তার দিকে যার দিকে সে ফিরেছে আর তাকে প্রবেশ করাবো জাহান্নামে—আর জাহান্নাম মন্দ আশ্রয় স্থান।*

অষ্টাদশ অনুচ্ছেদ

১১৬ নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ ক্ষমা করেন না কিছুকে যে তাঁর অংশী করা হবে, এ ভিন্ন আর যা তা তিনি ক্ষমা করেন যাকে

* এই সূরার ১০৫ আয়াতে যে চোরের কথা বলা হয়েছে সে মদিনা থেকে পালিয়ে গিয়ে আরও কয়েক শহরে চুরি করে ও শেষে এক গৃহস্থের হাতে নিহত হয়। তারই কথা এখানে বলা হয়েছে। এই আয়াতের যদি এই ব্যাখ্যা করা হয় যে বেশির ভাগ মুসলমানদের যা মত তার বিরুদ্ধে যাওয়া পাপ তবে সেটি সঙ্গত ব্যাখ্যা হবে না, কেন না সেক্ষেত্রে বিচারবুদ্ধির কোনো স্থান দেওয়া হবে না।

খুশী, আর যে-কেউ কিছুকে আল্লাহ্‌র অংশী করে নিঃসন্দেহ
সে চলে যায় দূর বিপথে।

১১৭ তারা তাঁর (আল্লাহ্‌র) পরিবর্তে আহ্বান করে না নারী-
মূর্তিদের ভিন্ন (আর কিছু)* আর তারা আহ্বান করে না
বিদ্রোহী শয়তানকে ভিন্ন (আর কিছু)।

১১৮ আল্লাহ্‌ তাকে অভিসম্পাত করেছেন। আর সে বলেছিল:
নিঃসন্দেহ তোমার দাসদের একটি নির্ধারিত অংশ আমি
গ্রহণ করবো;

১১৯ আর নিঃসন্দেহ আমি তাদের পথভ্রান্ত করবো, আর তাদের
মধ্যে জাগাবো কামনা; আর তাদের আদেশ করবো আর
তারা পশুর কর্ণচ্ছেদ** করবে, আর নিঃসন্দেহ আমি তাদের
আদেশ করবো আর তাতে তারা আল্লাহ্‌র সৃষ্টি বদলে
দেবে, আর যে কেউ আল্লাহ্‌কে নয় শয়তানকে গ্রহণ করে
বন্ধুরূপে সে নিঃসন্দেহ ক্ষতিগ্রস্ত হবে—তার ক্ষতি স্পষ্ট।

১২০ সে তাদের প্রতিশ্রুতি দেয় আর তাদের মধ্যে জাগায় কামনা—
আর শয়তান তাদের প্রতিশ্রুতি দেয় না বঞ্চনা করার জন্য ভিন্ন।

১২১ এরাই তারা যাদের বাসস্থান জাহান্নাম, আর সেখান থেকে
কোনো আশ্রয় তারা পাবে না।

১২২ আর যারা বিশ্বাস করে ও ভালো কাজ করে আমি তাদের
প্রবেশ করাবো উদ্যানসমূহে সেসবের নিচে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে
নদী সেখানে চিরদিন বাস করার জন্য; আল্লাহ্‌র সত্য ওয়াদা
এটি, আর কথা আল্লাহ্‌র চাইতে কে বেশি রাখে।

---

* কোরেশদের দেবতারা ছিল নারী-দেবতা।

** যে উষ্ট্রীর পাঁচটি বাচ্চা হয়েছে আর শেষের বাচ্চাটি মর্দা তার কর্ণচ্ছেদ করা হতো। তার উপরে চড়া হতো না সে বোঝাও বইতো না আর তাকে মারাও হতো না। ভেড়ীর ও বকরির ও এইভাবে কর্ণচ্ছেদ করা হতো। এইরূপ কর্ণচ্ছেদ করা পশুকে কোনো দেবমূর্তির পশু ভাবা হতো।

১২৩ হবে না তোমাদের চাওয়া অনুসারে, গ্রন্থধারীদের চাওয়া অনুসারেও নয়; যে কেউ কুকর্ম করে সে তার প্রতিফল পাবে, আর আল্লাহ্ ভিন্ন কাউকে তার জন্য পাবে না বন্ধু অথবা সহায়।

১২৪ আর যে কেউ ভালো কাজ করে, পুরুষ হোক, নারী হোক, আর যদি সে বিশ্বাসী হয়—এরা প্রবেশ করবে বেহেশ্‌তে, আর তাদের প্রতি খেজুরের আঁটির পরিমাণেও অন্যায় করা হবে না।

১২৫ আর তার চাইতে ভালো ধর্ম কার যে আল্লাহ্‌র দিকে আপন মুখ রুজু করেছে আর সে সৎকর্মশীল আর ঋজুস্বভাব ইব্রাহিমের পথ অনুসরণ করে?—আর আল্লাহ্ ইব্রাহিমকে গ্রহণ করেছিলেন বন্ধুরূপে।

১২৬ আর যা কিছু আছে আকাশে আর যা কিছু আছে পৃথিবীতে সব আল্লাহ্‌র, আর আল্লাহ্ সব ঘিরে আছেন।

ঊনবিংশ অনুচ্ছেদ

১২৭ আর নারীদের সম্বন্ধে তারা তোমার কাছে ব্যবস্থা চায়। বলো: আল্লাহ্ তাদের সম্বন্ধে তোমাদের ব্যবস্থা দেন আর গ্রন্থ যা তোমাদের কাছে পঠিত হয়েছে (ব্যবস্থা দেয়) অনাথ ছোটমেয়েদের সম্বন্ধে, যাদের তোমরা দাও না তাদের নির্ধারিত প্রাপ্য যদিও তাদের বিয়ে করতে চাও, আর ছেলেপিলেদের মধ্যে যারা দুর্বল তাদের সম্বন্ধে, আর এই সম্বন্ধে যে অনাথদের প্রতি তোমরা ন্যায্য ব্যবহার করবে। যা কিছু ভালো তোমরা করো নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে চির-ওয়াকিফহাল।

১২৮ আর যদি কোনো স্ত্রীলোক তার স্বামীর কাছ থেকে দুর্ব্যবহার আশঙ্কা করে অথবা বর্জন, তবে তাদের দোষ হবে না যদি তারা নিজেদের মধ্যে পুনর্মিলন ঘটাতে পারে—আর পুনর্মিলন কল্যাণকর; কিন্তু মানুষের মনে স্থান লাভ হয়েছে লোভের।

যদি ভালো কাজ করো ও সীমারক্ষা করো—নিঃসন্দেহ আল্লাহ্
চিরওয়াকিফহাল তোমরা যা করো সে সম্বন্ধে।
১২৯ স্ত্রীদের মধ্যে সমান ব্যবহার তোমরা করতে পারবে না, যদিও
তোমরা চাও। কিন্তু একজনের থেকে একেবারে ফিরে যেও না
অকে যেন ঝুলিয়ে রেখে। যদি মিলমিশ করো ও সীমারক্ষা
করো—আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, ফলদাতা।
১৩০ আর যদি তারা বিচ্ছিন্ন হয়, আল্লাহ্ তাদের উভয়কে অভাব-
মুক্ত করবেন তাঁর প্রাচুর্য থেকে; আর আল্লাহ্ অশেষ দাতা
—জ্ঞানী।
১৩১ আর যা কিছু আছে আকাশে আর যা কিছু আছে পৃথিবীতে
সব আল্লাহ্‌র; আর নিঃসন্দেহ আমি নির্দেশ দিয়েছিলাম
তোমাদের পূর্বে যাদের গ্রন্থ দেওয়া হয়েছিল তাদের আর
তোমাদেরও যে আল্লাহ্‌র সীমা রক্ষা ক'রে চলবে, আর যদি
অবিশ্বাস করো—তবে নিঃসন্দেহ যা কিছু আছে আকাশে আর
যা কিছু আছে পৃথিবীতে সব আল্লাহ্‌র; আর আল্লাহ্
মহাধনাঢ্য, প্রশংসিত।
১৩২ আর যা কিছু আছে আকাশে আর যা কিছু আছে পৃথিবীতে
সব আল্লাহ্‌র, আর কর্মসম্পাদকরূপে আল্লাহ্ যথেষ্ট।
১৩৩ হে লোকগণ, যদি তাঁর ইচ্ছা হয় তিনি তোমাদের সরিয়ে দিতে
পারেন আর অন্যদের আনতে পারেন, আর আল্লাহ্‌র এই
ক্ষমতা আছে।
১৩৪ যে কেউ চায় এই সংসারের পুরস্কার—তবে আল্লাহ্‌র কাছে
আছে এই সংসারের ও পরকালের পুরস্কার; আর আল্লাহ্
শোনেন, দেখেন।

বিংশ অনুচ্ছেদ

১৩৫ হে বিশ্বাসিগণ, তোমরা ন্যায়ে অবিচলিত হয়ে আল্লাহ্‌র জন্য
সাক্ষ্য দাও যদিও তা তোমাদের নিজেদের বিরুদ্ধে অথবা পিতা

মাতার ও নিকট আত্মীয়দের বিরুদ্ধে যায়—ধনীর ক্ষেত্রে হোক দরিদ্রের ক্ষেত্রে হোক—কেন না আল্লাহ্ তাদের উভয়ের (তোমাদের চাইতে) আরও নিকটবর্তী। সেজন্য কামনার অনুবর্তী হয়ো না পাছে (সত্য থেকে) ভ্রষ্ট হও; আর যদি বেঁকে যাও অথবা ফিরে যাও তবে নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ খবর রাখেন যা তোমরা করো।

১৩৬ হে বিশ্বাসিগণ, আল্লাহ্‌তে বিশ্বাসী হও আর তাঁর বাণীবাহকে, আর গ্রন্থে যা তিনি অবতীর্ণ করেছেন তাঁর পয়গাম্বরের কাছে, আর যে গ্রন্থ তিনি অবতীর্ণ করেছিলেন পূর্বে, আর যে কেউ অবিশ্বাস করে আল্লাহ্‌তে, আর তাঁর ফেরেশ্‌তায়, আর তাঁর বাণীবাহকদের, আর শেষদিনে. নিঃসন্দেহ সে চলে যায় দূর বিপথে।

১৩৭ নিঃসন্দেহ যারা বিশ্বাস করে তারপর অবিশ্বাস করে, পুনরায় বিশ্বাস করে আর পুনরায় অবিশ্বাস করে, তারপর দড় হয় অবিশ্বাসে—তাদের আল্লাহ্ ক্ষমা করবেন না, তাদের চালাবেনও না পথে।

১৩৮ কপটদের সংবাদ দাও তাদের জন্য আছে কঠোর শাস্তি।

১৩৯ যারা বিশ্বাসীদের নয় বরং অবিশ্বাসীদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তারা কি তাদের কাছে সম্মান প্রতিপত্তি খোঁজে? তবে নিঃসন্দেহ সব সম্মান-প্রতিপত্তি আল্লাহ্‌র।

১৪০ আর নিঃসন্দেহ তিনি তোমাদের কাছে গ্রন্থে অবতীর্ণ করেছেন যে যখন তোমরা শোনো আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী অবিশ্বাস করা হচ্ছে ও বিদ্রূপ করা হচ্ছে তখন তাদের সঙ্গে ব'সো না যে পর্যন্ত না তারা অন্য কোনো প্রসঙ্গে প্রবেশ করে; নিঃসন্দেহ তাহলে তোমরা তাদের মতো হবে; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ কপটদের আর অবিশ্বাসীদের সবাইকে একত্রিত করবেন জাহান্নামে।

১৪১ যারা প্রতীক্ষায় থাকে তোমাদের (উপরে কোনো বিপৎপাত হোক), তারপর যদি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে তোমাদের লাভ হয় বিজয় তারা বলে : আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না ? আর যদি অবিশ্বাসীদের সুযোগ লাভ হয় তারা বলে : আমরা কি তোমাদের চাইতে পরাক্রান্ত ছিলাম না ? আর তোমাদের কি বিশ্বাসীদের থেকে রক্ষা করি নি ? আল্লাহ্‌ কেয়ামতের দিন তোমাদের মধ্যে বিচার করবেন, আর আল্লাহ্‌ কখনো অবিশ্বাসীদের বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে কোনো পথ দেবেন না।

একবিংশ অনুচ্ছেদ

১৪২ নিঃসন্দেহ কপটরা চায় আল্লাহ্‌কে ফাঁকি দিতে, কিন্তু আল্লাহ্‌ই তাদের ফাঁকি দেন ; আর যখন তারা দাঁড়ায় নামায পড়তে তারা দাঁড়ায় শিথিলভাবে, তারা লোককে দেখায়, আর আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে না সামান্য পরিমাণে ভিন্ন ;

১৪৩ তারা দোল খাচ্ছে—এদিকেও তারা নয় ওদিকেও তারা নয়—আর যাকে আল্লাহ্‌ পথ ভোলান তুমি তার জন্য পথ পাবে না।

১৪৪ হে বিশ্বাসিগণ, বিশ্বাসীদের পরিবর্তে অবিশ্বাসীদের বন্ধুরূপে গ্রহণ ক'রো না ; তোমরা কি চাও যে তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে নিজেদের বিরুদ্ধে স্পষ্ট প্রমাণ দেবে ?

১৪৫ নিঃসন্দেহ কপটরা স্থান পাবে আগুনের নিম্নতম গহ্বরে ; আর তুমি তাদের জন্য পাবে না কোনো সহায়—

১৪৬ তারা ব্যতীত যারা অনুতাপ করে, শোধরায়, আর আল্লাহ্‌কে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করে আর আল্লাহ্‌র জন্য তাদের ধর্মকে বিশুদ্ধ করে ; এরা বিশ্বাসীদের সঙ্গে, আর আল্লাহ্‌ বিশ্বাসীদের দেবেন এক মহাপুরস্কার।

১৪৭ তোমাদের শাস্তিতে আল্লাহ্‌র কোন্ প্রয়োজন যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও আর বিশ্বাসী হও ? আর আল্লাহ্‌ চিরকৃতজ্ঞ—জ্ঞাতা।

ষষ্ঠ খণ্ড

১৪৮ আর আল্লাহ্ ভালোবাসেন না প্রকাশ্য কুকথা যে অত্যাচারিত হয়েছে তার কাছে থেকে ভিন্ন ; আর আল্লাহ্ শ্রোতা, জ্ঞাতা।

১৪৯ যদি ভালো কিছু করো প্রকাশ্যভাবে অথবা গোপনে, অথবা ক্ষমা করো মন্দ কিছু, নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, শক্তিমান।

১৫০ নিঃসন্দেহ যারা অবিশ্বাস করে আল্লাহ্‌তে আর তাঁর পয়গাম্বরে আর (যারা) চায় আল্লাহ্ আর তাঁর পয়গাম্বরদের মধ্যে পার্থক্য করতে আর বলে : আমরা কাউকে কাউকে স্বীকার করি আর কাউকে কাউকে অস্বীকার করি, আর চায় এই দুয়ের মধ্যে একটি পথ নিতে—

১৫১ এরাই হচ্ছে প্রকৃত অবিশ্বাসী, আর আমি অবিশ্বাসীদের জন্য প্রস্তুত করেছি লাঞ্ছনাকর শাস্তি।

১৫২ আর যারা আল্লাহ্‌তে ও তাঁর বাণীবাহকদের বিশ্বাস করে আর তাঁদের কারো সম্পর্কে পার্থক্য করে না, আল্লাহ্ তাদের পুরস্কার তাদের দেবেন, আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ফলদাতা।

দ্বাবিংশ অনুচ্ছেদ

১৫৩ গ্রন্থধারীরা তোমাকে বলছে আকাশ থেকে তাদের কাছে গ্রন্থ অবতারণ করতে ; এমনিভাবে তারা মূসার কাছে বলেছিল এর চাইতেও বড় কিছু, তারা বলেছিল : আল্লাহ্‌কে আমাদের দেখাও প্রকাশ্যভাবে। তাই ঝড়-বিদ্যুৎ তাদের আক্রমণ করেছিল তাদের অন্যায়ের জন্য। তারপর তারা গোবৎসকে গ্রহণ করেছিল (দেবতারূপে) তাদের কাছে স্পষ্ট নিদর্শনাবলী আসবার পরেও, কিন্তু আমি তা তাদের ক্ষমা করেছিলাম ; আর মূসাকে আমি দিয়েছিলাম স্পষ্ট ক্ষমতা।

১৫৪ আর তাদের অঙ্গীকার (গ্রহণের) সময়ে আমি তাদের উপরে তুলেছিলাম পাহাড় আর তাদের বলেছিলাম : 'সাব্বাথে'র

(কর্ম-বিরতির) নিয়ম লঙ্ঘন কোরো না; আর আমি তাদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছিলাম দৃঢ় অঙ্গীকার।

১৫৫ অবশেষে তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করার জন্য, আর আল্লাহ্‌র নির্দেশে তাদের অবিশ্বাসের জন্য, আর তাদের পয়গাম্বরদের অন্যায়ভাবে হত্যা করার জন্য, আর তাদের বলার জন্য: আমাদের হৃদয় গেলাফ—না, আল্লাহ্ তাদের উপরে মোহর মেরে দিয়েছেন তাদের অবিশ্বাসের জন্য,—তাই তারা বিশ্বাস করে না অল্প কয়েকজন ব্যতীত—

১৫৬ আর তাদের অবিশ্বাসের জন্য, আর মরিয়মের বিরুদ্ধে তাদের ঘোর কুৎসা রটনার জন্য—

১৫৭ আর তাদের বলার জন্য: নিঃসন্দেহ আমরা বধ করেছি আল্লাহ্‌র নবী মরিয়ম-পুত্র ঈসা মসীকে, আর তারা তাঁকে হত্যা করেনি, ক্রুসবিদ্ধও করে নি, কিন্তু সেইরূপ তাদের মনে হয়েছিল, আর নিঃসন্দেহ যারা এ বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করে তাদের এ বিষয়ে সন্দেহ রয়েছে, সে সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান তাদের নেই অনুমানের পশ্চাৎধাবন ব্যতীত, আর নিঃসন্দেহ তারা তাঁকে হত্যা করে নি।

১৫৮ না—আল্লাহ্ উত্থিত করেছিলেন তাঁকে নিজের কাছে; আর আল্লাহ্ চিরশক্তিমান—জ্ঞানী।

১৫৯ আর গ্রন্থধারীদের এমন কেউ নেই যে তাঁকে বিশ্বাস করবে না তাঁর মৃত্যুর পূর্বে, আর কেয়ামতের দিন তিনি হবেন তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী।

১৬০ ইহুদিদের অন্যায় করার ফলে তাদের জন্য যা বৈধ ছিল এমন সব পবিত্র বস্তু আমি তাদের অবৈধ করেছিলাম, আর বহুজনকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে তাদের রোধ করার জন্য—

১৬১ আর তাদের সুদ নেওয়ার জন্য যদিও তা তাদের জন্য নিষেধ করা হয়েছিল, আর তাদের লোকদের সম্পত্তি মিথ্যা

অজুহাতে গ্রাস করার জন্য; তাদের মধ্যে যারা অবিশ্বাসী তাদের জন্য আমি তৈরি করেছি কঠোর শাস্তি।

১৬২ কিন্তু তাদের মধ্যে যারা জ্ঞানে দৃঢ় আর বিশ্বাসী তারা বিশ্বাস করে তোমার কাছে যা অবতীর্ণ হয়েছে আর যা তোমার পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছিল, আর যারা উপাসনা প্রতিষ্ঠিত রাখে আর যাকাত দেয়, আর যারা আল্লাহ্‌তে আর শেষদিনে বিশ্বাস করে—এরাই তারা যাদের আমি দেব মহাপুরস্কার।

ত্রয়োবিংশ অনুচ্ছেদ

১৬৩ নিঃসন্দেহ আমি তোমাকে প্রত্যাদেশ দিয়েছি যেমন আমি প্রত্যাদেশ দিয়েছিলাম নুহ্‌কে আর তাঁর পরবর্তী পয়গাম্বরদের, যেমন আমি প্রত্যাদেশ দিয়েছিলাম ইব্রাহিমকে আর ইসমাইলকে আর ইসহাককে আর ইয়াকুবকে আর গোত্রদের, আর ঈসাকে আর আইয়ুবকে আর ইউনুসকে আর হারুণকে আর সোলায়মানকে, আর দাউদকে আমি দিয়েছিলাম যবুর—

১৬৪ আর পয়গাম্বরদের যাদের কথা আমি পূর্বে তোমার কাছে উল্লেখ করেছি আর পয়গাম্বরদের যাদের কথা তোমাকে বলি নি; আর মূসার সঙ্গে আল্লাহ্‌ কথা বলেছিলেন সোজাসুজি—

১৬৫ পয়গাম্বরদের—সুসংবাদদাতারূপে আর সাবধানকারীরূপে—যেন লোকদের আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে কোনো অজুহাত না থাকতে পারে পয়গাম্বরদের (আসার) পরে; আর আল্লাহ্‌ মহা-পরাক্রান্ত—জ্ঞানী।

১৬৬ কিন্তু আল্লাহ্‌ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যা তোমার কাছে অবতীর্ণ করেছেন তার দ্বারা যে, তিনি তা অবতীর্ণ করেছেন তাঁর জ্ঞানের সঙ্গে, আর ফেরেশ্‌তারাও তার সাক্ষ্য বহন করছে, আর সাক্ষীরূপে আল্লাহ্‌ যথেষ্ট।

১৬৭ নিঃসন্দেহ যারা অবিশ্বাস করে আর (লোকদের) আল্লাহ্‌র পথে বাধা দেয়, তারা নিশ্চয় চলে গেছে দূর বিপথে।

১৬৮ নিঃসন্দেহ যারা অবিশ্বাস করে আর অন্যায় করে—আল্লাহ্‌ তাদের ক্ষমা করবেন না, তাদের পথেও পরিচালিত করবেন না—

১৬৯ জাহান্নামের পথে ভিন্ন, দীর্ঘকাল তাতে বাস করতে, আর এটি আল্লাহ্‌র পক্ষে সহজ।

১৭০ হে লোকগণ, নিঃসন্দেহ পয়গাম্বর তোমাদের কাছে এসেছেন সত্যসহ তোমাদের পালয়িতার কাছ থেকে, সেজন্য বিশ্বাস করো—(তা) ভালো তোমাদের জন্য; আর যদি অবিশ্বাস করো, তবে নিঃসন্দেহ যা কিছু আছে আকাশে আর যা কিছু আছে পৃথিবীতে সব আল্লাহ্‌র; আর আল্লাহ্‌ ওয়াকিফহাল—জ্ঞানী।

১৭১ হে গ্রন্থধারিগণ, তোমাদের ধর্মে সীমা লঙ্ঘন কোরো না, আর আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে (মিথ্যাকথা) বোলো না, বরং সত্য (বলো); মসী মরিয়মপুত্র ঈসা আল্লাহ্‌র একজন পয়গাম্বর মাত্র—তাঁর বাণী—যা তিনি উৎসর্গ করেছিলেন মরিয়মকে, আর (তিনি) তাঁর কাছ থেকে আসা রূহ্‌ (আত্মা, প্রেরণা), সেজন্য বিশ্বাস করো আল্লাহ্‌তে আর তাঁর পয়গাম্বরদের, আর বোলো না—তিন। থামো— (তাই) তোমাদের জন্য ভালো; আল্লাহ্‌ একমাত্র উপাস্য; চিরনির্মুক্ত তিনি পিতা হওয়া সম্বন্ধে; যা কিছু আছে আকাশে আর যা কিছু আছে পৃথিবীতে সব তাঁর; আর কার্যসম্পাদকরূপে আল্লাহ্‌ যথেষ্ট।

চতুর্বিংশ অনুচ্ছেদ

১৭২ আল্লাহ্‌র দাস হতে মসী কিছুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করেন না, ফেরেশ্‌তারাও না—যারা তাঁর কাছে থাকে; আর যে কেউ তাঁর সেবায় কুণ্ঠাবোধ করে ও অহঙ্কারী হয়, তিনি তাদের সবাইকে একত্রিত করবেন তাঁর কাছে।

১৭৩ তারপর যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্মশীল তিনি তাদের পুরস্কার পুরোপুরি দেবেন, আর আরও বেশি দেবেন তাঁর প্রাচুর্য থেকে, আর যারা কুণ্ঠা বোধ করে ও অহঙ্কারী হয় তিনি তাদের দেবেন কঠোর শাস্তি।

১৭৪ আর তারা আল্লাহ্ ভিন্ন নিজেদের জন্য আর কোনো বন্ধু অথবা সহায় পাবে না।

১৭৫ হে লোকগণ, নিঃসন্দেহ তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের পালয়িতার কাছ থেকে স্পষ্ট প্রমাণ, আর আমি তোমাদের কাছে পাঠিয়েছি উজ্জ্বল জ্যোতি।

১৭৬ এরপর যারা আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস করে ও তাঁকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করে তিনি তাদের প্রবেশ করাবেন তাঁর করুণায় ও প্রাচুর্যে আর তাদের চালিত করবেন তাঁর দিকে সরল পথে।

১৭৭ তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করছে একটি আইনের বিধান সম্পর্কে। বলো : যে ব্যক্তির পিতামাতা নেই ও সন্তান নেই তার সম্বন্ধে আল্লাহ্ এই বিধান দিচ্ছেন : যদি কোনো লোক মারা যায়—তার ছেলে নাই কিন্তু এক বোন আছে—বোন তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক পাবে, আর সে (ভাই) হবে তার (বোনের) উত্তরাধিকারী যদি তার (বোনের) ছেলে না থাকে, কিন্তু যদি দুই বোন থাকে তবে তারা পাবে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ আর যদি ভাই ও বোন থাকে তবে পুরুষরা পাবে স্ত্রীলোকের দুই অংশের সমান ; আল্লাহ্ পরিষ্কার নির্দেশ দিচ্ছেন পাছে তোমরা পথভ্রষ্ট হও ; আর আল্লাহ্ সব কিছু জানেন।

আল্-মাইদাহ্

[আল্-মাইদাহ্ কোরআন্ শরীফের পঞ্চম সূরা। মাইদাহ্-র বা মায়েদার অর্থ খাদ্য বা খাদ্যসজ্জিত খান্‌চা। এতে ইসলামীয় বিধিনিষেধ-আদি পালনের উপরে জোর দেওয়া হয়েছে। হযরত শুধু নীতির উপরে জোর দেন নি, রীতির উপরেও জোর দিয়েছিলেন।

এর তৃতীয় আয়াত—যাতে ইসলামের পূর্ণাঙ্গতা লাভের কথা বলা হয়েছে—সেটি যে হযরতের কাছে অবতীর্ণ শেষ বাণী, বিদায়হজ্জের সময়ে মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছিল—সে সম্বন্ধে মতভেদ নেই। তবে প্রাচীন টীকাকারেরা অনেকে যে এই সূরাকে অবতরণের দিক দিয়ে শেষ সূরা জ্ঞান করেছেন একালের টীকাকারেরা সেই মত মেনে নিতে রাজী নন। মৌলবী মোহাম্মদ আলী এর অবতরণের কাল নির্দেশ করেছেন পঞ্চম ও সপ্তম হিজরীর মধ্যে, মার্মাডিউক পিকৃথল-এর মতে এর অবতরণের কাল পঞ্চম ও দশম হিজরীর মধ্যে।

এতে খ্রীষ্টীয় ত্রিত্ব-বাদ সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হয়েছে। এর শেষে খাদ্য সম্বন্ধে হযরত ঈসার একটি অপূর্ব প্রার্থনা আছে।

এর প্রথম উক্তিটি খুব লক্ষণীয়। সব রকমের অঙ্গীকার বা দায়িত্ব পালনের উপরে যে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তাতেই রচিত হতে পারে সভ্যতার প্রকৃত ভিত্তি।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

দয়াময় কৃপাময় আল্লাহ্‌র নামে

১ হে বিশ্বাসিগণ, অঙ্গীকারসমূহ পালন করো। গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তু তোমাদের জন্য বৈধ করা গেল—যাদের উল্লেখ করা হচ্ছে সে সব ব্যতিরেকে—এহরাম (হজের সংকল্প ও বিশেষ বেশ) গ্রহণ করার পরে শিকার বৈধ নয়। নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ হুকুম করেন যা তাঁর খুশী।

২ হে বিশ্বাসিগণ, (হজ সম্পর্কিত) আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলীর,

আর পবিত্র (নিষিদ্ধ) মাসের, আর কাবা অভিমুখে তাড়িত পশুদের ও মালা-পরানোদের (উটদের); আর যারা পবিত্র গৃহে আশ্রয় নেয় তাদের পালয়িতার কৃপা ও সন্তোষ কামনা ক'রে—এদের অসম্মান কোরো না, আর যখন এহ্‌রাম খুলে ফেল তখন শিকার করো (যদি চাও) ; আর যেহেতু একজন লোক তোমাদের বাধা দিয়েছিল পবিত্র মসজিদে যেতে সেজন্য তাদের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদের সীমালঙ্ঘনে প্ররোচিত না করুক ; আর পরস্পরকে সাহায্য করো সৎকার্যে ও সীমা-রক্ষায় ; পাপে ও অত্যাচারে সহায় হয়ো না ; আর আল্লাহ্‌র সীমা রক্ষা করো ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ কঠিন শাস্তিদাতা।

৩ অবৈধ তোমাদের জন্য যা নিজে মরে ; আর রক্ত আর শূকরের মাংস, আর আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য নামে যা মারা হয়েছে, আর যা গলা চেপে মারা হয়েছে, আর যাকে লাঠির আঘাতে মারা হয়েছে, আর যার মৃত্যু ঘটেছে উপর থেকে পড়ে, আর যা শিঙের আঘাতে মরেছে, আর যা বন্য পশুরা মেরেছে—তোমরা যা (তোমাদের পদ্ধতিতে) মারো তা ব্যতীত—আর যা (দেবতার) প্রস্তরবেদীতে বলি দেওয়া হয়েছে, আর যা নিয়ে (ভোঁতা) তীরের দ্যূতি খেলা হয়েছে। এটি সীমালংঘন। যারা অবিশ্বাসী আজ তারা তোমাদের ধর্ম সম্বন্ধে হতাশ্বাস হয়েছে, সেজন্য তাদের ভয় ক'রো না, আমাকে ভয় করো। আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মব্যবস্থা পূর্ণাঙ্গ করলাম আর তোমাদের উপরে আমার অনুগ্রহ পূর্ণ করলাম আর তোমাদের জন্য ধর্মরূপে মনোনীত করলাম আত্মসমর্পণ (ইসলাম)। কিন্তু যে কেউ ক্ষুধার দ্বারা বাধ্য হয়, ইচ্ছা কোরে পাপের দিকে ঝোঁ'কে না—তবে নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, ফলদাতা।

৪ তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করছে কি তাদের জন্য বৈধ। বলো :

(সব) বিশুদ্ধ বস্তু তোমাদের জন্য বৈধ। আর শিকারের পশু আর পাখিদের তোমরা যা শিখিয়েছ শিকারের জন্য—তোমরা শিখিয়েছ আল্লাহ্ তোমাদের যা শিখিয়েছেন—অতএব তারা তোমাদের জন্য যা ধরে তা খাও আর তার উপরে আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করো, আর আল্লাহ্‌র সীমারক্ষা করো ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ হিসাবনিকাশে সত্বর।

৫ আজ (সমস্ত) বিশুদ্ধ বস্তু তোমাদের জন্য বৈধ করা হলো ; আর যারা গ্রন্থ লাভ করেছে তাদের খাদ্য তোমাদের জন্য বৈধ হলো, আর তোমাদের খাদ্য তাদের জন্য বৈধ হলো, আর (তোমাদের জন্য বৈধ হলো) বিশ্বাসবতীদের মধ্যে যারা পূতচরিত্রা আর, যাদের গ্রন্থ দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে যারা পূতচরিত্রা, যখন তোমরা তাদের দেনমোহর দিয়েছ আর গ্রহণ করেছ বিবাহসূত্রে, ব্যভিচারের জন্য বা গুপ্ত প্রণয়ীরূপে নয় ; আর যে কেউ ইমান (ধর্মবিশ্বাস) অস্বীকার করে তার কাজ বৃথা হবে, সে পরকালে হবে ক্ষতিগ্রস্তদের দলের।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

৬ হে বিশ্বাসিগণ, যখন তোমরা নামায পড়তে দাঁড়াও তোমাদের মুখ ধোও, আর হাত ধোও কনুই পর্যন্ত, আর তোমাদের মাথা মোছো, আর তোমাদের পা ধোও গোড়ালি পর্যন্ত, আর যদি তোমাদের পূর্ণস্নানের প্রয়োজন হয়ে থাকে তবে (নিজেদের) ধৌত করো, আর যদি অসুস্থ হও অথবা সফরে থাক অথবা তোমরা কেউ পায়খানা থেকে এসেছ অথবা স্ত্রীদের 'স্পর্শ' করেছ আর যদি পানী না পাও, তবে পরিষ্কার শুকনো মাটি নাও ও তা দিয়ে 'তৈয়ম্মুম' করো। আল্লাহ্ চান না তোমাদের জন্য কষ্টকর কিছু করেন ; কিন্তু তিনি চান তোমাদের বিশুদ্ধ করতে যেন তোমাদের উপরে তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করতে পারেন যেন তোমরা ধন্যবাদ দিতে পারো।

৭ আর স্মরণ করো তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ আর তাঁর অঙ্গীকার যার দ্বারা তিনি তোমাদের দৃঢ়ভাবে বেঁধেছিলেন যখন তোমরা বলেছিলে : আমরা শুনেছি আর আমরা আনুগত্য স্বীকার করি। আল্লাহ্‌র সীমা রক্ষা করো ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ জানেন যা আছে (মানুষের) বুকের ভিতরে।

৮ হে বিশ্বাসিগণ, আল্লাহ্‌র জন্য অবিচলিত হয়ে ন্যায়ানুযায়ী সাক্ষ্য দাও, আর কোনো দলের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদের প্ররোচিত না করুক ন্যায়াচরণ না করতে ; ন্যায়াচরণ করো, সেইটিই সীমারক্ষার নিকটতর ; আর আল্লাহ্‌র সীমারক্ষা করো ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ ওয়াকিফহাল তোমরা যা করো সে সম্বন্ধে।

৯ আল্লাহ্ অঙ্গীকার করছেন : যারা বিশ্বাস করে আর সৎকাজ করে তারা লাভ করবে ক্ষমা আর মহাপুরস্কার।

১০ আর যারা অবিশ্বাস করে ও মিথ্যা বলে আমার নির্দেশসমূহকে —এরা হচ্ছে আগুনের বাসিন্দা।

১১ হে বিশ্বাসিগণ, স্মরণ করো তোমাদের উপরে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ যখন একটি দল তোমাদের বিরুদ্ধে হাত বাড়াবার উদ্যোগ করেছিল কিন্তু তিনি ঠেকিয়েছিলেন তোমাদেব বিরুদ্ধে তাদের হাত ; আর আল্লাহ্‌র সীমা রক্ষা করো ; আর বিশ্বাসীরা নির্ভর করুক আল্লাহ্‌র উপরে।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

১২ আর নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ ইসরাইলবংশীয়দের থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন, আর আমি তাদের মধ্যে বারো জন দলপতি দাঁড় করিয়েছিলাম, আর আল্লাহ্ বলেছিলেন : নিঃসন্দেহ আমি তোমাদের সঙ্গে আছি যদি তোমরা উপাসনা প্রতিষ্ঠিত রাখো ও যাকাত দাও আর আমার বাণীবাহকদের প্রতি বিশ্বাসী হও ও তাঁদের সহায় হও ; আর আল্লাহ্‌কে দাও উত্তম

ঋণ (বিনা সুদে ঋণ) ; নিঃসন্দেহ আমি তোমাদের সব পাপ
ঢেকে দেবো আর নিঃসন্দেহ আমি তোমাদের প্রবেশ করাবো
উদ্যানসমূহে যাদের নিচে দিয়ে বইছে বহু নদী ; কিন্তু এর
পরে তোমাদের মধ্যে যে কেউ অবিশ্বাস করবে—নিঃসন্দেহ
সে ভ্রষ্ট হবে সরল পথ থেকে।

১৩ কিন্তু তাদের নিজেদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করার জন্য আমি
তাদের অভিসম্পাত করেছিলাম আর তাদের অন্তর কঠিন
করেছিলাম ; তারা (ধর্মগ্রন্থের) শব্দগুলো তাদের স্থান থেকে
বদলিয়েছিল আর তাদের যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল তার এক
অংশ অবহেলা করেছিল ; অল্প লোক ভিন্ন তাদের সবার মধ্যে
বিশ্বাসঘাতকতা আবিষ্কার করার অবধি তোমার থাকবে না ,
সেজন্য তাদের সহ্য করো ও ক্ষমা করো ; নিঃসন্দেহ
আল্লাহ্ ভালোবাসেন যারা (অপরের) ভালো করে
তাদের।

১৪ আর যারা বলে : নিঃসন্দেহ আমরা খ্রীষ্টান, নিঃসন্দেহ
তাদের থেকে আমি অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম, কিন্তু তাদের
যা বলা হয়েছিল তার একটি অংশ তারা অবহেলা করেছিল,
সেজন্য আমি তাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ জাগিয়ে রেখেছি
বিচারের দিন পযন্ত ; আর আল্লাহ্ তাদের জানিয়ে দেবেন
তারা কি করেছিল।

১৫ হে গ্রন্থধারিগণ, নিঃসন্দেহ আমার বাণীবাহক তোমাদের কাছে
এসেছেন, তোমরা যা লুকিয়েছিলে তার অনেক অংশ তিনি
বিবৃত করছেন ও অনেক অংশ তিনি উপেক্ষা করছেন নিঃসন্দেহ
আল্লাহ্‌র কাছ থেকে তোমাদের কাছে এসেছে আলোক
আর উজ্জ্বল গ্রন্থ—

১৬ এর দ্বারা আল্লাহ্ তাকে চালিত করেন শান্তির পথে যে তাঁর
সন্তোষ অনুসরণ করে, আর তাদের আনেন অন্ধকার থেকে

আলোকে তাঁর ইচ্ছায়, আর তাদের চালিত করেন সরল পথে।

১৭ নিঃসন্দেহ তারা অবিশ্বাসী যারা বলে : নিঃসন্দেহ আল্লাহ্—তিনি মসী, মরিয়ম-পুত্র। বলো : আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে কার কিছুমাত্র ক্ষমতা আছে যদি তিনি চান মরিয়ম-পুত্র মসী, তাঁর মাতা, আর পৃথিবীর উপরে যা আছে সব ধ্বংস করবেন ? আর আল্লাহ্‌রই আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্ব আর এই দুইয়ের মধ্যে যা আছে ; তিনি সৃষ্টি করেন যা খুশী আর সব কিছুর উপরে আল্লাহ্ ক্ষমতাবান্।

১৮ আর ইহুদিরা ও খ্রীষ্টানরা বলে : আমরা আল্লাহ্‌র পুত্র আর তাঁর প্রিয়। বলো : তবে তোমাদের অপরাধের জন্য তিনি তোমাদের শাস্তি দেন কেন ? না—যাদের তিনি সৃষ্টি করেছেন তাদের মধ্যেকার তোমরা মানুষ ; তিনি ক্ষমা করেন যাকে খুশী আর শাস্তি দেন যাকে খুশী ; আর আল্লাহ্‌রই আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্ব আর এই দুইয়ের মধ্যে যা আছে ; আর তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন।

১৯ হে গ্রন্থধারিগণ, নিঃসন্দেহ তোমাদের কাছে আমার প্রেরিত-পুরুষ এসেছেন, তিনি তোমাদের কাছে বিবৃত করছেন পয়গাম্বরদের আগমনের এক বিরতির পরে যেন তোমরা না বলো : আমাদের কাছে কোনো সুসংবাদ-দাতা অথবা সতর্ককারী আসেন নি। নিঃসন্দেহ তোমাদের কাছে এসেছেন একজন সুসংবাদ-দাতা ও সতর্ককারী, আর আল্লাহ্ সব কিছুর উপরে ক্ষমতাবান্।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

২০ আর যখন মূসা তাঁর লোকদের বলেছিলেন : হে আমার জাতি, স্মরণ করো তোমাদের উপরে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ যখন তিনি তোমাদের মধ্যে পয়গাম্বরদের জন্ম দিয়েছিলেন আর তোমাদের

রাজা করেছিলেন আর তোমাদের দিয়েছিলেন যা তিনি আর
কোনো জাতিকে দেন নি।

২১ হে আমার জাতি, সেই পুণ্য ভূমিতে প্রবেশ করো যা আল্লাহ্‌
তোমাদের জন্য বিধান করেছেন, আর তোমাদের পিঠ ফেরাবে
না কেন না তাহলে ফিরবে ক্ষতিগ্রস্তরূপে।

২২ তারা বললে: হে মূসা, ওতে বাস করছে বিশালকায়
লোকেরা; আমরা কিছুতেই ওতে প্রবেশ করবো না যে পর্যন্ত
না তারা ওখান থেকে চলে যায়; কাজেই তারা যদি ওখান
থেকে বেরিয়ে যায় তবে নিশ্চয়ই আমরা ওতে প্রবেশ
করবো।

২৩ যারা ভয় পেয়েছিল তাদের মধ্যে দুইজন--তাদের উপরে
আল্লাহ্‌ অনুগ্রহ করেছিলেন—বললে: তাদের মধ্যে প্রবেশ
করো ফটক দিয়ে, কেন না যদি তার ভিতর দিয়ে প্রবেশ করো
তবে নিঃসন্দেহ তোমরা জয়ী হবে, আর আল্লাহ্‌র উপরে নির্ভর
করো যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।

২৪ তারা বললে: হে মূসা, আমরা কিছুতেই ওর মধ্যে প্রবেশ
করবো না যে পর্যন্ত তারা ওর মধ্যে আছে। অতএব তুমি
আর তোমার পালয়িতা গিয়ে যুদ্ধ করো; আমরা এখানে বসে
থাকবো।

২৫ তিনি বললেন: হে আমার পালয়িতা, নিজের উপরে ও আমার
ভাইয়ের উপরে ভিন্ন আর কারো উপরে আমার ক্ষমতা নেই,
সেজন্য আমাদের ও দুষ্কৃতিপরায়ণ জাতির মধ্যে বিচ্ছেদ
ঘটাও।

২৬ তিনি বললেন: তবে নিঃসন্দেহ এটি (পুণ্য-ভূমি) তাদের জন্য
নিষিদ্ধ থাকবে চল্লিশ বৎসর, তারা পৃথিবীতে দিশাহারা হয়ে
ঘুরে বেড়াবে, সেজন্য এই দুষ্কৃতিপরায়ণ জাতির জন্য অনুশোচনা
কোরো না।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

২৭ আর তাদের কাছে সঠিকভাবে বিবৃত করো আদমের দুই পুত্রের কাহিনী, কেমন ক'রে তারা প্রত্যেকে কোরবানি করেছিল, কিন্তু তা একজনের কাছ থেকে গৃহীত হয়েছিল আর অপরজনের কাছ থেকে গৃহীত হয় নি। (সে) বললে: নিশ্চয় আমি তোমাকে হত্যা করবো; (অন্যজন) উত্তর দিলে: আল্লাহ্ গ্রহণ করেন যারা সীমারক্ষাকারী মাত্র তাদের কাছ থেকে।

২৮ তুমি যদি আমার দিকে তোমার হাত বাড়াও আমাকে হত্যা করতে আমি কখনো আমার হাত তোমার দিকে বাড়াবো না তোমাকে হত্যা করতে; নিঃসন্দেহ বিশ্বজগতের পালয়িতা আল্লাহ্‌কে আমি ভয় করি।

২৯ নিঃসন্দেহ আমি চাই যে তুমি আমার (আমাকে হত্যাজনিত) পাপ ও নিজের পাপ বহন করো আর আগুনের বাসিন্দাদের দলের হও, আর এইই অন্যায়কারীদের প্রতিফল।

৩০ কিন্তু (অপর জনের) মন তাকে উত্তেজিত করলো তার ভাইকে হত্যা করতে, ফলে সে তাকে হত্যা করলো; তারপর সে হোলো ক্ষতিগ্রস্তদের দলের।

৩১ তারপর আল্লাহ্ একটি কাককে পাঠালেন মাটি খুঁড়তে যেন সে তাকে দেখাতে পারে কেমন ক'রে সে তার ভাইয়ের মৃতদেহ ঢাকবে। সে বললে: হায় দুর্ভাগ্য, আমার কি এই কাকের মতো হবার শক্তি নেই যেন আমার ভাইয়ের নগ্ন শব ঢাকতে পারি? আর সে হোলো অনুতপ্ত।

৩২ এই কারণে ইসরাইল বংশীয়দের জন্য আমি এই বিধান করেছিলাম যে নরহত্যা অথবা জগতে অহিত করার কারণে ভিন্ন যে কেউ একজন মানুষকে হত্যা করে সে যেন সব মানুষকে হত্যা করলে; আর যে কেউ তাকে বাঁচিয়ে রাখে, সে যেন সব মানুষকে বাঁচিয়ে রাখলে; আর নিঃসন্দেহ আমার

বাণীবাহকরা তাদের কাছে এসেছিলেন স্পষ্ট প্রমাণসমূহ নিয়ে,
কিন্তু তার পরেও নিঃসন্দেহ তাদের অনেকে সংসারে সীমা
লঙ্ঘন ক'রে চলে।

৩৩ যারা আল্লাহ্ ও তাঁর বাণীবাহকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে
ও দেশে অহিত সাধনে তৎপর হয় তাদের প্রাপ্য মাত্র এই
যে তাদের হত্যা করা হবে, অথবা শূলে চড়ানো হবে, অথবা
তাদের হাত ও পা বিপরীত দিকে কেটে ফেলা হবে, অথবা
তাদের বন্দী করা হবে, এটি হবে ইহলোকে তাদের জন্য লাঞ্ছনা
আর পরকালে তারা পাবে কঠোর শাস্তি—

৩৪ তারা ব্যতিরেকে যারা অনুতপ্ত হয় তোমাদের ক্ষমতায়ত্ত হবার
পূর্বে; অতএব জেনো যে নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ ক্ষমাশীল,
ফলদাতা।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

৩৫ হে বিশ্বাসিগণ, আল্লাহ্‌র সীমা রক্ষা করো, আর তাঁর দিকে
(গতির) উপলক্ষ্য অন্বেষণ করো, আর তাঁর পথে সংগ্রাম
করো যেন তোমরা সফল হতে পারো।

৩৬ যারা অবিশ্বাসী নিঃসন্দেহ পৃথিবীতে যা আছে সব যদি
তাদের হোতো, এবং আরো সেই পরিমাণে, যার দ্বারা
কেয়ামতের দিনের শাস্তি থেকে তারা মুক্তি পেতে পারে,
তবে তা তাদের কাছ থেকে গৃহীত হোতো না; আর তাদের
জন্য আছে কঠিন শাস্তি।

৩৭ তারা চাইবে সেই আগুন থেকে বেরিয়ে যেতে, কিন্তু তারা
বেরিয়ে যাবার নয়; আর তারা ভোগ করবে চিরশাস্তি।

৩৮ আর পুরুষ চোর আর স্ত্রীলোক চোর দুইয়েরই হাত কেটে
ফেলো তারা যা করেছে তার প্রতিফলস্বরূপ—এটি একটি
দৃষ্টান্ত-স্থাপনকারী শাস্তি আল্লাহ্‌র তরফ থেকে; আর আল্লাহ্
শক্তিমান্, জ্ঞানী।

৩৯ কিন্তু যে কেউ অনুতপ্ত হয় অন্যায় করার পরে আর নিজেকে সংশোধন করে তবে নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ তার দিকে ফিরবেন (করুণায়); নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, ফলদাতা।

৪০ তোমরা কি জানো না যে আল্লাহ্—আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্ব তাঁরই—শাস্তি দেন যাকে খুশী আর ক্ষমা করেন যাকে খুশী? আর সব কিছুর উপরে আল্লাহ্‌র ক্ষমতা।

৪১ হে বাণীবাহক, তারা তোমাকে দুঃখিত না করুক যারা একে অন্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে অবিশ্বাসের অভিমুখে, যারা তাদের মুখে বলে: আমরা বিশ্বাস করি, কিন্তু তাদের হৃদয় বিশ্বাস করে না, আর যারা ইহুদি,—তারা শোনে মিথ্যার (মিথ্যা তৈরির) প্রয়োজনে, তারা শোনে অন্যলোকদের পরিবর্তে যারা তোমার কাছে আসে না, তারা শব্দগুলোকে তাদের স্থান থেকে বদলায় এই বলে: যদি তোমাদের এই (পরিবর্তিত বিধি) দেওয়া হয় তবে তা গ্রহণ ক'রো, আর যদি এই দেওয়া না হয় তবে সাবধান হোয়ো; আর যার লাঞ্ছনা আল্লাহ্ চান তুমি তার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে কিছু করবার ক্ষমতা পাবে না। এরাই তারা যাদের সম্বন্ধে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা যে তাদের অন্তরাত্মা তিনি বিশুদ্ধ করবেন না; এদের জন্য এই সংসারে আছে দুর্গতি আর পরকালে মহাশাস্তি!

৪২ তারা মিথ্যার শ্রোতা, নিষিদ্ধের ভোক্তা, সেজন্য তারা যদি তোমার কাছে আসে তবে তাদের মধ্যে বিচার করো, অথবা তাদের থেকে ফেরো; আর তুমি যদি তাদের থেকে ফেরো, তারা কখনো কোনরূপে তোমার ক্ষতি করতে পারবে না; আর যদি বিচার করো তবে তাদের মধ্যে বিচার করো ন্যায়ানুসারে; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ ভালোবাসেন ন্যায়বান্‌দের।

৪৩ কেমন ক'রে তারা তোমাকে বিচারক করে? তাদের তওরাত

আছে—তাতে তো আল্লাহ্‌র বিধান রয়েছে? তবুও তারা ফিরে যায় এসবের পরেও; এমন লোকেরা বিশ্বাসী নয়।

সপ্তম অনুচ্ছেদ

৪৪ নিঃসন্দেহ আমি তওরাত অবতীর্ণ করেছি যাতে রয়েছে পথ-প্রদর্শন ও আলোক, তার দ্বারা সমর্পিতচিত্ত বাণীবাহকরা ইহুদিদের জন্য বিধান দিয়েছেন আর ধর্মতত্ত্ববিদ্‌রা ও পুরোহিতরা (বিধান দিয়েছেন) তেমন সব আল্লাহ্‌র গ্রন্থের দ্বারা যা তাঁদের মান্য করতে হয়েছিল, আর তাঁরা ছিলেন সে-সবের সাক্ষী; সেজন্য লোকেদের ভয় ক'রো না, ভয় করো আমাকে, আর আমার নির্দেশাবলীর জন্য স্বল্পমূল্য গ্রহণ ক'রো না; আর যারা বিচার করে নি আল্লাহ্‌ যা অবতীর্ণ ক'রেছেন তার দ্বারা তারাই হচ্ছে অবিশ্বাসী।

৪৫ আর আমি তাদের জন্য তাতে বিধান করেছিলাম প্রাণের বদলে প্রাণ, আর চোখের বদলে চোখ, আর নাকের বদলে নাক, আর কানের বদলে কান, আর দাঁতের বদলে দাঁত, আর জখমেরও বদলা আছে, কিন্তু যে বদলার ধারা পরিত্যাগ করবে (তার পরিবর্তে দান করবে) সেটি হবে তার জন্য প্রায়শ্চিত্ত; আর যে বিচার করে না আল্লাহ্‌ যা অবতীর্ণ করেছেন তার দ্বারা—এরাই হচ্ছে অন্যায়কারী।

৪৬ আর তাদের পশ্চাতে আমি পাঠাই মরিয়ম-পুত্র ঈসাকে তাঁর পূর্বে তওরাতে যা ছিল তার প্রমাণকারীরূপে, আর তাঁকে আমি দিয়েছিলাম ইঞ্জিল যাতে আছে পথ-প্রদর্শন ও আলোক, আর যা তার পূর্ববর্তী তওরাতে ছিল তার প্রমাণকারী, আর পথপ্রদর্শন ও উপদেশ যারা সীমা রক্ষা করে তাদের জন্য।

৪৭ আর ইঞ্জিলের অনুবর্তীদের উচিত আল্লাহ্‌ তাতে যা অবতীর্ণ করেছেন সেই অনুসারে বিচার করা। আর যে কেউ বিচার

করে না আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তার দ্বারা তারা হচ্ছে দুষ্কৃতিপরায়ণ।

৪৮ আর আমি তোমার কাছে গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি সত্যসহ, পূর্বের গ্রন্থে যা আছে তার প্রমাণকারী এটি আর তার উপরে এক প্রহরী ; সেজন্য তাদের মধ্যে বিচার করো আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তার দ্বারা ; আর তোমার কাছে যে সত্য এসেছে তার প্রতি বিমুখ হয়ে তাদের আকাঙ্ক্ষার অনুবর্তী হয়ো না ; তোমাদের প্রত্যেকের জন্য আমি নির্ধারণ করেছি একটি বিধি আর একটি পথ ; আর যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করতেন তবে তিনি তোমাদের সবাইকে করতেন এক জাতি, কিন্তু যেন তিনি তোমাদের পরীক্ষা করতে পারেন তোমাদের যা দিয়েছেন তার দ্বারা সেজন্য পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করো ভালো কাজে ; আল্লাহ্‌র কাছে তোমাদের সবার প্রত্যাবর্তন, সেজন্য তিনি তোমাদের জানাবেন যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ করেছিলে।

৪৯ সেজন্য তাদের মধ্যে বিচার করো আল্লাহ্ তোমার কাছে যা অবতীর্ণ করেছেন তার দ্বারা, আর তাদের আকাঙ্ক্ষার অনুসরণ ক'রো না, আর তাদের বিষয়ে সাবধান হবে যেন তারা তোমাকে ভ্রষ্ট করতে না পারে আল্লাহ্ তোমার কাছে যা অবতীর্ণ করেছেন তার এক অংশ থেকে ; কিন্তু যদি তারা ফিরে যায় তবে জেনো আল্লাহ্ তাদের কতকগুলো অপরাধের জন্য তাদের শাস্তি দিতে চান ; আর নিঃসন্দেহ মানুষদের অনেকে দুষ্কৃতিপরায়ণ।

৫০ তবে কি তারা অজ্ঞতার যুগের বিচার চায় ? আর বিচারে আল্লাহ্‌র চাইতে কে বেশি ভালো সেই সম্প্রদায়ের জন্য (আল্লাহ্‌তে বিশ্বাসের বিষয়ে) যারা সুনিশ্চিত ?

অষ্টম অনুচ্ছেদ

৫১ হে বিশ্বাসিগণ, ইহুদিদের ও খ্রীষ্টানদের বন্ধুরূপে গ্রহণ ক'রো

না ; তারা পরস্পরের বন্ধু, আর তোমাদের মধ্যে যে কেউ তাদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তবে নিঃসন্দেহ সে তাদেরই একজন ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ অন্যায়কারী সম্প্রদায়কে পথ দেখান না। *

৫২ কিন্তু যাদের অন্তঃকরণে ব্যাধি আছে তাদের তুমি দেখবে তাদের দিকে ছুটে যেতে এই বলে : আমরা ভয় পাই যদি ভাগ্যচক্রের পরিবর্তন আমাদের জন্য ঘটে।—কিন্তু হতে পারে যে আল্লাহ্‌ (তোমাদের) বিজয় দেবেন, অথবা একটি শাস্তি তাঁর তরফ থেকে, তার ফলে তারা অন্তরে যা লুকিয়েছিল তার জন্য অনুশোচনা করবে।

৫৩ আর যারা বিশ্বাসী তারা বলবে : এরাই কি তারা যারা আল্লাহ্‌র নামে জোরালো শপথ গ্রহণ করেছিল যে তারা নিঃসন্দেহ তোমাদের সঙ্গে ? তাদের কর্মসমূহ বৃথা হয়েছে, আর তারা ক্ষতিগ্রস্ত দলের হয়েছে।

৫৪ হে বিশ্বাসিগণ, তোমাদের মধ্যে যে কেউ তার ধর্ম থেকে ফিরে যায় তবে আল্লাহ্‌ আনবেন একটি সম্প্রদায়—তিনি তাদের ভালোবাসবেন তারা তাঁকে ভালোবাসবে—(তারা) বিশ্বাসীদের প্রতি বিনীত, অবিশ্বাসীদের প্রতি কঠোর—তারা আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম করবে আর ভয় করবে না কোনো নিন্দুকের নিন্দা। এই-ই আল্লাহ্‌র কৃপা—তিনি তা দেন যাকে খুশী ; আর আল্লাহ্‌ পরমবদান্য, জ্ঞানী।

৫৫ কেবল আল্লাহ্‌ হচ্ছেন তোমাদের বন্ধু আর তাঁর বাণীবাহক আর যারা বিশ্বাসী—যারা উপাসনা প্রতিষ্ঠিত রাখে আর যাকাত দেয় আর (প্রার্থনায়) নত হয়।

৫৬ আর যে আল্লাহ্‌কে আর তাঁর বাণীবাহককে আর যারা বিশ্বাসী তাদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করে—নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌র দল—তারা হবে বিজয়ী।

* এটি যুদ্ধকালীন অবস্থার কথা, নইলে অমুসলমানদের সঙ্গে সন্ধি অর্থহীন হোতো।

নবম অনুচ্ছেদ

৫৭ হে বিশ্বাসিগণ, তোমাদের পূর্বে যাদের গ্রন্থ দেওয়া হয়েছিল আর অবিশ্বাসীরা এদের মধ্যে যারা তোমাদের ধর্ম নিয়ে উপহাস ও আমোদ করে তাদের বন্ধুরূপে গ্রহণ ক'রো না; আর আল্লাহ্‌র সীমা রক্ষা করো যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।

৫৮ আর যখন তোমরা আযান দাও তারা তা নিয়ে বিদ্রূপ করে ও আমোদ করে, সেটি এই জন্য যে তারা একটি বুদ্ধিহীন সম্প্রদায়।

৫৯ বলো: হে গ্রন্থধারিগণ, আমরা যে বিশ্বাস করি আল্লাহ্‌তে আর যা আমাদের কাছে অবতীর্ণ হয়েছে, আর যা পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছিল, আর তোমরা অনেকেই দুষ্কৃতিপরায়ণ—এই জন্য কি তোমরা আমাদের দোষ ধরো?

৬০ বলো: তোমাদের কী বলবো আল্লাহ্‌র কাছে এদের চাইতে মন্দ প্রতিফলের দৃষ্টান্তের কথা?—যাকে আল্লাহ্ অভিসম্পাত করেছেন, যার উপরে তাঁর ক্রোধ পতিত হয়েছে, যার দলের কাউকে কাউকে আল্লাহ্ মর্কট ও শূকর করেছেন, আর যারা মিথ্যা দেবতার পূজা করে, এদের অবস্থা আরো মন্দ, আর সরল পথ থেকে তারা দূরে।

৬১ আর যখন তারা তোমাদের কাছে আসে তারা বলে: আমরা বিশ্বাস করি; কিন্তু তারা এসেছিল অবিশ্বাস নিয়ে ফিরেও গেছে তাতেই; আর আল্লাহ্ ভালো জানেন কি তারা লুকোচ্ছে।

৬২ আর তুমি তাদের অনেককে দেখবে পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পাপে ও সীমা-লঙ্ঘনে আর যা অবৈধভাবে লব্ধ হয়েছে তা আত্মসাৎ করায়; নিঃসন্দেহ তারা যা করে তা গর্হিত।

৬৩ ধর্মতত্ত্ববিদ্‌রা ও পুরোহিতরা কেন তাদের নিষেধ করে না যা

পাপ তা উচ্চারণ করতে আর যা অবৈধভাবে লব্ধ তা ভোগ
করতে? নিঃসন্দেহ তারা যা করে তা গর্হিত।
৬৪ আর ইহুদিরা বলেঃ আল্লাহ্‌র হাত বাঁধা।—তাদের হাত
বাঁধা আর তারা অভিশাপগ্রস্ত এমন বলার জন্য, না—তাঁর
দুই হাতই উদারভাবে প্রসারিত—তিনি দান করেন যেমন
খুশী। আর তোমার পালয়িতার কাছ থেকে তোমার কাছে
যা অবতীর্ণ হয়েছে তা নিঃসন্দেহ তাদের অনেকের অবাধ্যতা
ও অবিশ্বাস বাড়াবে। আর আমি তাদের মধ্যে নিক্ষেপ
করেছি শত্রুতা ও বিদ্বেষ বিচারের দিন পর্যন্ত। যখনই তারা
যুদ্ধের জন্য আগুন জ্বালায় আল্লাহ্‌ তা নিভিয়ে দেন, আর
তারা দেশে অহিত করার চেষ্টা করে; আর আল্লাহ্‌ ভালো-
বাসেন না অহিতকারীদের।
৬৫ আর যদি গ্রন্থধারীরা বিশ্বাস করতো আর সীমা রক্ষা করতো
তবে নিঃসন্দেহ আমি তাদের দুষ্কৃতি ঢেকে দিতাম আর নিঃসন্দেহ
তাদের প্রবেশ করাতাম আনন্দময় উদ্যানসমূহে।
৬৬ আর যদি তারা প্রতিষ্ঠিত রাখতো তওরাত ও ইঞ্জিল আর
তাদের কাছে যা অবতীর্ণ হয়েছিল তাদের পালয়িতার কাছ
থেকে, তবে নিঃসন্দেহ তারা খাবার পেত তাদের উপর থেকে
আর তাদের পায়ের নিচে থেকে; তাদের একটি দল আছে
তারা মধ্যপন্থায় চলে; আর তাদের অনেকে গর্হিত আচরণ
করে।

দশম অনুচ্ছেদ

৬৭ হে বাণীবাহক, প্রচার করো তোমার কাছে তোমার পালয়িতার
কাছ থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে, আর যদি তা না করো তবে
তাঁর বাণী তুমি প্রচার করলে না; আর আল্লাহ্‌ তোমাকে রক্ষা
করবেন লোকদের থেকে; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ অবিশ্বাসী
সম্প্রদায়কে পথপ্রদর্শন করেন না।

৬৮ বলো : হে গ্রন্থধারিগণ, তোমরা ভালো কিছুর অনুবর্তন করো না যে পর্যন্ত না তোমরা প্রতিষ্ঠিত রাখো তওরাত ও ইঞ্জিল আর যা তোমাদের কাছে অবতীর্ণ হয়েছে তোমাদের পালয়িতার কাছ থেকে। আর তোমার কাছে তোমার পালয়িতার কাছ থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে নিঃসন্দেহ তা তাদের অনেকের অবাধ্যতা ও অবিশ্বাস বাড়াবে; সেজন্য দুঃখ ক'রো না অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য।

৬৯ নিঃসন্দেহ যারা বিশ্বাসী আর যারা ইহুদি আর সাবেঈন্ আর খ্রীষ্টান—যে কেউ বিশ্বাস করে আল্লাহ্‌তে আর শেষ দিনে আর ভালো কাজ করে—তাদের কোনো ভয় নেই, তারা দুঃখ করবে না।

৭০ নিঃসন্দেহ আমি ইসরাইলবংশীয়দের অঙ্গীকারাবদ্ধ করেছিলাম আর তাদের কাছে পয়গাম্বরদের পাঠিয়েছিলাম; যখনই তাদের কাছে কোনো পয়গাম্বর এসেছেন তা নিয়ে যা তাদের মন চায় না (তাঁদের) কাউকে তারা বলেছে মিথ্যাবাদী আর কাউকে করেছে হত্যা।

৭১ আর তারা ভেবেছিল যে কোনো অনর্থ ঘটবে না; সেজন্য তারা হয়েছিল অন্ধ ও বধির; এর পর আল্লাহ্ তাদের দিকে ফিরলেন করুণায়; কিন্তু তাদের অনেকে হোলো অন্ধ ও বধির; আর আল্লাহ্ দেখেন তারা যা করে।

৭২ নিঃসন্দেহ তারা অবিশ্বাসী যারা বলে : নিঃসন্দেহ আল্লাহ্—তিনি হচ্ছেন মসী, মরিয়ম-পুত্র। আর মসী বলেছিলেন : হে ইসরাইলবংশীয়গণ, আল্লাহ্‌র সেবা করো, (তিনি) আমার পালয়িতা ও তোমাদের পালয়িতা। নিঃসন্দেহ যে আল্লাহ্ সম্বন্ধে অংশী দাঁড় করায়, আল্লাহ্ তার জন্য নিষিদ্ধ করেছেন স্বর্গোদ্যান আর তার আবাসস্থল আগুন; আর অন্যায়কারীদের জন্য কোনো সহায় থাকবে না।

৭৩ নিঃসন্দেহ তারা অবিশ্বাসী যারা বলে : নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌
হচ্ছেন তৃতীয় (ব্যক্তি) তিন জনের। কিন্তু নেই অন্য উপাস্য
এক উপাস্য ভিন্ন, আর যা তারা বলছে তা থেকে যদি তারা
না থামে তবে তাদের মধ্যে যারা অবিশ্বাসী তাদের জন্য কঠিন
শাস্তি আছে।

৭৪ তবে তারা কি আল্লাহ্‌র দিকে ফিরবে না আর তাঁর ক্ষমা
প্রার্থনা করবে না ? আর আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, ফলদাতা।

৭৫ মরিয়ম-পুত্র মসী একজন বাণীবাহক মাত্র, তাঁর পূর্বে বহু
বাণীবাহক গত হয়ে গেছেন ; আর তাঁর মাতা ছিলেন একজন
সত্যপরায়ণা নারী ; তাঁরা উভয়ে (পার্থিব) খাদ্য খেতেন।
দেখো নিদর্শনসমূহ তাদের কাছে কেমন স্পষ্ট করি ; আর
দেখো, কেমন তারা প্রত্যাবৃত্ত হয়।

৭৬ বলো : আল্লাহ্‌ ভিন্ন তোমরা কি তার উপাসনা করো যার
ক্ষমতা নেই তোমাদের অপকারের অথবা উপকারের ? আর
আল্লাহ্‌—তিনি শ্রোতা, জ্ঞাতা।

৭৭ বলো : হে গ্রন্থধারিগণ, তোমাদের ধর্মে যা সত্য নয় তা নিয়ে
বাড়াবড়ি ক'রো না ; আর জনগণের আকাঙ্ক্ষার অনুবর্তী
হয়ো না,—যারা পূর্বে পথভ্রষ্ট হয়েছিল ও বহুজনকে পথভ্রষ্ট
করেছিল আর বিপথে গিয়েছিল সরল পথ থেকে। *

একাদশ অনুচ্ছেদ

৭৮ ইসরাইলবংশীয়দের মধ্যে যারা অবিশ্বাসী হয়েছিল তারা অভিশপ্ত
হয়েছিল দাউদ ও মরিয়ম-পুত্র ঈসার রসনার দ্বারা ; এটি ঘটেছিল
কেন না তারা অবাধ্য হয়েছিল আর সীমা লঙ্ঘন করতো ;

৭৯ তারা পরস্পরকে নিষেধ করতো না যে সব কুকর্ম তারা করতো
সেসব সম্বন্ধে, নিঃসন্দেহ তারা রত ছিল মন্দে।

---

* ধর্মের ব্যাপারে জনপ্রিয় ঐতিহ্যের অন্ধ অনুবর্তিতা যে বিপজ্জনক সেই কথা বলা হোলো।

৮০ তুমি দেখবে তাদের অনেকে বন্ধু হয়েছে যারা অবিশ্বাসী তাদের ; নিঃসন্দেহ তা তাদের জন্য মন্দ যা তারা পূর্বে তাদের জন্য পাঠিয়েছে ; আর আল্লাহ্ তাদের উপরে অসন্তুষ্ট হয়েছেন ; আর তাদের কাটবে শাস্তিতে।

৮১ আর যদি তারা বিশ্বাসী হোতো আল্লাহ্‌তে ও বাণীবাহকে আর যা তাঁর কাছে অবতীর্ণ হয়েছে তাতে, তবে তারা তাদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করতো না ; কিন্তু তাদের অনেকে দুষ্কৃতি-পরায়ণ।

৮২ যারা বিশ্বাস করে যে তারা ইহুদি আর যারা বহুদেববাদী, নিঃসন্দেহ তাদের তুমি দেখবে শত্রুতায় সব চাইতে কঠোর, আর যারা বিশ্বাস করে, বলে, নিঃসন্দেহ আমরা খ্রীষ্টান, নিঃসন্দেহ তাদের তুমি পাবে বন্ধুত্বের সব চাইতে নিকটে ; এটি এই জন্য যে তাদের মধ্যে পুরোহিত ও সন্ন্যাসী আছে আর তারা অহঙ্কারী নয়।

সপ্তম খণ্ড

৮৩ আর যখন তারা শোনে যা বাণীবাহকের কাছে অবতীর্ণ হয়েছে, তুমি দেখবে তাদের চোখ অশ্রুপ্লাবিত হয়েছে তাদের সত্যের স্বীকৃতির জন্য। তারা বলে : হে আমাদের পালয়িতা, আমরা বিশ্বাস করি ; সেজন্য আমাদের নাম লিখে রাখো সাক্ষীদের মধ্যে।

৮৪ আর কি কারণ আমাদের আছে যার জন্য আমরা বিশ্বাস করবো না আল্লাহ্‌তে আর যে সত্য আমাদের কাছে এসেছে তাতে যখন আমরা আন্তরিকভাবে কামনা করি যে আমাদের পালয়িতা আমাদের প্রবেশ করাবেন সৎকর্মশীলদের সঙ্গে ?

৮৫ আল্লাহ্ তাদের পুরস্কার দিয়েছেন যা তারা বলেছিল সেজন্য— উদ্যানসমূহ যাদের নিচে দিয়ে প্রবাহিত বহু নদী, সেসবে স্থায়ীভাবে বাস করার জন্য ; এটি হচ্ছে সৎকর্মশীলদের পুরস্কার।

৮৬ আর যারা অবিশ্বাস করে আর প্রত্যাখ্যান করে আমার নির্দেশসমূহ—তারা হচ্ছে নরকাগ্নির বাসিন্দা।

দ্বাদশ অনুচ্ছেদ

৮৭ হে বিশ্বাসিগণ, আল্লাহ্ যেসব ভালো জিনিস তোমাদের জন্য বৈধ করেছেন সেসব (নিজেদের জন্য) নিষিদ্ধ ক'রো না, আর সীমা লঙ্ঘন ক'রো না, নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ ভালোবাসেন না সীমালঙ্ঘনকারীদের।

৮৮ আর আল্লাহ্ তোমাদের জীবিকা যা দিয়েছেন তার থেকে যা বৈধ ও যা ভালো তা খাও আর আল্লাহ্‌র সীমা রক্ষা করো— যাঁতে তোমরা বিশ্বাস করো।

৮৯ তোমাদের শপথগুলোর মধ্যে যা হেলায় উচ্চারিত সেসবের জন্য আল্লাহ্ তোমাদের জবাবদিহি করবেন না ; কিন্তু তোমাদের জবাবদিহি করবেন তোমাদের সেই সব শপথের জন্য যা দৃঢ়-সংকল্প-মূলক। সেজন্য তার প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে দশজন নিঃস্বকে খাওয়ানো, তোমাদের পরিজনকে সাধারণত যেভাবে খাওয়াও সেইভাবে, অথবা তাদের পরানো, অথবা একজন দাসকে মুক্ত করা, কিন্তু যার সঙ্গতি নেই তার জন্য তিন দিন রোযা রাখা ; এই হচ্ছে তোমাদের শপথের প্রায়শ্চিত্ত যখন শপথ গ্রহণ করো, আর তোমাদের শপথ রক্ষা করো, এইভাবে আল্লাহ্ তাঁর নির্দেশাবলী তোমাদের কাছে স্পষ্ট করেছেন যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হতে পারো।

৯০ হে বিশ্বাসিগণ, মাদকদ্রব্য, আর জুয়া বা বাজি রেখে খেলা, প্রস্তর-পূজা (তাতে বলিদান), আর ভবিষ্যৎ নির্ণয়ের জন্য

তীর নিক্ষেপ, পাপকর্ম—শয়তানের কাজ—সেজন্য এসব পরিহার করো যেন তোমরা সফল হতে পারো।

৯১ নিঃসন্দেহ শয়তান চায় তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ জাগাবে মাদকদ্রব্যের ও জুয়ার সাহায্যে আর তোমাদের ফেরাবে আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে আর (তাঁর) উপাসনা থেকে। তোমরা তাহলে তো পরিহার করবে?

৯২ আর আল্লাহ্‌র অনুগত হও আর বাণীবাহকের অনুগত হও, আর সাবধান হও। কিন্তু যদি তোমরা ফিরে যাও তবে জেনো, আমার বাণীবাহকের কাজ হচ্ছে (বাণী) স্পষ্ট পৌঁছে দেওয়া।

৯৩ যারা বিশ্বাস করে ও ভালো কাজ করে তাদের পাপ হবে না কি তারা (পূর্বে) খেয়েছে সেজন্য। সেজন্য আল্লাহ্‌র সীমা রক্ষা করো ও ভালো কাজ করো; পুনরায়, সীমারক্ষা করো আর বিশ্বাস করো, পুনরায়, সীমারক্ষা করো ও ভালো করো; আর আল্লাহ্ ভালোবাসেন তাদের যারা সৎকর্মশীল।

ত্রয়োদশ অনুচ্ছেদ

৯৪ হে বিশ্বাসিগণ, নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ তোমাদের কিছু পরীক্ষা করবেন শিকারের ব্যাপারে যা তোমরা গ্রহণ করো তোমাদের হাত ও তোমাদের বর্শার সাহায্যে যেন আল্লাহ্ জানতে পারেন কে তাঁকে ভয় করে গোপনে; কিন্তু যে কেউ সীমা লঙ্ঘন করে এর পরে তার জন্য কঠোর শাস্তি আছে।

৯৫ হে বিশ্বাসিগণ, শিকার ক'রো না যখন তোমরা হজ করছ; আর তোমাদের মধ্যে যে কেউ তা হত্যা করে ইচ্ছা ক'রে তার ক্ষতিপূরণ হচ্ছে যা সে হত্যা করেছে তেমন একটি পশু, তোমাদের মধ্যে দুই জন ন্যায়বান্ লোক এ বিষয়ে বিচার করবে, তা কোরবানি দেওয়া হবে কাবায়, অথবা এর কাফ্‌ফারা (প্রায়শ্চিত্ত) স্বরূপ গরীবকে খাওয়ানো, অথবা তুল্য রোযা রাখা—যেন সে তার কাজের কুফল ভোগ করে।

আল্লাহ্‌ ক্ষমা করেন পূর্বে যা হয়েছে, কিন্তু যে কেউ তেমন কাজ পুনরায় করে আল্লাহ্‌ তার প্রতিফল দেবেন ; আল্লাহ্‌ মহাশক্তি—প্রতিফল দানে সক্ষম।

৯৬ বৈধ তোমাদের জন্য সমুদ্রে শিকার আর তার খাদ্য ; এই খাদ্য তোমাদের জন্য আর পথচারীদের জন্য ; আর ডাঙায় শিকার তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ যে সময়ে তোমরা হজ করছ ; আর আল্লাহ্‌র সীমা রক্ষা করো—যাঁর কাছে তোমরা একত্রিত হবে।

৯৭ আল্লাহ্‌ পবিত্র গৃহ কাবাকে করেছেন মানুষের রক্ষণীয়—আর পবিত্র মাস আর কাবা-অভিমুখে-তাড়িত পশুদের আর মালা-পরানোদের (কোরবানির উটদের), এসব এইজন্য যে তোমরা জানতে পারবে আল্লাহ্‌ জানেন যা আছে আকাশে আর যা আছে পৃথিবীতে ; আর আল্লাহ্‌ জ্ঞাতা সব কিছু সম্বন্ধে।

৯৮ জেনো যে আল্লাহ্‌ প্রতিফল দানে কঠোর, আর আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, ফলদাতা।

৯৯ বাণীবাহকের উপরে আর কোনো ভার নেই (বাণী) পৌঁছে দেওয়া ভিন্ন আর আল্লাহ্‌ জানেন কি তোমরা প্রকাশ্যে করো আর কি লুকোও।

১০০ বলো : তুল্য নয় ভালো আর মন্দ যদিও মন্দের প্রাচুর্য তোমাকে আকর্ষণ করে ; সেজন্য হে জ্ঞানিগণ, আল্লাহ্‌র সীমা রক্ষা করো যেন তোমরা সফল হতে পারো।

চতুর্দশ অনুচ্ছেদ

১০১ হে বিশ্বাসিগণ, সেসব বিষয় সম্বন্ধে প্রশ্ন ক'রো না যা জানালে তোমাদের অসুবিধা হতে পারে ; আর যখন কোর্‌আন অবতীর্ণ হচ্ছে তখন যদি সেসব বিষয়ে প্রশ্ন করো তবে সেসব তোমাদের জানিয়ে দেওয়া হবে। আল্লাহ্‌ এটি ক্ষমা করেন, কেন না আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, ধৈর্যশীল।

১০২ তোমাদের পূর্বে একটি সম্প্রদায় এমন সব প্রশ্ন করতো, আর তার পর তারা অবিশ্বাসী হয়েছিল সেই সব কারণে।

১০৩ বহিরা, সায়েবা, ওসিলা, হামি,* আল্লাহ্ এসব তৈরি করেন নি, কিন্তু যারা অবিশ্বাসী তারা আল্লাহ্‌র নামে এই মিথ্যা তৈরি করেছে, আর তাদের অনেকে বুদ্ধিহীন।

১০৪ আর যখন তাদের বলা হয়, আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তার দিকে আস আর বাণীবাহকের দিকে, তারা বলে: যাতে আমাদের পিতাপিতামহদের দেখেছি তাই আমাদের জন্য যথেষ্ট। কী—যদিও তাদের পিতাপিতামহদের কিছুমাত্র জ্ঞান ছিল না আর তারা পথপ্রাপ্ত ছিল না?

১০৫ হে বিশ্বাসিগণ, তোমাদের উপরে ভার রয়েছে তোমাদের অন্তরাত্মার; যে পথভ্রষ্ট হয় সে তোমাদের ক্ষতি করতে পারে না যখন তোমরা সত্যপথে থাকো; আল্লাহ্‌র কাছে তোমাদের প্রত্যাবর্তন—তোমাদের সবার; অতএব তিনি তোমাদের জানাবেন তোমরা কি করতে।

১০৬ হে বিশ্বাসিগণ, যখন মৃত্যু তোমাদের কারো নিকটবর্তী হয় তখন তোমাদের মধ্যে সাক্ষী ডাকো ওসিয়ত (উইল) করবার সময়ে—তোমাদের মধ্যে থেকে দুইজন ন্যায়বান্ লোক অথবা অপর দুই জন অন্যদের মধ্যে থেকে যদি তোমরা তখন দেশ ভ্রমণ করছ আর মৃত্যুর মতন বিপদ এসে হাজির হোলো; এই দুই জন সাক্ষীকে তোমরা ধরে রাখবে নামাযের পরে, আর যদি তোমাদের সন্দেহ হয় তবে তাদের শপথ করতে হবে আল্লাহ্‌র নামে এই ব'লে: আমরা ঘুষ নেবো না যদিও তা আসে নিকট-আত্মীয়ের কাছ থেকে, আর আমরা আল্লাহ্‌র

* দেবতার নামে ছেড়ে দেওয়া বিভিন্ন শ্রেণীর পশু। দ্রষ্টব্য: মোহম্মদ আলীর কোর্‌আনের অনুবাদ, ২৮০ পৃষ্ঠা।

সাক্ষ্য লুকোবো না কেন না তাহলে নিশ্চয় আমরা পাপী
হবো।
১০৭ আর তার পর যদি জানা যায় যে তাদের দুইজনই পাপের
সন্দেহের যোগ্য হয়েছে তবে তাদের স্থান নিক অপর দুইজন
নিকট-সম্বন্ধের লোকদের মধ্যে থেকে, আর তারা আল্লাহ্‌র
নামে শপথ করুক (এই ব'লে): নিঃসন্দেহ আমাদের সাক্ষ্য
বেশি সত্য ঐ দুইজনের সাক্ষ্যের চাইতে আর আমরা সীমা
লঙ্ঘন করি নি কেন না তবে নিঃসন্দেহ আমরা অন্যায়কারীদের
দলের হবো।
১০৮ এইভাবে এটি বেশি সম্ভবপর যে তারা যথার্থ সাক্ষ্য দেবে
অথবা ভয় করবে যে তাদের শপথের পরে অন্যদের শপথ গ্রহণ
করা হবে। সেজন্য আল্লাহ্‌র সীমা রক্ষা করো ও শোন;
আর আল্লাহ্ পথ দেখান না অন্যায়কারী সম্প্রদায়কে।

পঞ্চদশ অনুচ্ছেদ

১০৯ যেদিন আল্লাহ্ বাণীবাহকদের একত্রিত করবেন তারপর
বলবেন: তোমাদের কী উত্তর দেওয়া হয়েছিল? তাঁরা
বলবেন: আমাদের কিছু জানা নেই, নিঃসন্দেহ তুমি সব
অদৃশ্যের জ্ঞাতা।
১১০ যখন আল্লাহ্ বলবেন: হে মরিয়ম-পুত্র ঈসা, স্মরণ করো
তোমার ও তোমার মাতার উপরে আমার অনুগ্রহ,—কেমন
ক'রে আমি তোমার বলবৃদ্ধি করেছিলাম রুহুল্ কুদুস (পবিত্র
প্রেরণা) দিয়ে, আর তুমি লোকদের সঙ্গে কথা বলেছিলে
দোলনায় থাকাকালে ও পরিণত বয়সে, আর কেমন ক'রে
আমি তোমাকে শিখিয়েছিলাম গ্রন্থ আর জ্ঞান আর তওরাত
আর ইঞ্জিল, আর কেমন ক'রে তুমি কাদা দিয়ে তৈরি
করেছিলে পাখির মতো মূর্তি আমার অনুমতিক্রমে, তারপর
তুমি তাতে ফুঁ দিলে ও তা পাখি হোলো আমার অনুমতিক্রমে,

আর কেমন ক'রে তুমি আরোগ্য করেছিলে জন্মান্ধকে ও কুষ্ঠরোগগ্রস্তকে আমার অনুমতিক্রমে, আর কেমন ক'রে তুমি পুনর্জীবিত করেছিলে মৃতকে আমার অনুমতিক্রমে, আর কেমন ক'রে আমি ইসরাইলবংশীয়দের রোধ করেছিলাম তোমা থেকে যখন তুমি তাদের কাছে এসেছিলে স্পষ্ট প্রমাণসমূহ নিয়ে আর যারা অবিশ্বাসী তারা বলেছিল : এ স্পষ্ট জাদু ভিন্ন আর কিছু নয় ;

১১১ আর যখন আমি শিষ্যদের প্রত্যাদেশ দিয়েছিলাম এই বলে : আমাতে ও আমার বাণীবাহকে বিশ্বাস করো, তারা বলেছিল : আমরা বিশ্বাস করি আর সাক্ষ্য দিই যে আমরা সমর্পিতচিত্ত ;

১১২ যখন শিষ্যরা বলেছিল : হে মরিয়ম-পুত্র ঈসা, তোমার পালয়িতা কি আকাশ থেকে আমাদের জন্য খাদ্য পাঠাতে রাজি হবেন? তিনি বলেছিলেন : আল্লাহ্‌র সীমা রক্ষা করো যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।

১১৩ তারা বলেছিল : আমরা চাই যে আমরা তা খাবো যেন তাতে আমাদের অন্তরাত্মা শান্ত হয়, আর যেন আমরা জানতে পারি তুমি আমাদের কাছে সত্য বলেছিলে, আর যেন আমরা হতে পারি তার সাক্ষী ;

১১৪ মরিয়ম-পুত্র ঈসা বলেছিলেন : হে আল্লাহ্‌, আমাদের পালয়িতা, আমাদের জন্য খাদ্য অবতীর্ণ করো আকাশ থেকে যা হবে আমাদের জন্য ঈদ্‌ (চির-উৎসব) আমাদের প্রথম ও শেষ ব্যক্তির জন্য, আর তোমার কাছ থেকে একটি নিদর্শন, আর আমাদের জীবিকা দাও—তুমি জীবিকাদাতাদের সর্বোত্তম।

১১৫ আল্লাহ্‌ বলেছিলেন : নিঃসন্দেহ আমি তা তোমাদের জন্য অবতীর্ণ করবো কিন্তু তোমাদের মধ্যে যে কেউ পরে অবিশ্বাসী হবে, নিঃসন্দেহ আমি তাকে শাস্তি দেব, তেমন শাস্তি আমি জগতের আর কোনো সম্প্রদায়কে দেবো না।

ষোড়শ অনুচ্ছেদ

১১৬ আর যখন আল্লাহ্‌ বলবেন : হে মরিয়ম-পুত্র ঈসা, তুমি কি
লোকদের বলেছিলে—আমাকে আর আমার মাকে আল্লাহ্‌
ভিন্ন দুই জন উপাস্যরূপে গ্রহণ করো? তিনি বলবেন:
তোমারই মহিমা—এটি আমার যোগ্য ছিল না যে আমি তা
বলবো যাতে আমার অধিকার নেই, যদি আমি এ কথা
বলতাম তবে নিঃসন্দেহ তুমি তা জানতে, তুমি জানো কি
আছে আমার মনে আর আমি জানি না কি আছে তোমার
মনে; নিঃসন্দেহ কেবল তুমিই জ্ঞাতা সব অদৃশ্যের;
১১৭ আমি তাদের বলি নি এ ভিন্ন আর কিছু যা তুমি আমাকে
আদেশ করেছিলে : আল্লাহ্‌র উপাসনা করো যিনি আমার
পালয়িতা আর তোমাদের পালয়িতা। আমি তাদের সাক্ষী
ছিলাম যতদিন তাদের মধ্যে ছিলাম, কিন্তু যখন তুমি আমাকে
গ্রহণ করলে তুমি ছিলে তাদের উপরে প্রহরী, আর তুমি সব
কিছুর সাক্ষী;
১১৮ তুমি যদি তাদের শাস্তি দাও—নিঃসন্দেহ তারা তোমার দাস,
আর যদি তাদের ক্ষমা করো—নিঃসন্দেহ তুমি মহাশক্তিমান্‌,
জ্ঞানী।
১১৯ আল্লাহ্‌ বলবেন : এই দিনে সত্য সত্যপরায়ণদের জন্য লাভের
হবে—তারা পাবে উদ্যানসমূহ যাদের নিচে দিয়ে বইছে বহু
নদী সে-সবে স্থায়ীভাবে বাস করার জন্য—আল্লাহ্‌ সন্তুষ্ট
তাদের উপরে আর তারা সন্তুষ্ট তাঁতে; মহাসাফল্য এটি।
১২০ আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহ্‌র আর এই দুয়ের মধ্যে যা
আছে; আর তিনি সব কিছুর উপরে ক্ষমতাবান্‌।

আল্-আ'নাম

[আল্-আ'নাম—কোরআন্ শরীফের ষষ্ঠ সূরা—এর অর্থ গৃহপালিত পশু। এটি হযরতের মক্কা-বাসের শেষ বৎসরে অবতীর্ণ হয়। তবে এর নয়টি আয়াত মদিনীয় এই কারো কারো মত।

মক্কায় হযরতের প্রচারক-জীবনের বারো তেরো বৎসরে তাঁর শিষ্যলাভ হয়েছিল এক শত জনের কিছু বেশি—তাঁরাও অনেকে দেশত্যাগী হয়েছিলেন বিরুদ্ধ পক্ষের প্রবল অত্যাচারের ফলে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে এই অবস্থায়ও যে সত্য তাঁর লাভ হয়েছিল তার ভবিষ্যৎ সাফল্যে তিনি একান্ত আস্থাবান্।

এই সূরার ১২৪ সংখ্যক আয়াতে বলা হয়েছে···আমি প্রত্যেক শহরে তার প্রধানদের করেছি সেখানকার অপরাধী যেন তারা তার মধ্যে চক্রান্ত ক'রে চলে···।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

দয়াময় ফলদাতা আল্লাহ্-র নামে

১ প্রশংসা আল্লাহ্-র যিনি সৃষ্টি করেছেন অন্তরীক্ষ ও পৃথিবী আর বিধান করেছেন অন্ধকার ও আলো; তবু যারা অবিশ্বাসী তারা দাঁড় করায় তাদের পালয়িতার সমকক্ষ।

২ তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন কাদা থেকে, তার পর তিনি নির্ধারিত করেছেন একটি কাল (আয়ুষ্কাল), আর কাল তাঁর কাছে নির্ধারিত; তবু তোমরা সন্দেহ পোষণ করো।

৩ আর তিনিই আল্লাহ্ আকাশে ও পৃথিবীতে, তিনি জানেন যা তোমাদের গোপন আর যা তোমাদের প্রকাশ্য আর তিনি জানেন যা তোমরা অর্জন করো।

৪ আর তাদের কাছে আসে না তাদের পালয়িতার নির্দেশাবলীর কোনো নির্দেশ যা থেকে তারা ফিরে না দাঁড়ায়।

৫ নিঃসন্দেহ তারা সত্য প্রত্যাখ্যান করেছে যখন তা তাদের কাছে এসেছিল, সেজন্য যার সম্বন্ধে তারা বিদ্রূপ করেছিল তা তাদের কাছে আসবে।

৬ তারা কি দেখে না কত-পুরুষ আমি তাদের পূর্বে ধ্বংস করেছি —যাদের আমি পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম তোমাদের যেমন প্রতিষ্ঠিত করেছি তার চাইতে আরো দৃঢ়ভাবে, আর মেঘদল পাঠিয়েছিলাম তাদের উপরে অজস্র বারিবর্ষণ করতে আর তাদের নিচে দিয়ে প্রবাহিত করেছিলাম বহু নদী, তার পর তাদের ধ্বংস করেছিলাম তাদের অপরাধের জন্য, আর তাদের পরে পত্তন করেছিলাম অন্য পুরুষের।

৭ আর যদি আমি তোমার কাছে অবতীর্ণ করতাম কাগজের উপরে লেখা, আর তারা তা ছুঁতো তাদের হাত দিয়ে, নিঃসন্দেহ যারা অবিশ্বাসী তারা বলতো : এ স্পষ্ট জাদু ভিন্ন আর কিছু নয়।

৮ আর তারা বলে : একজন ফেরেশ্‌তাকে কেন তাদের কাছে উপর থেকে পাঠানো হয় নি ? অমি যদি একজন ফেরেশ্‌তা পাঠাতাম তবে নিঃসন্দেহ ব্যাপারটির মীমাংসা হয়ে যেত ; তাদের আর সময় দেওয়া হত না। *

৯ যদি আমি ফেরেশ্‌তাকে নিযুক্ত করতাম (বাণীবাহকরূপে) তবে তাকে নিঃসন্দেহ মানুষই করতাম, আর এইভাবে তাদের জন্য ঘোরালো করতাম যা তারা ঘোরালো করছে।

১০ নিঃসন্দেহ তোমার পূর্বে বাণীবাহকদের বিদ্রূপ করা হয়েছিল ; কিন্তু যা নিয়ে তারা বিদ্রূপ করেছিল তা ঘেরাও করেছিল তাদের মধ্যে যারা বিদ্রূপ করেছিল তাদের।

* কোর্‌আনের বহু বর্ণনা থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় ফেরেশ্‌তারা নেমে আসে প্রত্যাদেশ নিয়ে অথবা অন্যায়কারীদের শাস্তি দেবার জন্য।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

১১ বলো : পৃথিবীতে ভ্রমণ করো ; তারপর দেখো যারা প্রত্যাখ্যান করেছিল তাদের পরিণাম কি হয়েছিল।

১২ বলো : আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সেসব কার জন্য ? বলো : আল্লাহ্‌র জন্য ; তিনি নিজের উপরে বিধান করেছেন করুণা ; নিঃসন্দেহ কেয়ামতের দিন তিনি তোমাদের একত্রিত করবেন—কোনো সন্দেহ নেই তাতে ; যারা নিজেদের অন্তরাত্মার ক্ষতি করেছে—তারা বিশ্বাস করবে না।

১৩ আর তাঁরই যা অবস্থিতি করে রাত্রি ও দিনের মধ্যে ; আর তিনি শ্রোতা, জ্ঞাতা।

১৪ বলো : আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা আল্লাহ্‌ ভিন্ন আর কাউকে কি আমি রক্ষাকারী বন্ধুরূপে গ্রহণ করবো ? আর তিনি খাওয়ান আর তাঁকে খাওয়ানো হয় না ; বলো : আমাকে আদেশ দেওয়া হয়েছে আত্মসমর্পণে অগ্রণী হতে ; আর তুমি (হে মোহম্মদ) বহুদেববাদীদের দলের হয়ো না।

১৫ বলো : আমি ভয় করি এক ভয়ঙ্কর দিনের শাস্তি যদি আমার পালয়িতার অবাধ্য হই।

১৬ যার কাছ থেকে সেদিন এটি (এই শাস্তি) প্রতিহত হবে নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ তাকে করুণা করেছেন, আর এ এক মহাসাফল্য।

১৭ আর যদি আল্লাহ্‌ তোমাদের দুঃখ দিয়ে স্পর্শ করেন তবে তা সরিয়ে নেবার কেউ নেই তিনি ভিন্ন ; আর যদি তিনি তোমাদের স্পর্শ করেন শুভকর কিছু দিয়ে তবে নিঃসন্দেহ তিনি সব কিছুর উপরে ক্ষমতাবান্‌।

১৮ তিনি তাঁর দাসদের উপরে সর্বশক্তিমান্‌ ; আর তিনি জ্ঞানী, ওয়াকিফহাল।

১৯ বলো : সাক্ষ্যে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ কি ? বলো : আল্লাহ্‌

তোমাদের ও আমার মধ্যে সাক্ষী আর এই কোর্‌আন আমার কাছে প্রত্যাদিষ্ট হয়েছে যেন এর দ্বারা আমি সতর্ক করতে পারি তোমাদের ও যাদের কাছে এটি পৌঁছুতে পারে তাদের। তোমরা কি প্রকৃতই এই সাক্ষ্য দাও যে আল্লাহ্‌ ভিন্ন আরো উপাস্য আছে? বলো: আমি (সেই) সাক্ষ্য দিই না। বলো: তিনি একমাত্র উপাস্য আর নিঃসন্দেহ আমি মুক্ত তোমরা (তাঁর সঙ্গে) যে সব অংশী দাঁড় করাও সেসব থেকে।

২০ যাদের আমি গ্রন্থ দিয়েছি তারা তাঁকে জানে যেমন তারা জানে তাদের পুত্রদের; আর যারা তাদের অন্তরাত্মার ক্ষতি করছে তারা বিশ্বাস করবে না।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

২১ কে তার চাইতে বেশি অন্যায়কারী যে আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে মিথ্যা তৈরি করে অথবা তাঁর নির্দেশসমূহ প্রত্যাখ্যান করে? নিঃসন্দেহ অন্যায়কারীরা সফলকাম হবে না।

২২ আর যেদিন আমি তাদের সবাইকে একত্রিত করবো তার পর সেদিন আমি তাদের বলবো যারা আল্লাহ্‌র অংশী দাঁড় করিয়েছিল: কোথায় তোমাদের সেই সঙ্গীরা যাদের তোমরা ঘোষণা করেছিলে?

২৩ তখন তাদের মিথ্যা অজুহাত আর কিছু থাকবে না এ কথা বলা ভিন্ন; আমাদের পালয়িতা আল্লাহ্‌র শপথ, আমরা বহু-দেববাদী ছিলাম না।

২৪ দেখ কেমন মিথ্যা কথা তারা বলে নিজেদের অন্তরাত্মা সম্বন্ধে? আর তাদের ভ্রান্তি তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছে।

২৫ আর তাদের মধ্যে আছে কেউ কেউ যারা তোমার কথায় কান পাতে, কিন্তু আমি তাদের অন্তঃকরণের উপরে দিয়ে রেখেছি পর্দা যেন তারা তা না বুঝতে পারে, আর তাদের কানে (দিয়েছি) অসাড়তা, তার ফলে যদি তারা প্রত্যেক নিদর্শন

দেখেও তবু তাতে বিশ্বাস করবে না এতদূর পর্যন্ত যে যখন তারা তোমার কাছে আসে তারা আসে শুধু তর্ক করতে ; যারা অবিশ্বাসী তারা বলে : এ সেকালের লোকদের কাহিনী ভিন্ন আর কিছু নয়।

২৬ আর তারা লোকদের নিষেধ করে এ থেকে, আর দূরে চলে যায় এ থেকে, আর তারা নিজেদের অন্তরাত্মার ধ্বংসসাধন ভিন্ন আর কিছু করে না, কিন্তু তারা অনুভব করে না।

২৭ আর যদি তুমি দেখতে যখন তাদের দাঁড় করানো হয়েছে আগুনের সামনে—তখন তারা বলবে : হায় যদি আমরা ফিরে যেতে পারতাম—তাহলে আমরা প্রত্যাখ্যান করতাম না আমাদের পালয়িতার নির্দেশাবলী আর আমরা হতাম বিশ্বাসী-দের অন্তর্গত।

২৮ না—তারা যা পূর্বে লুকিয়েছিল তা প্রকাশ পাবে তাদের কাছে, আর যদি তাদের ফেরত পাঠানো হোতো তবে নিশ্চয় তারা তাতেই ফিরে যেতো যা তাদের নিষেধ করা হয়েছিল ; আর নিঃসন্দেহ তারা মিথ্যাবাদী।

২৯ আর তারা বলে : আমাদের এই সংসারের জীবন ভিন্ন আর কিছু নেই, আর আমাদের পুনরায় তোলা হবে না।

৩০ আর যদি তোমরা দেখতে যখন তাদের পালয়িতার সামনে তাদের দাঁড় করানো হয়েছে। তিনি বলবেন : এ কি সত্য নয় ? তারা বলবে : হাঁ—আমাদের পালয়িতার শপথ। তিনি বলবেন : তবে শাস্তি আস্বাদ করো যেহেতু তোমরা অবিশ্বাস করেছিলে।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

৩১ তারা নিঃসন্দেহ ক্ষতিগ্রস্ত যারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে দেখা হওয়া অস্বীকার করে যে পর্যন্ত না সেই সময় তাদের উপরে এসে পড়ে অতর্কিতে—(তখন) তারা বলবে : আফসোস এ সম্বন্ধে

অবহেলা করেছিলাম! আর তারা তাদের বোঝা তাদের
পিঠে বহন করবে; হায় মন্দ তা যা তারা বহন করে।
৩২ আর এই সংসারের জীবন খেলা ও কৌতুক ভিন্ন আর কিছু নয়,
আর নিঃসন্দেহ পরকালের জীবন ভালো তাদের জন্য যারা
সীমা রক্ষা করে; তবে কি তোমাদের বুদ্ধি নেই?
৩৩ আমি অবশ্যই জানি যা তারা বলে তাতে তুমি ব্যথিত হও,
কিন্তু যথার্থত তারা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে না কিন্তু
অন্যায়কারীরা আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী অমান্য করে।
৩৪ আর নিঃসন্দেহ তোমার পূর্বে বাণীবাহকরা প্রত্যাখ্যাত হয়ে-
ছিলেন, কিন্তু তাঁরা ধৈর্যশীল ছিলেন প্রত্যাখ্যাত ও অত্যাচারিত
হয়ে যে পর্যন্ত না আমার সাহায্য তাঁদের কাছে পৌঁছেছিল, আর
আল্লাহ্‌র বাণী কেউ বদল করতে পারে না; আর নিঃসন্দেহ
তোমার কাছে কিছু সংবাদ এসেছে বাণীবাহকদের সম্বন্ধে।
৩৫ আর যদি তাদের ফিরে যাওয়া তোমাকে ব্যথিত করে তবে
যদি পারো তবে মাটির নিচে নেমে যাবার পথ খোঁজো, অথবা
আকাশে উঠবার একটি মই, যেন তুমি তাদের জন্য আনতে
পারো একটি নিদর্শন; আর যদি আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করতেন তবে
নিঃসন্দেহ তাদের সবাইকে তিনি দাঁড় করাতেন (ঠিক) পথের
উপরে; সেজন্য অজ্ঞদের দলের হয়ো না।
৩৬ কেবল তারাই গ্রহণ করে যারা শোনে, আর মৃতদের সম্বন্ধে—
আল্লাহ্‌ তাদের তুলবেন, তার পর তাঁর কাছে তারা প্রত্যাবৃত্ত
হবে।
৩৭ আর তারা বলে: পালয়িতার কাছ থেকে কোনো নিদর্শন
তার কাছে কেন অবতীর্ণ হয় নি? বলো: নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌
নিদর্শন অবতীর্ণ করতে সক্ষম, কিন্তু তাদের অনেকে জানে না।
৩৮ এমন কোনো পশু নেই যা মাটির উপরে বিচরণ করে অথবা
কোনো পাখি যা তার দুই পাখা দিয়ে ওড়ে যারা তোমাদের

মতো সম্প্রদায় নয়। আমি গ্রন্থে কিছুই অবহেলা করি নি। তার পর তাদের পালয়িতার কাছে তারা একত্রিত হবে।

৩৯ আর যারা আমার নির্দেশসমূহ প্রত্যাখ্যান করে তারা বধির ও বোবা—অন্ধকারে। যাকে ইচ্ছা করেন আল্লাহ্ পথভ্রষ্ট করেন, আর যাকে ইচ্ছা করেন দাঁড় করান সোজা পথের উপরে।

৪০ বলোঃ ভাবো আল্লাহ্‌র শাস্তি তোমার উপরে এসে পড়েছে অথবা সেই সময় তোমাদের উপরে এসে পড়েছে—তখন তোমরা আল্লাহ্ ভিন্ন আর কাউকে কি ডাকবে—(বলো) যদি সত্যবাদী হও ?

৪১ না—বরং তাঁকেই তোমরা ডাকো ; আর যার জন্য ডাকো তা তিনি দূর ক'রে দেন যদি ইচ্ছা করেন, আর তোমরা ভুলে যাও (তাঁর) যেসব অংশী দাঁড় করাও (তাদের কথা)।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

৪২ নিঃসন্দেহ আমি তোমার পূর্বের জাতিদের কাছে বাণীবাহক পাঠিয়েছিলাম, তার পর আমি তাদের উপরে পাঠিয়েছিলাম দুর্দশা ও বিপৎপাত যেন তারা নিজেদের বিনত করে।

৪৩ তবু—কেন তারা নিজেদের বিনত করে নি আমার শাস্তি যখন তাদের কাছে এসেছিল সে সময় ? কিন্তু তাদের অন্তঃকরণ কঠিন হয়েছিল, আর যা তারা করতো শয়তান সেসব তাদের চিত্তাকর্ষক করে' দেখিয়েছিল।

৪৪ তার পর যখন তারা ভুলে গেল যে-বিষয়ে তাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছিল—আমি তাদের জন্য খুলে দিলাম সব কিছুর দরজা যে পর্যন্ত না তারা মেতেছিল যা তাদের দেওয়া হয়েছিল তাতে ; তার পর আমি তাদের পাকড়াও করলাম অতর্কিতে—তারা তখন হতভম্ব।

৪৫ যারা অন্যায়কারী এইভাবে তাদের শিকড় কাটা পড়েছিল ;

আর সব প্রশংসা আল্লাহ্‌র (যিনি) বিশ্বজগতের পালয়িতা।

৪৬ বলো : চিন্তা করেছ কি, যদি আল্লাহ্‌ নিয়ে নেন তোমাদের শ্রবণ শক্তি আর তোমাদের দৃষ্টিশক্তি আর মোহর মেরে দেন তোমাদের অন্তঃকরণের উপরে তবে আল্লাহ্‌ ভিন্ন কে উপাস্য আছে যে তোমাদের তা ফিরিয়ে দিতে পারে ? দেখ কিভাবে আমি পুনরাবৃত্তি করি নির্দেশসমূহের তবু তারা ফিরে যায়।

৪৭ বলো : চিন্তা করেছ কি যদি আল্লাহ্‌র শাস্তি তোমাদের উপরে এসে পড়ে অতর্কিতে অথবা প্রকাশ্যভাবে তবে অন্যায়কারী সম্প্রদায়েরা ভিন্ন আর কেউ কি ধ্বংস হবে ?

৪৮ আর আমি বাণীবাহকদের পাঠাই না সুসংবাদদাতা আর সতর্ককারীরূপে ভিন্ন ; এর পর যে কেউ বিশ্বাস করে আর ভালো কাজ করে তাদের ভয় নেই, আর তারা দুঃখও করবে না।

৪৯ আর যারা আমাব নির্দেশসমূহ প্রত্যাখ্যান করে ; শাস্তি তাদের পীড়ন, কেন না তারা ছিল দুষ্কৃতিপরায়ণ।

৫০ বলো : আমি তোমাদের বলি না যে আমার কাছে আল্লাহ্‌র ধনসম্পত্তি আছে, আমি অদৃশ্যের জ্ঞাতাও নই, এও তোমাদের বলি না যে আমি নিঃসন্দেহ ফেরেশ্‌তা ; আমি আর কিছুর অনুবর্তী নই আমার কাছে যা প্রত্যাদিষ্ট হয় তা ভিন্ন। বলো : অন্ধ আর চক্ষুষ্মান্‌ কি একরকমের ? তাহলে তোমরা কি চিন্তা করবে না ?

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

৫১ আর সতর্ক করো এর দ্বারা তাদের যারা ভয় করে যে তারা তাদের পালয়িতার কাছে একত্রিত হবে, তিনি ভিন্ন তাদের জন্য নেই কোনো বন্ধু অথবা সুপারিশকারী—(অতএব) যেন তারা সীমা রক্ষা করে।

৫২ আর তাড়িয়ে দিও না তাদের যারা তাদের পালয়িতাকে ডাকে প্রাতে ও সন্ধ্যায়, তারা কেবল চায় তাঁর আনন (সন্তোষ),

তাদের জন্য কোনো জবাবদিহি তোমার নেই, তাদেরও তোমার জন্য কোনো জবাবদিহি নেই, ফলে তাদের তাড়িয়ে দিলে তুমি অন্যায়কারী হবে।*

৫৩ আর এইভাবে আমি একদলকে পরীক্ষা করি অন্য দলের দ্বারা; তার ফলে তারা বলে এরাই কি তারা যাদের আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছেন আমাদের মধ্যে থেকে !—আল্লাহ্ কি ভালো জানেন না কৃতজ্ঞদের ?

৫৪ আর যখন যারা আমার নির্দেশাবলীতে বিশ্বাস করে তারা তোমার কাছে আসে, বলো : তোমাদের জন্য শান্তি ; তোমাদের পালয়িতা নিজের উপরে বিধান করেছেন করুণা সেজন্য তোমাদের কেউ যদি পাপকার্য করে অজ্ঞানতায়, তার পর ফেরে আর ভালো কাজ করে—তবে তিনি ক্ষমাশীল, ফলদাতা।†

৫৫ আর এইভাবে আমি নির্দেশাবলী সুস্পষ্ট করি, আর যেন অপরাধীদের পথ স্পষ্ট বোঝা যায়।

সপ্তম অনুচ্ছেদ

৫৬ বলো : আমাকে নিষেধ করা হয়েছে তাদের উপাসনা করতে আল্লাহ্ ভিন্ন যাদের তোমরা ডাকো। বলো : আমি তোমাদের খেয়ালের অনুবর্তী নই ; কেন না তাহলে নিঃসন্দেহ আমি বিপথে যাব—আর যারা পথপ্রাপ্ত আমি তাদের দলের হবো না।

৫৭ বলো : আমি নির্ভর করি আমার পালয়িতার কাছ থেকে পাওয়া স্পষ্ট প্রমাণের উপরে আর তোমরা তাকে বলো মিথ্যা।

* কয়েকজন কোরেশপ্রধান হযরতকে বলেছিল তারা হযরতের আনুগত্য স্বীকার করতে রাজি আছে যদি সেই আনুগত্য স্বীকারের সময়ে গরীব মুসলমানেরা হযরতের সঙ্গে না থাকে। তখন অবতীর্ণ হয়েছিল এই বাণী।

† এই আয়াতে যে নীতি ঘোষিত হোলো—তোমাদের পালয়িতা নিজের উপরে বিধান করেছেন করুণা—বলা যেতে পারে এটি কোর্‌আনের শিক্ষার ভিত্তি স্থানীয়। কোর্‌আনের আর সব নীতি এর সঙ্গে সম্পর্কিত। হযরত মোহম্মদ ও ইসলাম-এর 'অনুবৃত্তি দ্রষ্টব্য।

তোমরা যা তাড়াতাড়ি চাও তা আমার কাছে নেই—সিদ্ধান্ত
আল্লাহ্‌র, তিনি সত্য বর্ণনা করেন, আর তিনি শ্রেষ্ঠ সিদ্ধান্তকর্তা।
৫৮ বলো ঃ যা তোমরা চাও শীগগিরই ঘটুক, তা যদি আমার
কাছে থাকতো তবে নিশ্চয়ই ব্যাপারটার মীমাংসা হয়ে যেতো
তোমাদের ও আমার মধ্যে, আর আল্লাহ্‌ ভালো জানেন
অন্যায়কারীদের।
৫৯ আর তাঁর কাছে আছে অদৃশ্যের চাবি—কেউ সেসব জানে না
তিনি ভিন্ন ; আর তিনি জানেন যা আছে স্থলে আর সমুদ্রে ;
আর গাছের একটি পাতা পড়ে না যা তিনি জানেন না—নাই
একটি শস্যকণা মাটির অন্ধকারে অথবা কোনো সবুজ অথবা
শুষ্ক বস্তু যা (লেখা) নেই স্পষ্ট লেখায়।
৬০ আর তিনি তোমাদের (আত্মাকে) গ্রহণ করেন রাত্রিতে
(নিদ্রায়), আর তিনি জানেন কি তোমরা উপার্জন করো
দিনে ; তার পর তিনি তোমাদের পুনর্জীবিত করেন, তার ফলে
যেন একটি নির্ধারিত কাল পূর্ণ হতে পারে, তার পর তাঁর
কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন—তখন তিনি তোমাদের
জানাবেন কি তোমরা করতে।

অষ্টম অনুচ্ছেদ

৬১ আর তিনি সর্বশক্তিমান্‌ তাঁর দাসদের উপরে ; আর তিনি
তোমাদের উপরে রক্ষক পাঠান যে পর্যন্ত না তোমাদের কারো
কাছে মৃত্যু আসে। আমার দূতরা (ফেরেশ্‌তারা) তাকে
গ্রহণ করে, আর তারা অবহেলা করে না।
৬২ তার পর তাদের ফেরত পাঠানো হয় তাদের রক্ষাকারী বন্ধু
আল্লাহ্‌র কাছে—তিনি ন্যায়নিষ্ঠ। নিঃসন্দেহ হুকুম তাঁর—আর
তিনি হিসাবে সত্বরতম।
৬৩ বলো ঃ কে তোমাদের উদ্ধার করেন স্থল ও সমুদ্রের অন্ধকার
থেকে (যখন) তোমরা তাঁকে ডাকো (প্রকাশ্যভাবে)

নিজেদের একান্ত বিনত ক'রে ও মনে মনে : যদি তিনি এ থেকে আমাদের উদ্ধার করেন তবে নিঃসন্দেহ আমরা হবো কৃতজ্ঞদের অন্তর্গত।

৬৪ বলো : আল্লাহ্ তোমাদের উদ্ধার করেন সেসব থেকে আর সব বিপদ থেকে ; কিন্তু পুনরায় তোমরা তার অংশী দাঁড় করাও।

৬৫ বলো : তাঁর ক্ষমতা আছে তোমাদের উপরে শাস্তি পাঠাবার তোমাদের উপর থেকে অথবা তোমাদের পায়ের নিচে থেকে, অথবা তিনি তোমাদের দিশাহারা করতে পারেন মতভেদ ঘটিয়ে আর তোমাদের একদলকে ভোগ করাতে পারেন অন্য দলের অত্যাচার। দেখো কেমন করে আমি নির্দেশাবলীর পুনরাবৃত্তি করি যেন তারা বুঝতে পারে।

৬৬ আর তোমার জাতি এটি মিথ্যা বলেছে, আর এইটিই সত্য। বলো : তোমাদের দায়িত্ব আমার উপরে নেই।

৬৭ প্রত্যেক ভবিষ্যদ্বাণীর জন্য একটি নির্দিষ্ট কাল আছে। আর তোমরা (তা) জানবে।

৬৮ আর যারা আমার নির্দেশসমূহ সম্বন্ধে মিথ্যা তর্ক করে তাদের যখন দেখ তখন তাদের থেকে সরে যাও যে পর্যন্ত না তারা অন্য প্রসঙ্গে প্রবেশ করে ; আর যদি শয়তান তোমাকে ভুলিয়ে দেয় তবে স্মরণ হবার পরে অন্যায়কারী দলের সঙ্গে বসে থেকো না।

৬৯ যারা সীমা রক্ষা করে তাদের কোনো জবাবদিহি করবার নেই তাদের জন্য তাদের এই স্মরণ করিয়ে দেওয়া ভিন্ন যে সৌভাগ্য-ক্রমে তারাও সীমা রক্ষা করতে পারে।

৭০ আর তাদের বাদ দাও যারা তাদের ধর্মকে নিয়েছে খেলা ও কৌতুকরূপে আর যাদের এই সংসারের জীবন ভুলিয়েছে ; আর (মানুষদের) স্মরণ করিয়ে দাও যেন একটি প্রাণ বিধ্বস্ত

না হয় যা সে উপার্জন করেছে তার দ্বারা, তার আর কোনো বন্ধু বা সুপারিশকারী নেই আল্লাহ্‌ ভিন্ন; আর যদি তারা চেষ্টা করে সব রকমের ক্ষতিপূরণ দিতে তবুও তাদের কাছ থেকে তা গৃহীত হবে না; এরাই তারা যাদের ছেড়ে দেওয়া হবে ধ্বংসে তারা যা উপার্জন করেছে তার ফলে, তাদের জন্য পানীয় হচ্ছে ফুটন্ত পানী, আর এক কঠিন শাস্তি যেহেতু তারা অবিশ্বাস করেছিল।

নবম অনুচ্ছেদ

৭১ বলো: আল্লাহ্‌ ভিন্ন আমরা তাকে কি ডাকবো যে আমাদের উপকার করতে পারে না আমাদের অপকারও করতে পারে না, আর আমরা কি ফিরে যাব আল্লাহ্‌ আমাদের পথ দেখাবার পরে তার মতো দিশাহারা হয়ে যাকে শয়তানরা সংসারে মোহিত করেছে—যার সঙ্গীরা আছে যারা তাকে আহ্বান করে সুপথে এই বলে: আমাদের দিকে এসো? বলো: নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌র পথনির্দেশ—তাই পথনির্দেশ, আর আমাদের আদেশ করা হয়েছে যে আমরা আত্মসমর্পণ করবো বিশ্বজগতের পালয়িতার কাছে—

৭২ আর উপাসনা প্রতিষ্ঠিত রাখতে আর সীমা রক্ষা করতে; আর তাঁরই কাছে তোমরা একত্রিত হবে।

৭৩ আর তিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশ ও পৃথিবী সত্যসহ; আর সেই দিন তিনি বলেন: হও—তা হয়।

৭৪ তাঁর বাণী হচ্ছে সত্য, আর তাঁর হবে সর্ব-স্বামিত্ব যেদিন শৃঙ্গধ্বনি হবে; অদৃশ্যের ও দৃশ্যের জ্ঞাতা, আর তিনি জ্ঞানী, ওয়াকিফহাল।

৭৫ আর যখন ইব্রাহিম বলেছিলেন তাঁর পিতা আযরকে: তুমি কি প্রতিমাদের গ্রহণ করো উপাস্যরূপে? নিঃসন্দেহ আমি দেখছি তুমি আর তোমার লোকেরা স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে।

৭৬ আর এইভাবে আমি ইব্রাহিমকে দেখিয়েছিলাম আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্ব যেন সে হতে পারে যারা নিঃসন্দেহ তাদের দলের।

৭৭ যখন রাত্রি তার উপরে আঁধার হোলো সে দেখলে একটি তারা, সে বললেঃ এই আমার পালয়িতা। কিন্তু যখন তা অস্ত গেল তখন সে বললেঃ যারা অস্ত যায় তাদের আমি ভালোবাসি না।

৭৮ তার পর যখন সে দেখলে চন্দ্র উদিত হচ্ছে, সে বললেঃ এই আমাব পালয়িতা। কিন্তু যখন তা অস্ত গেল সে বললেঃ যদি আমার পালয়িতা আমাকে পথ না দেখান তবে আমি নিঃসন্দেহ সেই দলের একজন হবো যারা পথভ্রান্ত।

৭৯ তার পর যখন সে দেখলে সূর্য উঠছে সে বললেঃ এই আমার পালয়িতা। এ সব চাইতে বড়! আর যখন তা অস্ত গেল সে বললেঃ হে আমার সম্প্রদায়, আমি মুক্ত তোমরা যেসব অংশী দাঁড় করাও সেসব থেকে।

৮০ নিঃসন্দেহ আমি সোজা হয়ে আমার মুখ ফিরিয়েছি তাঁর দিকে যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, আর আমি বহুদেব-বাদীদের দলের নই।

৮১ আর তাঁর লোকেরা তাঁর সঙ্গে তর্ক করলে—তখন তিনি বললেনঃ তোমরা কি আমার সঙ্গে আল্লাহ্ সম্বন্ধে তর্ক করছ যখন তিনি নিঃসন্দেহ আমাকে পথ দেখিয়েছেন? আমি তাদের আদৌ ভয় করি না যাদের তোমরা (তাঁর) অংশী দাঁড় করিয়েছ যদি না আমার পালয়িতার ইচ্ছা হয়, আমার পালয়িতা সব কিছুর জ্ঞান রাখেন। তবে কি তোমরা স্মরণ করবে না?

৮২ আর কেমন ক'রে আমি ভয় করবো তাকে যাকে তোমরা (তাঁর) অংশী দাঁড় করিয়েছ যখন তোমরা ভয় করো না আল্লাহ্‌র অংশী দাঁড় করাতে যার জন্য তিনি তোমাদের কাছে

কোনো বিধান অবতীর্ণ করেন নি? তবে এই দুই দলের কে
নিরাপত্তা সম্বন্ধে বেশি নিশ্চিত? (উত্তর দাও) যদি জানো।

৮৩ যারা বিশ্বাস করে আর যারা তাদের বিশ্বাসের সঙ্গে অজ্ঞান
মিশ্রিত করে না—এরাই তারা যারা নিরাপত্তা লাভ করবে,
আর তারাই সুপথে চালিত।

দশম অনুচ্ছেদ

৮৪ আর এই আমার বিচার-ধারা যা আমি ইব্রাহিমকে দিয়েছিলাম
তার লোকদের বিরুদ্ধে। আমি জ্ঞানের স্তরে সমুন্নত করি
যাকে খুশী। নিঃসন্দেহ তোমার পায়য়িতা জ্ঞানী,
ওয়াকিফহাল।

৮৫ আর আমি তাকে দিয়েছিলাম ইসহাককে আর ইয়াকুবকে,
প্রত্যেককে আমি পথ দেখিয়েছিলাম, আর নুহ্‌কে আমি পথ
দেখিয়েছিলাম এর পূর্বে, আর তার বংশধর দাউদ আর
সোলায়মান আর আইয়ুব আর ইউসুফ আর মুসা আর
হারুনকে, আর এইভাবে আমি পুরস্কৃত করি সৎকর্মশীলদের।

৮৬ আর যাকারিয়া আর এহিয়া আর ঈসা আর ইলিয়াসকে—
তাদের প্রত্যেকে ভালোদের অন্তর্ভুক্ত।

৮৭ আর ইসমাইল আর এলিশা (ইয়াসাআ) আর ইউনুস, আর
লুত—প্রত্যেককে আমি বিশ্বজগতে অশেষ গুণান্বিত
করেছিলাম।

৮৮ আর তাদের পিতাদের আর বংশধরদের আর তাদের ভাইদের
মধ্যে থেকে, তাদের আমি নির্বাচিত করেছিলাম আর চালিয়ে-
ছিলাম সরল পথে।

৮৯ এই আল্লাহ্‌র পথনির্দেশ, এর দ্বারা তিনি চালিত করেন তাঁর
দাসদের যাকে খুশী, আর যদি তারা (তাঁর) অংশী দাঁড় করিয়ে
থাকে তবে নিঃসন্দেহ তারা যা করেছে সব তাদের জন্য
বৃথা হয়েছে।

৯০ এরাই তারা যাদের আমি দিয়েছিলাম গ্রন্থ আর হুকুম আর
ভবিষ্যদ্বাণী, সেজন্য এরা যদি এসবে অবিশ্বাসী হয় তবে
নিঃসন্দেহ আমি এর ভার দেবো একটি সম্প্রদায়ের উপরে যারা
অবিশ্বাসী হবে না;

৯১ এরাই তারা যাদের আল্লাহ্ চালিত করেছেন, সেজন্য তাদের
পথনির্দেশের অনুবর্তী হও। বলো: আমি এর জন্য তোমাদের
কাছে কোনো পুরস্কার চাই না, নিঃসন্দেহ এটি জগতের কাছে
স্মারক ভিন্ন আর কিছু নয়।

একাদশ অনুচ্ছেদ

৯২ আর তারা আল্লাহ্‌র কদর করে না তাঁর যোগ্য কদর দিয়ে
যখন তারা বলে: কোনো মানুষের কাছে আল্লাহ্ কিছু অবতীর্ণ
করেন নি। বলো: কে অবতীর্ণ করেছিলেন গ্রন্থ যা মূসা
এনেছিলেন—মানুষের জন্য এক আলোক ও পথনির্দেশ—যা
তোমরা কাগজের উপরে তুলেছ, তোমরা তা দেখাও আর
অনেকটা লুকোও, আর তোমাদের শেখানো হয়েছিল যা তোমরা
জানতে না—তোমরাও না তোমাদের পিতাপিতামহরাও না?
বলো: আল্লাহ্। তবে দাও তাদের বৃথা তর্কে মেতে থাকতে।

৯৩ আর এই গ্রন্থ আমি অবতীর্ণ করেছি—পুণ্যময়, পূর্ববর্তীর
সমর্থক—আর যেন তুমি সতর্ক করতে পারো নগরজননীকে
(মক্কাকে) ও তার পার্শ্ববর্তীদের, আর যারা পরকালে বিশ্বাসী
তারা এতে বিশ্বাস করে আর তারা তাদের উপাসনাসমূহের
রক্ষণকারী।

৯৪ আর কে তার চাইতে বেশি অন্যায়কারী যে আল্লাহ্ সম্বন্ধে
মিথ্যা রটনা করে অথবা বলে: আমার কাছে প্রত্যাদেশ এসেছে,
কিন্তু তার কাছে কোনো প্রত্যাদেশ আসে নি, আর সে যে
বলে: আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তার মতো কিছু আমি
অবতীর্ণ করতে পারি। আর যদি তুমি দেখতে যখন অন্যায়-

কারীরা মৃত্যু-যন্ত্রণায় আর ফেরেশ্‌তারা তাদের হাত বাড়িয়েছে এই বলে' : দাও তোমাদের অন্তরাত্মা, আজ তোমাদের দেওয়া হবে লাঞ্ছনাকর শাস্তি যেহেতু তোমরা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে বলেছিল যা সত্য নয়, আর যেহেতু তোমরা তাঁর নির্দেশাবলী সম্বন্ধে অহঙ্কার দেখিয়েছ।

৯৫ আর নিঃসন্দেহ তোমরা আমার কাছে এসেছ একলা যেমন তোমাদের আমি প্রথম সৃষ্টি করেছিলাম, আর পেছনে ফেলে এসেছ যা সব তোমাদের দিয়েছিলাম, আর তোমাদের সঙ্গে তোমাদের সুপারিশকারীদের দেখছি না যাদের সম্বন্ধে তোমরা ঘোষণা করেছিলে যে তারা (আল্লাহ্‌র) সঙ্গী তোমাদের সম্বন্ধে ; নিঃসন্দেহ তোমাদের মধ্যেকার বন্ধন এখন কাটা পড়েছে আর তোমরা যা ভেবেছিলে তা তোমাদের জন্য মিথ্যা হয়েছে।

দ্বাদশ অনুচ্ছেদ

৯৬ নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌—দ্বিধা-ভিন্ন করেন শস্যবীজ আর খেজুরের আঁটি (অঙ্কুর উদ্‌গমের জন্য), তিনি মৃতদের মধ্যে থেকে জীবিতদের উদ্‌গত করেন আর (তিনি) জীবিতদের মধ্যে থেকে মৃতদের উদ্‌গমকারী। এই আল্লাহ্‌। কেমন ক'রে তবে তোমরা বিকৃতবুদ্ধি হও?

৯৭ *তিনি উষার বিদারক ; আর তিনি রাত্রিকে সৃষ্টি করেছেন বিশ্রামের জন্য আর সূর্য ও চন্দ্রকে গণনার জন্য।* এইই মহাশক্তি জ্ঞানময়ের বিধান।

৯৮ আর তিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন তারা-দল যেন তোমরা তাদের সাহায্যে স্থল ও সমুদ্রের অন্ধকারে পথ চলতে পারো। আমার নির্দেশাবলী পরিচ্ছন্ন করেছি যাদের জ্ঞান আছে তাদের জন্য।

৯৯ আর তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন একটি প্রাণ থেকে আর

তোমাদের দিয়েছেন বাসস্থান আর ভাণ্ডার। আমার নির্দেশাবলী পরিচ্ছন্ন করেছি যাদের জ্ঞান আছে তাদের জন্য।

১০০ আর তিনিই আকাশ থেকে পাঠান জলধারা; তার পর তার দ্বারা আমি উদ্‌গত করি সব রকমের কুঁড়ি, তার পর তা থেকে আমি উদ্‌গত করি সবুজ (পাতা) যা থেকে আমি তৈরি করি থোকা থোকা শস্য, আর খেজুরের গাছ থেকে তার কাঁদি থেকে নাগালের মধ্যেকার থোকা থোকা খেজুর, আর আঙুরের আর জলপাইয়ের আর ডালিমের বাগান—এক রকমের, বহু রকমের —দেখো তাকিয়ে তাদের ফল যখন ফল ধরে আর তাদের পাকা। নিঃসন্দেহ এতে আছে নিদর্শনাবলী যারা বিশ্বাস করে তাদের জন্য।

১০১ আর তারা 'জিন'কে আল্লাহ্‌র শরিক করে, কিন্তু তিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন, আর তারা তাঁতে আরোপ করে পুত্র ও কন্যা অজ্ঞানে; তাঁরই মহিমা, আর মহীয়ান তিনি তারা তাঁতে যা আরোপ করে সেসব থেকে।

ত্রয়োদশ অনুচ্ছেদ

১০২ আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা—তাঁর কেমন ক'রে পুত্র থাকবে যখন তাঁর কোনো স্ত্রী নেই; আর যখন তিনি সৃষ্টি করেছেন সবকিছু আর তিনি জ্ঞাতা সব কিছুর।

১০৩ এই আল্লাহ্—তোমাদের পালয়িতা, নেই কোনো উপাস্য তিনি ভিন্ন; সব-কিছুর স্রষ্টা—সেজন্য তাঁর উপাসনা করো, আর তিনি সব-কিছুর রক্ষক।

১০৪ দৃষ্টি তাঁর ইয়ত্তা পায় না আর তিনি (সব) দৃষ্টির পরিজ্ঞাতা, আর তিনি সূক্ষ্মের জ্ঞাতা, ওয়াকিফহাল।

১০৫ নিঃসন্দেহ তোমাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণাবলী এসেছে তোমাদের পালয়িতার কাছ থেকে; সেজন্য যে কেউ দেখে, সেটি তার নিজের অন্তরাত্মার জন্য, আর যে কেউ অন্ধ হবে

সেটি যাবে তার বিরুদ্ধে ; আর আমি তোমাদের উপরে রক্ষক নই।

১০৬ আর এইভাবে আমি নির্দেশাবলীর পুনরাবৃত্তি করি আর যেন তারা বলতে পারে : তুমি পাঠ করেছ ; আর যেন আমি এটি স্পষ্ট করতে পারি সেই লোকদের কাছে যারা জানে।

১০৭ তার অনুবর্তী হও যা তোমার কাছে তোমার পালয়িতার কাছ থেকে প্রত্যাদিষ্ট হয়েছে ; নেই কোনো উপাস্য তিনি ভিন্ন ; আর সরে দাঁড়াও বহুদেববাদীদের থেকে।

১০৮ আর যদি আল্লাহ্ চাইতেন তবে তারা (তাঁর) অংশী খাড়া করতো না ; আর আমি তোমাকে তাদের জন্য রক্ষক নিযুক্ত করি নি, আর তুমি তাদের ভারপ্রাপ্ত নও।

১০৯ আর তারা আল্লাহ্ ভিন্ন যাদের আরাধনা করে তাদের গালি দিও না পাছে সীমা লঙ্ঘন ক'রে অজ্ঞানে তারা আল্লাহ্‌কে গালি দেয়। এইভাবে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য তাদের কাজ আমি চিত্তাকর্ষক করেছি ; তারপর তাদের পালয়িতার কাছে তাদের প্রত্যাবর্তন, তখন তিনি তাদের জানিয়ে দেবেন কি তারা করতো।

১১০ আর তারা শপথ করে খুব জোরালো শপথের দ্বারা যে যদি কোনো নিদর্শন তাদের কাছে আসতো তারা নিঃসন্দেহ তাতে বিশ্বাস করতো। বলো : সব নিদর্শন আল্লাহ্‌র কাছে ; আর কেমন করে তোমাকে জানানো যাবে যদি তা আসতো তবে তারা বিশ্বাস করতো না।

১১১ আর আমি বদলে দিই তাদের অন্তঃকরণ আর তাদের দৃষ্টি ; যেমন ক'রে তারা এতে বিশ্বাস করে নি প্রথমে, (তেমনি) আমি তাদের ছেড়ে দেবো বিদ্রোহের পথে অন্ধভাবে ঘুরে বেড়াতে।

অষ্টম খণ্ড

চতুর্দশ অনুচ্ছেদ

১১২ আর যদি আমি তাদের জন্য পাঠাতাম ফেরেশ্‌তাদের, আর মৃতরা তাদের বলতো, আর সব কিছু যদি তাদের সামনে হাজির করতাম, তারা বিশ্বাস করতো না যদি না আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হোতো ; কিন্তু তাদের অনেকেই অজ্ঞ।

১১৩ আর এইভাবে আমি প্রত্যেক বাণীবাহকের জন্য সৃষ্টি করেছি শত্রু—মানুষ ও 'জিনে'র মধ্যেকার শয়তান—তারা একে অন্যকে বলে রঞ্জিত মিথ্যা তাদের ভোলাবার জন্য, আর যদি তোমার পালয়িতার ইচ্ছা হোতো তবে তারা এ করতো না ; সেজন্য ছেড়ে দাও তাদের আর তারা যা রচনা করে—

১১৪ আর যাদের অন্তরাত্মা পরকালে বিশ্বাস করে না তারা যেন এদিকে হেলতে পারে, তারা যেন এতে খুশীও হতে পারে, আর তারা যেন উপার্জন করতে পারে যা তারা উপার্জন করতে যাচ্ছে।

১১৫ তবে কি আমি আল্লাহ্‌ ভিন্ন আর কোনো বিচারক খুঁজবো যখন তিনি তোমাদের কাছে অবতীর্ণ করেছেন গ্রন্থ—বিস্তৃত-ভাবে ব্যাখ্যাত ? আর যাদের আমি গ্রন্থ দিয়েছি তারা জানে যে এটি অবতারিত হয়েছে তোমার পালয়িতার দ্বারা সত্যসহ। সেজন্য দোলায়িতচিত্তদের দলের হয়ো না।

১১৬ আর পূর্ণাঙ্গতা প্রাপ্ত তোমার পালয়িতার বাণী সত্যে ও ন্যায়ে ; কিছুই তাঁর বাণী পরিবর্তিত করতে পারে না, আর তিনি শ্রোতা, জ্ঞাতা।

১১৭ আর যদি তুমি পৃথিবীর অনেকের অনুবর্তী হও তারা তোমাকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে ভ্রষ্ট করবে, তারা অনুসরণ করে না একটি মত ভিন্ন আর কিছু, আর তারা অনুমান করে মাত্র।

১১৮ নিঃসন্দেহ তোমার পালয়িতা—তিনি ভালো জানেন কে বিপথে যায় তাঁর পথ থেকে আর তিনি ভালো জানেন যারা সুপথে চালিত তাদের।

১১৯ সেজন্য তা খাও যার উপরে আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারিত হয়েছে যদি তোমরা বিশ্বাসী হও তাঁর নির্দেশসমূহে।

১২০ আর কি কারণ তোমাদের আছে যে তোমরা তা খাবে না যার উপরে আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারিত হয়েছে, আর তিনি এর পূর্বেই তোমাদের কাছে স্পষ্ট করেছেন কি তিনি তোমাদের জন্য অবৈধ করেছেন—তোমরা যা করতে বাধ্য হও তা ব্যতীত—আর নিঃসন্দেহ অনেকে লোকদের বিপথে চালিত করে তাদের খেয়ালের দ্বারা অজ্ঞানতার বশে; নিঃসন্দেহ তোমাদের পালয়িতা—তিনি জানেন যারা সীমা লঙ্ঘন করে তাদের।

১২১ আর পরিহার করো প্রকাশ্য ও গোপন পাপ, নিঃসন্দেহ যারা পাপ উপার্জন করে তাদের তাই দেওয়া হবে যা তারা উপার্জন করেছে।

১২২ আর তা খেও না যার উপরে আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারিত হয় নি—আর নিঃসন্দেহ তা সীমা লঙ্ঘন; আর নিঃসন্দেহ শয়তানরা তাদের বন্ধুদের মন্ত্রণা দেয় যেন তারা তোমাদের সঙ্গে তর্ক করে; আর যদি তাদের অনুবর্তী হও তবে নিঃসন্দেহ তোমরা বহুদেববাদী হবে।

পঞ্চদশ অনুচ্ছেদ

১২৩ যে ছিল মৃত তারপর আমি তাকে পুনর্জীবিত করলাম আর তার জন্য তৈরি করলাম একটি আলোক যার সাহায্যে সে মানুষদের মধ্যে চলে—সে কি তার মতো যার তুলনা হচ্ছে এমন একজন যে ঘোর অন্ধকারে যা থেকে সে বেরিয়ে আসতে পারে না? অবিশ্বাসীরা যা করতো এইভাবে তা তাদের চিত্তাকর্ষক ক'রে দেখানো হয়েছিল।

১২৪ আর এইভাবে আমি প্রত্যেক শহরে তার প্রধানদের করেছি সেখানকার অপরাধী যেন তারা তার মধ্যে চক্রান্ত ক'রে চলে, আর তারা চক্রান্ত করে না নিজেদের অন্তরাত্মার বিরুদ্ধে ভিন্ন, আর তারা বুঝতে পারে না।

১২৫ আর যখন কোনো নির্দেশ তাদের কাছে আসে তারা বলে: আমরা বিশ্বাস করবো না যে পর্যন্ত না আল্লাহ্‌র রসূলদের যা দেওয়া হয়েছে তার মতো কিছু আমাদের দেওয়া হয়। আল্লাহ্ ভালো জানেন কার উপরে তাঁর বাণীবহনের ভার দেবেন। আল্লাহ্‌র তরফ থেকে লাঞ্ছনা আর কঠিন শাস্তি পড়বে তাদের উপরে যারা অপরাধী তারা যে চক্রান্ত করেছিল সেইজন্য।

১২৬ সেজন্য যার জন্য আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন যে তাকে পথ দেখাবেন তার বক্ষ তিনি উন্মোচিত করেন আত্মসমর্পণের (ইসলামের) জন্য, আর যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন তাকে পথভ্রান্ত করবেন তার বক্ষ তিনি করেন বদ্ধ ও সংকীর্ণ যেন সে উপরের দিকে উঠছে। এইভাবে আল্লাহ্ লাঞ্ছনা চাপিয়ে দেন তাদের উপরে যারা বিশ্বাস করে না।

১২৭ আর এই হচ্ছে তোমার পালয়িতার পথ—সরল পথ; নিঃসন্দেহ নির্দেশসমূহ আমি স্পষ্ট করছি তাদের জন্য যারা বুঝতে চায়।

১২৮ তারা তাদের পালয়িতার কাছে পাবে শান্তির আলয়, আর তিনি তাদের রক্ষাকারী বন্ধু তাদের কর্মের জন্য।

১২৯ আর যেদিন তিনি তাদের সবাইকে একত্রিত করবেন: হে 'জিন'-সমাজ, তোমরা মানুষদের অনেককে বিপথে নিয়েছিলে। আর মানুষদের মধ্যে থেকে তাদের বন্ধুরা বলবে: হে আমাদের পালয়িতা, আমরা কেউ কেউ পরস্পরের দ্বারা লাভবান্ হয়েছিলাম আর তুমি আমাদের জন্য যে কাল নির্ধারিত করেছিলে তার অন্তে আমরা এসে পৌঁছেছি। তিনি বলবেন: আগুন হচ্ছে তোমাদের আবাসস্থল তাতে বাস করার জন্য সে ব্যতীত

যাকে আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন ; নিঃসন্দেহ তোমাদের পালয়িতা জ্ঞানী, ওয়াকিফহাল।

১৩০ আর এইভাবে কোনো কোনো অন্যায়কারীকে আমি পরস্পরের সহায় হতে দিই তারা যা উপার্জন করেছে সেজন্য।

ষোড়শ অনুচ্ছেদ

১৩১ হে 'জিন' ও মানুষের সমাজ ; তোমাদের মধ্যে থেকে তোমাদের কাছে কি বাণীবাহকরা আসেন নি তোমাদের কাছে আমার নির্দেশাবলীর বর্ণনা ক'রে আর তোমাদের আজকার এই দিনের একত্রিত হওয়া সম্বন্ধে সতর্ক ক'রে ? তারা বলবে : আমরা নিজেদের বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য দিচ্ছি। আর সংসারের জীবন তাদের ভুলিয়েছিল। আর তারা নিজেদের অন্তরাত্মা সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেবে যে তারা অবিশ্বাসী ছিল।

১৩২ এটি এই জন্য যে তোমার পালয়িতা বসতিগুলো অন্যায়ভাবে ধ্বংস করেন না যখন সেসবের বাসিন্দারা অনবহিত।

১৩৩ আর সবার তাদের কর্মের জন্য আছে স্তর-বিভাগ ; আর তোমার পালয়িতা অনবহিত নন তারা যা করে সে সম্বন্ধে।

১৩৪ আর তোমার পালয়িতা স্বয়ংসম্পূর্ণ—করুণার রাজাধিরাজ। যদি তাঁর ইচ্ছা হয় তিনি তোমাদের সরিয়ে দিতে পারেন আর তোমাদের পরে যাদের খুশী তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করতে পারেন যেমন তিনি তোমাদের উত্থিত করেছেন অন্য লোকদের বীজ থেকে।

১৩৫ নিঃসন্দেহ যার ওয়াদা তোমাদের কাছে করা হয়েছে তা ঘটবেই, আর তোমরা তা এড়িয়ে যেতে পারবে না।

১৩৬ হে আমার জাতি, তোমাদের ক্ষমতা অনুযায়ী কাজ করো— আমিও কাজ করছি, সেজন্য অবিলম্বে তোমরা জানতে পারবে আমাদের কার লাভ হবে শেষের আলয় ; নিঃসন্দেহ অন্যায়-কারীরা সফল হবে না।

১৩৭ আর তারা আল্লাহ্‌র জন্য রেখে দেয় যা তিনি সৃষ্টি করেছেন সেই ফসল ও পশুর এক অংশ আর বলে : এই আল্লাহ্‌র জন্য—এই তাদের উক্তি—আর এই আমাদের (সাহায্যকারী) অংশীদের জন্য ; তারপর যা তাদের অংশীদের জন্য তা আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছে না আর যা-কিছু আল্লাহ্‌র জন্য নির্ধারিত করা হয় তা পৌঁছে তাদের অংশীদের কাছে। মন্দ যা তারা ব্যবস্থা করে।

১৩৮ আর এইভাবে তাদের (আল্লাহ্‌র) অংশীরা বেশির ভাগ বহুদেববাদীদের জন্য চিত্তাকর্ষক করেছে তাদের সন্তানহত্যা যেন তাদের ধ্বংস করতে পারে আর ঘোরালো করেছে তাদের ধর্ম। আর যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করতেন তবে তারা এ করতো না ; সেজন্য ছেড়ে দাও তাদের আর তারা যা উপার্জন করে।

১৩৯ আর তারা বলে : এইসব পশু ও ফসল নিষিদ্ধ—কেউ এইসব খাবে না আমি যাদের ইচ্ছা করি তারা ব্যতীত। এই তাদের উক্তি—আর পশু যাদের পিঠ নিষিদ্ধ, আর যেসব পশুর উপরে তারা আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করে না—এইসব তাঁর বিরুদ্ধে তাদের মিথ্যা উদ্ভাবন ; আর তিনি প্রতিদান দেবেন তাদের উদ্ভাবনের জন্য।

১৪০ আর তারা বলে : এই পশুদের পেটে যা আছে সেসব বিশেষভাবে আমাদের পুরুষদের জন্য আর নিষিদ্ধ আমাদের স্ত্রীদের জন্য ; আর যদি তা মৃত ভূমিষ্ঠ হয় তবে তারা সবাই তাতে অংশী হয়। তিনি তাদের প্রতিফল দেবেন তাদের উদ্ভাবনের জন্য। নিঃসন্দেহ তিনি জ্ঞানী, বিজ্ঞ।

১৪১ নিঃসন্দেহ তারা ক্ষতিগ্রস্ত যারা তাদের সন্তানদের হত্যা করে নির্বোধের মতো অজ্ঞানে, আর নিষিদ্ধ করে আল্লাহ্ তাদের যা দিয়েছেন আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন ক'রে, নিঃসন্দেহ তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে ; আর তারা সুপথে চালিত নয়।

সপ্তদশ অনুচ্ছেদ

১৪২ আর তিনিই সৃষ্টি করেছেন (আঙুরের) বাগান বাউনিযুক্ত অথবা বাউনি-ছাড়া আর খেজুর আর বহু ধরনের গন্ধযুক্ত ফসল, আর জলপাই আর ডালিম, এক রকমের বহু রকমের, সেসবের ফল খাও যখন সেসব ফলে আর তাদের দরুন যা দেয় তা দাও ফসল তোলার দিনে, আর অমিতব্যয়ী হয়ো না, নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ অমিতব্যয়ীদের ভালোবাসেন না।

১৪৩ পশুদের (তিনি সৃষ্টি করেছেন) কতকগুলোকে বোঝা বওয়ার জন্য, কতকগুলোকে খাদ্যের জন্য। আল্লাহ্‌ তোমাদের যা দিয়েছেন সেসব থেকে খাও আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রো না, কেন না নিঃসন্দেহ সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

১৪৪ আট জোড়া ভেড়ার দুটো আর ছাগলের দুটো। বলো: তিনি কি নিষিদ্ধ করেছেন দুটো মর্দা অথবা দুটো মাদী? অথবা যা মাদী দুটোর পেটে আছে? জেনে আমাকে বলো: যদি সত্যবাদী হও।

১৪৫ আর দুটো উট আর দুটো গরু। বলো: তিনি নিষিদ্ধ করেছেন দুটো মর্দা, না, দুটো মাদী? অথবা দুটো মাদীর পেটে যা আছে? অথবা তোমরা কি সাক্ষী ছিলে যখন আল্লাহ্‌ তোমাদের জন্য এই বিধান করেছিলেন? কে তবে বেশি অন্যায়কারী তার চাইতে যে আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা তৈরি করে যেন লোকদের বিপথে চালিত করতে পারে অজ্ঞানে? নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ পথ দেখান না অন্যায়কারীদের।

অষ্টাদশ অনুচ্ছেদ

১৪৬ আমার কাছে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে আমি খাদকদের জন্য কোনো খাদ্য নিষিদ্ধ দেখছি না এই সব ব্যতীত—যা নিজে মরেছে, অথবা ঝরানো রক্ত অথবা শূকরের মাংস—কেন না তা নিঃসন্দেহ অশুচি—অথবা যা সীমা লঙ্ঘন তার উপরে

আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য নাম উচ্চারণ করার দরুন। কিন্তু যে কেউ দায়ে পড়ে—আকাঙ্ক্ষা না ক'রে সীমা লঙ্ঘন না ক'রে—তবে নিঃসন্দেহ তোমার পালয়িতা ক্ষমাশীল, ফলদাতা।

১৪৭ যারা ইহুদি তাদের জন্য আমি নিষিদ্ধ করেছিলাম প্রত্যেক নখরযুক্ত প্রাণী ; আর গরু ও ভেড়ার মধ্যে তাদের জন্য আমি নিষিদ্ধ করেছিলাম উভয়ের চর্বি তাদের পিঠের উপরকার অথবা পেটের মধ্যেকার অথবা যা হাড়ের সঙ্গে যুক্ত তা ব্যতীত, এটি ছিল একটি শাস্তি আমি তাদের দিয়েছিলাম তাদের অবাধ্যতার জন্য ; আর আমি নিঃসন্দেহ সত্যপরায়ণ।

১৪৮ কিন্তু যদি তারা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে তবে বলো : তোমাদের পালয়িতা করুণার রাজাধিরাজ, আর তাঁর শাস্তি প্রতিহত হবে না অপরাধী সম্প্রদায়ের থেকে।

১৪৯ যারা বহুদেববাদী তারা বলবে : যদি আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হোতো তবে আমরা (তাঁর) অংশী দাঁড় করতাম না—আমাদের পূর্বপুরুষরাও না—কিংবা আমরা নিজেদের কিছু নিষিদ্ধও করতাম না। এইভাবে এদের পূর্ববর্তীরা তাঁদের (আল্লাহ্‌র বাণীবাহকদের) মিথ্যাবাদী বলেছিল যে পর্যন্ত না তারা আমার শাস্তির স্বাদ জেনেছিল। বলো : কোনো জ্ঞান কি তোমাদের আছে আমাদের সামনে যা হাজির করতে পারো ? তোমরা শুধু মতের অনুসরণ করছ, আর তোমরা শুধু মিথ্যা কথা বলো।

১৫০ বলো : তবে আল্লাহ্‌রই শেষ তর্ক, অতএব যদি তাঁর ইচ্ছা হোতো তবে তোমাদের সবাইকে তিনি পথ দেখাতেন।

১৫১ বলো : তোমাদের সাক্ষীদের আন যারা সাক্ষ্য দেবে যে আল্লাহ্ এই নিষেধ করেছেন ; তার পর তারা যদি সাক্ষ্য দেয়, তাদের সঙ্গে সাক্ষ্য দিও না ; আর তাদের খেয়ালের অনুবর্তী হোয়ো

না যারা আমার নির্দেশাবলী প্রত্যাখ্যান করে আর পরকালে বিশ্বাস করে না, আর তারা (অন্যদের) তাদের পালয়িতার সমকক্ষ জ্ঞান করে।

ঊনবিংশ অনুচ্ছেদ

১৫২ বলো : এসো, আমি তোমাদের বলবো তোমাদের পালয়িতা তোমাদের জন্য কি নিষিদ্ধ করেছেন : তাঁর সঙ্গে কিছুকে অংশী ক'রো না, আর তোমাদের পিতামাতার প্রতি ভালো আচরণ করো, আর তোমাদের সন্তানদের হত্যা ক'রো না দারিদ্র্যের ভয়ে, আমি খেতে দিই তোমাদের ও তাদের, আর গর্হিতের কাছে যেয়ো না সেসবের যা প্রকাশ্য আর যা গোপন, ✓আর নরহত্যা ক'রো না যা আল্লাহ্ নিষিদ্ধ করেছেন, ন্যায়ের প্রয়োজনে ভিন্ন,—এইসব তিনি তোমাদের আদেশ করেছেন যেন তোমরা বুঝতে পারো।

১৫৩ আর অনাথের সম্পত্তির কাছে যেয়ো না যা শ্রেষ্ঠতর সেই উদ্দেশ্যে ভিন্ন যে পর্যন্ত না সে সাবালগ হয়, আর পুরো মাপ আর ঠিক বাটখারা দাও ন্যায়ের সঙ্গে। আমি কারো উপরে ভার চাপাই না যা তার সাধ্যের অতিরিক্ত; আর যখন কথা বলো তখন ন্যায়নিষ্ঠ হও যদি আপনজনের বিরুদ্ধেও হয়; আর আল্লাহ্‌র (সামনে অনুষ্ঠিত) অঙ্গীকার পালন করো;—এই সব তিনি তোমাদের আদেশ করেছেন যেন তোমরা স্মরণ করতে পারো।

১৫৪ আর (জেনো) এই আমার পথ—সরল পথ—সেজন্য তার অনুসরণ করো, আর অন্যান্য পথ অনুসরণ ক'রো না কেন না সেসব তোমাদের তাঁর পথ থেকে ভিন্ন পথে নিয়ে যাবে; এই তিনি তোমাদের আদেশ করেছেন যেন তোমরা সীমা রক্ষা করো।

১৫৫ পুনরায়—আমি গ্রন্থ দিয়েছিলাম মূসাকে—পূর্ণাঙ্গ তার জন্য যে ভালো কাজ করে, আর সব-কিছুর ব্যাখ্যা, আর পথনির্দেশ,

আর করুণা—যেন তারা বিশ্বাস করে তাদের পালয়িতার সঙ্গে যে দেখা হবে সেসম্বন্ধে।

বিংশ অনুচ্ছেদ

১৫৬ আর এটি এক পুণ্য গ্রন্থ যা আমি অবতীর্ণ করেছি, অতএব এর অনুসরণ করো আর সীমা রক্ষা করো যেন তোমরা করুণা লাভ করতে পারো :

১৫৭ যেন তোমরা না বলো : আমাদের পূর্বে মাত্র দুই সম্প্রদায়ের কাছে গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছিল আর আমরা প্রকৃত প্রস্তাবে অবিদিত ছিলাম তারা যা পড়তো সেবিষয়ে ;

১৫৮ অথবা যেন তোমরা না বলো : যদি আমাদের কাছে গ্রন্থ অবতীর্ণ হোতো তবে নিঃসন্দেহ আমরা তাদের চাইতে ভালোভাবে চালিত হতাম। সেজন্য তোমাদের কাছে তোমাদের পালয়িতার কাছ থেকে এসেছে স্পষ্ট প্রমাণ, আর পথনির্দেশ, আর করুণা। কে তবে বেশি অন্যায়কারী তার চাইতে যে আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী প্রত্যাখ্যান করে আর সেসব থেকে ফিরে যায় ? যারা আমার নির্দেশসমূহের প্রতি বিমুখ তাদের আমি প্রতিদান দেবো অবাঞ্ছিত শাস্তি দিয়ে যেহেতু তারা বিমুখ হয়েছিল।

১৫৯ তারা প্রতীক্ষা করছে আর কিছুর জন্য নয় এই ভিন্ন যে ফেরেশ্‌তারা তাদের কাছে আসবে, অথবা তোমার পালয়িতা আসবেন অথবা তোমার পালয়িতার কিছু কিছু নিদর্শন আসবে। যেদিন তোমার পালয়িতার কিছু কিছু নিদর্শন আসবে, তাতে বিশ্বাস কোনো ব্যক্তির কাজে আসবে না যে পূর্বে বিশ্বাস করে নি, অথবা সেই বিশ্বাসের ফলে কিছু কল্যাণ অর্জন করে নি। বলো : অপেক্ষা করো, আমরাও অপেক্ষা করছি।

১৬০ নিঃসন্দেহ যারা তাদের ধর্মকে বিভক্ত করেছে ও সম্প্রদায়ভুক্ত হয়েছে তাদের জন্য তোমার কিছু করবার নেই, তাদের ব্যাপার

আল্লাহ্‌র কাছে ; পরে তিনি তাদের জানাবেন তারা কি করেছিল।

১৬১ যে কেউ একটি ভালো কাজ আনে, সে পাবে তার মতো দশটি, আর যে কেউ একটি মন্দ কাজ আনে সে তার জন্য প্রতিদানে পাবে একটিই ; আর তাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না।

১৬২ বলো : নিঃসন্দেহ, আমাকে আমার পালয়িতা চালিত করেছেন সরল পথে—এক সত্য ধর্মে—ঋজুপ্রকৃতির ইব্রাহিমের সমাজে—আর তিনি বহুদেববাদী ছিলেন না।

১৬৩ বলো : নিঃসন্দেহ আমার উপাসনা আর আমার কোরবানি আর আমার জীবন আর আমার মৃত্যু (সব) আল্লাহ্‌র জন্য যিনি বিশ্বজগতের পালয়িতা।

১৬৪ কোনো অংশী নেই তাঁর, আর এতে আমি আদিষ্ট হয়েছি, আর যারা আত্মসমর্পণ করে তাদের মধ্যে আমি প্রথম।

১৬৫ বলো : কী ! আমি কি আল্লাহ্‌ ভিন্ন অন্য পালয়িতা খুঁজবো ? আর তিনি সব-কিছুর পালয়িতা। আর কোনো মানুষ মন্দ কিছু অর্জন করে না নিজের সম্বন্ধে ভিন্ন ; আর কোনো ভারবাহী অন্যের ভার বহন করবে না ; তার পর তোমাদের পালয়িতার কাছে তোমাদের প্রত্যাবর্তন, তখন তিনি তোমাদের জানিয়ে দেবেন তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করেছিলে সে বিষয়ে।

১৬৬ আর তিনি তোমাদের স্থাপন করেছেন পৃথিবীতে প্রতিনিধিরূপে, আর তোমাদের কাউকে মর্যাদায় অন্যদের উপরে স্থাপন করেছেন যেন তিনি তোমাদের পরীক্ষা করতে পারেন যা তিনি তোমাদের দিয়েছেন তার দ্বারা। নিঃসন্দেহ তোমার পালয়িতা প্রতিফলদানে সত্বর, আর নিঃসন্দেহ তিনি ক্ষমাশীল, কৃপাময়।

আল্-আ'রাফ

[আল্-আ'রাফ—কোর্আন শরীফের সপ্তম সূরা। এর অর্থ 'উঁচু স্থানসমূহ'—এই সূরার ৪৬ সংখ্যক আয়াতে বা শ্লোকে 'আ'রাফ' শব্দটি প্রথম ব্যবহৃত হয়েছে।

টীকাকাররা এটিকে এর পূর্ববর্তী আল্-আ'নাম-এর সমসাময়িক মনে করেছেন, কেবল এর কয়েকটি আয়াতকে কেউ কেউ মদিনীয় বলেছেন। আল্লাহ্‌র বিধানের বিরুদ্ধাচরণ যারা করে তাদের শোচনীয় পরিণামের অনেকগুলো দৃষ্টান্ত এতে দেওয়া হয়েছে।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

দয়াময় কৃপাময় আল্লাহ্‌র নামে

১ আলিফ—লাম—মীম—সাদ—আমি আল্লাহ্, শ্রেষ্ঠ জ্ঞাতা সত্যপরায়ণ।

২ (এটি) তোমার কাছে অবতীর্ণ একটি গ্রন্থ—অতএব এর জন্য তোমার বক্ষে কোনো সংকোচ না থাকুক—যেন তুমি সতর্ক করতে পারো এর দ্বারা, আর (এটি) বিশ্বাসীদের জন্য একটি স্মারক।

৩ অনুসরণ করো যা তোমাদের কাছে তোমাদের পালয়িতার কাছ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে, আর তাঁকে ভিন্ন অন্য অভিভাবকদের অনুসরণ ক'রো না ; কমই তোমরা স্মরণ করো।

৪ আর কত কত বসতি—যা আমি ধ্বংস করেছি। আমার শাস্তি এসেছিল তাতে রাত্রে, অথবা তারা যখন ঘুমিয়ে ছিল দুপুরে।

৫ কোনো অজুহাত তাদের ছিল না যখন আমার ভয় তাদের উপরে এসে পড়েছিল এই কথা বলা ভিন্ন : নিঃসন্দেহ আমরা অন্যায়কারী ছিলাম।

৬ নিঃসন্দেহ তখন তাদের আমি জিজ্ঞাসা করবো যাদের কাছে
(বাণীবাহকদের) পাঠানো হয়েছিল, আর নিঃসন্দেহ আমি
বাণীবাহকদেরও জিজ্ঞাসা করবো ;
৭ তখন নিঃসন্দেহ আমি তাদের কাছে বর্ণনা করবো অভিজ্ঞতার
সঙ্গে, আর আমি অনুপস্থিত ছিলাম না।
৮ আর সেদিন ওজন করা হবে ন্যায়নিষ্ঠভাবে, তার পর যার
(ভালো কাজের) ওজন হবে ভারি তারাই হবে সফলকাম।
৯ আর যার (ভালো কাজের) ওজন হবে হাল্কা এরাই তারা
যারা তাদের অন্তরাত্মার ক্ষতি করেছে কেন না তারা আমার
নির্দেশসমূহ অস্বীকার করেছিল।
১০ আর নিঃসন্দেহ আমি তোমাদের পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করেছি,
আর তাতে তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছি জীবিকার উপায় ;
অল্পই তোমরা ধন্যবাদ জানাও ।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

১১ আর নিঃসন্দেহ আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি ; তার পর
তোমাদের আকৃতি দিয়েছি, তার পর ফেরেশ্‌তাদের বলেছিলাম :
আদমকে সেজদা (নতি) করো। আর তারা সেজদা করে-
ছিল ইবলিস ব্যতীত—সে তাদের অন্তর্গত নয় যারা সেজদা
করে।
১২ তিনি বলেছিলেন : কি তোমাকে বাধা দিয়েছিল যে জন্য তুমি
সেজদা করো নি যখন আমি তোমাকে আদেশ করেছিলাম ?
সে বলেছিল : আমি তার চাইতে শ্রেষ্ঠ, আমাকে তুমি সৃষ্টি
করেছ আগুন থেকে আর তাকে তুমি সৃষ্টি করেছ কাদা
থেকে।
১৩ তিনি বলেছিলেন : তবে নেমে যাও এখান থেকে, এখানে
অহঙ্কার দেখানো তোমার জন্য নয় ; সেজন্য চলে যাও।
নিঃসন্দেহ তুমি তাদের দলের যারা মর্যাদাহীন।

১৪ সে বলেছিল: আমাকে সময় দাও সেইদিন পর্যন্ত যেদিন তারা পুনরুত্থিত হবে।

১৫ তিনি বললেন: নিশ্চয় তোমাকে সময় দেওয়া গেল।

১৬ সে বললে: যেমন তুমি আমাকে বিপথে পাঠিয়েছ সেজন্য নিশ্চয় আমি তাদের জন্য ওত পেতে থাকবো তোমার সরল পথে।

১৭ তার পর তাদের উপরে আমি এসে পড়বো তাদের সামনে থেকে, আর তাদের পেছন থেকে, আর তাদের ডান হাতের দিক থেকে, আর তাদের বাঁ হাতের দিক থেকে, আর তাদের অনেককেই তুমি পাবে না কৃতজ্ঞ।

১৮ তিনি বললেন: চলে যাও এখান থেকে—মর্যাদাহীন, বিতাড়িত,—তাদের যে কেউ তোমার অনুসরণ করবে—নিঃসন্দেহ আমি জাহান্নাম পূর্ণ করবো তোমাদের সবার দ্বারা।

১৯ আর—হে আদম, তুমি আর তোমার পত্নী বাস করো বাগানে আর খাও যেখান থেকে খুশী, আর এই গাছের কাছে এসো না কেন না তাহলে তোমরা হবে অন্যায়কারীদের দলের।

২০ তার পর শয়তান তাদের মন্ত্রণা দিলে যেন সে তাদের কাছে প্রকাশ করতে পারে তাদের কাছে যা গোপন ছিল তাদের লজ্জার বিষয়ে, আর সে বললে: তোমাদের পালয়িতা এই গাছের কাছে যেতে তোমাদের নিষেধ করেছেন পাছে তোমরা দুইজন ফেরেশ্‌তা হ'য়ে যাও, অথবা চিরজীবী হও।

২১ আর সে তাদের দুই জনের কাছে শপথ করলে: নিশ্চয়ই আমি তোমাদের অকৃত্রিম পরামর্শদাতা।

২২ এইভাবে সে তাদের বিপথে চালালো ভুলিয়ে, আর যখন তারা বৃক্ষের আস্বাদ গ্রহণ করলো তাদের লজ্জা তাদের কাছে ব্যক্ত হোলো, আর তারা উভয়ে নিজেদের আবৃত করতে লাগলো বাগানের পাতা দিয়ে। আর তাদের পালয়িতা তাদের ডেকে বললেন: তোমাদের দুইজনকেই কি আমি নিষেধ করি নি ঐ

গাছ থেকে আর তোমাদের কি বলি নি যে শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু ?

২৩ তারা বললে : হে আমাদের পালয়িতা, আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছি, আর যদি তুমি আমাদের ক্ষমা না করো আর আমাদের করুণা (না) করো তবে নিঃসন্দেহ আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের দলের হবো।

২৪ তিনি বললেন : নেমে যাও—একে অন্যের শত্রু হয়ে, আর পৃথিবীতে তোমাদের জন্য আছে আবাসস্থল আর জীবিকার সংস্থান কিছু দিনের জন্য।

২৫ (আরো) বললেন : সেখানে তোমরা বাস করবে আর সেখানে তোমরা মরবে আর সেখান থেকে তোমাদের পুনরুত্থিত করা হবে।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

২৬ হে আদম-সন্তানগণ, নিঃসন্দেহ আমি তোমাদের জন্য আবরণ প্রেরণ করেছি তোমাদের লজ্জা ঢাকবার জন্য, আর শোভার জন্য ; আর সীমা রক্ষার আবরণ—তাই শ্রেষ্ঠ। এ আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী থেকে—যেন তারা স্মরণ করে।

২৭ হে আদম-সন্তানগণ, শয়তান যেন তোমাদের দুর্বিপাকে না ফেলে যেমন সে তোমাদের পিতামাতাকে বার করে এনেছিল উদ্যান থেকে তাদের উভয়ের থেকে তাদের (অপাপের) আবরণ ছিন্ন ক'রে যেন সে তাদের দেখাতে পারে তাদের লজ্জা ; নিঃসন্দেহ সে তোমাদের দেখে, সে আর তার দলবল, কোথা থেকে, তোমরা তাদের দেখতে পাও না। নিঃসন্দেহ আমি শয়তানদের করেছি তাদের বন্ধু যারা বিশ্বাস করে না।

২৮ আর যখন তারা কোনো গর্হিত কর্ম করে তারা বলে : আমরা আমাদের পিতাপিতামহদের এই করতে দেখেছি, আর আল্লাহ্‌ এ আমাদের জন্য বিধান করেছেন। বলো : নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌

গর্হিতের বিধান দেন নি ; তোমরা কি বলো আল্লাহ্ সম্বন্ধে যা তোমরা জানো না ?

২৯ বলো : আমার পালয়িতা বিধান দিয়েছেন ন্যায়ের ; আর তোমাদের মুখ সোজা করে দাঁড়াও প্রত্যেক উপাসনাস্থলে, আর তাঁকে ডাকো ধর্ম বিশুদ্ধ ক'রে তাঁরই জন্য। যেমন তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছিলেন তেমনি তোমরা ফেরো (তাঁর কাছে)।

৩০ একদলকে তিনি চালিত করেছেন সুপথে, আর অন্য দলের প্রাপ্য পথভ্রান্তি সংগতভাবেই ; নিঃসন্দেহ তারা আল্লাহ্ ভিন্ন শয়তানদের গ্রহণ করেছিল বন্ধুরূপে, আর তারা মনে করে তারা ঠিক পথে চালিত।

৩১ হে আদম-সন্তানগণ, তোমাদের শোভার দিকে দৃষ্টি দাও প্রত্যেক উপাসনাস্থলে ; আর খাও ও পান করো ; আর অমিতব্যয়ী হয়ো না ; নিঃসন্দেহ তিনি অমিতব্যয়ীদের ভালোবাসেন না।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

৩২ বলো : কে নিষিদ্ধ করেছে আল্লাহ্‌র (অনুমোদিত) শোভা (বর্ধন) যা তিনি তাঁর দাসদের জন্য এনেছেন, আর তাঁর ব্যবস্থিত উত্তম খাদ্যসম্ভার ? বলো : এসব বিশ্বাসীদের জন্য এই পার্থিব জীবনে * —শেষ বিচারের দিনে এসব বিশেষভাবে তাদেরই জন্যে। এইভাবে আমি নির্দেশাবলীর বিস্তারিত বর্ণনা করি যাদের জ্ঞান আছে তাদের জন্য।

৩৩ বলো : আমার পালয়িতা নিষিদ্ধ করেছেন শুধু গর্হিত কর্ম—সেসবের যা গোপন আর যা প্রকাশ্য—আর পাপ, আর অন্যায় বিদ্রোহ, আর যা তোমরা অংশীরূপে দাঁড় করাও আল্লাহ্‌র

* দেখা যাচ্ছে কোর্‌আনের মতে সভ্য ব্যবস্থার উৎকর্ষ সাধন ধার্মিকদের অন্যতর করণীয়।

সঙ্গে যার জন্য কোনো নির্দেশ তিনি তোমাদের দেন নি, আর
তোমরা যে আল্লাহ্‌র সম্বন্ধে বলো যা তোমরা জানো না।
৩৪ আর প্রত্যেক জাতির জন্য নির্ধারিত কাল আছে; সেইজন্য
সেই নির্ধারিত কাল যখন আসে তখন তারা থাকবে না সামান্য
সময়ও; তারা যাবেও না তার আগে।
৩৫ হে আদম-সন্তানগণ, যদি তোমাদের কাছে তোমাদের মধ্যে
থেকে পয়গাম্বররা আসেন যাঁরা বর্ণনা করেন আমার
নির্দেশাবলী—তবে যে কেউ সীমা রক্ষা করে আর ভালো করে
তাদের কোনো ভয় নেই, তারা দুঃখও করবে না;
৩৬ আর যারা আমার নির্দেশাবলী প্রত্যাখ্যান করে আর সেসব
থেকে গর্বের সঙ্গে ফিরে যায়—এরাই হচ্ছে আগুনের অধিবাসী,
তারা থাকবে তাতে স্থায়ীভাবে।
৩৭ কে তবে তার চাইতে বেশি অন্যায়কারী যে আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে
মিথ্যা তৈরি করে অথবা তাঁর নির্দেশাবলী প্রত্যাখ্যান করে?
(তাদের জন্য) তাদের (ভাগ্য) লিপির নির্ধারিত অংশ এসে
পৌঁছবে যতক্ষণে আমার দূতরা (মৃত্যুদূতরা) তাদের কাছে
আসবে তাদের মৃত্যু ঘটাতে—তারা বলবে: কোথায় তা যাকে
তোমরা ডাকতে আল্লাহ্‌ ভিন্ন? তারা বলবে: তারা
আমাদের থেকে চলে গেছে। আর তারা নিজেদের বিরুদ্ধে
সাক্ষ্য দেবে যে তারা অবিশ্বাসী ছিল।
৩৮ তিনি বলবেন: আগুনে প্রবেশ করো জিনদের ও মানুষদের
সেইসব জাতির মধ্যে যারা তোমাদের পূর্বে গত হয়ে গেছে।
যখনই কোনো জাতি তাতে প্রবেশ করবে তারা তাদের ভগিনী-
স্থানীয় জাতিকে অভিসম্পাত করবে যে পর্যন্ত না তারা সবাই
একে অন্যের সঙ্গে তাতে এসে পড়বে, তাদের শেষজন তাদের
প্রথমজনের প্রতি বলবে: হে আমাদের পালয়িতা, এরা
আমাদের পথভ্রষ্ট করেছিল, সেজন্য তাদের দাও আগুনের

দ্বিগুণ শাস্তি। তিনি বলবেন : প্রত্যেকের জন্য দ্বিগুণ শাস্তি আছে, কিন্তু তোমরা জানো না।*

৩৯ আর তাদের প্রথমজন তাদের শেষ জনকে বলবে : তাহলে তোমাদের অবস্থা আমাদের চাইতে কোনো অংশে ভালো নয়, অতএব যা তোমরা উপার্জন করতে তার শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করো।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

৪০ নিঃসন্দেহ যারা আমার নির্দেশসমূহ প্রত্যাখ্যান করে আর সেসব থেকে ফিরে যায় গর্বের সঙ্গে, অন্তরীক্ষের দরজা তাদের জন্য খোলা হবে না, তারা বেহেশ্‌তেও প্রবেশ করবে না যে পর্যন্ত না উট প্রবেশ করে সূচের ছিদ্র দিয়ে। আর এইভাবে আমি অপরাধীদের প্রতিফল দিই।

৪১ তাদের জন্য হবে জাহান্নামের বিছানা আর উপর থেকে হবে (জাহান্নামের) আবরণ, আর এইভাবে আমি অন্যায়কারীদের প্রতিফল দিই।

৪২ আর যারা বিশ্বাস করে ও ভালো কাজ করে—আমি কারো উপরে তার সাধ্যের অতিরিক্ত ভার দিই না—তারা হচ্ছে বেহেশ্‌তের বাসিন্দা, তাতে থাকবে তারা স্থায়ীভাবে।

৪৩ আর আমি দূর ক'রে দেবো অস্বস্তিকর যা-কিছু আছে তাদের বুকে, তাদের নিচে দিয়ে বইবে বহু নদী আর তারা বলবে : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে যিনি আমাদের চালিত করেছেন এতে, আর আমরা এই পথ পেতাম না যদি আল্লাহ্‌ আমাদের পথ না দেখাতেন, নিঃসন্দেহ আমাদের পালয়িতার বাণীবাহকরা সত্য এনেছিলেন। আর তাদের কাছে ঘোষণা করা হবে : এই বেহেশ্‌ত-এর অধিকার তোমরা পেলে তোমরা যা করতে তার জন্য।

* দ্বিগুণ শাস্তি—নিজের অন্যায়ের জন্য আর অপরের সামনে মন্দ দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য।

৪৪ আর বেহেশ্‌তের বাসিন্দারা ডেকে বলবে আগুনের বাসিন্দাদের ঃ নিঃসন্দেহ আমরা পেয়েছি আমাদের পালয়িতা যা ওয়াদা করেছিলেন তা সত্য, তোমরাও কি পেয়েছ তোমাদের পালয়িতা যা ওয়াদা করেছিলেন তা সত্য ? তারা বলবে : হাঁ। তখন একজন ঘোষণাকারী তাদের মধ্যে ঘোষণা করবে ঃ আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত অন্যায়কারীদের উপরে—

৪৫ যারা আল্লাহ্‌র পথ থেকে ফেরায় আর তাকে বাঁকা করার চেষ্টা করে, আর তারা পরকালে অবিশ্বাসী।

৪৬ আর এই দুয়ের মধ্যে থাকবে একটি পর্দা। আর উঁচুস্থান-সমূহের লোকেরা যারা সবাইকে চেনে তাদের চিহ্নের দ্বারা, তারা বেহেশ্‌তের বাসিন্দাদের ডেকে বলবে ঃ তোমাদের উপরে শান্তি (বর্ষিত হোক)। তারা এখনও তাতে প্রবেশ করে নি, তবে তারা আশা রাখে।

৪৭ আর যখন তাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে আগুনের বাসিন্দাদের প্রতি তারা বলবে ঃ হে আমাদের পালয়িতা, আমাদের স্থান দিও না অন্যায়কারীদের সঙ্গে।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

৪৮ আর উঁচুস্থানসমূহের বাসিন্দারা যেসব লোকদের চিনবে তাদের চিহ্নের দ্বারা তাদের ডেকে বলবে ঃ কোনো কাজে আসে নি তোমাদের সঞ্চয় করা আর তোমাদের অহঙ্কারপূর্ণ ব্যবহার ;

৪৯ আর এরাই তারা যাদের সম্বন্ধে তোমরা শপথ করেছিলে যে আল্লাহ্‌ তাদের উপরে করুণা করবেন না।—বেহেশ্‌তে প্রবেশ করো ; কোনো ভয় নেই তোমাদের, তোমরা দুঃখও করবে না।

৫০ আর আগুনের বাসিন্দারা বেহেশ্‌তের বাসিন্দাদের ডেকে বলবে ঃ আমাদের উপরে ঢালো কিছু পানী অথবা তা থেকে যা আল্লাহ্‌ তোমাদের দিয়েছেন। তারা বলবে ঃ নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ সেই দুইই নিষিদ্ধ করেছেন অবিশ্বাসীদের জন্য—

৫১ যারা তাদের ধর্মকে গ্রহণ করে খেলা ও কৌতুকরূপে, আর এই সংসারের জীবন তাদের ভোলায়, সেজন্য আমি তাদের পরিত্যাগ করেছি যেমন তারা অবহেলা করেছিল আজকার দিনে তাদের যে মিলিত হতে হবে সেই ব্যাপার, আর তারা প্রত্যাখ্যান করেছিল আমার নির্দেশাবলী।

৫২ আর নিঃসন্দেহ আমি তাদের জন্য এনেছি একটি গ্রন্থ যা আমি ব্যাখ্যা করেছি জ্ঞানের সঙ্গে—এক পথনির্দেশ আর করুণা যারা বিশ্বাস করে তাদের জন্য।

৫৩ তারা কি তবে পবিণাম ভিন্ন আর কিছুর অপেক্ষা করে? যেদিন এর শেষ পরিণাম আসবে, পূর্বে যারা এটি অবহেলা করেছিল তারা বলবে: নিঃসন্দেহ আমাদের পালয়িতার বাণী-বাহকরা সত্য এনেছিলেন, আমাদের কোনো সুপারিশকারী আছে কি যে আমাদের জন্য সুপারিশ করতে পারে? অথবা আমরা কি (সংসারের জীবনে) প্রত্যাবৃত্ত হতে পারি যেন আমরা যা করেছিলাম তা ভিন্ন আর কিছু করি? নিঃসন্দেহ তারা তাদের অন্তরাত্মা হারিয়েছে, আর যা তারা উদ্ভাবন করেছিল তা তাদের থেকে বিদায় নিয়েছে।

সপ্তম অনুচ্ছেদ

৫৪ নিঃসন্দেহ তোমাদের পালয়িতা হচ্ছেন আল্লাহ্, যিনি সৃষ্টি করেছিলেন অন্তরীক্ষ ও পৃথিবী ছয় দিনে—তারপর আরোহণ করলেন তিনি সিংহাসন। তিনি দিনকে আবৃত করেন রাত্রি দিয়ে যা ত্বরিতগতি তার পশ্চাৎ-অনুসরণে, আর সূর্য আর চন্দ্র আর নক্ষত্রদের করেছেন সেবারত তাঁর আদেশে, নিঃসন্দেহ তাঁরই সৃষ্টি আর হুকুম। পুণ্যময় আল্লাহ্, বিশ্বজগতের পালয়িতা।

৫৫ ডাকো তোমাদের পালয়িতাকে বিনতিতে ও গোপনে, নিঃসন্দেহ তিনি ভালোবাসেন না সীমা অতিক্রমকারীদের।

৫৬ আর সংসারে অহিত ক'রো না তাতে সুব্যবস্থার প্রতিষ্ঠার পরে, আর তাঁকে ডাকো ভয়ে ও আশায়, নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌র করুণা তাদের নিকটবর্তী যারা কল্যাণকারী।

৫৭ আর তিনি বায়ু-প্রবাহদের পাঠান সুসংবাদ বহন ক'রে তাঁর করুণার পূর্বে যে পর্যন্ত না তারা আনে জলভরা মেঘ, আমি তাকে পাঠাই মৃত অঞ্চলে, তারপর আমি তার উপরে বর্ষণ করি পানী, তারপর তার সাহায্যে উৎপন্ন করি সব রকমের ফল। এমনি ক'রে আমি বাঁচিয়ে তুলি মৃতদের যেন তোমরা স্মরণ করতে পারো।

৫৮ আর যা উৎকৃষ্ট জমি—তাতে গাছপালা জন্মায় (প্রচুরভাবে) তার পালয়িতার আদেশক্রমে, আর যা নিকৃষ্ট তাতে (গাছপালা) জন্মায় সামান্যই। এইভাবে আমি নির্দেশাবলীর পুনরুক্তি করি যারা কৃতজ্ঞ সেই সম্প্রদায়ের জন্য।

অষ্টম অনুচ্ছেদ

৫৯ নিঃসন্দেহ আমি নুহ্‌কে পাঠিয়েছিলাম তাঁর জাতির কাছে; তিনি বলেছিলেন: হে আমার জাতি, আল্লাহ্‌র উপাসনা করো, তোমাদের অন্য উপাস্য নেই তিনি ভিন্ন; নিঃসন্দেহ আমি তোমাদের জন্য ভয় করি এক ভয়ঙ্কর দিনের শাস্তি।

৬০ তাঁর জাতির প্রধানেরা বললে: নিঃসন্দেহ আমরা দেখছি তুমি পরিষ্কার পথভ্রান্তির মধ্যে।

৬১ তিনি বললেন: হে আমার জাতি, আমার মধ্যে কোনো পথ-ভ্রান্তি নেই, কিন্তু আমি হচ্ছি বিশ্বজগতের পালয়িতার তরফ থেকে একজন বাণীবাহক;

৬২ আমি তোমাদের কাছে পৌঁছে দিই আমার পালয়িতার বাণীসমূহ আর আমি তোমাদের দিই ভালো উপদেশ, আর আমি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে জানি যা তোমরা জানো না।

৬৩ তোমরা কি বিস্মিত হচ্ছো যে তোমাদের কাছে তোমাদের

পালয়িতার কাছে থেকে এসেছে একটি স্মারক তোমাদের মধ্যেকার একজন মানুষের মাধ্যমে যেন সে তোমাদের সাবধান করতে পারে, আর তোমরা সীমা রক্ষা করতে পারো, আর যেন তোমরা করুণালাভ করতে পারো ?

৬৪ কিন্তু তারা তাঁকে বললে মিথ্যাবাদী ; সেজন্য তাঁকে ও যারা তাঁর সঙ্গে ছিল তাদের আমি উদ্ধার করেছিলাম জাহাজে, আর যারা আমার নির্দেশাবলী প্রত্যাখ্যান করেছিল তাদের আমি ডুবিয়ে দিয়েছিলাম। নিঃসন্দেহ তারা ছিল একটি দৃষ্টিহীন জাতি।

নবম অনুচ্ছেদ

৬৫ আর আদ জাতির কাছে (আমি পাঠিয়েছিলাম) তাদের ভাই হূদকে। (তিনি বলেছিলেন :) হে আমার জাতি, আল্লাহ্‌র উপাসনা করো, তিনি ভিন্ন তোমাদের অন্য উপাস্য নেই ; তবে কি তোমরা সীমা রক্ষা করবে না ?

৬৬ তাঁর জাতির মধ্যে থেকে যারা অবিশ্বাস করেছিল তাদের প্রধানরা বলেছিল : দেখছি নিঃসন্দেহ তুমি বুদ্ধিহীনদের মধ্যে, আর নিঃসন্দেহ আমরা মনে করি তুমি মিথ্যুকদের দলের।

৬৭ তিনি বলেছিলেন : হে আমার জাতি, কোনো বুদ্ধিহীনতা আমাতে নেই, কিন্তু আমি হচ্ছি বিশ্বজগতের পালয়িতার একজন বাণীবাহক ;

৬৮ আমি আমার পালয়িতার বাণীসমূহ তোমাদের কাছে পৌঁছে দিই, আর আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত উপদেশদাতা।

৬৯ তোমরা কি বিস্মিত হচ্ছো যে তোমাদের কাছে তোমাদের পালয়িতার কাছ থেকে এসেছে একটি স্মারক তোমাদের মধ্যেকার একজন মানুষের মাধ্যমে যেন সে তোমাদের সতর্ক করতে পারে ? আর স্মরণ করো কেমন ক'রে তিনি তোমাদের প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন নূহ্‌-এর লোকদের পরে আর বর্ধিত

করেছিলেন তোমাদের আকৃতি, সেজন্য স্মরণ করো আল্লাহ্‌র উপকারসমূহ যেন তোমরা সফল হতে পারো।

৭০ তারা বলেছিল : তুমি কি আমাদের কাছে এসেছ যে আমরা শুধু আল্লাহ্‌র উপাসনা করবো আর পরিত্যাগ করবো আমাদের পূর্ব-পুরুষরা যার উপাসনা করতো ? তবে আনো আমাদের উপরে যার ভয় আমাদের দেখাচ্ছ যদি তুমি সত্যবাদী হও।

৭১ তিনি বলেছিলেন : নিঃসন্দেহ তোমাদের পালয়িতার তরফ থেকে শাস্তি ও রোষ তোমাদের উপরে পতিত হয়েছে ; তোমরা কি আমার সঙ্গে তর্ক করবে নাম নিয়ে যেসব নাম তোমরা ও তোমাদের পূর্বপুরুষ দিয়েছ ? আর আল্লাহ্ সেসবের জন্য কোনো নির্দেশ পাঠান নি। তবে অপেক্ষা করো, আমিও তোমাদের সঙ্গে অপেক্ষাকারীদের অন্তর্গত হবো।

৭২ এইভাবে তাঁকে ও যারা তাঁর সঙ্গে ছিল তাদের আমি উদ্ধার করেছিলাম আমার করুণায়, আর আমি কেটে দিয়েছিলাম তাদের শিকড় যারা আমার নির্দেশাবলী প্রত্যাখ্যান করেছিল আর বিশ্বাসী ছিল না।

দশম অনুচ্ছেদ

৭৩ আর সামূদ জাতির কাছে (আমি পাঠিয়েছিলাম) তাদের ভাই সালিহ্‌কে। তিনি বলেছিলেন : হে আমার জাতি, আল্লাহ্‌র উপাসনা করো ; তিনি ভিন্ন তোমাদের অন্য উপাস্য নেই ; নিঃসন্দেহ তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের পালয়িতার কাছ থেকে স্পষ্ট প্রমাণ—এটি হচ্ছে আল্লাহ্‌র উষ্ট্রী—একটি নিদর্শন—সেজন্য তাকে চরতে দাও আল্লাহ্‌র মাটির উপরে, আর তার কোনো ক্ষতি ক'রো না, তা না হলে কঠিন শাস্তি তোমাদের পাকড়াও করবে ;

৭৪ আর স্মরণ করো যখন তিনি তোমাদের প্রতিনিধি করেছিলেন আদ জাতির পরে আর পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন—

তোমরা সমতলক্ষেত্রে গড়লে প্রাসাদ আর পাহাড় খুদে তৈরি করলে গৃহ, সেজন্য স্মরণ করো আল্লাহ্‌র উপকারসমূহ ; আর দেশে গর্হিত আচরণ ক'রো না অহিতকারী হয়ে।

৭৫ তাঁর জাতির প্রধানেরা যারা ছিল গর্বিত তারা যাদের ঘৃণা করতো তাদের বলেছিল—তাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করতো তাদের : তোমরা কি জানো সালিহ্‌ তাঁর পালয়িতার তরফ থেকে প্রেরিত ? তারা বলেছিল : নিঃসন্দেহ আমরা বিশ্বাসী তাঁকে যা দিয়ে পাঠানো হয়েছে তাতে।

৭৬ যারা ছিল গর্বিত তারা বলেছিল : নিশ্চয় আমরা অবিশ্বাস করি তোমরা যাতে বিশ্বাস করো।

৭৭ সুতরাং তারা উষ্ট্রী হত্যা করেছিল আর তাদের পালয়িতার নির্দেশাবলী তুচ্ছ করেছিল, আর তারা বলেছিল : হে সালিহ্‌, আমাদের জন্য আনো যার ভয় আমাদের দেখাচ্ছ যদি তুমি পয়গাম্বরদের একজন হও।

৭৮ তারপর ভূমিকম্প তাদের পাকড়াও করলো আর প্রভাতে দেখা গেল তারা তাদের ঘরে নিশ্চলদেহ হয়েছে।

৭৯ তারপর তিনি ফিরলেন তাদের থেকে ও বললেন : হে আমার জাতি, নিঃসন্দেহ আমি তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলাম আমার পালয়িতার নির্দেশ, আর তোমাদের ভালো উপদেশ দিয়েছিলাম, কিন্তু যারা ভালো উপদেশ দেয় তাদের তোমরা ভালোবাস না।

৮০ আর লূত—যখন তিনি তাঁর জাতিকে বলেছিলেন : তোমরা কি তেমন গর্হিতকর্ম করবে যা তোমাদের পূর্বে বিশ্বজগতে কেউ করে নি ?

৮১ নিঃসন্দেহ তোমরা কামনা-তাড়িত হয়ে এসেছ পুরুষদের কাছে নারীদের পরিবর্তে—না, তোমরা সীমা-অতিক্রমকারী লোক।

৮২ আর তাঁর লোকদের উত্তর এ ভিন্ন আর কিছু ছিল না

(পরস্পরের প্রতি): তোমাদের শহর থেকে এদের বার করে দাও, নিঃসন্দেহ তারা একটি সম্প্রদায় যারা নিজেদের বিশুদ্ধ করতে চায়।

৮৩ সেজন্য আমি তাঁকে আর তাঁর অনুবর্তীদের উদ্ধার করেছিলাম—তাঁর স্ত্রী ব্যতীত ; সে ছিল পেছনে-পড়ে-থাকা দলের।

৮৪ আর আমি তাদের উপরে বর্ষণ করেছিলাম এক (প্রচণ্ড) বর্ষণ। দেখো তবে অপরাধীদের পরিণাম কি হয়েছিল।

একাদশ অনুচ্ছেদ

৮৫ আর মাদিয়ান জাতির কাছে (আমি পাঠিয়েছিলাম) তাদের ভাই শোয়েবকে। তিনি বলেছিলেন: হে আমার জাতি, আল্লাহ্‌র উপাসনা করো, তিনি ভিন্ন তোমাদের অন্য উপাস্য সেই, নিঃসন্দেহ স্পষ্ট প্রমাণ তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের পালয়িতার কাছ থেকে, সেজন্য মাপ ও পাল্লা-পাথর ঠিক ঠিক দাও, আর কাউকে তার দ্রব্যের বিষয়ে ক্ষতি ক'রো না, আর দেশে অহিত ক'রো না সেখানে সুব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবার পরে ; এই তোমাদের জন্য ভালো যদি বিশ্বাসী হও ;

৮৬ আর প্রত্যেক পথে ওত পেতে থেকো না যে আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস করে তাকে ভয় দেখাতে, আর আল্লাহ্‌র পথ থেকে তাকে ফেরাতে, আর তা তার জন্য বাঁকা করবার চেষ্টা করতে; আর স্মরণ করো যখন তোমরা সংখ্যায় অল্প ছিলে তখন তিনি তোমাদের সংখ্যা বাড়িয়েছিলেন, আর দেখো যারা অহিতকারী তাদের পরিণাম কি হয়েছিল।

৮৭ আর যদি তোমাদের একদল বিশ্বাস করে আমাকে যা দিয়ে পাঠানো হয়েছে তাতে আর অন্যদল বিশ্বাস করে না, তবে ধৈর্য ধরো যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ আমাদের উভয়ের মধ্যে বিচার করেন ; আর তিনি বিচারকর্তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

নবম খণ্ড

৮৮ তাঁর জাতির প্রধানেরা যারা ছিল গর্বিত তারা বলেছিল : হে শোয়েব, নিশ্চয় তোমাকে আর যারা তোমার সঙ্গে বিশ্বাস করে তাদের আমরা তাড়িয়ে দেবো আমাদের শহর থেকে, অথবা তোমরা ফিরে আসবে আমাদের ধর্মে। তিনি বলেছিলেন : যদিও (তা) আমরা অপছন্দ করি ?

৮৯ নিঃসন্দেহ আমরা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে একটি মিথ্যা সৃষ্টি করবো যদি আমরা তোমাদের ধর্মে ফিরে যাই তা থেকে আল্লাহ্‌ যে আমাদের উদ্ধার করেছেন তার পরে, আর এটি আমাদের জন্য সঙ্গত হবে না যে আমরা তাতে ফিরে যাব যদি না আমাদের পালয়িতা আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হয়, আমাদের পালয়িতা সবকিছুর জ্ঞান রাখেন, আল্লাহ্‌র উপরে আমরা নির্ভর করি ; হে আমাদের পালয়িতা, আমাদের ও আমাদের জাতির মধ্যে বিচার করো সত্যের সঙ্গে, আর তুমি শ্রেষ্ঠ বিচারকর্তা।

৯০ আর তাঁর জাতির মধ্যে যারা ছিল অবিশ্বাসী তাদের প্রধানরা বলেছিল : যদি তোমরা শোয়েব-এর অনুবর্তী হও তবে নিঃসন্দেহ তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

৯১ তার পর ভূমিকম্প তাদের উপরে এসে পড়লো আর প্রভাতে দেখা গেল তারা তাদের নিজেদের ঘরে নিশ্চলদেহ হয়েছে।

৯২ যারা শোয়েবকে প্রত্যাখ্যান করেছিল তাদের দশা হোলো—যেন তারা কখনো সেখানে বাস করে নি। যারা শোয়েবকে প্রত্যাখ্যান করেছিল তারাই হয়েছিল ক্ষতিগ্রস্ত।

৯৩ এর পর তিনি তাদের থেকে ফিরে বললেন : হে আমার জাতি, নিঃসন্দেহ আমি তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলাম আমার পালয়িতার নির্দেশসমূহ, আর আমি তোমাদের সৎ উপদেশ

দিয়েছিলাম, আর কেমন ক'রে আমি তুঃখ করবো এক অবিশ্বাসী জাতির জন্য !

দ্বাদশ অনুচ্ছেদ

৯৪ আর আমি কোনো বসতিতে পয়গাম্বর পাঠাই নি তাদের তুর্দশা ও আঘাত না দিয়ে যেন তারা নিজেদের নত করে।

৯৫ তার পর আমি তাদের মন্দ দশা বদলে ভালো (দশা) দিয়েছিলাম যে পর্যন্ত না তারা সমৃদ্ধ হয়েছিল আর বলেছিল : আঘাত ও তুর্দশা আমাদের পূর্বপুরুষদের ক্ষেত্রে ঘটতো। তার পর আমি তাদের পাকড়াও করলাম অতর্কিতে, আর তারা তা বুঝে উঠতে পারে নি।

৯৬ আর যদি বসতির লোকেরা বিশ্বাস করতো আর সীমা রক্ষা করতো তবে নিঃসন্দেহ আমি তাদের জন্য উন্মুক্ত করতাম আকাশ ও পৃথিবী থেকে আশীর্বাদ, কিন্তু তারা প্রত্যাখ্যান করেছিল, সেজন্য আমি তাদের পাকড়াও করেছিলাম তারা যা অর্জন করেছিল তার জন্য।

৯৭ বসতির লোকেরা তবে কি নিজেদের নিরাপদ ভাবে তাদের উপরে আমার ক্রোধ এসে পড়া সম্পর্কে রাত্রির আক্রমণরূপে যখন তারা ঘুমুচ্ছে ?

৯৮ অথবা বসতির লোকেরা কি নিজেদের নিরাপদ ভাবে তাদের উপরে আমার ক্রোধ এসে পড়া সম্পর্কে দিনের বেলায় যখন তারা খেলছে ?

৯৯ তবে কি তারা নিজেদের নিরাপদ ভাবে আল্লাহ্‌র চক্র থেকে ? কেউ নিজেকে নিরাপদ ভাবতে পারে না আল্লাহর চক্র থেকে যারা বিনষ্ট হয় তারা ব্যতীত।

ত্রয়োদশ অনুচ্ছেদ

১০০ যারা (পূর্ববর্তীদের পরে) পৃথিবীর উত্তরাধিকারী হয় তাদের কাছে এটি কি স্পষ্ট নয় যে যদি আমি চাই তাদের অপরাধের

জন্য তাদের আঘাত হানতে পারি; আর তাদের অন্তঃকরণের উপরে মোহর মেরে দিতে পারি, ফলে তারা শুনবে না?

১০১ এই বসতিগুলো—আমি তোমাদের কাছে বর্ণনা করেছি তাদের কিছু কিছু কাহিনী। আর নিঃসন্দেহ তাদের পয়গাম্বররা তাদের কাছে এসেছিলেন স্পষ্ট প্রমাণাবলী নিয়ে; কিন্তু তারা বিশ্বাস করবে না যা তারা পূর্বে প্রত্যাখ্যান করেছিল। এইভাবে আল্লাহ্ মোহর মেরে দেন অবিশ্বাসীদের অন্তরের উপরে।

১০২ আর তাদের অনেকের মধ্যে আমি অঙ্গীকার পালন দেখি নি, আর তাদের অনেককে দেখেছি নিঃসন্দেহ অসৎপ্রকৃতির।

১০৩ অতঃপর তাদের পরে আমি পাঠিয়েছিলাম মূসাকে ফেরাউন ও তার প্রধানদের কাছে আমার নির্দেশসমূহ সঙ্গে দিয়ে। কিন্তু তারা তাঁদের প্রতিহত করেছিল। দেখো অহিতকারীদের পরিণাম কি হয়েছে।

১০৪ আর মূসা বলেছিলেন: হে ফেরাউন, নিঃসন্দেহ আমি একজন বাণীবাহক বিশ্বজগতের পালয়িতার তরফ থেকে—

১০৫ মনোনীত এই শর্তে যে আল্লাহ্ সম্বন্ধে সত্য ভিন্ন আর কিছু আমি বলি না। নিঃসন্দেহ আমি তোমাদের কাছে এসেছি তোমাদের পালয়িতার কাছ থেকে স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে, অতএব ইসরাইলবংশীয়দের আমার সঙ্গে যেতে দাও।

১০৬ সে বললে: যদি তুমি নিদর্শন নিয়ে এসে থাকো তবে তা আনো যদি সত্যবাদীদের অন্তর্গত হও।

১০৭ তখন তিনি তাঁর 'আসা' (যষ্টি) (মাটিতে) নিক্ষেপ করলেন—তখন নিঃসন্দেহ তা হোলো এক স্পষ্ট সাপ;

১০৮ আর তিনি তাঁর হাত টেনে বার করলেন—আর নিঃসন্দেহ দর্শকদের কাছে তা দেখালো সাদা।

চতুর্দশ অনুচ্ছেদ

১০৯ ফেরাউনের লোকদের প্রধানেরা বললে : নিঃসন্দেহ এ একজন ওস্তাদ জাদুকর—

১১০ যে তোমাদের দেশ থেকে বার করে দেবে ; কি পরামর্শ তাহলে তোমরা দাও ?

১১১ তারা বললে : তাকে কিছু সময়ের মতো বিদায় দাও, তাকে আর তার ভাইকে, আর শহরগুলোতে পাঠাও ডেকে আনার লোক—

১১২ প্রত্যেক ওস্তাদ জাদুকরকে তোমার কাছে আনতে।

১১৩ আর জাদুকররা ফেরাউনের কাছে এলো,—বললে : নিশ্চয় আমরা পুরস্কার পাবো যদি আমরা জয়ী হই।

১১৪ সে বললে : হ্যাঁ, আর নিশ্চয় তোমরা হবে (আমার) নিকটবর্তীদের অন্তর্গত।

১১৫ তারা বললে : হে মূসা, তুমি ফেলবে, না, আমরা প্রথমে ফেলবো ?

১১৬ তিনি বললেন : ফেলো। অতঃপর যখন তারা ফেললো তারা লোকদের চোখ ভোলালো, আর তাদের ভীত করলো, আর রচনা করলো এক শক্তিশালী জাদু।

১১৭ আর আমি মূসাকে প্রেরণা দিলাম : তোমার 'আসা' ফেলো। আর নিঃসন্দেহ তা গ্রাস করলো তাদের মিথ্যা রচনা।

১১৮ এইভাবে সত্য প্রতিষ্ঠিত হোলো ; আর তারা যা করেছিল তা মিথ্যা হোলো।

১১৯ এইভাবে তারা সেখানে পরাজিত হোলো আর হেঁটমাথা হোলো।

১২০ আর জাদুকররা পতিত হোলো সেজদা-রত হয়ে।

১২১ তারা বললে : আমরা বিশ্বজগতের পালয়িতাতে বিশ্বাস করি—

১২২ (যিনি) মূসা ও হারুনের পালয়িতা।

১২৩ ফেরাউন বললে: তোমরা তাতে বিশ্বাস করছ—আমি তোমাদের অনুমতি দেবার পূর্বে? নিঃসন্দেহ এটি একটি চক্রান্ত যা তোমরা এই শহরে করেছ গোপনে যেন তোমরা এ থেকে লোকদের বার করে দিতে পারো; কিন্তু তোমরা জানতে পাবে।

১২৪ আমি নিশ্চয় তোমাদের হাত ও পা কাটবো বিপরীত দিকে, তারপর তোমাদের শূলে দেব সবাইকে একসঙ্গে।

১২৫ তারা বললে: নিঃসন্দেহ আমরা ফিরে যাবো আমাদের পালয়িতার কাছে--

১২৬ আর তুমি আমাদের উপরে প্রতিশোধ নিচ্ছ না এজন্য ভিন্ন যে আমরা আমাদের পালয়িতার নির্দেশসমূহে বিশ্বাসী হয়েছি যখন সেসব আমাদের কাছে এসেছিল। হে আমাদের পালয়িতা, আমাদের উপরে ঢালো ধৈর্য আর আমাদের প্রাণত্যাগ করতে দাও তাদের মতো যারা (তোমাতে) আত্মসমর্পণ করেছে।

পঞ্চদশ অনুচ্ছেদ

১২৭ আর ফেরাউনের লোকদের প্রধানরা বললে: তুমি কি মূসা আর তার লোকদের ছেড়ে দিয়েছ দেশে অহিত করতে আর তোমাকে আর তোমার উপাস্যদের পরিত্যাগ করতে? সে বললে: আমরা তাদের পুত্রদের হত্যা করবো আর তাদের স্ত্রীলোকদের রেহাই দেবো, আর নিঃসন্দেহ আমরা তাদের উপরে ক্ষমতাশালী।

১২৮ মূসা তাঁর লোকদের বললেন: আল্লাহ্‌র সাহায্য চাও আর ধৈর্য ধরো, নিঃসন্দেহ পৃথিবী আল্লাহ্‌র; তিনি তার উত্তরাধিকারী করেন তাঁর দাসদের মধ্যে যাকে খুশী, আর পরিণাম হচ্ছে সীমা রক্ষাকারীদের জন্য।

১২৯ তারা বললে: আমরা অত্যাচারিত হয়েছি তোমার আমাদের কাছে আসার পূর্বে আর তোমার আমাদের কাছে আসার পরেও। তিনি বললেন: হতে পারে তোমাদের পালয়িতা তোমাদের

শত্রুকে বিনাশ করবেন আর তোমাদের দেশের উত্তরাধিকারী করবেন যেন তিনি দেখতে পারেন তোমাদের কাজ কেমন হয়।

ষোড়শ অনুচ্ছেদ

১৩০ আর নিঃসন্দেহ আমি ফেরাউনের লোকদের আক্রমণ করেছিলাম দুর্ভিক্ষ ও শস্যহানি দিয়ে যেন তারা স্মরণ করতে পারে।

১৩১ কিন্তু যখন ভালো কিছু তাদেব জন্য ঘটতো তারা বলতো : এ আমাদের জন্য ; আর যখন মন্দ কিছু তাদের পীড়ন করতো তারা তা আবোপ কবতো মূসা ও তাঁর লোকদের মন্দ ভাগ্যের প্রতি ; নিঃসন্দেহ তাদের মন্দ ভাগ্য আল্লাহ্‌রই কাছে থেকে ; কিন্তু তাদেব অনেকে জানে না।

১৩২ আব তারা বললে : যে নিদর্শনই তোমরা আমাদের কাছে আনো না কেন তা দিয়ে আমাদেব জাদু কবতে, আমরা তোমাদের (বাণীতে) বিশ্বাস করবো না।

১৩৩ সেজন্য আমি তাদেব উপরে পাঠালাম বন্যা, আর পঙ্গপাল, আর উকুন, আর বেঙ, আব রক্ত—স্পষ্ট নিদর্শন—কিন্তু তারা অহঙ্কার করেছিল আর তারা ছিল একটি অপরাধী সম্প্রদায়।

১৩৪ আর যখন তাদের উপরে মারী পতিত হোলো, তারা বললে : হে মূসা, তোমার পালয়িতার কাছে আমাদের জন্য প্রার্থনা করো কেন না তোমার কাছে তাঁর অঙ্গীকার আছে ; তুমি যদি আমাদের কাছ থেকে মারী দূর করে দাও তবে নিঃসন্দেহ আমরা তোমাতে বিশ্বাস করবো আর নিশ্চয় ইসরাইলবংশীয়দের তোমার সঙ্গে যেতে দেবো।

১৩৫ কিন্তু যখন আমি তাদের থেকে মারী দূর করে দিলাম কিছু কালের জন্য যা তাদের জন্য অবশ্যই পূর্ণ হবে, তাকিয়ে দেখো, তারা (প্রতিশ্রুতি) ভঙ্গ করলো।

১৩৬ সেজন্য তাদের উপরে প্রতিশোধ গ্রহণ করেছিলাম আর ডুবিয়ে দিয়েছিলাম তাদের সমুদ্রে যেহেতু তারা প্রত্যাখ্যান

করেছিল আমার নির্দেশসমূহ আর সেসব সম্বন্ধে ছিল দায়িত্ববোধহীন।

১৩৭ আর যাদের হীন ভাবা হোতো সেই লোকদের আমি উত্তরাধিকারী করেছিলাম দেশের পূবের আর পশ্চিমের অঞ্চলে যা সমৃদ্ধ করেছিলাম। আর তোমার পালয়িতার পুণ্য বাণী সফল হয়েছিল ইসরাইলবংশীয়দের ক্ষেত্রে কেন না তারা ধৈর্য ধরেছিল, আর আমি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করেছিলাম ফেরাউন আর তার লোকেরা যা করেছিল আর যার পরিকল্পনা করেছিল।

১৩৮ আর আমি ইসরাইলবংশীয়দের সমুদ্র পার করিয়েছিলাম, তার পর তারা একটি জাতির দেখা পেল যারা তাদের প্রতিমাগুলি পূজা করতো; তারা বললে: হে মুসা, আমাদের জন্য একটি দেবতা তৈরি করে দাও যখন তাদের দেবতা আছে; তিনি বললেন: নিঃসন্দেহ তোমরা এমন এক সম্প্রদায় যারা অজ্ঞের মতো কাজ করে।

১৩৯ নিঃসন্দেহ, এদের বিষয়ে—যা নিয়ে তারা ব্যাপৃত সেসব ধ্বংস হবে, আর যা তারা করছে সব বৃথা হবে।

১৪০ তিনি বললেন: আমি কি তোমাদের জন্য খুঁজবো আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কোনো উপাস্য যখন তিনি তোমাদের প্রাধান্য দিয়েছেন সব সৃষ্ট-কিছুর মধ্যে?

১৪১ আর (স্মরণ করো) যখন আমি তোমাদের উদ্ধার করেছিলাম ফেরাউনের লোকদের থেকে যারা তোমাদের উপরে করেছিল ঘোর অত্যাচার—হত্যা করছিল তোমাদের পুত্রদের আর রেহাই দিচ্ছিল তোমাদের নারীদের—এতে ছিল তোমাদের পালয়িতার তরফ থেকে এক মহা পরীক্ষা।

সপ্তদশ অনুচ্ছেদ

১৪২ আর আমি মুসার সঙ্গে ত্রিশ রাত্রির সময় ধার্য করেছিলাম আর তা পূর্ণ করেছিলাম (আরো) দশ দিয়ে, তাতে তাঁর

পালয়িতার ধার্য সময় হয়েছিল চল্লিশ রাত্রি, আর মূসা তাঁর ভাই হারুনকে বলেছিলেন : আমার লোকদের মধ্যে আমার স্থান গ্রহণ করো ; আর ভালোভাবে চলো, আর অন্যায়কারী-দের পথ অনুসরণ ক'রো না।

১৪৩ আর যখন মূসা আমার নির্ধারিত সম্মিলনে এসেছিলেন আর তাঁর প্রভু তাঁর সঙ্গে কথা কয়েছিলেন, তিনি বলেছিলেন : হে আমার পালয়িতা, আমাকে দেখাও যেন আমি তোমাকে দেখতে পারি। তিনি বললেন : তুমি আমাকে দেখতে পাবে না, বরং পাহাড়ের দিকে তাকাও, যদি তা তার স্থানে স্থির দাঁড়িয়ে থাকে তবে তুমি আমাকে দেখবে। কিন্তু যখন তার পালয়িত তাঁর মহিমা প্রকাশ করলেন পাহাড়ের কাছে তিনি তাকে চূর্ণ করলেন, আর মূসা সম্বিৎহারা হ'য়ে পড়ে গেলেন। তার পর যখন তাঁর চৈতন্য হোলো, তিনি বললেন : তোমারই মহিমা—তোমারই দিকে ফিরছি—আর আমি বিশ্বাসীদের অগ্রবর্তী।

১৪৪ তিনি বললেন : হে মূসা, নিঃসন্দেহ আমি তোমাকে নির্বাচিত করেছি জনগণের উপরে আমার বাণী বহনের হেতু আর (তোমার সঙ্গে) আমার বাক্যালাপের হেতু, সেজন্য তোমাকে যা দিয়েছি তা ধারণ করো, আর কৃতজ্ঞদের অন্তর্গত হও।

১৪৫ আর ফলকগুলোর উপরে আমি তাঁর জন্য লিখেছিলাম সব-কিছু থেকে যে উপদেশ পাওয়া যায় আর সব-কিছুর ব্যাখ্যা, তার পর (আদেশ করেছিলাম) : এসব সবলে ধারণ করো আর তোমার জাতিকে আদেশ করো এর মধ্যে যা সব চাইতে ভালো তা গ্রহণ করতে। আমি তোমাকে দেখাবো সীমা-লঙ্ঘনকারীদের বাসস্থান।

১৪৬ আমার নির্দেশসমূহ থেকে তাদের আমি ফেরাব যারা সংসারে অহঙ্কারী হয় অন্যায়ভাবে ; যদি তারা প্রত্যেক নিদর্শন দেখে তবু তারা তাতে বিশ্বাস করে না, আর যদি তারা দেখে সত্য

পথ তবু তারা তা গ্রহণ করে না পথরূপে, আর যদি তারা দেখে বিপথ তারা তা গ্রহণ করে পথরূপে এইজন্য যে তারা আমার নির্দেশাবলী প্রত্যাখ্যান করেছে আর সে সম্বন্ধে দায়িত্বহীন হয়েছে।

১৪৭ আর যারা আমার নির্দেশসমূহ প্রত্যাখ্যান করে, আর পরকালে যে একত্রিত হতে হবে সেইটি, তাদের সব কাজ বৃথা হয়েছে। তারা কি প্রতিদান পাবে যা তারা করছে তার জন্য ভিন্ন ?

অষ্টাদশ অনুচ্ছেদ

১৪৮ আর মূসার লোকেরা তাঁর (চলে যাবার) পরে তাদের গহনা দিয়ে বানানো এক জাফরানী রঙের গোবৎসকে (পূজার জন্য) গ্রহণ করলো, তা (গোবৎস) অনুচ্চ শব্দ করতো। তারা কি দেখলো না যে তা তাদের সঙ্গে কথা বলতে পারে না, তাদের কোনো পথে চালিত করতে পারে না ? তারা তাকে গ্রহণ করলো (পূজার জন্য) আর তারা ছিল অন্যায়কারী।

১৪৯ আর যখন তারা তার পরিণাম সম্বন্ধে ভয় পেল আর দেখলো তাবা বিপথে গেছে তারা বললে : যদি না আমাদের পালয়িতা আমাদের প্রতি করুণা করেন আর আমাদের ক্ষমা করেন তবে আমরা নিঃসন্দেহ ক্ষতিগ্রস্তদের দলের হবো।

১৫০ আর যখন মূসা তাঁর লোকদের কাছে ফিরে এলেন ক্রুদ্ধ ও মর্মাহত হয়ে তিনি বললেন : আমার (চলে যাবার) পরে তোমরা যা করেছ তা জঘন্য—তোমরা কি তোমাদের পালয়িতার বিচার এগিয়ে আনতে চাও ? আর তিনি ফলকগুলো ফেলে দিলেন আর তাঁর ভাইয়ের মাথা ধরে তাঁর দিকে টানলেন। তিনি বললেন : হে আমার মাতার পুত্র, নিঃসন্দেহ লোকেরা আমাকে দুর্বল ভেবেছিল আর আমাকে প্রায় মেরে ফেলেছিল,

সেজন্য শত্রুদের আমার দশায় খুশী হতে দিও না, আর
আমাকে অন্যায়কারীদের দলভুক্ত ক'রো না।
১৫১ তিনি বললেন: হে আমার পালয়িতা, আমাকে আর আমার
ভাইকে ক্ষমা করো, আর আমাদের প্রবেশ করতে দাও তোমার
করুণায়, আর তুমি পরম করুণাময় করুণাময়দের মধ্যে।

উনবিংশ অনুচ্ছেদ

১৫২ যারা গোবৎসকে গ্রহণ করেছিল (দেবতারূপে) নিঃসন্দেহ
তাদের পালয়িতার তরফ থেকে ক্রোধ আর এই সংসারের
জীবনে লাঞ্ছনা তাদের উপরে এসে পড়বে; আর এইভাবে
আমি প্রতিদান দিই যারা মিথ্যার উদ্ভাবন করে তাদের।
১৫৩ আর যারা পাপ কাজ করে আর তার পর অনুতাপ করে
ও বিশ্বাস করে—তোমাদের পালয়িতা তার পরে নিঃসন্দেহ
পরম ক্ষমাশীল, ফলদাতা।
১৫৪ আর যখন মূসার ক্রোধ প্রশমিত হোলো তিনি ফলকগুলো
গ্রহণ করলেন,—সেসবের লেখায় ছিল পথনির্দেশ ও করুণা
তাদের জন্য যারা তাদের পালয়িতার কারণে ভয় করে।
১৫৫ আর মূসা তাঁর লোকদের মধ্যে সত্তর জনকে নির্বাচিত
করলেন আমার নির্ধারিত সম্মিলনের জন্য, আর যখন ভূমিকম্প
তাদের উপরে এসে পড়লো তিনি বললেন: হে আমার
পালয়িতা যদি তোমার ইচ্ছা হোতো তবে তুমি পূর্বেই তাদের
বিনাশ করতে পারতে, এবং আমাকেও, তুমি কি আমাদের
ধ্বংস করবে আমাদের মধ্যে নির্বোধরা যা করেছে তার জন্য? এ
তোমার পরীক্ষা ভিন্ন আর কিছু নয়। এর দ্বারা তুমি পথভ্রান্ত
করো যাকে খুশী আর পথ দেখাও যাকে খুশী; তুমি আমাদের
রক্ষাকারী বন্ধু, সেজন্য আমাদের ক্ষমা করো, আর আমাদের
উপরে করুণা করো, আর তুমি ক্ষমাশীলদের মধ্যে
সর্বোত্তম।

১৫৬ আর আমাদের জন্য বিধান করো কল্যাণ এই সংসারের জীবনে
আর পরকালে যেহেতু নিঃসন্দেহ আমরা তোমার দিকে ফিরি।
তিনি বললেন: আমার শাস্তি—তা দিয়ে আমি আঘাত
হানবো যাকে খুশী, আর আমার করুণা সর্বব্যাপী, সেজন্য আমি
তার বিধান করবো তাদের জন্য যারা সীমা রক্ষা করে আর
যাকাত দেয় আর যারা আমার নির্দেশাবলীতে বিশ্বাস করে—

১৫৭ যারা অনুবর্তী নিরক্ষর বাণীবাহক নবীর যাঁর কথা লেখা আছে
তওরাতে ও ইঞ্জিলে (যা আছে) তাদের কাছে, যিনি তাদের
নির্দেশ দেন যা ভালো আর তাদের নিষেধ করেন যা মন্দ,
আর তাদের জন্য বৈধ করেন যা ভালো আর নিষিদ্ধ করেন
যা অশুচি, আর দূর করেন তাদের থেকে তাদের বোঝা ও
শিকল যা তাদের উপরে চেপেছিল; যারা তাঁতে বিশ্বাস করে
আর তাঁকে সাহায্য করে আর যে আলোক তাঁর সঙ্গে অবতীর্ণ
হয়েছে তার অনুসরণ করে—এরাই তারা যারা সফলকাম।

বিংশ অনুচ্ছেদ

১৫৮ বলো: হে জনগণ: নিঃসন্দেহ আমি আল্লাহ্‌র বাণীবাহক
তোমাদের সবার কাছে—তাঁর (বাণীবাহক) আকাশ ও
পৃথিবীর রাজত্ব যাঁর, নেই উপাস্য তিনি ভিন্ন, তিনি জীবন দেন
আর মৃত্যু দেন, সেজন্য আল্লাহ্‌তে ও তাঁর বাণীবাহকে বিশ্বাস
করো—নিরক্ষর বাণীবাহকে, যিনি বিশ্বাস করেন আল্লাহ্‌তে ও
তাঁর বাণীতে, আর তাঁর অনুবর্তী হও যেন তোমরা পথপ্রাপ্ত
হতে পারো।

১৫৯ আর মূসার লোকদের মধ্যে একটি দল আছে যারা
(লোকদের) চালিত করে সত্যের দ্বারা আর তার দ্বারা ন্যায়ের
প্রতিষ্ঠা করে।

১৬০ আমি তাদের ভাগ করেছিলাম বারো গোত্রে; আর আমি
মূসাকে প্রেরণা দিয়েছিলাম যখন তাঁর লোকেরা পানী চেয়েছিল,

এই ব'লে : তোমার 'আসা' পাহাড়ে মারো, আর তা থেকে বেরিয়ে পড়েছিল বারোটি ঝরণা তাতে প্রত্যেক গোত্র চিনেছিল তাদের পানী খাবার স্থান। আর আমি সাদা মেঘকে দিয়ে তাদের উপরে ছায়া দিইয়েছিলাম আর তাদের জন্য পাঠিয়েছিলাম মান্না ও সাল্‌ওয়া : যেসব ভালো জিনিস তোমাদের দিয়েছি তা থেকে খাও। আর তারা আমার প্রতি কোনো অন্যায় করে নি কিন্তু তাদের নিজেদের অন্তরাত্মার প্রতি অন্যায় করেছিল।

১৬১ আর যখন তাদের বলা হোলো : এই শহরে বাস করো, আর এ থেকে খাও যেখানে খুশী, আর বলো : হিত্তাতুন্—আমরা অনুতাপ করি—আর ফটক দিয়ে প্রবেশ করো সেজদা করতে করতে—আমি তোমাদের পাপ ক্ষমা করবো আর বাড়িয়ে দেবো সৎকর্মশীলদের পুরস্কার।

১৬২ কিন্তু যারা ছিল তাদের মধ্যে অন্যায়কারী তারা তাদের যা বলা হয়েছিল তা বদলে দিয়েছিল অন্য কথার দ্বারা, আর আমি আকাশ থেকে পাঠিয়েছিলাম শাস্তি তাদের উপরে যেহেতু তারা ছিল অন্যায়কারী।

একবিংশ অনুচ্ছেদ

১৬৩ আর তাদের সেই বসতি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করো যা ছিল সমুদ্রের ধারে—কেমন ক'রে তারা সাব্‌বাথ (কর্মবিরতি) ভঙ্গ করেছিল, কেমন ক'রে তাদের বড বড় মাছ তাদের কাছে আসতো সাব্‌বাথের দিনে দেখা যেত এমনভাবে, আর যখন তারা সাব্‌বাথ পালন করতো না তারা তাদের কাছে আসতো না ; এইভাবে আমি তাদের পরীক্ষা করেছিলাম কেন না তারা ছিল নিন্দিত-জীবন-যাপনকারী।

১৬৪ আর যখন তাদের একটি দল বলেছিল : কেন তোমরা সেই লোকদের উপদেশ দাও যাদের আল্লাহ্ ধ্বংস করবেন অথবা

তিনি তাদের দেবেন কঠিন শাস্তি ? তারা বলেছিল : তোমাদের পালয়িতার সামনে দোষমুক্ত হবার জন্য, আর যদি তারা সীমা রক্ষা করে।

১৬৫ অতএব যখন তারা অবহেলা করেছিল যা তাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছিল—আমি উদ্ধার করেছিলাম তাদের যারা নিষেধ করেছিল যা মন্দ, আর আমি কঠিন শাস্তি দিয়ে ধরেছিলাম অন্যায়কারীদের ; কারণ তারা ছিল নিন্দিত-জীবন-যাপনকারী।

১৬৬ অতএব যখন তারা গর্ববোধ করতো তাই করতে যা তাদের নিষেধ করা হয়েছিল আমি তাদের বলেছিলাম : ঘৃণিত ও বীভৎস বনমানুষ হও।

১৬৭ আর (স্মরণ করো) যখন তোমার পালয়িতা ঘোষণা করেছিলেন যে শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত তিনি তাদের বিরুদ্ধে পাঠাবেন তাদের যারা তাদের পীড়ন করবে কঠিন পীড়নে ; নিঃসন্দেহ তোমার পালয়িতা প্রতিফলদানে সত্বর, আর নিঃসন্দেহ তিনি ক্ষমাশীল, ফলদাতা।

১৬৮ আর পৃথিবীতে আমি তাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন সম্প্রদায়ে —তারা কেউ কেউ সাধুআত্মা আর কেউ কেউ তাদের থেকে হীন ; আর আমি তাদের পরীক্ষা করেছি ভালো দিয়ে আর মন্দ দিয়ে যেন তারা ফেরে।

১৬৯ আর যারা গ্রন্থের উত্তরাধিকারী হয়েছিল পরে তাদের এক পুরুষ এসেছে। তারা এই হীন জীবনের বস্তুসব আঁকড়ে ধরে আর বলে : এ আমাদের মাফ করা হবে। আর যদি পুনরায় তাদের কাছে আসে তার মতো কিছু তারা তা গ্রহণ করবে। গ্রন্থে তাদের কাছ থেকে কি একটি অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয় নি যে তারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে সত্য ভিন্ন আর কিছু বলবে না ? আর তারা পাঠ করেছে যা তাতে আছে ! আর পরকালের বাসস্থান

ভালো তাদের জন্য যারা সীমা রক্ষা করে। তবে কি তোমাদের বুদ্ধি নেই?

১৭০ যারা গ্রন্থ অবলম্বন ক'রে থাকে আর উপাসনা প্রতিষ্ঠিত রাখে—নিঃসন্দেহ যারা ভালো কাজ করে তাদের প্রাপ্য আমি বিফল করি না।

১৭১ আর (স্মরণ করো) যখন আমি তাদের উপরে পর্বত কম্পিত করেছিলাম যেন তা হয়েছিল তাদের মাথার উপরে একটি আচ্ছাদন, আর তারা ভেবেছিল যে তা তাদের উপরে পড়বে; (আর আমি বলেছিলাম): সবলে ধরে থাকো যা তোমাদের দিয়েছি আর স্মরণ করো যা তাতে আছে যেন তোমরা সীমা রক্ষা করতে পারো।

দ্বাবিংশ অনুচ্ছেদ

১৭২ আর যখন তোমার পালয়িতা আদমের সন্তানদের থেকে, তাদের পৃষ্ঠ থেকে, এনেছিলেন তাদের বংশধরদের আর নিজেদের সম্বন্ধে তাদের সাক্ষ্য দিইয়েছিলেন (এই ব'লে): আমি কি তোমাদের পালয়িতা নই? তারা বলেছিল: হাঁ, নিঃসন্দেহ, আমরা সাক্ষ্যদান করি—যেন তোমরা পুনরুত্থানের দিনে না বলো: নিঃসন্দেহ আমরা এবিষয়ে অনবহিত ছিলাম।

১৭৩ অথবা তোমরা যেন না বলো: আমাদের পূর্বপুরুষরাই সেকালে আল্লাহ্‌র অংশী দাঁড় করিয়েছিল আর আমরা ছিলাম তাদের বংশধর তাদের পরে, তুমি কি আমাদের ধ্বংস করবে যারা মিথ্যার অনুসরণ করে তাদের কাজের জন্য?

১৭৪ আর এইভাবে আমি আমার নির্দেশাবলী বিশদ করি যেন তারা ফিরে আসতে পারে।

১৭৫ আর বলো তাদের কাছে তার কথা যাকে আমি আমার নির্দেশাবলী দিই, কিন্তু সে সেসব এড়িয়ে যায়, সেজন্য শয়তান তাকে ধরে; সুতরাং সে তাদের দলের যারা ভুল পথে চলে।

১৭৬ আর যদি আমি ইচ্ছা করতাম তবে নিঃসন্দেহ তাকে এর দ্বারা উন্নত করতে পারতাম, কিন্তু সে মাটি আঁকড়ে ছিল আর অনুসরণ করেছিল তার কামনা। সেজন্য তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে কুকুরের মতো—যদি তুমি তাকে আক্রমণ করো সে তার জিভ্ বার করে হাঁফাবে, আর যদি তুমি তাকে এড়িয়ে যাও সে জিভ্ বার করে হাঁফাবে। এই হচ্ছে সেসব লোকের দৃষ্টান্ত যারা আমার নির্দেশাবলী প্রত্যাখ্যান করে। তাদের কাছে ইতিবৃত্ত বর্ণনা করো যেন তারা চিন্তা করতে পারে।

১৭৭ মন্দের দৃষ্টান্ত সেই লোকেরা যারা আমার নির্দেশাবলী প্রত্যাখ্যান করে আর তাদের নিজেদের অন্তরাত্মার প্রতি অন্যায় করে।

১৭৮ যাকে আল্লাহ্ পথ দেখান—সে-ই পথে চালিত, আর তিনি যাকে বিপথে চালিত করেন—তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

১৭৯ এরই মধ্যে আমি জাহান্নামে পাঠিয়ে দিয়েছি জিন ও মানুষদের অনেককে, যাদের অন্তঃকরণ আছে তা দিয়ে তারা বোঝে না, আর চোখ আছে তা দিয়ে তারা দেখে না, আর কান আছে তা দিয়ে তারা শোনে না। তারা যেন গৃহপালিত পশু, না, তার চাইতে পথহারা—এরা দায়িত্ববোধহীন।

১৮০ আর আল্লাহ্‌র হচ্ছে সব চাইতে ভালো ভালো নাম ; সেজন্য তাঁকে ডাকো সেইসব নামে, আর তাদের ত্যাগ করো যারা তাঁর নাম সম্বন্ধে বাঁকা পথে চলে ; তারা প্রতিদান পাবে তারা যা করে তার জন্য।

১৮১ আর যাদের আমি সৃষ্টি করেছি তাদের মধ্যে আছে একটি সম্প্রদায় যারা চালিত করে সত্যের দ্বারা আর তার দ্বারা তারা ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করে।

ত্রয়োবিংশ অনুচ্ছেদ

১৮২ আর যারা আমার নির্দেশাবলী প্রত্যাখ্যান করে তাদের আমি

চালিয়ে নিয়ে যাই (ধ্বংসের দিকে) ক্রমে ক্রমে কোথা থেকে
তারা জানে না ;

১৮৩ আর আমি তাদের অবসর দিই—নিঃসন্দেহ আমার চক্র
কার্যকর।

১৮৪ তারা কি চিন্তা করে না যে তাদের সঙ্গীর মধ্যে কোনো
পাগলামি নেই ? তিনি স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।

১৮৫ তারা কি তাকায় না আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্বের পানে আর
যা কিছু আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন ; আর হতে পারে তাদের শেষ
দিন কাছে এসেছে ? এর পরে কোন্ কথায় তারা বিশ্বাস করবে।

১৮৬ যাকে আল্লাহ্ পথভ্রান্ত করেন তার জন্য কোনো পথনির্দেশক
নেই ; আর তিনি তাদের ছেড়ে দেন তাদের অবাধ্যতার পথে
অন্ধভাবে ঘুরে বেড়াতে।

১৮৭ তারা তোমাকে সেই সময়ের কথা জিজ্ঞাসা করছে—কখন সেই
ঘটনা ঘটবে। বলো : এর জ্ঞান আমার পালয়িতারই কাছে,
আর কেউ নয় মাত্র তিনি তা প্রকাশ করবেন যথাসময়ে ; এ
মহাব্যাপার হবে আকাশে ও পৃথিবীতে, এ এসে পড়বে না
তোমাদের উপরে অতর্কিতে ভিন্ন। তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা
করছে যেন তুমি এবিষয়ে সুবিজ্ঞ। বলো : তার জ্ঞান
আল্লাহ্রই কাছে। কিন্তু অনেক লোকই অজ্ঞ।

১৮৮ বলো : আমার নিজের সম্বন্ধে লাভ অথবা ক্ষতির উপরে কর্তৃত্ব
করবার ক্ষমতা আমার নেই আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত।
যদি অদৃশ্যের জ্ঞান আমার থাকতো তবে যা সুখের তার প্রাচুর্য
আমার থাকতো আর যা দুঃখের তা আমাকে স্পর্শ করতে
পারতো না; আমি একজন সতর্ককারী ভিন্ন আর কিছু নই,
আর যারা বিশ্বাস করে সেই লোকদের জন্য সুসংবাদদাতা।

চতুর্বিংশ অনুচ্ছেদ

১৮৯ তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছিলেন একটি প্রাণ থেকে আর তা

থেকে সৃষ্টি করেছিলেন তার স্ত্রীকে—যেন সে তাতে শান্তি পেতে পারে; সেজন্য যখন সে তাতে উপগত হয় সে একটি হাল্কা বোঝা বহন করে আর তা নিয়ে চলাফেরা করে; কিন্তু যখন তা ভারী হয় তারা উভয়ে তাদের পালয়িতা আল্লাহ্‌কে ডাকে: যদি তুমি ভালো দাও তবে নিঃসন্দেহ আমরা কৃতজ্ঞদের অন্তর্গত হবো।

১৯০ কিন্তু যখন তিনি তাদের ভালো দিলেন তারা দাঁড় করালো তাঁর সঙ্গে অংশী তিনি তাদের যা দিয়েছিলেন তাতে। কিন্তু বহুউচ্চে অবস্থিত তিনি তারা তাঁর যেসব অংশী দাঁড় করায় সেসব থেকে।

১৯১ তারা তাঁর সঙ্গে যুক্ত করে তাই যা কিছুই সৃষ্টি করে না, বরং তারা নিজেরা সৃষ্ট।

১৯২ আর তাদের কোনো শক্তি নেই তাদের সাহায্য দেবার, তারা নিজেদেরও সাহায্য করতে পারে না।

১৯৩ আর যদি তোমরা তাদের পথে আহ্বান করো তারা তোমাদের অনুবর্তী হবে না; এটি সমান তোমাদের জন্য তাদের আহ্বান করো অথবা নীরব থাকো।

১৯৪ নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ ভিন্ন যাদের তোমরা ডাকো তারা তোমাদেরই মতো দাস। তাদের এখন ডাকো আর তারা তোমাদের উত্তর দিক যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

১৯৫ তাদের কি পা আছে যা দিয়ে চলতে পারে, অথবা তাদের কি হাত আছে যা দিয়ে ধরতে পারে, অথবা তাদের কি চোখ আছে যা দিয়ে দেখতে পারে, অথবা তাদের কি কান আছে যা দিয়ে শুনতে পারে? বলো: ডাকো তোমাদের (আল্লাহ্‌র) অংশীদের তারপর আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করো, আর আমাকে অবসর দিও না।

১৯৬ নিঃসন্দেহ আমার রক্ষাকারী বন্ধু হচ্ছেন আল্লাহ্ যিনি গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন, আর তিনি সাধু-আত্মাদের সহায়তা করেন;

১৯৭ আর তিনি ভিন্ন যাদের তোমরা ডাকো তারা সক্ষম নয় তাদের সাহায্য করতে, আর নিজেদেরও তারা সাহায্য করতে পারে না।

১৯৮ আর যদি তুমি তাদের পথে আহ্বান করো তারা শোনে না, আর তোমরা দেখ তারা তোমাদের দিকে তাকিয়ে আছে তবু তারা দেখে না।

১৯৯ ক্ষমা অবলম্বন করো আর সদয়তার নির্দেশ দাও আর অজ্ঞদের পরিহার করো।

২০০ আর যদি শয়তানের থেকে মিথ্যা নিন্দা তোমাকে আহত করে তবে আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাও। নিঃসন্দেহ তিনি শোনেন, জানেন।

২০১ নিঃসন্দেহ যারা সীমা রক্ষা করে যখন শয়তানের মোহ তাদের বিব্রত করে, তারা স্মরণ করে (আল্লাহ্‌র পথনির্দেশ)—আর দেখো তারা দ্রষ্টা হয়েছে!

২০২ আর তাদের ভাইয়েরা (শয়তানের ভাইয়েরা) তাদের আরো ভুলে ডোবায় আর তারা থামে না।

২০৩ আর যখন তুমি তাদের জন্য কোনো নিদর্শন আনো না. তারা বলে: কেন তুমি তা চাও না? বলো: আমি শুধু তারই অনুগত যা আমার কাছে প্রত্যাদিষ্ট হয় আমার পালয়িতা থেকে; এসব স্পষ্ট প্রমাণ তোমাদের পালয়িতা থেকে, আর পথনির্দেশ আর করুণা সেই লোকদের জন্য যারা বিশ্বাস করে।

২০৪ আর যখন কোর্‌আন পঠিত হয় তখন তা শোনো আর চুপ ক'রে থাকো যেন তোমরা করুণা লাভ করতে পারো।

২০৫ আর স্মরণ করো তোমার পালয়িতাকে নিজের অন্তরে বিনয়ে ও ভয়ে, আর এমন কণ্ঠে যা উচ্চ নয়, প্রাতে ও সন্ধ্যায়, আর দায়িত্ববোধহীনদের দলের হয়ো না।

২০৬ নিঃসন্দেহ যারা তোমার পালয়িতার সঙ্গে আছে তারা তাঁর প্রতি আনুগত্যে অহঙ্কার দেখায় না, আর তাঁর মহিমা কীর্তন করে, আর তাঁর প্রতি সেজ্‌দা-রত।

আল্‌-আন্‌ফাল

[আল্‌-আন্‌ফাল—কোর্‌আন শরীফের অষ্টম সূরা, এর অর্থ যুদ্ধে লব্ধ সামগ্রী। এর বেশির ভাগ অংশ যে বদরের যুদ্ধের অল্প পরেই অবতীর্ণ হয়েছিল তা সহজেই বোঝা যায়। এর শেষের দিকের কয়েকটি আয়াত স্পষ্টতঃ পরবর্তী কালের।

বদরের যুদ্ধে কোরেশদের সৈন্যসংখ্যা ছিল মুসলমানদের প্রায় তিন গুণ। তার উপরে তাদের যুদ্ধের উপকরণ ছিল মুসলমানদের সঙ্গে তুলনায় অনেক ভালো। মুসলমানরা এই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতও ছিল না। কিন্তু যখন এই যুদ্ধ এসে পড়লো—এসে পড়েছিল আল্লাহ্‌র বিধানে এই ছিল হযরতের বিশ্বাস—তখন দেখা গেল সেই সমূহ বিপদের কালে হযরতের আল্লাহ্‌র উপরে অসাম নির্ভরতা, তাঁর আশ্চর্য মনোবল, আর তাঁর অনুবর্তীদের তাঁর প্রতি অশেষ আনুগত্য। এসব এমন গুণ যা বিষম প্রতিকূলতার মধ্যে থেকে সাফল্য এনে দিতে পারে। মুসলমানদের এইসব অমূল্য গুণের সঙ্গে তুলনায় কোরেশদের প্রধান অবলম্বন দাঁড়িয়েছিল তাদের অহঙ্কার।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

করুণাময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ তারা তোমাকে যুদ্ধে লব্ধ সামগ্রী সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করছে। বলো : যুদ্ধে লব্ধ সামগ্রীগুলো আল্লাহ্‌ ও রসুলের জন্য*। সেজন্য আল্লাহ্‌র সীমারক্ষা করো আর তোমাদের মতভেদের বিষয়ে মীমাংসা ক'রে ফেলো, আর আল্লাহ্‌ ও তাঁর বাণীবাহকের অনুবর্তী হও যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।

২ কেবল তারাই বিশ্বাসী যাদের হৃদয় ভয় অনুভব করে যখন আল্লাহ্‌র কথা বলা হয়, আর যখন তাঁর নির্দেশাবলী তাদের

* অর্থাৎ রাষ্ট্রের ও রাষ্ট্রের সর্বসাধারণের জন্য।

কাছে পাঠ করা হয় তা তাদের বিশ্বাস বাড়িয়ে দেয়, আর
.তাদের পালয়িতার উপরে তারা আস্থা স্থাপন করে—

৩ যারা উপাসনা প্রতিষ্ঠিত রাখে আর (দানে) ব্যয় করে যা আমি তাদের দিয়েছি তা থেকে।

৪ এরাই প্রকৃত বিশ্বাসী। তাদের জন্য আছে তাদের পালয়িতার কাছে (সম্মানের) স্তরসমূহ, আর ক্ষমা, আর মহৎ উপজীবিকা।

৫ যেমন—তোমার পালয়িতা তোমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন তোমার গৃহ থেকে সত্যের সঙ্গে যদিও বিশ্বাসীদের এক দল নিঃসন্দেহ অনিচ্ছুক ছিল।

৬ তারা তোমার সঙ্গে তর্ক করেছিল সত্য সম্বন্ধে তা স্পষ্ট হবার পরে—তারা যেন তাড়িত হয়েছিল মৃত্যুর দিকে (যাকে) তারা দেখছিল।

৭ আর যখন আল্লাহ্ তোমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন দুই দলের একটি সম্বন্ধে যে তা তোমাদের হবে* আর তোমরা চেয়েছিলে যা অস্ত্রসজ্জিত নয় তাই তোমাদের হোক, আর আল্লাহ্ চেয়েছিলেন যা তাঁর বাণীর দ্বারা সত্য হয়েছে তার সত্যতা প্রকাশ করতে আর অবিশ্বাসের শিকড় কেটে দিতে—

৮ যেন তিনি দেখাতে পারেন যা সত্য তার সত্যতা আর দেখাতে পারেন যা মিথ্যা তার মিথ্যাত্ব, যদিও অপরাধীরা তা অপছন্দ করেছিল।

৯ যখন তোমরা তোমাদের পালয়িতার সাহায্য চেয়েছিলে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন : আমি তোমাদের সাহায্য করবো এক হাজার একে অন্যের অনুসরণকারী ফেরেশ্তা দিয়ে।

১০ আর আল্লাহ্ এটি দিয়েছিলেন সুসংবাদরূপেই যেন তার দ্বারা

---

* আবু সুফিয়ানের আনা বাণিজ্য-সম্ভার-বাহী কাফেলা আর কোরেশদের সৈন্যদল, এই দুইয়ের একটি।

তোমাদের অন্তঃকরণ শান্তিলাভ করতে পারে ; আর জয় শুধু
আল্লাহ্ থেকে ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ মহাশক্তি, জ্ঞানী ।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

১১ যখন তিনি তন্দ্রা এনেছিলেন তোমাদের উপরে তাঁর তরফ
থেকে নিরাপত্তারূপে আর তোমাদের উপরে আকাশ থেকে
পাঠালেন পানী যেন তার দ্বারা তিনি তোমাদের বিশুদ্ধ করতে
পারেন, আর দূর করতে পারেন তোমাদের থেকে শয়তানের
গ্লানি, আর জোরালো করতে পারেন তোমাদের হৃদয় আর দৃঢ়
করতে পারেন তোমাদের পা ।

১২ যখন তোমাদের পালয়িতা ফেরেশ্তাদের প্রেরণা দিলেন :
আমি তোমাদের সঙ্গে আছি, সেজন্য তাদের দৃঢ় করো যারা
বিশ্বাস করে, আমি ভয় নিক্ষেপ করবো তাদের অন্তরে যারা
অবিশ্বাস করে, তারপর গর্দান মারো, আর তাদের প্রত্যেক
আঙুলে আঘাত করো ।

১৩ এটি এই জন্য যে তারা আল্লাহ্‌র ও রসুলের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে-
ছিল ; আর যে কেউ আল্লাহ্ ও রসুলের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়—
তবে নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ শাস্তিদানে কঠোর ।

১৪ এই—এর আস্বাদ গ্রহণ করো, আর এই অবিশ্বাসীদের জন্য
আগুনের শাস্তি ।

১৫ হে বিশ্বাসিগণ, যখন তোমরা যুদ্ধযাত্রী অবিশ্বাসীদের দেখা পাও
তখন তাদের দিকে পিঠ ফেরাবে না ।

১৬ আর যে কেউ সেইদিন তাদের দিকে পিঠ ফেরায়—যুদ্ধ করার
কারণে অথবা (নিজেদের) দলে যোগ দেবার ইচ্ছায় ভিন্ন—
তবে নিঃসন্দেহ সে যোগ্য হয়েছে আল্লাহ্‌র ক্রোধের আর তার
বাসস্থান জাহান্নাম—আর তা হবে এক অবাঞ্ছিত গন্তব্যস্থান ।

১৭ তবে তোমরা তাদের সংহার করো নি, তাদের সংহার করে-
ছিলেন আল্লাহ্, আর তুমি (মোহাম্মদ) (কঙ্কর) নিক্ষেপ

করো নি যখন নিক্ষেপ করেছিলে কিন্তু নিক্ষেপ করেছিলেন
আল্লাহ্‌* যেন তিনি বিশ্বাসীদের পরীক্ষা করতে পারেন তাঁর
তরফ থেকে একটি উত্তম পরীক্ষার দ্বারা।

১৮ এই—আর (জেনো) যে আল্লাহ্‌ দুর্বল করেন অবিশ্বাসীদের
চক্রান্ত।

১৯ (হে কোরেশ) যদি তোমরা বিচার চেয়ে থাকো তবে
নিঃসন্দেহ সেই বিচার তোমাদের জন্য এসেছে, আর যদি
তোমরা বিরত হও তবে তা হবে তোমাদের জন্য ভালো, আর
যদি তোমরা ফিরে আসো (যুদ্ধ করতে) আমরাও তবে ফিরে
আসবো, আর তোমাদের সৈন্যদল তোমাদের কোনো কাজে
আসবে না সংখ্যায় তারা যতই হোক—আর (জেনো) আল্লাহ্‌
বিশ্বাসীদের সঙ্গে।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

২০ হে বিশ্বাসিগণ, আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসুলের অনুবর্তী হও, আর তাঁর
থেকে ফিরে যেও না যখন তোমরা শোনো (তাঁর আহ্বান)।

২১ আর তাদের মতো হোয়ো না যারা বলেছিল: আমরা শুনেছি,
কিন্তু তারা শোনে নি।

২২ নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌র চোখে সব চাইতে হীন জীব হচ্ছে বধির ও
বোবা—যারা বোঝে না।

২৩ আর আল্লাহ্‌ যদি তাদের মধ্যে ভালো কিছু জানতেন তবে
তিনি তাদের (তা) শোনাতেন, কিন্তু যদি তিনি তাদের
শোনাতেন তবে তারা ফিরে যেতো বিমুখ হয়ে।

২৪ হে বিশ্বাসিগণ, আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসুলের ডাকে সাড়া দাও যখন
তিনি (আল্লাহ্‌) তোমাদের তাতে ডাকেন যা তোমাদের জীবন

* বিশ্বস্ত হাদিসে বর্ণিত আছে যে হযরত বদরের যুদ্ধের সময়ে শত্রুপক্ষের দিকে এক মুঠো কঙ্কর ছুঁড়ে মেরেছিলেন, তারপর থেকেই শত্রুপক্ষের পরাজয় আরম্ভ হয়।

দেয়। আর জেনো যে আল্লাহ্ মানুষ ও তার অন্তঃকরণের মধ্যবর্তী আর তাঁরই কাছে তোমরা একত্রিত হবে।

২৫ আর সীমা রক্ষা করো সেই বিপদ সম্বন্ধে যা তোমাদের মধ্যে যারা অন্যায়কারী শুধু তাদের উপরেই না পড়তে পারে, আর জেনো আল্লাহ্ প্রতিফল দানে কঠোর।

২৬ আর স্মরণ করো যখন তোমরা ছিলে অল্প কয়েকজন, (যাদের) দেশে দুর্বল জ্ঞান করা হোতো, ভীত ছিলে পাছে লোকেরা তোমাদের নিঃশেষ ক'রে দেয়, কিন্তু তিনি তোমাদের আশ্রয় দিয়েছিলেন আর তোমাদের বলবৃদ্ধি করলেন তাঁর সাহায্যের দ্বারা, আর তোমাদের জীবিকা দিলেন ভালো সব বস্তু থেকে যেন তোমরা ধন্যবাদ জানাতে পারো।

২৭ হে বিশ্বাসিগণ, আল্লাহ্ ও রসুলের প্রতি বিশ্বাস ভঙ্গ ক'রো না, আর জেনে আমানত ভঙ্গ ক'রো না।

২৮ আর জেনো যে তোমাদের ধনসম্পত্তি আর তোমাদের সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য প্রলোভন, আর আল্লাহ্ তিনি যাঁর কাছে আছে মহামূল্য পুরস্কার।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

২৯ হে বিশ্বাসিগণ, যদি তোমরা আল্লাহ্‌র সীমা রক্ষা করো তিনি তোমাদের দেবেন বিচারের ক্ষমতা (ভালো ও মন্দের মধ্যে) আর দূর ক'রে দেবেন তোমাদের মন্দ (চিন্তা ও কাজ), আর তোমাদের ক্ষমা করবেন; আর আল্লাহ্ প্রাচুর্যের রাজাধিরাজ।

৩০ আর যখন অবিশ্বাসীরা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল যে তোমাকে সাংঘাতিকভাবে আহত করবে অথবা হত্যা করবে অথবা তোমাকে তাড়িয়ে দেবে, আর তারা ষড়যন্ত্র করেছিল আর আল্লাহ্‌ও ষড়যন্ত্র করেছিলেন; আর ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে আল্লাহ্ শ্রেষ্ঠ।

৩১ আর যখন আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী তাদের কাছে পড়া হয় তারা

বলে : আমরা শুনেছি, আর যদি ইচ্ছা করতাম তবে আমরাও
এর মতো কিছু বলতে পারতাম, নিঃসন্দেহ এসব সেকালের
লোকদের কাহিনী ভিন্ন আর কিছু নয়।

৩২ আর যখন তারা বলেছিল : হে আল্লাহ্‌, এই যদি তোমার
কাছে থেকে আসা সত্য হয় তবে আকাশ থেকে আমাদের
উপরে পাথর বর্ষণ করো অথবা আমাদের কঠোর শাস্তি দাও ;

৩৩ কিন্তু আল্লাহ্‌ তাদের শাস্তি দেবেন না যখনতুমি তাদের মধ্যে
ছিলে, আর আল্লাহ্‌ তাদের শাস্তি দেবেন না যতদিন তারা
ক্ষমা প্রার্থনা করে।

৩৪ আর কি (অজুহাত) তাদের থাকতে পারে যখন তারা
লোকদের পবিত্র মসজিদ থেকে বাধা দেয়। আর তারা তার
রক্ষক হতে পারে না, এর রক্ষক তারাই যারা সীমা রক্ষা করে ;
কিন্তু তাদের অনেকেই অজ্ঞ।

৩৫ আর পবিত্র গৃহের সামনে তাদের উপাসনা শিস্‌ দেওয়া ও
হাততালি দেওয়া ভিন্ন আর কিছু নয় ; তবে শাস্তি আস্বাদ
করো যেহেতু তোমরা অবিশ্বাসী হয়েছিলে।

৩৬ আর যারা অবিশ্বাস করে তারা তাদের ধনসম্পত্তি ব্যয় করে
(লোকদের) আল্লাহ্‌র পথ থেকে বাধা দেবার জন্য। এই
ভাবেই তারা ব্যয় করবে তার পর এটি হবে তাদের জন্য
অনুশোচনার ব্যাপার, তার পর তারা হবে পরাজিত। আর
যারা অবিশ্বাস করে তারা একসঙ্গে তাড়িত হবে জাহান্নামে—

৩৭ যেন আল্লাহ্‌ বিচ্ছিন্ন করতে পারেন মন্দকে ভালো থেকে;
আর মন্দকে তিনি জড়ো করবেন একের পরে আর, আর সব
একত্রিত করবেন আর ফেলবেন তা জাহান্নামে ; এরাই হচ্ছে
তারা যারা ক্ষতিগ্রস্ত।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

৩৮ যারা অবিশ্বাস করে তাদের বলো: যদি তারা নিবৃত্ত হয় (বিশ্বাসীদের নির্যাতন থেকে) তবে যা গত হয়ে গেছে তা তাদের ক্ষমা করা হবে; কিন্তু যদি তারা (তাতে) ফিরে যায় তবে যা প্রাচীন কালের লোকদের (ক্ষেত্রে) ঘটেছিল তা পূর্বেই গত হয়ে গেছে। *

৩৯ আর তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করো যে পর্যন্ত পীড়ন আর না থাকে আর ধর্ম হবে শুধু আল্লাহ্‌র জন্য। কিন্তু তারা যদি নিবৃত্ত হয়, তবে নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ দেখেন তারা যা করে।

৪০ আর যদি তারা ফিরে আসে তবে জেনো যে আল্লাহ্‌ তোমাদের রক্ষাকারী বন্ধু—অমূল্য বন্ধু আর অমূল্য সহায়।

দশম খণ্ড

৪১ আর জেনো যা কিছু বস্তু যুদ্ধে তোমরা লাভ করো তার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ্‌র জন্য আর রসুলের জন্য আর নিকট আত্মীয়-দের জন্য আর অনাথ আর নিঃস্ব আর পথচারীদের জন্য যদি তোমরা আল্লাহ্‌তে বিশ্বাসী হও আর তাতে যা আমি অবতীর্ণ করেছিলাম আমার দাসের কাছে সেই মীমাংসাকারী দিনে যেদিন দুই দল মিলেছিল; আর আল্লাহ্‌ সব কিছুর উপরে ক্ষমতা রাখেন।

৪২ যখন তোমরা ছিলে উপত্যকার নিকটতর দিকে আর তারা ছিল দূরতম দিকে আর কাফেলা ছিল তোমাদের চাইতে নিম্নতর স্থানে, আর যদি তোমাদের পরস্পরের মধ্যে কোনো কথা হয়ে থাকতো তবে নিঃসন্দেহ তা তোমরা ভঙ্গ করতে পারতে, কিন্তু—যেন আল্লাহ্‌ ঘটাতে পারেন যা ঘটবার ছিল,

---

* অর্থাৎ তার কথা পূর্বেই বলা হয়েছে—তেমন পরিণাম একালের অত্যাচারীদের জন্য অপেক্ষা করছে।

যেন যে মরবে সে মরতে পারে স্পষ্ট প্রমাণের ফলে আর যে
বাঁচবে সে বাঁচতে পারে স্পষ্ট প্রমাণের ফলে ; আর নিঃসন্দেহ
আল্লাহ্‌ শোনেন, জানেন।

৪৩ আর যখন আল্লাহ্‌ স্বপ্নে তোমাকে তাদের দেখিয়েছিলেন
সংখ্যায় অল্প—আর তিনি যদি তাদের তোমাকে দেখাতেন
সংখ্যায় অনেক তবে তোমরা নিঃসন্দেহ দুর্বল-হৃদয় হয়ে পড়তে
আর তোমরা তর্ক করতে ব্যাপারটি সম্বন্ধে ; কিন্তু আল্লাহ
তোমাদের রক্ষা করেছিলেন ; নিঃসন্দেহ তিনি জ্ঞাতা বুকের
ভিতরে যা আছে তার।

৪৪ আর যখন তিনি তোমাদের মুখোমুখি হবার কালে তাদের
তোমাদের চোখে দেখিয়েছিলেন অল্পসংখ্যক আর তাদের
চোখে তোমাদের দেখিয়েছিলেন যৎসামান্য এইজন্য যেন
আল্লাহ্‌ ঘটাতে পারেন সেই ব্যাপার যা ঘটাবার ছিল, আর
আল্লাহ্‌র কাছে সব ব্যাপার ফিরিয়ে আনা হয়।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

৪৫ হে বিশ্বাসিগণ, যখন তোমাদের এক (সৈন্য) দলের সঙ্গে দেখা
হয় তখন দৃঢ় হও আর আল্লাহ্‌কে খুব স্মরণ করো যেন তোমরা
সফল হতে পারো।

৪৬ আর আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসুলের অনুবর্তী হও আর বিবাদ
ক'রো না কেন না তাহলে তোমাদের হৃদয় দুর্বল হয়ে পড়বে
আর তোমাদের শক্তি চলে যাবে ; আর ধৈর্যবান্‌ হও,
নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ ধৈর্যবান্‌দের সঙ্গে।

৪৭ আর তাদের মতো হয়ো না যারা তাদের গৃহ থেকে বেরিয়েছিল
গর্বের সঙ্গে আর লোকদের দর্শনীয় হবার জন্য, * আর (যারা)
বাধা দেয় আল্লাহ্‌র পথে, আর আল্লাহ্‌ ঘিরে আছেন তারা
যা করে সব।

* কোরেশপক্ষের যোদ্ধাদের বর্ণনা।

৪৮ আর যখন শয়তান তাদের কাজকে তাদের কাছে চিত্তাকর্ষক করেছিল আর বলেছিল: আজকার দিনে কেউ তোমাদের পরাভূত করতে পারবে না, আর নিঃসন্দেহ আমি তোমাদের রক্ষক, কিন্তু যখন সৈন্যদল পরস্পরের দৃষ্টিগোচর হোলো সে পালালো এই বলে'[1]: নিঃসন্দেহ তোমাদের সঙ্গে আমার কোনো সংশ্রব নেই, নিঃসন্দেহ আমি দেখছি তোমরা যা দেখছ না, নিঃসন্দেহ আমি আল্লাহ্‌কে ভয় করি; আর আল্লাহ্‌ প্রতিফল দানে কঠোর।

সপ্তম অনুচ্ছেদ

৪৯ যখন কপটরা, যাদের অন্তরে আছে ব্যাধি, বলেছিল: তাদের (বিশ্বাসীদের) ধর্ম তাদের বিভ্রান্ত করেছে।—আর যে কেউ নির্ভর করে আল্লাহ্‌র উপরে, তবে নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ মহাশক্তি, জ্ঞানী।

৫০ যদি তোমরা দেখতে পেতে যারা অবিশ্বাসী তাদের ফেরেশ্‌তারা কিভাবে গ্রহণ করে—আঘাত করছে তাদের মুখে ও তাদের পিঠে (এই ব'লে): পোড়ার শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ করো—

৫১ তোমাদের নিজেদের হাত যা পূর্বে পাঠিয়েছে এ তার জন্য আর যেহেতু আল্লাহ্‌ আদৌ অন্যায়কারী নন দাসদের প্রতি—

৫২ ফেরাউন ও তাদের পূর্বের লোকদের ধারায়—তারা আল্লাহ্‌র নির্দেশসমূহ অবিশ্বাস করেছিল আর আল্লাহ্‌ তাদের পাকড়াও করেছিলেন তাদের পাপে; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ মহাশক্তি, প্রতিফল দানে কঠোর।

৫৩ এটি এই জন্য যে আল্লাহ্‌ কখনো বদলান না কোনো জাতির প্রতি তাঁর অনুগ্রহ যে পর্যন্ত না তারা নিজেরা বদলায় তাদের অন্তরে যা আছে, আর এই জন্য যে আল্লাহ্‌ শ্রোতা, জ্ঞাতা—

[1] বনিবকর বিন কানানা গোত্রের সোরাকা বিন মালিক এই যুদ্ধে কোরেশদের উৎসাহিত করেছিল।

৫৪ ফেরাউন ও তাদের পূর্ববর্তীদের ধারায়—তারা তাদের পালয়িতার নির্দেশসমূহ প্রত্যাখ্যান করেছিল, সেজন্য আমি তাদের ধ্বংস করেছিলাম তাদের পাপের জন্য, আর আমি ডুবিয়ে দিয়েছিলাম ফেরাউনের লোকদের, আর তারা সবাই ছিল অন্যায়কারী।

৫৫ নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌র চোখে অধমতম জীব হচ্ছে তারা যারা অবিশ্বাসী হয়েছে—তার পর তারা বিশ্বাস করবে না ;

৫৬ যাদের সঙ্গে তুমি সন্ধি করো—তার পর প্রতিবারে তারাতাদের সন্ধি ভঙ্গ করে, আর তারা সীমা রক্ষা করে না ;

৫৭ সেজন্য যদি যুদ্ধে তাদের উপরে এসে পড়ো তবে তাদের সঙ্গে এমন করো যেন তাদের পিছনে যারা আছে তাদের মনে ভয়ের সঞ্চার হয়—যেন তারা মনে রাখতে পারে।

৫৮ আর যদি তুমি কোনো দল থেকে বিশ্বাসঘাতকতার ভয় করো তবে (সন্ধি) তাদের দিকে ফেলে দাও তুল্যভাবে, নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ বিশ্বাসঘাতকদের ভালোবাসেন না।

অষ্টম অনুচ্ছেদ

৫৯ আর যারা অবিশ্বাসী তারা না ভাবুক যে তারা (আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য) ডিঙিয়ে যেতে পারে। নিঃসন্দেহ তারা এড়িয়ে যেতে পারবে না।

৬০ তাদের বিরুদ্ধে দাঁড় করাও যতটা শক্তি দাঁড় করাতে পারো—আর সীমান্তে বাঁধা থাকুক ঘোড়াগুলো তার দ্বারা আল্লাহ্‌র শত্রুদের আর তোমাদের শত্রুদের ভয় দেখাতে, আর তারা ভিন্ন অন্যদেরও, তাদের তোমরা জানো না (কিন্তু) তাদের আল্লাহ্‌ জানেন ; আর যা কিছু তোমরা ব্যয় করবে আল্লাহ্‌র পথে তা তোমাদের ফিরিয়ে দেওয়া হবে পুরোপুরি, আর তোমাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না।

৬১ আর যদি তারা শান্তির দিকে ঝোঁকে তবে তার দিকে ঝোঁকো

আর আল্লাহ্‌তে নির্ভর করো ; নিঃসন্দেহ তিনি শ্রোতা জ্ঞাতা।

৬২ আর যদি তারা তোমাকে ফাঁকি দিতে চায় তবে নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ তোমাদের জন্য যথেষ্ট ; তিনি তোমাদের বলবৃদ্ধি করেছিলেন তাঁর সহায়তার দ্বারা আর বিশ্বাসীদের দ্বারা,

৬৩ আর সম্মিলিত করেছিলেন তাদের হৃদয়। সংসারে যা আছে যদি তার সব তুমি ব্যয় করতে তুমি তাদের হৃদয় সম্মিলিত করতে পারতে না ; কিন্তু আল্লাহ্‌ সম্মিলিত করেছিলেন ; নিঃসন্দেহ তিনি মহাশক্তি, জ্ঞানী।

৬৪ হে নবী, আল্লাহ্‌ তোমার জন্য যথেষ্ট আর সেইসব বিশ্বাসীর জন্য যারা তোমার অনুসরণ করে।

নবম অনুচ্ছেদ

৬৫ হে নবী, বিশ্বাসীদের যুদ্ধে উৎসাহিত করো ; যদি তোমাদের মধ্যে বিশ জন ধৈর্যবান্‌ থাকে তারা পরাজিত করবে দু'শ জন ; আর যদি একশত জন থাকে তারা পরাজিত করবে এক হাজার জন—তাদের যারা অবিশ্বাসী, যেহেতু তারা হচ্ছে একটি সম্প্রদায় যারা বোঝে না।

৬৬ বর্তমানের জন্য আল্লাহ্‌ তোমাদের বোঝা হাল্কা করেছেন, আর তিনি জানেন তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা আছে, সেজন্য যদি তোমাদের ধৈর্যবান্‌ একশত জন থাকে তারা পরাজিত করবে দু'শ জন, আর যদি এক হাজার জন থাকে তারা পরাজিত করবে দুই হাজার জনকে আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে—আর আল্লাহ্‌ ধৈর্যবান্‌দের সঙ্গে।

৬৭ একজন নবীর জন্য এটি যোগ্য নয় যে তিনি বন্দী গ্রহণ করবেন যুদ্ধ না ক'রে ও দেশে জয়ী না হয়ে। তোমরা চাও এই সংসারের নশ্বর বস্তু কিন্তু আল্লাহ্‌ (তোমাদের জন্য) চান পরলোক, আর আল্লাহ্‌ মহাশক্তি, জ্ঞানী।

৬৮ যদি আল্লাহ্‌র নির্দেশ না থাকতো যা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে, তবে তোমাদের উপরে পড়তো এক বড় শাস্তি তোমরা যা গ্রহণ করেছ সেজন্য।।

৬৯ সেজন্য যুদ্ধে যেসব বৈধ ও ভালো দ্রব্য লাভ করেছ সেসব ভোগ করো আর আল্লাহ্‌র সীমা রক্ষা করো; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, ফলদাতা।

দশম অনুচ্ছেদ

৭০ হে নবী, যেসব বন্দী তোমাদের হাতে আছে তাদের বলো: যদি আল্লাহ্‌ ভালো কিছু জানেন তোমাদের অন্তরে তবে তিনি তোমাদের দেবেন আরো ভালো কিছু যা তোমাদের কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে তা থেকে, আর তোমাদের ক্ষমা করবেন, আর আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, ফলদাতা।

৭১ আর যদি তারা চায় তোমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে— নিঃসন্দেহ তারা তেমন বিশ্বাসঘাতকতা পূর্বে করেছিল আল্লাহ্‌র প্রতি কিন্তু তিনি (তোমাকে) তাদের উপরে কর্তৃত্ব দিলেন; আর আল্লাহ্‌ ওয়াকিফহাল, জ্ঞানী।

৭২ নিঃসন্দেহ যারা বিশ্বাসী আর গৃহত্যাগ করেছিল আর আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম করেছিল তাদের ধনসম্পত্তি আর তাদের অন্তরাত্মা দিয়ে; আর যারা আশ্রয় দিয়েছিল ও সাহায্য করেছিল— এরা পরস্পরের বন্ধু; আর যারা বিশ্বাসী কিন্তু গৃহত্যাগ করে নি তাদের রক্ষণ তোমাদের কাজ নয় যে পর্যন্ত না তারা গৃহত্যাগ করে; আর যদি তারা ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের সাহায্য চায় তবে সাহায্য দান তোমাদের কর্তব্য যে দলের ও তোমাদের মধ্যে সন্ধি রয়েছে সে দলের বিরুদ্ধে ভিন্ন, আর আল্লাহ্‌ দেখেন তোমরা যা করো;

৭৩ আর যারা অবিশ্বাসী তারা একে অন্যের বন্ধু; যদি তোমরা

* মার্মাভিত্তিক পিক্‌থলের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

এ না করো (অর্থাৎ ধর্মের ব্যাপারে মুসলমানদের সাহায্য না করো) তবে দেশে নির্যাতন ও বড় রকমের অহিত হবে।

৭৪ আর যারা বিশ্বাসী আর গৃহত্যাগ করেছিল আর আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম করেছিল আর যারা আশ্রয় দিয়েছিল ও সাহায্য করেছিল—এরাই হচ্ছে প্রকৃত বিশ্বাসী, এরা লাভ করবে ক্ষমা আর মহৎ জীবিকা।

৭৫ আর যারা বিশ্বাসী হয়েছিল পরে আর গৃহত্যাগ করেছিল আর সংগ্রাম করেছিল তোমাদের সঙ্গী হয়ে তারা তোমাদের অন্তর্ভুক্ত, আর যাদের মধ্যে রক্ত-সম্পর্ক রয়েছে তারা পরস্পরের নিকটবর্তী আল্লাহ্‌র বিধানে; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ সব কিছুর জ্ঞাতা।

আল্-বরা আত

[কোর্আন শরীফের নবম সূরা আল্-বরাআত, অর্থ—অব্যাহতি। এর অন্য সুপরিচিত নাম আত্-তওবাহ্, তার অর্থ—অনুশোচনা। এর পূর্ববর্তী সূরা আল্-আন্ফাল-এর শেষের দিকে অবিশ্বাসীদের বার বার সন্ধি ভঙ্গের কথা বলা হয়েছে, তারই পরিণতি এই 'অব্যাহতি' ঘোষণা।

এটিকে কেউ কেউ পূর্ববর্তী আল্-আন্ফাল-এর অংশ জ্ঞান করেছেন। কোর্আন শরীফের সব সূরারই সূচনায় বিস্মিল্লাহির্রহ্মানির্রহীম, দয়াময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে, আছে—কেবল এই সূরায় নেই। এঁদের মতে বিস্মিল্লাহ্-র উল্লেখ এতে সেইজন্য হয় নি। কিন্তু অন্যদের ধারণা, এতে অবিশ্বাসীদের প্রতি কঠোর ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে, সেজন্য আল্লাহ্‌র করুণার উল্লেখ এর সূচনায় করা হয় নি। "হযরত মোহম্মদ ও ইসলাম" গ্রন্থের অনুবৃত্তিতে এই সূরার আলোচনা দ্রষ্টব্য।

এতে তাবুক-অভিযানের উল্লেখ আছে। এর অবতরণ কাল নবম হিজরী। এটি মদিনীয়. তবে এর শেষ দুটি আয়াতকে কেউ কেউ মক্কীয় বলেছেন।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

১ অব্যাহতি ঘোষণা করা হোলো আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের তরফ থেকে বহুদেববাদীদের প্রতি যাদের সঙ্গে তোমরা সন্ধি করেছিলে।

২ সেজন্য দেশে অবাধে ভ্রমণ করো চার মাস, আর জানো যে তোমরা আল্লাহ্‌কে এড়িয়ে যেতে পারবে না, আর আল্লাহ্ অবিশ্বাসীদের লাঞ্ছনা ঘটাবেন।

৩ আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের তরফ থেকে সব লোকের প্রতি ঘোষণা বড় হজের দিনে এই মর্মে যে, আল্লাহ্ বহুদেববাদীদের কাছে দায় থেকে নির্মুক্ত আর তাঁর রসূলও। সেজন্য তোমরা যদি

অনুশোচনা করো—সেটি হবে তোমাদের জন্য ভালো ; কিন্তু যদি তোমরা ফিরে আসো, তবে জেনো, তোমরা আল্লাহ্‌কে এড়িয়ে যেতে পারবে না। আর সংবাদ দাও (হে মোহম্মদ) তাদের জন্য কঠিন শাস্তির যারা অবিশ্বাস করে—

৪ সেইসব বহুদেববাদী ব্যতীত যাদের সঙ্গে তোমাদের সন্ধি আছে আর যারা তখন থেকে কোনো বিষয়ে তোমাদের ক্ষতি করে নি আর কাউকে তোমাদের বিরুদ্ধে সমর্থন দেয় নি ; সেজন্য তাদের সঙ্গে সন্ধি পালন করো নির্ধারিত কাল পর্যন্ত ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ ভালোবাসেন তাদের যারা সীমা রক্ষা করে।*

৫ সেজন্য পবিত্র মাসগুলো যখন গত হয়ে যাবে তার পর বহুদেববাদীদের সংহার করো যেখানে তাদের পাও, আর তাদের বন্দী করো আর তাদের ঘেরাও করো আর তাদের জন্য লুকিয়ে থাকো প্রত্যেক লুকোবার স্থানে, তার পর যদি তারা অনুতাপ করে আর উপাসনা প্রতিষ্ঠিত রাখে ও যাকাত দেয় তবে তাদের পথ তাদের জন্য মুক্ত করে দাও ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, ফলদাতা।

৬ আর যদি বহুদেববাদীদের কেউ তোমাদের আশ্রয় চায় তবে তাকে আশ্রয় দাও যেন সে আল্লাহ্‌র বাণী শোনে, তার পর তাকে তার নিরাপত্তার স্থানে পৌঁছে দাও ; এটি এই জন্য যে তারা হচ্ছে একটি অজ্ঞ সম্প্রদায়।**

* লক্ষ্য করবার আছে, অবিশ্বাসীদের সঙ্গে মুসলমানদের সংঘর্ষের আসল কারণ অবিশ্বাসীদের ধর্ম-বিশ্বাস নয়. সেই কারণ হচ্ছে মুসলমানদের উপরে তাদের নির্যাতন আর সন্ধির শর্ত পালনে তাদেব অনিচ্ছা।

** এই মর্মেব হাদিস আছে যে 'অব্যাহতি'র ঘোষণার পরে হযরত আলীকে একজন বহুদেববাদী জিজ্ঞাসা করেছিল তারা যদি ইসলাম-ধর্ম সম্বন্ধে কিছু জানতে হযরত মোহম্মদের কাছে যায় বা অন্য কাজের জন্য যায় তবে তাদের হত্যা করা হবে কি না, তার উত্তরে হযরত আলী বলেছিলেন—না, ব'লে তিনি এই আয়াত উদ্ধৃত করেছিলেন। এর ব্যাখ্যা সম্বন্ধে সেল (sale) বলেছেন—তাকে (বহুদেববাদীকে) নিরাপদে তার স্থানে পৌঁছে দিতে হবে যদি সে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করতে না চায়।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

৭ বহুদেববাদীদের জন্য কেমন ক'রে সন্ধি হতে পারে আল্লাহ্‌র
সঙ্গে ও তাঁর রসুলের সঙ্গে তাদের সম্পর্কে ভিন্ন যাদের সঙ্গে
তোমরা সন্ধি করেছিলে পবিত্র মসজিদে ? সেজন্য যে পর্যন্ত
তারা তোমাদের প্রতি বিশ্বস্ত (সে পর্যন্ত) তোমরা তাদের
প্রতি বিশ্বস্ত হও ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ ভালোবাসেন তাদের যারা
সীমা রক্ষা করে।
৮ কেমন ক'রে (এটি হবে) যখন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে
উপরহাত হতে পারলে তারা তোমাদের সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধন
অথবা সন্ধির কথা ভাববে না ? তাবা তোমাদের সন্তুষ্ট করে
তাদের মুখ দিয়ে কিন্তু তাদেব হৃদয় অস্বীকাব করে ; আব
তাদের অনেকে দুষ্কৃতিকাবী।
৯ তারা আল্লাহ্‌র নির্দেশসমূহ দিয়ে সামান্য লাভই কিনেছে,
সেজন্য তারা (লোকদের) তাঁর পথ থেকে বাধা দেয় ;
নিঃসন্দেহ তারা যা করে তা গর্হিত।
১০ একজন বিশ্বাসীর বেলায় তারা আত্মীয়তার বন্ধন অথবা সন্ধির
দিকে দৃষ্টি দেয় না ; এরাই তারা যারা সীমা লঙ্ঘনকারী।
১১ কিন্তু তারা যদি অনুতাপ করে আর উপাসনা প্রতিষ্ঠিত রাখে ও
যাকাত দেয় তবে তারা ধর্মে তোমাদের ভাই। যারা জানে
সেই লোকদের জন্য আমি আমার নির্দেশাবলী বিশদ করি।
১২ আর যদি সন্ধির পরে তারা তাদের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে ও
তোমাদের ধর্মের কুৎসা করে তবে অবিশ্বাসের নেতাদের সঙ্গে
যুদ্ধ করো—নিঃসন্দেহ তাদের প্রতিজ্ঞা কিছু নয়—যেন তারা
বিরত হতে পারে।
১৩ তোমরা কি যুদ্ধ করবে না সেই লোকদের সঙ্গে যারা
তাদের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছিল আর মতলব করেছিল রসুলকে
তাড়িয়ে দেবার আর তোমাদের আক্রমণ করেছিল প্রথমে ?

কী, তাদের ভয় করো ? কিন্তু আল্লাহ্ সব চাইতে যোগ্য যে
তোমরা তাঁকে ভয় করবে—যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।
১৪ তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করো—আল্লাহ্ তাদের শাস্তি দেবেন
তোমাদের হাতে আর তাদের লাঞ্ছিত করবেন, আর তোমাদের
সাহায্য করবেন তাদের বিরুদ্ধে, আর বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের বুক
আরোগ্য করবেন ;
১৫ আর তিনি তাদের বুকের ক্ষোভ দূর করবেন ; আর আল্লাহ্
ফেরেন (করুণায়) যার দিকে খুশী ; আর আল্লাহ্
ওয়াকিফহাল, জ্ঞানী।
১৬ অথবা মনে করেছ কি তোমরা যে তোমাদের ছেড়ে দেওয়া হবে
যখন আল্লাহ্ জানেন নি তোমাদের মধ্যে তাদের যারা সংগ্রাম
করেছে আর আল্লাহ্‌র রসুল আর বিশ্বাসীদের ভিন্ন আর
কাউকে আপনার বলে' জানে নি? আল্লাহ্ খবর রাখেন
তোমরা যা করো তার।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

১৭ বহুদেববাদীদের কোনো অধিকার নেই আল্লাহ্‌র মসজিদ্‌গুলো
দেখাশোনা করবার যখন তারা নিজেদের বিরুদ্ধে অবিশ্বাসের
সাক্ষ্য দেয় ; এরাই তারা যাদের সব কাজ বৃথা হয়েছে ; আর
তারা স্থায়ীভাবে বাস করবে আগুনে।
১৮ সেই কেবল আল্লাহ্‌র মসজিদগুলো দেখাশোনা করবে যে
আল্লাহ্‌তে ও পরকালে বিশ্বাস করে আর উপাসনা প্রতিষ্ঠিত
রাখে আর যাকাত দেয় আর কাউকে ভয় করে না আল্লাহ্
ভিন্ন। এদের পক্ষে সম্ভবপর হতে পারে যে এরা ঠিক পথে
চালিত হবে।
১৯ কী, তীর্থযাত্রীদের খাবার পানী দেওয়া আর পবিত্র মসজিদ
দেখাশোনা করা—একে কি তোমরা তুল্য জ্ঞান করো তার যে
আল্লাহ্‌তে ও শেষদিনে বিশ্বাস করে আর আল্লাহ্‌র পথে

সংগ্রাম করে ? এরা তুল্য নয় আল্লাহ্‌র কাছে ; আর আল্লাহ্‌ তাদের পথ দেখান না যারা অন্যায়কারী ।

২০ যারা বিশ্বাস করেছে ও গৃহত্যাগ করেছে আর আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম করেছে তাদের ধনসম্পত্তি ও অন্তরাত্মার দ্বারা তারা আল্লাহ্‌র কাছে অনেক উচ্চমর্যাদার ; আর এরাই তারা যারা সফলকাম ।

২১ তাদের পালয়িতা তাদের দিচ্ছেন করুণার সুসংবাদ নিজের তরফ থেকে, আর (তাঁর) প্রসন্নতা, আর উদ্যানরাজি যাতে তাদের লাভ হবে শাশ্বত আনন্দ—

২২ বাস করবে সেখানে চিরদিন ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌র কাছে আছে মহাপুরস্কার ।

২৩ হে বিশ্বাসিগণ, তোমাদের পিতাদের আর তোমাদের ভ্রাতাদের বন্ধুরূপে গ্রহণ ক'রো না যদি তারা অবিশ্বাসকে ভালোবাসে বিশ্বাসের চাইতে ; আর তোমাদের যে কেউ তাদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তবে এরাই তারা যারা অন্যায়কারী ।

২৪ বলো : যদি তোমাদের পিতারা, আর তোমাদের পুত্রেরা, আর তোমাদের ভাইয়েরা, আর তোমাদের স্ত্রীরা, আর তোমাদের গোত্র, আর সম্পত্তি যা তোমরা সংগ্রহ করেছ, আর ব্যবসা যার মন্দার ভয় তোমরা করো, আর বাড়িঘর যা তোমরা পছন্দ করো, (এসব) যদি তোমাদের বেশি প্রিয় হয় আল্লাহ্‌ আর তাঁর রসুল আর তাঁর পথে সংগ্রামের চাইতে, তবে অপেক্ষা করো যে পর্যন্ত না আল্লাহ্‌ নিয়ে আসেন তাঁর আদেশ ; আর আল্লাহ্‌ পথ দেখান না দুষ্কৃতিকারীদের ।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

২৫ আল্লাহ্‌ তোমাদের বিজয় দিয়েছেন বহু যুদ্ধক্ষেত্রে, আর হুনায়নের দিনে যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদের গর্বিত করেছিল, কিন্তু তা তোমাদের কোনো কাজে আসে নি,

আর পৃথিবী তার বিস্তার সত্ত্বেও তোমাদের জন্য হয়েছিল
সংকীর্ণ; তার পর তোমরা ফিরেছিলে পলায়নপর হ'য়ে;
২৬ তার পর আল্লাহ্ অবতীর্ণ করেছিলেন তাঁর শান্তি তাঁর
রসূলের উপরে ও বিশ্বাসীদের উপরে আর পাঠিয়েছিলেন
সৈন্যদল যাদের তোমরা দেখো নি, আর শাস্তি দিয়েছিলেন
অবিশ্বাসীদের; আর এইই অবিশ্বাসীদের প্রাপ্য।
২৭ তার পর এরপর আল্লাহ্ ফিরবেন (করুণায়) যার প্রতি তাঁর
খুশী; আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, ফলদাতা।
২৮ হে বিশ্বাসিগণ, বহু দেববাদিগণ অপরিচ্ছন্ন ভিন্ন আর কিছু
নয়*, সেজন্য এই বৎসরের পরে তারা পবিত্র মসজিদে আসতে
পারবে না; আর যদি তোমরা দারিদ্র্যের ভয় করো তবে
আল্লাহ্ তোমাদের সমৃদ্ধ করবেন তাঁর প্রাচুর্য থেকে যদি তিনি
ইচ্ছা করেন; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ ওয়াকিফহাল, জ্ঞানী।
২৯ যুদ্ধ করো তাদের সঙ্গে—যারা আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস করে না,
শেষদিনেও না, যারা নিষেধ করে না যা আল্লাহ্ আর তাঁর
রসূল নিষিদ্ধ করেছেন, সত্যধর্মও অনুসরণ করে না—তাদের
মধ্যে থেকে যাদের গ্রন্থ দেওয়া হয়েছে—যে পর্যন্ত না তারা
জেযিয়া দেয় প্রাধান্য মেনে আর অধীন হয়ে।**

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

৩০ আর ইহুদিরা বলে, এয্‌রা আল্লাহ্‌র পুত্র; আর খ্রীষ্টানরা
বলে: মসী আল্লাহ্‌র পুত্র; এসব তাদের মুখের কথা; তারা
তাদের কথার অনুসরণ করে যারা পূর্বকালে অবিশ্বাসী ছিল।
আল্লাহ্ তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। কত বিকৃত-বুদ্ধি তারা!
৩১ আল্লাহ্ ব্যতীত তাদের ধর্মব্যাখ্যাতাদের ও তাদের সন্ন্যাসীদের

* তারা উলঙ্গ হয়ে কাবা প্রদক্ষিণ করতো।

** জেযিয়া দিয়ে অধীন জাতিরা রাষ্ট্রের জন্য যুদ্ধ করবার দায় থেকে অব্যাহতি পেতো। মৌলবী মোহম্মদ আলী দ্রষ্টব্য। "হযরত মোহম্মদ ও ইসলাম—অনুবৃত্তি" দেখুন।

তারা পালয়িতারূপে গ্রহণ করেছে আর মরিয়ম-তনয় মসীকে ;
আর তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে তারা উপাসনা করবে
শুধু এক উপাস্যের—তিনি ভিন্ন অন্য উপাস্য নেই। তিনি
মহিমান্বিত হোন তারা যাসব (তাঁর) অংশীরূপে দাঁড় করায়
সেসব থেকে।

৩২ তারা আল্লাহ্‌র আলোক নিভিয়ে দিতে চায় তাদের মুখ দিয়ে,
আর আল্লাহ্ অরাজী তাঁর আলোকের পূর্ণাঙ্গতা সাধনে ভিন্ন,
যদিও অবিশ্বাসীরা অনিচ্ছুক।

৩৩ তিনি তাঁর রসুলকে পাঠিয়েছেন পথনির্দেশ আর সত্যসহ যেন
তিনি তাকে প্রাধান্য দিতে পারেন সব ধর্মের উপরে তা
বহুদেববাদীরা যতই বিমুখ হোক।

৩৪ হে বিশ্বাসিগণ, নিঃসন্দেহ অনেক ধর্মব্যাখ্যাতা ও সন্ন্যাসী
মানুষের সম্পত্তি গলাধঃকরণ করে মিথ্যা অজুহাতে আর
(লোকদের) ফেরায় আল্লাহ্‌র পথ থেকে ; আর যারা
সোনা ও রূপা জড়ো করে আর তা ব্যয় করে না আল্লাহ্‌র
পথে তাদের সংবাদ দাও কঠিন শাস্তির—

৩৫ যেদিন এসব উত্তপ্ত করা হবে জাহান্নামের আগুনে, তার পর
তাদের কপালে আর তাদের পার্শ্বে আর তাদের পিঠে তা দিয়ে
দেগে দেওয়া হবে : এই তোমরা নিজেদের জন্য জমা করেছিলে,
সেজন্য আস্বাদ গ্রহণ করো যা তোমরা জমিয়েছিলে তার।

৩৬ নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌র কাছে মাসের সংখ্যা হচ্ছে বারো মাস,
আল্লাহ্‌র বিধানে, যেদিন থেকে তিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি
করেছেন, এদের মধ্যে চার মাস হচ্ছে পবিত্র ; এই হচ্ছে সত্য
ধর্ম। সেজন্য এদের সম্বন্ধে নিজেদের প্রতি অন্যায় ক'রো
না। আর সব বহুদেববাদীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো যেমন তারা
তোমাদের সবার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। আর জেনো যে আল্লাহ্
তাদের সঙ্গে যারা সীমা রক্ষা করে।

৩৭ (পবিত্র মাস) পিছিয়ে দেওয়া অবিশ্বাসের এক বাড়াবাড়ি যার দ্বারা যারা অবিশ্বাসী তারা পথভ্রান্ত হয়—বৈধ করে এক বৎসর আর অবৈধ করে অন্য বৎসর যেন তারা ঠিক রাখতে পারে মাসের সংখ্যা যা আল্লাহ্ পবিত্র করেছেন—ফলে তারা বৈধ করে যা আল্লাহ্ অবৈধ করেছেন ; তাদের কাজের মধ্যে যা গর্হিত তা তাদের কাছে চিত্তাকর্ষক করা হয়। আর আল্লাহ্ পথ দেখান না অবিশ্বাসী লোকদের।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

৩৮ হে বিশ্বাসিগণ, কি তোমাদের হয়েছে যে যখন তোমাদের বলা হচ্ছে: আল্লাহ্‌র পথে বেরিয়ে পড়ো তখন তোমরা ভারি হয়ে ঝুঁকছো মাটির দিকে? সন্তুষ্ট কি তোমরা এই দুনিয়ার জীবনে পরলোকের পরিবর্তে? কিন্তু পরলোকের সঙ্গে তুলনায় এই দুনিয়ার ধনসম্পদ যৎসামান্য।

৩৯ যদি তোমরা অগ্রসর না হও তিনি তোমাদের দেবেন কঠোর শাস্তি আর তোমাদের জায়গায় আনবেন তোমাদের ভিন্ন অন্য লোক, আর তোমরা তাঁর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না ; আর আল্লাহ্ সব কিছুর উপরে ক্ষমতাবান্।

৪০ যদি তোমরা তাঁকে সাহায্য না করো—আল্লাহ্ নিঃসন্দেহ তাঁকে সাহায্য করেছিলেন যখন যারা অবিশ্বাসী তারা তাঁকে বার করে দিয়েছিল, তিনি ছিলেন দুইজনের দ্বিতীয় জন যখন তাঁরা দুইজন ছিলেন পাহাড়ের গুহার ভিতরে, যখন তিনি তাঁর সঙ্গীকে বলেছিলেন: দুঃখে অভিভূত হ'য়ো না, নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ আমাদের সঙ্গে ; তার পর আল্লাহ্ অবতীর্ণ করেছিলেন তাঁর শান্তি তাঁর উপরে আর তাঁর বলবৃদ্ধি করেছিলেন সৈন্যদল দিয়ে যাদের তোমরা দেখো নি, আর যারা অবিশ্বাসী তাদের বাণীকে তুচ্ছতম করেছিলেন, আর আল্লাহ্‌র বাণী—তা হচ্ছে উচ্চতম। আর আল্লাহ্ মহাশক্তি, জ্ঞানী।

৪১ বেরিয়ে পড়ো, হাল্কা অস্ত্র নিয়ে ও ভারী অস্ত্র নিয়ে আর আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম করো তোমাদের ধনসম্পত্তি ও তোমাদের জীবন দিয়ে; তাই তোমাদের জন্য ভালো যদি তোমরা বোঝ।

৪২ যদি এটি হোতো কাছের ব্যাপার আর অল্প দিনের সফর তবে তারা নিশ্চয়ই তোমার অনুগামী হোতো; কিন্তু দূরত্ব তাদের মনে হয়েছিল খুব কষ্টদায়ক আর তারা আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে: যদি আমরা পারতাম তবে নিশ্চয়ই আমরা যাত্রা করতাম তোমাদের সঙ্গে। তারা তাদের নিজেদের অন্তরাত্মার ধ্বংস সাধন করছে, আর আল্লাহ্‌ জানেন তারা নিঃসন্দেহ মিথ্যাবাদী।

সপ্তম অনুচ্ছেদ

৪৩ আল্লাহ্‌ তোমাকে ক্ষমা করুন (হে মোহম্মদ)! কেন তুমি তাদের চলে যেতে অনুমতি দিলে যে পর্যন্ত না তোমার কাছে স্পষ্ট হয়েছিল কারা সত্য বলে আর মিথ্যাবাদীদের তুমি জেনেছ?

৪৪ তারা তোমার কাছে চলে যাবার অনুমতি চায় না তাদের ধনসম্পত্তি ও জীবন দিয়ে সংগ্রাম করা থেকে যারা আল্লাহ্‌তে ও শেষদিনে বিশ্বাসী, আর আল্লাহ্‌ জানেন কারা সীমারক্ষা করে।

৪৫ কেবল তারাই তোমার অনুমতি চায় যারা আল্লাহ্‌তে ও শেষদিনে বিশ্বাস করে না; আর তাদের হৃদয় সন্দেহের মধ্যে, সেজন্য সন্দেহে তারা দোল খাচ্ছে।

৪৬ আর যদি তারা যাত্রা করবার ইচ্ছা করতো তবে নিশ্চয় তার জন্য সরঞ্জাম তারা যোগাড় করতো; কিন্তু আল্লাহ্‌ চান নি তাদের যাওয়া, সেজন্য তাদের ঠেকিয়েছেন আর (তাদের) বলা হোলো: যারা বসে আছে তাদের সঙ্গে বসে থাকো।

৪৭ যদি তারা তোমাদের সঙ্গে যেত তবে তোমাদের বিঘ্ন বাড়ানো ভিন্ন আর কিছু করতো না ; আর তোমাদের মধ্যে এদিক থেকে ওদিকে ফিরতো তোমাদের মধ্যে বিদ্রোহ কামনা ক'রে, আর তোমাদের মধ্যে তারা আছে যারা তাদের কথা শুনতো ; আল্লাহ্ অন্যায়কারীদের জানেন।

৪৮ নিঃসন্দেহ তারা চেয়েছিল বিদ্রোহ ঘটাতে এর পূর্বে, আর তারা তোমার জন্য বিঘ্ন সৃষ্টি করেছিল যে পর্যন্ত না সত্য এসেছিল আর আল্লাহ্‌র আদেশ স্পষ্ট হয়েছিল যদিও তারা বিমুখ ছিল।

৪৯ আর তাদের মধ্যে আছে সে যে বলে : আমাকে অনুমতি দাও (বাড়িতে থাকবার) আর আমাকে লোভ দেখিও না*। নিঃসন্দেহ লোভে তারা আগেই পড়েছে। নিঃসন্দেহ জাহান্নাম অবিশ্বাসীদের ঘিরেছে।

৫০ যদি তোমাদের জন্য ভালো কিছু ঘটে তাতে তারা দুঃখ পায়, আর যদি তোমাদের কোনো বিপদ ঘটে তারা বলে : নিঃসন্দেহ আমাদের ব্যাপার গুটিয়ে নিয়েছিলাম আগেই ; আর তারা ফিরে যায় ও আনন্দিত হয়।

৫১ বলো : কিছুই আমাদের জন্য ঘটে না আল্লাহ্ আমাদের জন্য যা বিধান করেছেন তা ভিন্ন, তিনি আমাদের রক্ষাকারী বন্ধু, আর আল্লাহ্‌র উপরে বিশ্বাসীরা নির্ভর করুক।

৫২ বলো : দুটি ভালোর (মৃত্যুর অথবা বিজয়ের) একটির জন্য ভিন্ন আমাদের জন্য আর কিসের প্রতীক্ষা তোমরা করতে পারো ? আর আমরা তোমাদের জন্য প্রতীক্ষা করি যে আল্লাহ্ তোমাদের শাস্তি দেবেন তাঁর হাতে অথবা আমাদের হাতে। সেজন্য অপেক্ষা করো আমরাও তোমাদের সঙ্গে অপেক্ষা করছি।

---

* কোনো কোনো টীকাকারের মতে সিরিয়ার সুন্দরী মেয়েদের লাভ করা যাবে সেই লোভের কথা এখানে বলা হয়েছে।

৫৩ বলো : ইচ্ছা ক'রে দাও (তোমাদের দেয়) অথবা অনিচ্ছা ক'রে দাও, তা তোমাদের কাছ থেকে গৃহীত হবে না ; নিঃসন্দেহ তোমরা একটি দুষ্কৃতিকারী দল।

৫৪ আর তাদের দেয় গৃহীত হবার কোনো বাধা নেই এ ভিন্ন যে তারা আল্লাহ্‌তে আর তাঁর রসুলে অবিশ্বাস করে, আর তারা নামাযে আসে না গড়িমসি না ক'রে, আর তারা খরচ করে না (তাদের যা দেয় তা দেয় না) অনিচ্ছুক না হ'য়ে।

৫৫ তাদের ধনসম্পত্তি আর তাদের সন্তানসন্ততি তোমাদের বিস্মিত না করুক, আল্লাহ্‌ সে-সবের দ্বারা এই সংসারের জীবনে তাদের শাস্তি দিতে চান মাত্র—আর তাদের জীবন চলে যায় তাদের অবিশ্বাসী থাকা কালে।

৫৬ আর তারা আল্লাহ্‌র শপথ করে যে তারা নিঃসন্দেহ তোমাদের দলের ; আর তারা তোমাদের দলের নয়—তারা এক দল যারা তোমাদের ভয় করে।

৫৭ যদি তারা পেতো আশ্রয় অথবা গুহাগহ্বর অথবা প্রবেশ করার জায়গা, নিঃসন্দেহ তারা সেখানে চলে যেত পলাতকদের মতো দ্রুত।

৫৮ আর তোমাদের মধ্যে আছে সে যে তোমার নিন্দা করে দানের ব্যাপারে ; যদি তাদের তা থেকে দেওয়া হয় তবে তারা খুশী হয়, আর যদি তাদের তা থেকে না দেওয়া হয় নিঃসন্দেহ তারা রেগে যায়।

৫৯ আর যদি তারা সন্তুষ্ট থাকতো আল্লাহ্‌ আর তাঁর রসুল তাদের যা দিয়েছেন তাতে আর বলতো : আল্লাহ্‌ আমাদের জন্য যথেষ্ট, আল্লাহ্‌ শীগগিরই তাঁর প্রাচুর্য থেকে আমাদের আরো দেবেন আর তাঁর রসুলও, নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌র কাছেই আমরা প্রার্থী।

অষ্টম অনুচ্ছেদ

৬০ দান (যাকাত) শুধু দরিদ্রদের জন্য আর অভাবগ্রস্তদের আর, তাদের জন্য নিযুক্ত কর্মচারীদের জন্য, আর যাদের হৃদয় সত্যের দিকে ঝোঁকে তাদের, আর বন্দীদের মুক্ত করার, আর যারা ঋণী তাদের ঋণমুক্ত করার, আর আল্লাহ্‌র পথের পথিকদের আব পথচারীদের, জন্য—আল্লাহ্‌র তরফ থেকে এই বিধান ; আব আল্লাহ্‌ ওয়াকিফহাল, জ্ঞানী।

৬১ আর তাদের মধ্যে আছে যারা নবীকে উত্ত্যক্ত করে আর বলে : উনি কান (যা শোনেন তাই বিশ্বাস করেন)। বলো : তোমাদের জন্য যা ভালো তার কান (শ্রোতা)—যিনি বিশ্বাস করেন আল্লাহ্‌তে আর বিশ্বাস করেন বিশ্বাসীদের, আর তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাসী তাদের জন্য করুণা ; আর যারা আল্লাহ্‌র রসুলকে উত্ত্যক্ত করে তাদের জন্য আছে কঠিন শাস্তি।

৬২ তারা তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে যেন তোমাদের খুশী করতে পারে, আর আল্লাহ্‌র আর তাঁর রসুলের বেশী অধিকার আছে যে তারা তাঁকে (আল্লাহ্‌কে) খুশী করবে যদি তারা বিশ্বাসী হয়।

৬৩ তারা কি জানে না যে যে-কেউ আল্লাহ্‌ আর তাঁর রসুলের বিরুদ্ধে কাজ করে সে নিঃসন্দেহ পাবে দোযখের আগুন তাতে স্থায়ীভাবে বাস করার জন্য ? সেটি কঠিন লাঞ্ছনা।

৬৪ কপটরা ভয় পায় পাছে তাদের জন্য একটি সূরা অবতীর্ণ হয় তাদের মনে কি আছে তা ঘোষণা ক'রে ; বলো : বিদ্রূপ ক'রে যাও, নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ আনবেন তোমরা যা ভয় করো তা।

৬৫ আর যদি তাদের জিজ্ঞাসা করা হয় নিশ্চয়ই তারা বলবে : আমরা শুধু কথা বলছিলাম আর তামাশা করছিলাম। বলো : তোমরা কি তামাশা করছিলে আল্লাহ্‌ আর তাঁর নির্দেশাবলী আর রসুলকে নিয়ে ?

৬৬ অজুহাত দেখিও না ; নিঃসন্দেহ তোমরা অবিশ্বাস করেছ বিশ্বাস
করার পরে ; যদি তোমাদের এক দলকে আমি ক্ষমা করি
অন্যদলকে আমি শাস্তি দেবো, কেন না তারা অপরাধী।

নবম অনুচ্ছেদ

৬৭ কপট পুরুষরা আর কপট নারীরা একে অন্য থেকে, তারা
করতে বলে যা নিন্দনীয় আর নিষেধ করে যা ভালো আর
নিজেদের হাত গুটিয়ে নেয় (আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করা থেকে),
তারা আল্লাহ্‌কে ভুলেছে, সেজন্য তিনি তাদের ভুলেছেন ;
নিঃসন্দেহ কপটরা দুষ্কৃতিকারী।

৬৮ কপট পুরুষ ও নারী আর অবিশ্বাসীদের জন্য আল্লাহ্ ওয়াদা
করেছেন জাহান্নামের আগুন তাতে স্থায়ীভাবে থাকবার জন্য ;
তাই তাদের জন্য পর্যাপ্ত ; আর আল্লাহ্ তাদের অভিসম্পাত
করেছেন ; আর তাদের জন্য আছে বাঁধা শাস্তি।

৬৯ তোমাদের পূর্ববর্তীদের মতো—তোমাদের চাইতে তারা ছিল
বেশী শক্তিশালী আর ধনে ও সন্তানসন্ততিতে বেশী সমৃদ্ধ ; এই
ভাবে তারা তাদের ভাগ্য ভোগ ক'রে গেছে, এই ভাবে
তোমরা ভোগ করছ তোমাদের ভাগ্য তোমাদের পূর্ববর্তীরা
যেমন ভোগ করেছিল তাদের ভাগ্য, আর তোমাদেব পূর্ববতীরা
যেমন বৃথা তর্ক করেছিল তোমরাও তেমনি বৃথা তর্ক করছ।
এরাই তারা যাদের কাজ বৃথা হয়েছে ইহকালে আর পরকালে ;
আর এরাই হচ্ছে ক্ষতিগ্রস্ত।

৭০ তাদের কাছে কি তাদের পূর্ববর্তীদের সংবাদ আসে নি—নূহ্
আর আদ, আর সামুদের লোকদের, আর ইব্রাহিমের লোকদের
আর মাদায়েনের বাসিন্দাদের আর বিধ্বস্ত শহরগুলোর ?
তাদের পয়গাম্বররা তাদের কাছে এসেছিলেন প্রমাণসমূহ নিয়ে,
কাজেই আল্লাহ্ নিশ্চয় তাদের প্রতি অন্যায় করেন নি, কিন্তু
তারা নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছিল।

৭১ আর বিশ্বাসী পুরুষরা আর বিশ্বাসিনী নারীরা—তারা একে অন্যের বন্ধু, তারা করতে বলে যা ভালো তাই, আর নিষেধ করে যা মন্দ, আর উপাসনা প্রতিষ্ঠিত রাখে, আর যাকাত দেয়, আর আল্লাহ্‌র ও রসুলের অনুগত হয়, তাদের প্রতি আল্লাহ্‌ করুণা করবেন ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ মহাশক্তি, জ্ঞানী।

৭২ বিশ্বাসী পুরুষদের আর বিশ্বাসিনী নারীদের আল্লাহ্‌ ওয়াদা করেছেন উদ্যানসমূহ যার নিচে দিয়ে বইছে বহু নদী তাতে স্থায়ীভাবে বাস করার জন্য, আর পুণ্য বাসস্থান উচ্চতম স্বর্গের উদ্যানে—আর সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছে আল্লাহ্‌র প্রসন্নতা ; এইই মহাসাফল্য।

দশম অনুচ্ছেদ

৭৩ হে নবী, অবিশ্বাসী আর কপটদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করো আর তাদের প্রতি কঠোর হও ; আর তাদের স্থান জাহান্নাম, আর মন্দ সেই গন্তব্যস্থান।

৭৪ তারা আল্লাহ্‌র শপথ করে যে তারা কিছু বলে নি ; আর নিঃসন্দেহ তারা বলেছিল অবিশ্বাসের কথা, আর অবিশ্বাস করেছিল তাদের (আল্লাহ্‌র কাছে) আত্মসমর্পণের পরে আর তারা মতলব করেছিল (পয়গাম্বরকে হত্যা করতে ও ইসলাম নির্মূল করতে) যা তারা কাজে পেরে ওঠে নি, আর তারা দোষ পায় নি এ ভিন্ন যে আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসুল তাদের সমৃদ্ধ করেছেন তাঁর প্রাচুর্য থেকে ; সেজন্য যদি তারা অনুতাপ করে সেটি তাদের জন্য হবে ভালো, আর যদি তারা ফিরে আসে (পুনরায় বিরুদ্ধতা করে) তবে আল্লাহ্‌ তাদের দেবেন এক কঠোর শাস্তি এই সংসারে আর পরকালে, আর দেশে তাদের কোনো বন্ধু অথবা সাহায্যকারী থাকবে না।

৭৫ আর তাদের মধ্যে আছে তারা যারা আল্লাহ্‌র কাছে অঙ্গীকার করেছিল : যদি তিনি আমাদের দেন তাঁর প্রাচুর্য থেকে আমরা

নিশ্চয়ই দান করবো, আর নিশ্চয়ই আমরা কল্যাণকারীদের
অন্তর্ভুক্ত হবো।

৭৬ কিন্তু যখন তিনি দিলেন তাঁর প্রাচুর্য থেকে তারা সে বিষয়ে
কৃপণ হোলো, আর তারা পিঠ ফেরালো, আর চলে গেল।

৭৭ সেজন্য তিনি পরিণাম দিয়েছেন তাদের অন্তরে কপটতা যে
পর্যন্ত না তারা তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়, কেন না তারা আল্লাহ্‌র
কাছে ভঙ্গ করেছিল যে অঙ্গীকার তাঁর কাছে তারা করেছিল,
আর যেহেতু তারা মিথ্যা কথা বলেছিল।

৭৮ তারা কি জানে না যে আল্লাহ্ জানেন তাদের লুকোনো চিন্তা
আর গোপন পরামর্শ, আর আল্লাহ্ জ্ঞাতা সব অদৃশ্য ব্যাপারের ?

৭৯ যারা অঙ্গুলি নির্দেশ করে সেই বিশ্বাসীদের প্রতি যারা ইচ্ছা
ক'রে দান করে*, আর যাদের দেবার মতো কিছু নেই তাদের
উদ্যম ব্যতীত, আর তাদের বিদ্রূপ করে—আল্লাহ্ তাদের
বিদ্রূপ করেন ; তাদের জন্য আছে কঠিন শাস্তি।

৮০ (হে মোহম্মদ) তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো, অথবা ক্ষমা
প্রার্থনা না করো—যদি তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো
সত্তর বার আল্লাহ্ তাদের ক্ষমা করবেন না, এটি এই জন্য যে
তারা আল্লাহ্‌তে আর তাঁর রসুলে অবিশ্বাস করেছিল, আর
আল্লাহ্ দুষ্কৃতিকারীদের পথ দেখান না।

একাদশ অনুচ্ছেদ

৮১ যাদের পরিত্যাগ ক'রে যাওয়া হয়েছিল আল্লাহ্‌র রসুলের
পশ্চাতে তাদের রয়ে যাওয়ার দরুন আর তারা বিমুখ ছিল
তাদের ধনসম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম করা
থেকে আর বলেছিল ঃ গরমে বেরিয়ো না। বলো ঃ জাহান্নামের
আগুনের তাপ আরো অনেক বেশি। যদি তারা (তা) বুঝতো।

* তাবুক যুদ্ধের জন্য।

৮২ তবে তারা হাস্থক কিছুকাল ; কাঁদবে তারা বেশি যা তারা উপার্জন করেছে তার প্রতিদান স্বরূপ।

৮৩ সেজন্য আল্লাহ্ যদি তোমাকে ফিরিয়ে আনেন, তার পর যদি তারা তোমার অনুমতি চায় যাত্রা করার জন্য, ব'লো : কোনো ক্রমেই তোমরা কখনো আমার সঙ্গে যাত্রা করতে পারবেনা, আর কোনো ক্রমেই আমার সঙ্গে কোনো শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারবে না ; নিঃসন্দেহ তোমরা প্রথমবার বেছে নিয়েছিলে বসে থাকা, সেজন্য বসে থাকো যারা পিছনে থাকে তাদের সঙ্গে।

৮৪ আর তাদের কারো জন্য প্রার্থনা ক'রো না তাদের কেউ মরলে আর তাদের কবরের পাশে দাঁড়াবে না ; নিঃসন্দেহ তারা আল্লাহ্‌তে আর তাঁর রসুলে অবিশ্বাস করে, আর তারা মরবে দুষ্কৃতিকারীরূপে।

৮৫ আর তাদের ধনসম্পত্তি আর তাদের সন্তানসন্ততি তোমাকে বিস্মিত না করুক ; এই সব দিয়ে আল্লাহ্ শুধু তাদের শাস্তি দিতে চান এই সংসারে, আর যেন তাদের জীবন চলে যায় তাদের অবিশ্বাসী থাকা অবস্থায়।

৮৬ আর যখন কোনো সূরা অবতীর্ণ হয় (এই মর্মে) : আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস করো আর তাঁর রসুলের সঙ্গী হয়ে সংগ্রাম করো, যারা বিত্তবান্ তারা তোমার অনুমতি চায় আর বলে : আমাদের থাকতে দিন যারা (বাড়িতে) বসে আছে তাদের সঙ্গে।

৮৭ তারা ভালো মনে করেছিল যারা পেছনে রয়ে গিয়েছিল তাদের সঙ্গে থাকা ; আর তাদের হৃদয়ের উপরে একটি মোহর মারা হয়েছে ; সেজন্য তারা বোঝে না।

৮৮ কিন্তু রসুল আর যারা বিশ্বাস করে তাঁর সঙ্গে, তারা সংগ্রাম করে তাদের ধনসম্পত্তি ও তাদের জীবন দিয়ে ; আর এরাই তারা যাদের জন্য ভালো যা কিছু, আর এরাই তারা যারা সফলতা-প্রাপ্ত।

৮৯ আল্লাহ্‌ তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন উদ্যানসমূহ যাদের নিচে দিয়ে বইছে বহু নদী, তাতে তারা বাস করবে স্থায়ীভাবে ; এইই মহাসাফল্য।

দ্বাদশ অনুচ্ছেদ

৯০ যাযাবর আরবদের মধ্যে যারা ওজর দেখিয়েছিল, তারা এসেছিল যেন তাদের অনুমতি দেওয়া হয়—আর যারা আল্লাহ্‌ আর তাঁর রসুলের কাছে মিথ্যা বলেছিল তারা বাড়িতে বসে ছিল। যারা অবিশ্বাস করে তাদের উপরে পড়বে কঠিন শাস্তি।

৯১ কোনো দোষ হবে না যারা দুর্বল তাদের, যারা রুগ্ন তাদের, যারা খুঁজে পায় না কি তারা ব্যয় করবে তাদের, যে পর্যন্ত তারা অকপট হয় আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসুলের কাছে। যারা কল্যাণকারী তাদের বিরুদ্ধে (দোষের) কোনো পথ নেই ; আর আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, ফলদাতা।

৯২ তাদেরও মধ্যে (দোষ) নেই যারা যখন তোমার কাছে এসেছিল যেন তুমি তাদের নিয়ে যেতে পারো তুমি বলেছিলে ঃ তোমাদের যার উপরে নিয়ে যাব তা আমি পাচ্ছি না ; তারা চলে গিয়েছিল অশ্রুপূর্ণ চোখে যা ব্যয় করবে তা না পাওয়ার দুঃখের জন্য।

৯৩ (দোষের) পথ তাদেরই বিরুদ্ধে যারা তোমার অনুমতি চায় যদিও তারা বিত্তবান্ ; তারা পছন্দ করেছে তাদের দলের হতে যারা রয়ে গিয়েছিল ; আর আল্লাহ্‌ তাদের অন্তঃকরণের উপরে মোহর মেরে দিয়েছেন ; সেজন্য তারা জানে না।

একাদশ খণ্ড

৯৪ তারা তোমাদের কাছে ওজর দেখাবে যখন তোমরা তাদের কাছে ফিরবে। বলো ঃ কোনো ওজর দেখিও না কেন না

আমরা তোমাদের বিশ্বাস করবো না; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ তোমাদের খবর আমাদের দিয়েছেন, আর এখন আল্লাহ্‌ আর তাঁর রসুল তোমাদের কাজ দেখবেন, তার পর তোমাদের ফিরিয়ে আনা হবে যিনি অদৃশ্যের ও দৃশ্যের জ্ঞাতা তাঁর কাছে, তখন তিনি তোমাদের জানাবেন তোমরা কি করেছিলে।

৯৫ তারা তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌র শপথ করবে যখন তোমরা তাদের কাছে যাবে যেন তোমরা তাদের থেকে ফেরো। তবে তাদের দিক থেকে ফেরো। নিঃসন্দেহ তারা জঘন্য, আর তাদের বাসস্থান জাহান্নাম—যা তারা উপার্জন করেছে তার প্রতিদান।

৯৬ তারা তোমাদের কাছে শপথ করবে যেন তোমরা তাদের প্রতি অনুকূল হও। কিন্তু তোমরা যদি তাদের প্রতি অনুকূল হও—তবে নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ অনুকূল নন দুষ্কৃতিকারী দলের প্রতি।

৯৭ যাযাবর আরবরা অবিশ্বাসে ও কপটতায় অতিশয় দৃঢ়, আর আল্লাহ্‌ তাঁর রসুলের কাছে যা অবতীর্ণ করেছেন তার সীমা সম্বন্ধে অজ্ঞ হওয়া তাদের পক্ষে বেশি সম্ভবপর; আর আল্লাহ্‌ ওয়াকিফহাল, জ্ঞানী।

৯৮ আর যাযাবর আরবদের মধ্যে আছে তারা যারা লোকসান ব'লে গণ্য করে যা তারা ব্যয় করে (আল্লাহ্‌র জন্য), আর তোমাদের জন্য প্রতীক্ষা করে ভাগ্যের (অশুভ) পরিবর্তন; ভাগ্যের অশুভ পরিবর্তন হবে তাদের জন্য; আর আল্লাহ্‌ শ্রোতা, জ্ঞাতা।

৯৯ আর যাযাবর আরবদের মধ্যে আছে তারা যারা আল্লাহ্‌তে ও পরকালে বিশ্বাস করে আর যা তারা (আল্লাহ্‌র পথে) ব্যয় করে তা আর রসুলের প্রার্থনা তারা জ্ঞান করে আল্লাহ্‌র নৈকট্যের উপায়; নিঃসন্দেহ তা হবে তাদের জন্য নৈকট্যের

উপায় ; আল্লাহ্‌ তাদের প্রবেশ করাবেন তাঁর করুণায় ;
নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, ফলদাতা ।

ত্রয়োদশ অনুচ্ছেদ

১০০ মোহাজির ও আনসারদের (দেশত্যাগী ও সাহায্যকারীদের)
প্রথমদের অগ্রবর্তীরা আর যারা তাদের অনুসরণ করেছিল
কল্যাণ-কর্মে—আল্লাহ্‌ সন্তুষ্ট তাদের উপরে আর তারা সন্তুষ্ট
তাঁর উপরে। আর তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন উদ্যান-
সমূহ যাদের নিচে দিয়ে প্রবাহিত বহু নদী সেসবে স্থায়ীভাবে
বাস করার জন্য। এইই. মহাসাফল্য।

১০১ আর যাযাবর আরবদের যারা তোমাদের চারপাশে আছে
তাদের মধ্যে আছে কপটরা, আর মদিনার লোকদের মধ্যেও—
তারা কপটতায় দৃঢ়। তুমি তাদের জানো না, আমি তাদের
জানি, আমি তাদের শাস্তি দেবো দ্বিগুণ, তাব পর তাদের
পাঠিয়ে দেবো মহাশাস্তিতে।

১০২ আর অন্যরা তাদের দোষ স্বীকার করেছে ; তারা একটি ভালো
কাজ ও একটি মন্দ কাজ মিশিয়েছে ; হতে পাবে আল্লাহ্‌
তাদের দিকে ফিরবেন (করুণায়) ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল,
ফলদাতা।

১০৩ তাদের সম্পত্তি থেকে দান (যাকাত) গ্রহণ কবো, এই ভাবে
তুমি তাদের দোষমুক্ত ও পবিত্র করতে পারবে, আর তাদের
জন্য প্রার্থনা করো ; নিঃসন্দেহ তোমার প্রার্থনা তাদের জন্য
শান্তি ; আর আল্লাহ্‌ শ্রোতা, জ্ঞাতা।

১০৪ তারা কি জানে না যে আল্লাহ্‌ তাঁর দাসদের থেকে অনুতাপ
(তওবা) গ্রহণ করেন, আর দান গ্রহণ করেন, আর আল্লাহ্‌ যে
বার বার ফেরেন (করুণায়), ফলদাতা ?

১০৫ আর বলো : কাজ করো, আল্লাহ্‌ তোমাদের কাজ দেখবেন,
আর তাঁর রসুল আর বিশ্বাসীরাও ; আর তোমাদের ফিরিয়ে

আনা হবে অদৃশ্যের ও দৃশ্যের জ্ঞাতার কাছে, তখন তিনি তোমাদের জানাবেন তোমরা কি করেছিলে।

১০৬ আর অন্যেরা (আছে) যারা আল্লাহ্‌র বিধানের প্রতীক্ষা করে—তিনি তাদের শাস্তি দেবেন অথবা তাদের প্রতি ফিরবেন (করুণায়); আর আল্লাহ্‌ ওয়াকিফহাল, জ্ঞানী।

১০৭ আর যারা একটি মসজিদকে গ্রহণ করেছিল বিরুদ্ধতা ও অবিশ্বাসের দ্বারা চালিত হয়ে আর বিশ্বাসীদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টির জন্য, আর তাদের আশ্রয়স্থলরূপে যারা এর পূর্বে আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল, তারা নিঃসন্দেহ শপথ করবে: আমরা ভালো ভিন্ন আর কিছু চাই নি; আর আল্লাহ্‌ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে তারা নিঃসন্দেহ মিথ্যাবাদী।

১০৮ কখনো তাতে দাঁড়াবে না (উপাসনার জন্য); নিঃসন্দেহ যে মসজিদ সীমারক্ষার উপরে স্থাপিত প্রথম দিন থেকে তার বেশি দাবি আছে যে তুমি সেখানে দাঁড়াবে, তাতে লোক আছে যারা ভালোবাসে যে তারা পবিত্র হবে; আর আল্লাহ্‌ ভালোবাসেন তাদের যারা নিজেদের পবিত্র করে।

১০৯ যে তার দালান গড়েছে আল্লাহ্‌র সীমারক্ষার উপরে আর (তাঁর) প্রসন্নতার উপরে, সে ভালো, না, সে যে তার দালান গড়েছে ফাটল-ধরা তলা-খয়ে-যাওয়া কিনারার উপরে; ফলে তা তাকে নিয়ে ভেঙে পড়লো জাহান্নামের আগুনে? আর আল্লাহ্‌ পথ দেখান না অন্যায়কারী লোকদের।

১১০ যে দালান তারা তৈরি করেছে তা চিরদিন তাদের মনে এক অশান্তির কারণ হয়ে থাকবে যদি না তাদের মন কেটে খণ্ড খণ্ড হয়; আর আল্লাহ্‌ ওয়াকিফহাল, জ্ঞানী।

চতুর্দশ অনুচ্ছেদ

১১১ নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ বিশ্বাসীদের কাছ থেকে কিনেছেন তাদের জীবন আর তাদের ধনসম্পত্তি যেন তারা পেতে পারে উদ্যান—

তারা সংগ্রাম করে আল্লাহ্‌র পথে সেজন্য মারে ও মরে ; এই প্রতিশ্রুতি তাঁর জন্য সত্য তওরাতে আর ইঞ্জিলে আর কোর্‌আনে ; আর কে বেশি প্রতিশ্রুতিরক্ষাকারী আল্লাহ্‌র চাইতে ? তবে আনন্দ করো যে-বিনিময় তোমরা করতে পেরেছ তার জন্য, আর এইটি—মহাসাফল্য।

১১২ (সাফল্যমণ্ডিত তারা) যারা ফেরে (আল্লাহ্‌র দিকে), যারা উপাসনা করে, যারা প্রশংসা কীর্তন করে, যারা রোযা রাখে, যারা আনত হয়, যারা সেজদা করে, যারা করতে বলে যা ভালো আর নিষেধ করে যা মন্দ, আর যারা আল্লাহ্‌র সীমারক্ষা করে—আর সুসংবাদ দাও বিশ্বাসীদের।

১১৩ এটি পয়গাম্বরের ও যারা বিশ্বাস করে তাঁদের জন্য নয় যে তাঁরা বহুদেববাদীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন এটি তাঁদের কাছে স্পষ্ট হবার পরে যে তারা আগুনের অধিবাসী হয়েছে—যদি তারা নিকট-আত্মীয়ও হয়।

১১৪ আর ইব্রাহিমের তাঁর পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা সম্ভবপর হয়েছিল তার জন্য তিনি যে অঙ্গীকার করেছিলেন শুধু সেই কারণে, কিন্তু যখন তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়েছিল যে তাঁর পিতা আল্লাহ্‌র একজন শত্রু তিনি তাকে পরিত্যাগ করেছিলেন ; নিঃসন্দেহ ইব্রাহিম ছিলেন কোমল অন্তঃকরণের ও সহনশীল।

১১৫ এটি আল্লাহ্‌র (করণীয়) নয় যে তিনি একটি সম্প্রদায়কে পথভ্রান্ত করবেন তাঁর তাদের পথ দেখাবার পরে যে পর্যন্ত না তিনি তাদের কাছে স্পষ্ট করেছেন কোন্ বিষয়ে তারা সীমারক্ষা করবে ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ সব-কিছুর জ্ঞান রাখেন।

১১৬ নিঃসন্দেহ আল্লাহ্—তাঁরই আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্ব ; তিনি জীবন দেন আর মৃত্যু দেন ; আর আল্লাহ্ ভিন্ন তোমাদের জন্য নেই কোনো রক্ষাকারী বন্ধু ও সহায়।

১১৭ নিশ্চয় আল্লাহ্ ফিরেছেন (করুণায়) নবীর প্রতি আর

মোহাজির ও আনসারদের প্রতি যারা তাঁর অনুবর্তী হয়েছিল কষ্টের দিনে, তাদের একদলের মন যখন প্রায় বেঁকে গিয়েছিল —তার পর তিনি তাদের দিকে ফিরলেন (করুণায়) ; নিঃসন্দেহ তিনি তাদের প্রতি দয়াল, ফলদাতা।

১১৮ আর তিন জনের প্রতিও (তিনি ফিরেছিলেন করুণায়)। যাদের রেখে যাওয়া হয়েছিল, তখন বিস্তৃত পৃথিবী তাদের জন্য হয়েছিল সঙ্কুচিত আর তাদের অন্তরাত্মাও তাদের জন্য হয়েছিল সঙ্কুচিত, আর তারা নিশ্চিত জেনেছিল যে আল্লাহ্ থেকে কোনো আশ্রয় নেই তাঁর দিকে ভিন্ন ; তার পর তিনি তাদের দিকে ফিরলেন করুণায় যেন তারাও ফিরতে পারে (অনুতপ্ত হয়ে)*। নিঃসন্দেহ আল্লাহ্—বার বার প্রত্যাবর্তনকারী (করুণায়)।

পঞ্চদশ অনুচ্ছেদ

১১৯ হে বিশ্বাসিগণ, আল্লাহ্র সীমা রক্ষা করো আর সত্যপরায়ণদের দলের হও।

১২০ মদিনার লোকদের আর তার চারপাশের মরুভূমির বাসিন্দাদের জন্য (সংগত) নয় আল্লাহ্র রসুলের পিছনে থেকে যাওয়া, আর তাঁকে বাদ দিয়ে নিজেদের জন্য কিছু চাওয়া তাদের জন্য সংগত নয় ; এ এই জন্য যে আল্লাহ্র পথে পিপাসা অথবা শ্রম অথবা ক্ষুধা তাদের কষ্ট দেয় না, তারা এমন পথেও চলে না যা অবিশ্বাসীদের ক্রুদ্ধ করে, তারা শত্রুর থেকে আদায়ও করে না যা আদায় করবার†—যদিও এর জন্য তাদের হিসাবে একটি ভালো কাজ লেখা হয় ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ সৎকর্মশীলদের পুরস্কার ব্যর্থ করেন না।

১২১ তারা কিছু ব্যয় করে না, অল্প অথবা বেশি, তারা কোনো উপত্যকা

* মদিনার তিন ব্যক্তিকে অপরাধের জন্য একঘোরে করা হয়েছিল। তারা অনুতপ্ত হয় ও মার্জনা লাভ করে।

† হত্যা করা, বন্দী করা, অথবা পরাভূত করা—শত্রুর কাছ থেকে আদায় করা বলতে এই তিন কাজ বোঝায়।

পার হয় না, যা তাদের জন্য জমা হয় না যেন আল্লাহ্ তাদের
পুরস্কৃত করতে পারেন তারা যা করেছে তার সর্বশ্রেষ্ঠ দিয়ে।

১২২ আর এটি বিশ্বাসীদের জন্য সঙ্গত নয় যে তারা সবাই একসঙ্গে
বেরিয়ে পড়বে, তাদের প্রত্যেক সৈন্যদল থেকে মাত্র একটি
দল বেরিয়ে যাবে যেন তারা (যারা রয়ে গেল) ধর্মে জ্ঞান
লাভ করতে পারে আর যেন তারা তাদের লোকদের সাবধান
করতে পারে যখন তারা ফিরে আসে তার ফলে যেন তারা
সতর্ক হতে পারে।

ষোড়শ অনুচ্ছেদ

১২৩ হে বিশ্বাসিগণ, সেই অবিশ্বাসীদের সঙ্গে যুদ্ধ করো যারা তোমাদের
নিকটবর্তী, আর তারা তোমাদের মধ্যে পাক অনমনীয়তা।
আর জেনো আল্লাহ্ তাদের সঙ্গে যারা সীমা রক্ষা করে।

১২৪ আর যখনই একটি সূরা অবতীর্ণ হয় তাদের কেউ কেউ আছে
যারা বলে : তোমাদের কে এইভাবে বিশ্বাসে সমৃদ্ধ হয়েছে ;—
যারা বিশ্বাস করে এতে তাদের বিশ্বাস বর্ধিত হয়েছে ; আর
তারা—আর তারা আনন্দ-সংবাদ দেয়।

১২৫ যাদের অন্তরে আছে ব্যাধি এতে তাদের পাপপ্রবণতার
সঙ্গে পাপপ্রবণতা যুক্ত হয়, আর তারা প্রাণত্যাগ করে
অবিশ্বাসী অবস্থায়।

১২৬ তারা কি দেখে না যে প্রত্যেক বৎসর একবার কি দুইবার
তাদের পরীক্ষা হয়? তবুও তারা (আল্লাহ্‌র দিকে) ফেরে
না, তারা মনও দেয় না।

১২৭ আর যখন একটি সূরা অবতীর্ণ হয় তারা পরস্পরের দিকে
তাকায় (যেন বলতে চায়) : কেউ কি তোমাদের দেখছে?
তার পর তারা ফিরে যায়। আল্লাহ্ তাদের মন ফিরিয়ে
দেন, কেন না, তারা একটি দল যারা বোঝে না।

১২৮ নিঃসন্দেহ তোমাদের কাছে একজন বাণীবাহক এসেছেন,

তোমাদের মধ্যে থেকে, যাঁর কাছে যার দ্বারা তোমরা ভারাক্রান্ত তা দুঃখকর—তোমাদের কল্যাণের জন্য (তিনি) লোলুপ, বিশ্বাসীদের জন্য সমবেদনাপূর্ণ, কৃপাময়।

১২৯ কিন্তু যদি তারা ফিরে যায়, বলো: আল্লাহ্ আমার জন্য যথেষ্ট—কোনো উপাস্য নেই তিনি ভিন্ন—তাঁরই উপরে আমি নির্ভর করি; আর তিনি মহাসিংহাসনের অধীশ্বর।

ইউনুস

[ইউনুস কোর্‌আন শরীফের দশম সূরা। এটি অন্ত্য-মক্কীয়—হযরতের মক্কার জীবনে শেষ চার বৎসরের কোনো সময়ে অবতীর্ণ হয়েছিল। তবে এর কয়েকটি আয়াত মদিনীয় এই মত কেউ কেউ দিয়েছেন।

জাতির কঠিন বিরূপতার জন্য হযরতের গভীর দুঃখ এর কয়েকটি আয়াতে রূপ পেয়েছে। আল্লাহ্‌ ভিন্ন কল্পিত দেবতাদের উপাসনা কেন করা হবে না সে সম্বন্ধে অনেক কথা এতে বলা হয়েছে।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

দয়াময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ আলিফ—লাম—রা—আমি আল্লাহ্‌ দ্রষ্টা। এসব জ্ঞানময় গ্রন্থের আয়াতসমূহ।

২ এ কি লোকদের জন্য বিস্ময়ের ব্যাপার যে তাদের মধ্যেকার একজনকে আমি প্রত্যাদেশ দিয়েছি এই ব'লে : মানুষদের সাবধান করো, আর যারা বিশ্বাস করে তাদের সুসংবাদ দাও যে তাদের পালয়িতার কাছে আছে তাদের জন্য সুনিশ্চিত পদক্ষেপ (সুনিশ্চিত পথে চালনা)? অবিশ্বাসীরা বলে : নিঃসন্দেহ এ একজন স্পষ্ট (জলজ্যান্ত) জাদুকর।

৩ নিঃসন্দেহ তোমাদের পালয়িতা আল্লাহ্‌ যিনি আকাশ ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলেন সিংহাসনের উপরে সমস্ত ব্যাপার নিয়ন্ত্রিত ক'রে, তাঁর অনুমতিক্রমে ভিন্ন (তাঁর কাছে) কোনো সুপারিশকারী নেই। এইই আল্লাহ্‌—তোমাদের পালয়িতা—সেজন্য তাঁর উপাসনা করো। তবে কি তোমরা স্মরণ করবে না?

৪ তাঁরই কাছে তোমাদের প্রত্যাবর্তন—সবার। আল্লাহ্‌র এই
সত্য প্রতিশ্রুতি। তিনি প্রথমে সৃষ্টি করেন তারপর তা
পুনঃসৃষ্টি করেন যেন ন্যায়তঃ তিনি পুরস্কার দিতে পারেন
তাদের যারা বিশ্বাস করে ও ভালো কাজ করে, আর
যারা অবিশ্বাস করে তারা পাবে তপ্ত পানীয় ফুটন্ত জল
থেকে, আর কঠোর শাস্তি, কেন না তারা অবিশ্বাস করেছিল।
৫ তিনিই সূর্যকে করেছেন ঔজ্জ্বল্য আর চন্দ্রকে করেছেন আলোক
আর তার (চন্দ্রের) জন্য নির্ধারিত করেছেন অবস্থানসমূহ
যেন তোমরা জানতে পারো বৎসরের সংখ্যা আর হিসাব।
আল্লাহ্ একে সৃষ্টি করেন নি সত্যে ভিন্ন। তিনি নির্দেশাবলী
বিশদ করেন সেই লোকদের জন্য যাদের জ্ঞান আছে।
৬ নিঃসন্দেহ রাত্রি ও দিনেব পার্থক্যে, আর যা আল্লাহ্ সৃষ্টি
কবেছেন অন্তরীক্ষে ও পৃথিবীতে, (এসবে) নিদর্শন রয়েছে
সেই লোকদের জন্য যারা সীমারক্ষা করে।
৭ নিঃসন্দেহ যারা আশা করে না আমার সঙ্গে মিলিত হবার
আর সন্তুষ্ট এই সংসারের জীবনে, আর তাতে নিজেদের
নিরাপদ জ্ঞান করে, আর যারা অমনোযোগী আমার নির্দেশাবলী
সম্বন্ধে—
৮ এরাই তারা যাদের আবাসস্থল আগুন, তারা যা উপার্জন
করছে সেজন্য।
৯ নিঃসন্দেহ যারা বিশ্বাস করে ও ভালো কাজ করে তাদের
পালয়িতা তাদের চালিত করবেন তাদের বিশ্বাসের দ্বারা—
তাদের নিচে দিয়ে প্রবাহিত হবে বহু নদী—আনন্দময় উদ্যানে।
১০ তাতে তাদের প্রার্থনা হবে; তোমারই মহিমা হে আল্লাহ্।
আর তাতে তাদের সম্ভাষণ হবে: শান্তি। আর তাদের
শেষ প্রার্থনা হবে: প্রশংসা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে (যিনি) বিশ্ব-
জগতের পালয়িতা।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

১১ যদি আল্লাহ্‌ ত্বরান্বিত করতেন মানুষের জন্য যা মন্দ যেমন তারা
কামনা করে তাদের জন্য যা ভালো তা ত্বরান্বিত করতে,
তাদের বিরামের কাল তাহলে গত হোতো। কিন্তু যারা আমার
সঙ্গে দেখা হওয়া চায় না আমি তাদের ঘুরে বেড়াতে দিই
অন্ধভাবে তাদের অবাধ্যতায়।
১২ আর যখন বিপদ কোনো লোককে স্পর্শ করে সে তখন
আমাকে ডাকে পার্শ্বে শায়িত অবস্থায় হোক, অথবা ব'সে
হোক, অথবা দাঁড়িয়ে হোক, কিন্তু যখন আমি তার থেকে
দূর করে দিই তার বিপদ সে তার মতো ঘুরে বেড়ায়
যেন সে কখনো আমাকে ডাকে নি বিপদের জন্য যা তাকে
স্পর্শ করেছিল; এইভাবে দায়িত্বহীনদের চিত্তাকার্ষক
হয় যা তারা করে।
১৩ আর নিঃসন্দেহ তোমাদের পূর্বে বহু পুরুষ আমি ধ্বংস
করেছি যখন তারা অন্যায়কারী হয়েছিল, আর তাদের
পয়গাম্বররা তাদের কাছে এসেছিলেন স্পষ্ট নির্দেশাবলী নিয়ে,
কিন্তু তারা বিশ্বাস করে নি; এইভাবে আমি প্রতিদান দিই
অপরাধীদের।
১৪ তারপর আমি তোমাদের পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি তাদের
পরে যেন আমি দেখতে পারি তোমরা কেমন কাজ করো।
১৫ আর যখন আমার পরিচ্ছন্ন নির্দেশাবলী তাদের কাছে পড়া
হয় যারা আশা করে না আমার সঙ্গে তাদের দেখা হবে,
তারা বলে: এ ভিন্ন অন্য কোর্‌আন আন অথবা এটা
বদলাও। বলো: আমার নিজের ইচ্ছায় এর বদল করা
আমার জন্য নয়, আমি শুধু তার অনুগত যা আমার কাছে
প্রত্যাদিষ্ট হয়, নিশ্চয় আমি ভয় করি এক ভয়ঙ্কর দিনের
শাস্তি যদি আমার পালয়িতার অবাধ্য হই।

১৬ বলো : যদি আল্লাহ্ (অন্যরূপ) ইচ্ছা করতেন তবে আমি তোমাদের কাছে এটি পাঠ করতাম না, তিনিও এটি তোমাদের জানাতেন না, নিঃসন্দেহ তোমাদের মধ্যে এর পূর্বে এক জীবনকাল কাটিয়েছি : তবে তোমরা কি বোঝো না ?

১৭ তবে কে বেশি অন্যায়কারী তার চাইতে যে আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা তৈরি করে অথবা প্রত্যাখ্যান করে তাঁর নির্দেশসমূহ ? নিঃসন্দেহ অপরাধীরা সফল হবে না।

১৮ আর আল্লাহ্ ভিন্ন তারা তার উপাসনা করে যা তাদের অপকার করতে পারে না উপকারও করতে পারে না ; আর তারা বলে : এরা আল্লাহ্‌র কাছে আমাদের জন্য সুপারিশকারী। বলো : তোমরা কি আল্লাহ্‌কে জানাবে যা তিনি জানেন না আকাশ ও পৃথিবী সম্বন্ধে ? তাঁরই মহিমা—আর বহু উচ্চে অবস্থিত তিনি তা থেকে যা তারা তাঁর অংশীরূপে দাঁড় করায়।

১৯ মানুষ একজাতি ভিন্ন নয়, তার পর তারা বিভিন্ন মতের হোলো। আর যদি তোমার পালয়িতার তরফ থেকে একটি কথা বলা না হোতো তবে তাদের মধ্যে ব্যাপারটার মীমাংসা হয়ে যেতো সে-সম্পর্কে যে সম্পর্কে তারা মতভেদ করেছে।*

২০ আর তারা বলে : তার পালয়িতার কাছ থেকে একটি নিদর্শন কেন তার কাছে পাঠানো হয় না ? তবে বলো : অদৃশ্য কেবল আল্লাহ্‌র জন্য ; সেজন্য অপেক্ষা করো, নিঃসন্দেহ আমিও তোমাদের সঙ্গে অপেক্ষাকারীদের দলের।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

২১ আর যখন আমি লোকদের করুণার স্বাদ গ্রহণ করাই কোনো বিপদ তাদের স্পর্শ করার পরে, নিঃসন্দেহ, তারা আমার নির্দেশাবলীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে। বলো : আল্লাহ্ বেশী

---

* সেই কথাটি এই যে আল্লাহ্ সাংসারিক জীবনে মানুষের মতভেদ স্বীকার করে নিয়েছেন।

তৎপর চক্রান্ত করায়; নিঃসন্দেহ আমার বার্তাবহরা (ফেরেশ্‌তারা) লিখে রাখে যে ষড়যন্ত্র তোমরা করো।

২২ তিনিই তোমাদের ভ্রমণ করান স্থলে ও সমুদ্রে যখন তোমরা জাহাজে, আর তারা তাদের নিয়ে যাত্রা করে আরামদায়ক বাতাসে, আর তারা তাতে আনন্দ প্রকাশ করে, (তার পর) এক ঝোড়ো বাতাস তাদের উপরে এসে পড়ে আর ঢেউ তাদের চারদিক থেকে এসে লাগে আর তারা নিঃসন্দেহ হয় যে তারা চারদিক থেকে ঘেরাও হয়েছে, তারা প্রার্থনা করে আল্লাহ্‌র কাছে আনুগত্যে অকপট হয়ে: যদি এ থেকে তুমি আমাদের উদ্ধার করো: আমরা নিঃসন্দেহ কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হবো।

২৩ কিন্তু যখন তিনি তাদের উদ্ধার করেন, নিঃসন্দেহ অন্যায়-ভাবে তারা বিদ্রোহী হয় পৃথিবীতে। হে মানুষ, তোমাদের বিদ্রোহ তোমাদের নিজেদের অন্তরাত্মা সম্বন্ধে—দুনিয়ার জীবনের উপভোগ—তার পর ফিরে আসবে তোমরা আমার কাছে, আর তোমাদের আমি জানিয়ে দেবো কি তোমরা করেছ।

২৪ এই দুনিয়ার জীবনের তুলনা হচ্ছে মাত্র জল যা আমি আকাশ থেকে পাঠাই, তার পর তার দ্বারা পৃথিবীর গাছপালা বাড়ে যা থেকে মানুষ ও পশু খাদ্য পায়, তার পর পৃথিবী তার সোনালি পোষাক পরে আর সাজানো হয়, আর এর লোকেরা ভাবে এর উপরে তারা ক্ষমতাবান্, (তার পর) আমার আদেশ এর উপরে আসে রাতে অথবা দিনে, ফলে আমি একে করি কাটা শস্যের মতো যেন কাল তার অস্তিত্ব ছিল না। এইভাবে নির্দেশাবলী আমি বিশদ করি তাদের জন্য যারা চিন্তা করে।

২৫ আর আল্লাহ্‌ আহ্বান করেন শান্তির আলয়ে, আর সরল পথে চালিত করেন যাকে খুশী।

২৬ যারা 'ভালো করে তাদের জন্য ভালো এবং আরও বেশি ; আর ধূলি অথবা অপমান তাদের মুখ ঢাকবে না ; এরাই বেহেশ্‌তের অধিবাসী—তাতে থাকবে তারা স্থায়ীভাবে।

২৭ আর যারা মন্দ উপার্জন করেছে (তাদের জন্য) এমন মন্দ কাজের প্রতিদান হবে তার তুল্য যা তাই দিয়ে ; আর লাঞ্ছনা তাদের পাকড়াও করবে—আল্লাহ্‌ থেকে কোনো রক্ষক তাদের নেই—যেন তাদের মুখ আবৃত হয়েছে রাত্রির গহন অন্ধকারের টুকরো দিয়ে ; এরাই আগুনের অধিবাসী যাতে থাকবে তারা স্থায়ীভাবে।

২৮ আর যেদিন আমি তাদের সবাইকে একত্রিত করবো, তার পর যারা অন্যদের (আল্লাহ্‌র) অংশী করেছিল তাদের আমি বলবো : যেখানে আছ সেখানে থাকো তোমরা আর তোমাদের (কল্পিত) অংশীরা, তার পর আমি তাদের পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করবো, আর তাদের (কল্পিত) অংশীরা বলবে : তোমরা আমাদের উপাসনা করো নি—

২৯ সেজন্য আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষীরূপে আল্লাহ্‌ যথেষ্ট যে আমরা সম্পূর্ণ অচেতন ছিলাম তোমাদের উপাসনা সম্বন্ধে।

৩০ সেখানে প্রত্যেক প্রাণ পরিচিত হবে যা সে পূর্বে পাঠিয়েছে তার সঙ্গে, আর তাদের ফিরিয়ে আনা হবে তাদের সত্যকার রক্ষাকারী আল্লাহ্‌র কাছে, আর যা তারা উদ্ভাবন করেছিল তা তাদের কাছে থেকে বিদায় নেবে।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

৩১ বলো : কে তোমাদের জীবিকা দেয় আকাশ ও পৃথিবী থেকে? অথবা কে মালিক শোনার ও দেখার? আর কে নিয়ে আসে জীবিতকে মৃত থেকে আর নিয়ে আসে মৃতকে জীবিত থেকে? আর কে চালিত করে ধারা? তাহলে

তারা বলবে : আল্লাহ্। তবে বলো : তবে তোমরা সীমা রক্ষা করবে না ?

৩২ এই তবে আল্লাহ্, তোমাদের সত্য পালয়িতা ; আর সত্যের পরে মিথ্যা ভিন্ন আর কি ? আর তোমরা কত বদলে-যাওয়া।

৩৩ এইভাবে তোমার পালয়িতার কথা সত্য প্রতিপন্ন হয় তাদের বিরুদ্ধে যারা দুষ্কৃতিকারী, যে, তারা (দুষ্কৃতিকারীরা) বিশ্বাস করে না।

৩৪ বলো : তোমাদের (কল্পিত) অংশীদের মধ্যে কেউ কি আছে যে প্রথম সৃষ্টি করতে পারে তার পর তা পুনঃসৃষ্টি করতে পার ? বলো : আল্লাহ্ প্রথম সৃষ্টি করেন তার পর তিনি তা পুনঃসৃষ্টি করেন। তবে তোমরা কত বিপথে-চালিত।

৩৫ বলো : তোমাদের (কল্পিত) অংশীদের মধ্যে কেউ কি আছে যে সত্যে চালিত করে ? বলো : আল্লাহ্ সত্যে চালিত করেন। তবে, যিনি সত্যে চালিত করেন তিনি বেশি অনুসরণযোগ্য, অথবা সে যে নিজে ঠিক পথে চলে না যদি তাকে চালিত করা না হয় ? তবে তোমাদের কি হয়েছে— কি ভাবে তোমরা বিচার করো ?

৩৬ আর তারা অনেকে অনুমান ভিন্ন আর কিছু অনুসরণ করে না ; নিঃসন্দেহ অনুমানে কিছুই কাজ দেবে না সত্যের বিরুদ্ধে, নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ জানেন যা তারা করে।

৩৭ আর এই কোরআন এমন নয় যা আর কেউ তৈরি করতে পারে আল্লাহ্ ভিন্ন ; কিন্তু এটি এর পূর্বে যা ছিল তার সমর্থন আর একটি বিশদ ব্যাখ্যা (মানুষের জন্য) যা বিধান করা হয়েছে তার—কোনো সন্দেহ নেই এতে— (এসেছে) বিশ্বজগতের পালয়িতার কাছ থেকে।

৩৮ অথবা তারা কি বলে : সে এটি তৈরি করেছে ? বলো : তবে

এর মতো একটি সূরা নিয়ে এসো আর ডাকো যাদের পারো
আল্লাহ্ ভিন্ন ; যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

৩৯ না—তারা প্রত্যাখ্যান করে যার জ্ঞানের সীমা তারা পায়
না, আর এর পরিণাম তাদের কাছে এখনও আসে নি।
এইভাবে (সত্য) প্রত্যাখ্যান করেছিল তাদের পূর্ববর্তীরা।
দেখো তবে কি হয়েছিল অন্যায়কারীদের পরিণাম।

৪০ আর তাদের মধ্যে আছে সে যে এতে বিশ্বাস করে, আর
তাদের মধ্যে আছে সে যে এতে অবিশ্বাস করে ; আর
তোমার পালয়িতা ভালো জানেন অন্যায়কারীদের।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

৪১ আর যদি তারা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে, বলো : আমার
কাজ আমার জন্য আর তোমাদের কাজ তোমাদের জন্য ;
তোমাদের কোনো দায় নেই আমার করণীয় সম্বন্ধে, আর
আমারও কোনো দায় নেই তোমাদের করণীয় সম্বন্ধে।

৪২ আর তাদের মধ্যে আছে যারা তোমার কথা শোনে ;
কিন্তু তুমি কি বধিরকে শোনাতে পারো তারা না বুঝলেও ?

৪৩ আর তাদের মধ্যে আছে যারা তোমার দিকে তাকায় ; কিন্তু
তুমি কি পথ দেখাতে পারো অন্ধদের তারা না দেখলেও ?

৪৪ নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ মানুষের প্রতি কোনো অন্যায় করেন না,
কিন্তু মানুষরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করে।

৪৫ আর যেদিন তিনি তাদের একত্রিত করবেন, যেন তারা দিনের
এক ঘণ্টাও কাটায় নি, (সেদিন) তারা পরস্পরকে চিনবে।
তারা যেন মরে যাবে যারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে দেখা হওয়াকে মিথ্যা
বলেছিল ; আর তারা ঠিক পথে চালিত নয়।

৪৬ আর যার প্রতিশ্রুতি আমি তাদের দিয়েছি তার কিছু তোমাকে
দেখাই বা না দেখাই আর তোমাকে মৃত্যু দিই (বা না দিই)
তবু আমার কাছেই তাদের প্রত্যাবর্তন, আর তার উপর আল্লাহ্
সাক্ষী যা তারা করে।

৪৭ আর প্রত্যেক জাতির জন্য আছেন একজন বাণীবাহক।
সেজন্য যখন তাদের বাণীবাহক এসেছিলেন তখন বিষয়টির
মীমাংসা হয়েছিল তাদের মধ্যে ন্যায়ের সঙ্গে; আর তাদের
প্রতি অন্যায় করা হবে না।

৪৮ আর তারা বলে: যার কথা বলছ তা কখন আসবে—যদি
সত্যবাদী হও?

৪৯ বলো: আমি নিজের জন্য কোনো অপকার বা উপকারের
উপরে কর্তৃত্ব রাখি না আল্লাহ্ যা করেন তা ভিন্ন; প্রত্যেক
জাতির জন্য নির্দিষ্ট সময় আছে; যখন তাদের সময় হয় তারা
দেরি করবে না এক ঘণ্টার জন্যও তারা যেতেও পারবে না
(তার) আগে।

৫০ বলো: ভেবেছ কি, যদি তাঁর শাস্তি তোমাদের উপরে এসে
পড়ে রাত্রির আক্রমণরূপে অথবা দিনে? এর মধ্যে কি আছে
যা অপরাধীরা ত্বরান্বিত করতে চায়?

৫১ তবে কি তখন তোমরা বিশ্বাস করবে যখন এটি তোমাদের
উপরে এসে পড়বে? কী! এখন যখন (এ পর্যন্ত) তোমরা
একে ত্বরান্বিত করেছিলে?

৫২ তখন যারা অন্যায় করেছিল তাদের বলা হবে: স্থায়ী শাস্তি
আস্বাদ করো—যা তোমরা উপার্জন করেছিলে তার বিনিময়
ভিন্ন আর কিছু কি তোমাদের দেওয়া হয়েছে?

৫৩ আর তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে: তা কি সত্য? বলো: হাঁ,
আল্লাহ্‌র শপথ, নিঃসন্দেহ এ সত্য—আর তোমরা এড়িয়ে
যেতে পারবে না।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

৫৪ আর প্রত্যেক প্রাণ—যে অন্যায় করেছে—সে যদি পেতো সংসারে
যা কিছু আছে তা দিয়ে নিজেকে মুক্ত করার জন্য তবে তা সে
মুক্তির জন্য দিত—আর তারা নিজেদের অন্তরে অনুশোচনা

অনুভব করবে যখন তারা দেখবে শাস্তি ; কিন্তু তাদের সম্বন্ধে বিচার করা হয়েছে ন্যায়ের সঙ্গে, আর তাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না।

৫৫ নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌রই যা আছে আকাশে ও পৃথিবীতে আর নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য ; কিন্তু তারা অনেকে জ্ঞানহীন।

৫৬ তিনি জীবন দেন আর মৃত্যু ঘটান, আর তাঁর কাছে তোমাদের ফিরিয়ে আনা হবে।

৫৭ হে মানবগণ, নিঃসন্দেহ তোমাদের কাছে তোমাদের পালয়িতার কাছ থেকে এসেছে উপদেশ, আর বুকে যা আছে তার আরোগ্য, আর পথনির্দেশ আব করুণা বিশ্বাসীদের জন্য।

৫৮ বলো : আল্লাহ্‌র প্রাচুর্যে আর তাঁর করুণায়—এতে তারা আনন্দ প্রকাশ করবে ; এ ভালো যা তারা সঞ্চয় করে তার চাইতে।

৫৯ বলো : ভেবেছ কি তোমরা আল্লাহ্‌ তোমাদের জন্য কি জীবিকা পাঠিয়েছেন, কেমন ক'রে তাকে তোমরা করেছ বৈধ আর অবৈধ ? বলো : আল্লাহ্‌ কি তোমাদের অনুমতি দিয়েছেন, অথবা তোমরা একটি মিথ্যা তৈরি করেছ আল্লাহ্‌র সম্বন্ধে ?

৬০ আর যারা আল্লাহ্‌র সম্বন্ধে মিথ্যা তৈরি করে, কি তারা ভাবছে কেয়ামতের দিন সম্বন্ধে ? নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ মানুষ সম্বন্ধে প্রাচুর্যের রাজাধিরাজ ; কিন্তু তাদের অনেকে কৃতজ্ঞতা জানায় না।

সপ্তম অনুচ্ছেদ

৬১ আর তুমি (হে মোহম্মদ) এমন কোনো কাজে ব্যাপৃত নও আর সে সম্বন্ধে কোর্‌আন থেকে এমন কোনো অংশ আবৃত্তি করো না, আর তোমরা (মানুষরা) এমন কোনো কাজ করো না যার সাক্ষী আমি নই তোমরা যখন তাতে ব্যাপৃত, আর

তোমার পালয়িতার অজানা অণুপরিমাণ-কিছুও পৃথিবীতে
অথবা অন্তরীক্ষে নেই, তার চাইতে ছোটোও নেই বড়োও
নেই, যা (লিপিবদ্ধ) নয় এক স্পষ্ট গ্রন্থে।

৬২ নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌র বন্ধুরা—তাদের কোনো ভয় নেই, আর
তারা দুঃখ করবে না।

৬৩ যারা বিশ্বাস করে আর সীমা রক্ষা করে—

৬৪ তাদের জন্য সুসংবাদ এই সংসারের জীবনে এবং পরকালে;
আল্লাহ্‌র বাণী বদল করা হয় না; এই-ই মহাসাফল্য।

৬৫ আর তাদের কথা তোমাকে দুঃখ না দিক; নিঃসন্দেহ সম্মান
সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র; তিনি শ্রোতা, জ্ঞাতা।

৬৬ নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌রই যা কিছু আছে আকাশে আর যা কিছু
আছে পৃথিবীতে; আর যারা আল্লাহ্‌ ভিন্ন আর কিছুর,
আরাধনা করে তারা (প্রকৃতপক্ষে) (কল্পিত) অংশীদের
অনুবর্তী নয়; তারা অনুবর্তী নয় অনুমান ভিন্ন (আর কিছুর),
আর তারা শুধু মিথ্যা বলে।

৬৭ তিনিই তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন রাত্রি যেন তোমবা তাতে
বিশ্রাম করতে পারো; আর দিন যা দেখায়; নিঃসন্দেহ এসবে
আছে নিদর্শন সেই লোকদের জন্য যারা শুনবে।

৬৮ তারা বলে: আল্লাহ্‌ একটি পুত্র গ্রহণ করেছেন। তাঁরই মহিমা;
তিনি অনন্য-নির্ভর; তাঁরই যা কিছু আছে আকাশে আর যা
কিছু আছে পৃথিবীতে; এর জন্য কোনো নির্দেশ তোমাদের
নেই; তোমরা কি বলো আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে যা তোমরা জানো না?

৬৯ বলো: যারা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যা তৈরি করে তারা সফল
হবে না।

৭০ (এ কেবল) সংসারের উপভোগ—এরপর তাদের প্রত্যাবর্তন
হবে আমার কাছে, তার পর তাদের স্বাদ গ্রহণ করাবো কঠোর
শাস্তির যেহেতু তারা অবিশ্বাস করেছিল।

অষ্টম অনুচ্ছেদ

৭১ আর বলো তাদের কাছে নূহ্‌-এর কাহিনী যখন তিনি তাঁর লোকদের বলেছিলেন: হে আমার জাতি, যদি আমার বসবাস আর আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলীর দ্বারা তোমাদের স্মরণ করানো তোমাদের জন্য কষ্টকর হয়—আল্লাহ্‌র উপরেই আমি নির্ভর করি—তবে তোমাদের কাজের ধারা ঠিক করো, তোমরা ও তোমাদের (কল্পিত) অংশীরা, তোমাদের কাজের ধারায় তোমাদের কোনো সন্দেহ না থাকুক, তার পর তা আমার দিকে খাটাও, আর আমাকে বিরাম দিও না।

৭২ কিন্তু যদি তোমরা ফেরো—আমি তোমাদের কাছে থেকে কোনো পুরস্কার চাই নি। আমার পুরস্কার কেবল আল্লাহ্‌র কাছে; আর আমাকে আদেশ করা হয়েছে যে আমি আত্ম-সমর্পণকারীদের অন্তর্গত হবো।

৭৩ কিন্তু তারা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছিল; সেজন্য আমি তাঁকে ও তাঁর সঙ্গে যারা ছিল তাদের জাহাজে উদ্ধার করেছিলাম; আর আমি তাদের প্রতিনিধি করেছিলাম; আর ডুবিয়ে দিয়েছিলাম যারা আমার নির্দেশাবলী প্রত্যাখ্যান করেছিল। দেখো তবে কি পরিণাম হয়েছিল যাদের সাবধান করা হয়েছিল তাদের।

৭৪ তার পর তাঁর পরে আমি পয়গাম্বরদের পাঠিয়েছিলাম, তাঁরা তাঁদের লোকদের কাছে এসেছিলেন স্পষ্ট নির্দেশাবলী নিয়ে; কিন্তু তারা তাতে বিশ্বাস করবে না যা তারা পূর্বে প্রত্যাখ্যান করেছে। এই ভাবে আমি তাদের অন্তরের উপরে মোহর মেরে দিই যারা সীমা লঙ্ঘন করে।

৭৫ তাদের পরে আমি পাঠাই মূসাকে আর হারুণকে ফেরাউন ও তার প্রধানদের কাছে আমার নির্দেশসমূহ সঙ্গে দিয়ে। কিন্তু তারা অহঙ্কার দেখিয়েছিল আর তারা ছিল একটি অপরাধী সম্প্রদায়।

৭৬ আর যখন আমার তরফ থেকে সত্য তাদের কাছে এল তারা বললে : এ স্পষ্ট জাদু।

৭৭ মূসা বললেন : তোমরা কি (এই) বলছ সত্য সম্বন্ধে যা তোমাদের কাছে এসেছে? এ কি জাদু? আর জাদুকররা সফল হয় না।

৭৮ তারা বললে : তুমি কি আমাদের কাছে এসেছ আমাদের পিতা-পিতামহদের যাতে দেখেছি তা থেকে আমাদের ফেরাতে, আর যেন তোমাদের দুই জনের দেশে প্রাধান্য লাভ হয়? আমরা তোমাদের দুইজনকে বিশ্বাস করবো না।

৭৯ আর ফেরাউন বললে : প্রত্যেক ওস্তাদ জাদুকরকে আমার কাছে আনো।

৮০ আর যখন জাদুকররা এলো মূসা তাদের বললেন : ফেলো যা তোমাদের ফেলবার আছে।

৮১ আর যখন তারা ফেললো মূসা বললেন : তোমরা যা এনেছ তা জাদু। নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ একে বৃথা করবেন; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ অহিতকারীদের ভালো করেন না।

৮২ আর আল্লাহ্‌ সত্যকে সত্য করেন তাঁর বাণীর দ্বারা তা অপরাধীরা যতই অখুশী হোক।

নবম অনুচ্ছেদ

৮৩ কিন্তু তাঁর জাতির বংশধররা ব্যতীত কেউ মূসাতে বিশ্বাস করে নি ফেরাউন ও তার প্রধানরা পাছে তাদের নির্যাতন করে এই ভয়ে; আর নিঃসন্দেহ ফেরাউন ছিল দেশে মহা প্রভাবশালী, আর নিঃসন্দেহ সে ছিল সীমা অতিক্রমকারীদের দলের।

৮৪ আর মূসা বলেছিলেন : হে আমার জাতি, তোমরা যদি আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস করো তবে তাঁর উপরে নির্ভর করো যদি তোমরা (আল্লাহ্‌তে) আত্মসমর্পণকারী হও।

৮৫ তাই তারা বলেছিল : আল্লাহ্‌র উপরে আমরা নির্ভর করি;

হে আমাদের পালয়িতা, অন্যায়কারী লোকদের প্রলোভনের বস্তু আমাদের ক'রো না ;

৮৬ আর তোমার করুণার দ্বারা আমাদের উদ্ধার করো যারা অবিশ্বাসী তাদের থেকে।

৮৭ আর আমি প্রত্যাদেশ দিয়েছিলাম মূসাকে আর তাঁর ভাইকে : তোমাদের লোকদের জন্য মিশরে বাসের গৃহ নাও আর তোমাদের গৃহগুলোকে করো উপাসনার স্থান, আর উপাসনা প্রতিষ্ঠিত রাখো আর বিশ্বাসীদের সুসংবাদ দাও।

৮৮ আর মূসা বলেছিলেন : হে আমাদের পালয়িতা, নিঃসন্দেহ তুমি ফেরাউনকে ও তার প্রধানদের দিয়েছ এই সংসারের জীবনে শোভা-সৌন্দর্য আর ধনসম্পত্তি, হে আমাদের পালয়িতা, যেন তারা লোকদের পথভ্রান্ত করতে পারে তোমার পথ থেকে ; হে আমাদের পালয়িতা, তাদের ধনসম্পত্তি ধ্বংস করো আর তাদের অন্তর কঠিন করো যেন তারা বিশ্বাস করে না কঠিন শাস্তি না দেখা পর্যন্ত।

৮৯ তিনি বলেছিলেন : তোমাদের উভয়ের প্রার্থনা নিঃসন্দেহ মঞ্জুর হোলো ; সেজন্য সরল পথে চলতে থাকো, আর যারা জানে না তাদের পথ অনুসরণ ক'রো না।

৯০ আর ইসরাইলবংশীয়দের আমি এনেছিলাম সমুদ্র পার ক'রে আর ফেরাউন ও তার সৈন্যদল তাদের অনুসরণ করেছিল নির্যাতন ও অত্যাচার করার জন্য ; শেষে যখন ডুবে যাওয়া তাকে আক্রমণ করলো সে বললে : আমি বিশ্বাস করি যে আর কোনো উপাস্য নেই তিনি ভিন্ন যাতে ইসরাইলবংশীয়েরা বিশ্বাস করে আর আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্গত।

৯১ কী—এখন—আর তুমি নিঃসন্দেহ অবাধ্য হয়েছিলে এর পূর্বে, আর তুমি ছিলে অন্যায়কারীদের দলের।

৯২ কিন্তু আজ আমি উদ্ধার করবো তোমার দেহ যেন তুমি একটি

নিদর্শন হতে পারো যারা তোমাদের পরবর্তী তাদের জন্য ; আর নিঃসন্দেহ বহুলোক দায়িত্ববোধহীন আমার নির্দেশাবলী সম্পর্কে।

দশম অনুচ্ছেদ

৯৩ আর নিঃসন্দেহ আমি ইসরাইলবংশীয়দের স্থান দিয়েছিলাম উত্তম গৃহে আর তাদের দিয়েছিলাম উত্তম জীবিকা, আর তারা মতভেদ করে নি যে পর্যন্ত না তাদের কাছে এসেছিল জ্ঞান ; নিঃসন্দেহ তোমার পালয়িতা তাদের মধ্যে বিচার করবেন কেয়ামতের দিনে সে সম্বন্ধে যে সম্বন্ধে তারা মতভেদ করেছিল।

৯৪ কিন্তু যদি তোমার কোনো সন্দেহ থাকে তোমার কাছে যা অবতীর্ণ করেছি সে সম্বন্ধে তবে তাদের জিজ্ঞাসা করো তোমার পূর্বে যারা গ্রন্থ পাঠ করেছে ; নিঃসন্দেহ তোমার কাছে এসেছে সত্য তোমার পালয়িতার কাছ থেকে, সেজন্য যারা সন্দেহে দোল খায় তাদের দলের হ'য়ো না।

৯৫ আর তুমি তাদের দলের হ'য়ো না যারা আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী প্রত্যাখ্যান করে, তাহলে তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের দলের হবে।

৯৬ নিঃসন্দেহ যাদের বিরুদ্ধে তোমার পালয়িতার বাণী সত্য প্রতিপন্ন হয়েছে তারা বিশ্বাস করবে না—

৯৭ যদিও প্রত্যেক নিদর্শন তাদের কাছে আসে, যে পর্যন্ত না তারা প্রত্যক্ষ করে কঠোর শাস্তি।

৯৮ আর যদি এমন একটি সম্প্রদায় থাকতো যারা বিশ্বাস করেছে ও উপকৃত হয়েছে তাদের বিশ্বাসের দ্বারা ইউনুসের লোকদের মতো ! যখন তারা বিশ্বাসী হোলো আমি তাদের থেকে সরিয়ে নিয়েছিলাম লাঞ্ছনাকর শাস্তি এই সংসারের জীবনে আর তাদের দিয়েছিলাম আরাম কিছুকালের জন্য।

৯৯ আর যদি তোমার পালয়িতা ইচ্ছা করতেন তবে যারা পৃথিবীতে

আছে সবাই একসঙ্গে বিশ্বাস করতো। তুমি (হে মোহম্মদ) লোকদের কি বাধ্য করবে যে পর্যন্ত না তারা বিশ্বাসী হয় ?

১০০ আর আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতীত কারো পক্ষে সম্ভবপর নয় বিশ্বাস করা, আর তিনি অশুচিতা নিক্ষেপ করেন তাদের উপরে যারা বুঝবে না।

১০১ বলো : তাকিয়ে দেখো কি আছে আকাশে আর পৃথিবীতে ; আর নির্দেশসমূহ আর সতর্ককারীরা কোনো কাজে আসেন না সেই জাতির জন্য যারা বিশ্বাস করবে না।

১০২ তবে তারা কিসের প্রতীক্ষা করে তাদের দিনের তুল্য-কিছু ব্যতীত যারা তাদের পূর্বে গত হ'য়ে গেছে ? বলো : তবে প্রতীক্ষা করো ; নিঃসন্দেহ আমিও তোমাদের সঙ্গে তাদের দলের যারা প্রতীক্ষা করে।

১০৩ তার পর আমি উদ্ধার করি আমার বাণীবাহকদের আর যারা বিশ্বাস করে তাদের, এইভাবে (পূর্বে যেমন করেছি); বিশ্বাসীদের উদ্ধার করা আমার করণীয়।

একাদশ অনুচ্ছেদ

১০৪ বলো : হে লোকগণ, যদি আমার ধর্ম সম্বন্ধে তোমাদের সন্দেহ থাকে তবে (জেনো যে) তাদের উপাসনা আমি করি না আল্লাহ্‌ ভিন্ন যাদের উপাসনা তোমরা করো, কিন্তু আমি আল্লাহ্‌র উপাসনা করি যিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন, আর আমি আদিষ্ট হয়েছি যে আমি বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হবো।

১০৫ আর (হে মোহম্মদ) তোমার মুখ ধর্মের পানে রাখো সোজা-ভাবে, আর বহুদেববাদীদের দলের হ'য়ো না।

১০৬ আর আল্লাহ্‌ ভিন্ন তাকে ডেকো না যা উপকার করতে পারে না অপকারও করতে পারে না, কেন না যদি তুমি তা করো তবে সেক্ষেত্রে তুমি অন্যায়কারীদের অন্তর্গত হবে।

১০৭ আর আল্লাহ্‌ যদি তোমাকে পীড়ন করেন কোনো আঘাত দিয়ে

তবে কেউ নেই যে তা দূর করতে পারে তিনি ভিন্ন, আর যদি তিনি তোমার ভালো করতে চান তবে কেউ নেই যে তাঁর প্রাচুর্যকে বাধা দিতে পারে; তিনি তা পৌঁছে দেন তাঁর দাসদের যাকে খুশী; আর তিনি ক্ষমাশীল, ফলদাতা।

১০৮ বলো: হে জনগণ, নিঃসন্দেহ তোমাদের কাছে সত্য এসেছে তোমাদের পালয়িতার কাছ থেকে; সেজন্য যে কেউ ঠিক পথে চলে সে ঠিক পথে চলে তার অন্তরাত্মার (ভালোর) জন্যই, আর যে কেউ পথভ্রষ্ট হয় সে পথভ্রষ্ট হয় তারই সম্বন্ধে; আর আমি তোমাদের উপরে রক্ষক নই।

১০৯ আর তার অনুবর্তী হও যা তোমার কাছে প্রত্যাদিষ্ট হয়, আর ধৈর্য ধরো যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ বিচার করেন; আর তিনি বিচারকদের মধ্যে সর্বোত্তম।

হূদ

[কোর্‌আন শরীফের একাদশ সূরা হূদ -ইনি আরব দেশের একজন পয়গাম্বর। বাইবেলে এঁর উল্লেখ নেই।

সূরা হূদ এর পূর্ববর্তী সূরা ইউনুসের সমসাময়িক। প্রাচীনকালের বহুজাতি কেমন ক'রে আল্লাহ্‌র ও তাঁর বাণীবাহকদের অবাধ্য হয়েছিল ও তাদের স্বেচ্ছাচারিতার ফলে কেমন ক'রে কঠিন শাস্তি লাভ করেছিল সেইসব কাহিনী এতে মুখ্যভাবে বিবৃত হয়েছে।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

দয়াময় ফলদাতা আল্লাহ্‌র নামে

১ আলিফ—লাম—রা—আমি আল্লাহ্‌ দ্রষ্টা। (এই) গ্রন্থ যার নির্দেশাবলী জ্ঞানপূর্ণ, তার পর বিশদ করা হয়েছে—(এসেছে) যিনি জ্ঞানী ওয়াকিফহাল তাঁর কাছ থেকে—

২ (এই নির্দেশ নিয়ে) যে তোমরা উপাসনা করবে না আল্লাহ্‌ ব্যতীত আর কারো; নিঃসন্দেহ আমি তাঁর তরফ থেকে তোমাদের কাছে সতর্ককারী ও সুসংবাদ-দাতা।

৩ আর তোমাদের পালয়িতার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো, তার পর ফেরো তাঁর দিকে—তিনি তোমাদের দেবেন সংসারের সম্পদ এক নির্দিষ্ট কালের জন্য; আর তিনি তাঁর প্রাচুর্য দেন প্রত্যেক প্রাচুর্যের অধিকারীকে, আর যদি তোমরা ফিরে যাও, তবে নিঃসন্দেহ আমি তোমাদের জন্য ভয় করি এক মহাদিনের শাস্তি।

৪ আল্লাহ্‌র কাছে তোমাদের প্রত্যাবর্তন, আর তিনি সব কিছুর উপরে ক্ষমতাবান্‌।

৫ নিঃসন্দেহ তারা এখন ভাঁজ করেছে তাদের বুক যেন তারা
লুকোতে পারে (তাদের শত্রুতা) তাঁর (আল্লাহ্‌র) থেকে ;
নিঃসন্দেহ যখন তারা নিজেদের আবৃত করে তাদের পোষাকের
দ্বারা আল্লাহ্‌ জানেন যা তারা লুকিয়ে রাখে আর যা তারা
প্রকাশ করে। নিঃসন্দেহ তিনি জানেন যা আছে (মানুষের)
বুকের ভিতরে।

দ্বাদশ খণ্ড

৬ আর পৃথিবীতে কোনো পশু নেই যার জীবিকার ভার আল্লাহ্‌র
উপরে নয়, আর তিনিই জানেন তার আবাসস্থল আর তার
বিশ্রামের স্থল ; সব (লেখা আছে) এক স্পষ্ট গ্রন্থে।
৭ আর তিনিই সৃষ্টি করেছেন আকাশ ও পৃথিবী ছয় দিনে—আর
তাঁর সিংহাসন জলের উপরে—যেন তিনি তোমাদের পরীক্ষা
করতে পারেন তোমাদের কে কাজে ভালো। আর যদি তুমি
বলো নিঃসন্দেহ তোমাদের তোলা হবে মৃত্যুর পরে, যারা
অবিশ্বাস করে তারা নিশ্চয় বলবে এ স্পষ্ট জাদু ভিন্ন আর
কিছু নয়।
৮ আর যদি নির্ধারিত কাল পর্যন্ত তাদের থেকে আমি শাস্তি
ঠেকিয়ে রাখি তবে তারা নিশ্চয় বলবে : একে বাধা দিচ্ছে
কিসে ? নিশ্চয় যেদিন এ তাদের কাছে আসবে একে তাদের
থেকে ফেরানো হবে না, আর যার প্রতি তারা বিদ্রূপ করেছে
তা তাদের ঘিরবে।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

৯ আর যদি আমি মানুষদের আমার থেকে করুণার আস্বাদ
করাই তার পর তা যদি তার থেকে নিয়ে নিই, নিঃসন্দেহ সে
হবে হতাশ্বাস, অকৃতজ্ঞ।

১০ আর বিপদ তাকে আঘাত দেবার পরে যদি তাকে আস্বাদ করাই অনুগ্রহ সে বলবে : মন্দ সব আমার থেকে দূর হ'য়ে গেছে। নিঃসন্দেহ সে উল্লসিত ও গর্বিত—

১১ তারা ভিন্ন যারা ধৈর্যশীল আর সৎকর্মশীল ; এরাই তারা যাদের জন্য আছে ক্ষমা আর মহাপুরস্কার।

১২ তবে কি এ হতে পারে যে তোমার কাছে যা প্রত্যাদিষ্ট হয়েছে তার একটি অংশ তুমি ত্যাগ করবে, আর তোমার বক্ষ সঙ্কুচিত হবে এর দ্বারা যেহেতু তারা বলে : কেন একটি ধনভাণ্ডার তাকে পাঠানো হয় নি, আর একজন ফেরেশ্‌তা তার সঙ্গে আসে নি ? তুমি শুধু সতর্ককারী, আর আল্লাহ্‌ ব্যবস্থাপক সব কিছুর।

১৩ অথবা তারা কি বলে : সে এটি তৈরি করেছে। বলো : তবে এর মতো দশটি তৈরি করা সূরা নিয়ে এসো আর আল্লাহ্‌ ভিন্ন যাকে পারো ডাকো যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

১৪ আর যদি তারা তোমার উত্তর না দেয়, তবে জেনো, এ অবতীর্ণ আল্লাহ্‌র জ্ঞানের দ্বারা, আর তিনি ভিন্ন উপাস্য নেই ; তবে তোমরা আত্মসমর্পণ করবে কি ?

১৫ যে কেউ চায় এই সংসারের জীবন আর এর শোভা-সৌন্দর্য, আমি তাদের কাজের দাম পুরোপুরি দিয়ে দেবো এখানেই, আর সে সম্বন্ধে তাদের কিছুমাত্র ক্ষতি করা হবে না।

১৬ এরাই তারা যাদের জন্য পরকালে আগুন ভিন্ন আর কিছু নেই, আর তারা এখানে যা করেছে সব বৃথা হবে, আর যা কিছু তারা করে সব ফলহীন।

১৭ তবে সে কি (তাদের তুল্য বিবেচিত হবে) যার কাছে আছে তার পালয়িতার কাছে থেকে স্পষ্ট প্রমাণ, আর তাঁর (আল্লাহ্‌র) কাছে থেকে একজন সাক্ষী তা আবৃত্তি করে, আর এর পূর্বে (আছে) মূসার গ্রন্থ নেতারূপে ও করুণারূপে ?

এরা এতে বিশ্বাস করে আর এই বিভিন্ন দলের যারা অবিশ্বাস করে তার নির্ধারিত স্থান আগুন; সেজন্য এর সম্বন্ধে সন্দেহে থেকো না; নিঃসন্দেহ এটি তোমার পালয়িতার কাছ থেকে আসা সত্য, কিন্তু অনেক লোক বিশ্বাস করে না।

১৮ আর কে তার চাইতে বেশি অন্যায়কারী যে আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা তৈরি করে? এদের আনা হবে তাদের পালয়িতার সামনে, আর সাক্ষীরা বলবে: এরাই তারা যারা তাদের পালয়িতার বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা বলেছিল। এখন আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত অন্যায়কারীদের উপরে—

১৯ যারা আল্লাহ্‌র পথ থেকে (লোকদের) ফেরায় আর তাকে বাঁকা করতে চায়, আর তারা পরকালে অবিশ্বাসী।

২০ এরা পৃথিবীতে (প্রতিফল) এড়াতে পারবে না, আর তাদের জন্য নেই আল্লাহ্ ভিন্ন কোনো রক্ষাকারী বন্ধু; তাদের জন্য শাস্তি দ্বিগুণ হবে; তারা শোনা সহ্য করতে পারতো না, আর তারা দেখতো না।

২১ এরাই তারা যারা তাদেব অন্তবাত্মা হাবিয়ে ফেলেছে, আর যা তারা উদ্ভাবন করেছিল তা তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছে।

২২ নিঃসন্দেহ পরকালে তারা হবে সব চাইতে ক্ষতিগ্রস্ত।

২৩ নিঃসন্দেহ যাবা বিশ্বাস করে আর ভালো কাজ করে আর নিজেদের বিনত করে তাদের পালয়িতার কাছে—এরা বেহেশ্‌তের বাসিন্দা, তাতে থাকবে তারা স্থায়ীভাবে।

২৪ এই দুই দলের দৃষ্টান্ত হচ্ছে অন্ধ আর বধির আর যারা দেখে আর যারা শোনে; তারা কি তুল্য দৃষ্টান্তের? তবে কি তোমরা ভাববে না।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

২৫ আর নিঃসন্দেহ আমি নূহ্‌কে পাঠিয়েছিলাম তাঁর লোকদের
কাছে (তিনি বলেছিলেন) : নিঃসন্দেহ আমি তোমাদের জন্য
একজন স্পষ্ট সতর্ককারী ;

২৬ তোমরা আর কারো উপাসনা করবে না আল্লাহ্‌ ভিন্ন, নিঃসন্দেহ
তোমাদের জন্য আমি ভয় করি এক কঠোর দিনের শাস্তি।

২৭ কিন্তু তাঁর লোকদের যারা অবিশ্বাস করেছিল তাদের প্রধানরা
বললে : আমরা তোমাকে আমাদের মতো একজন মানুষ ভিন্ন
আর কিছু ভাবি না আর আমরা দেখছি না আমাদের মধ্যে
যাদের প্রথমেই ভাবা হয় অতি হীন তারা ভিন্ন আর কেউ
তোমার অনুবর্তী হয়েছে, আর আমরা তোমার মধ্যে আমাদের
চাইতে বেশি গুণপনাও দেখছি না—বরং আমরা তোমাদের
জ্ঞান করি মিথ্যাবাদী।

২৮ তিনি বললেন : হে আমার জাতি, বলো যদি আমার কাছে
থাকে স্পষ্ট প্রমাণ আমার পালয়িতার কাছ থেকে, আর তিনি
আমাকে দান করেছেন তাঁর তরফ থেকে করুণা, আর তা
তোমাদের কাছে অস্পষ্ট হয়েছে—তবে কি আমরা তোমাদের
বাধ্য করতে পারি তা গ্রহণ করতে যখন তোমরা তার প্রতি
বিরূপ ?

২৯ আর হে আমার জাতি, এর বিনিময়ে আমি তোমাদের কাছে
ধন চাই না, আমার পুরস্কার কেবল আল্লাহ্‌র কাছে, আর
যারা বিশ্বাস করে তাদের আমি তাড়িয়েও দেবো না, নিঃসন্দেহ
তাদের পালয়িতার সঙ্গে তাদের দেখা হবে ; কিন্তু আমি
তোমাদের দেখছি একটি অজ্ঞ দল।

৩০ হে আমার জাতি, কে আমার সহায় হবে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে
যদি তাদের আমি তাড়িয়ে দিই ? তোমরা কি তবে
ভাববে না ?

৩১ আর আমি তোমাদের বলি না : আল্লাহ্‌র ধনভাণ্ডার আমার কাছে, অথবা, অদৃশ্যের জ্ঞান আমার আছে, আমি এও বলি না : নিঃসন্দেহ আমি একজন ফেরেশ্‌তা, অথবা, যাদের তোমাদের চোখে নগণ্য ভাব তাদের সম্বন্ধে বলি না যে আল্লাহ্‌ তাদের কখনো কল্যাণ দেবেন না—আল্লাহ্‌ ভালো জানেন কি আছে তাদের অন্তরে—কেন না তাহলে নিঃসন্দেহ আমি অন্যায়কারীদের দলের হবো।

৩২ তারা বললে : হে নূহ্‌, নিঃসন্দেহ তুমি আমাদের সঙ্গে তর্ক করেছ আর আমাদের সঙ্গে তর্ক বাড়িয়েছ, সেজন্য আমাদের উপরে আনো যার ভয় তুমি আমাদের দেখিয়েছ, যদি তুমি সত্যবাদী হও।

৩৩ তিনি বললেন : কেবল আল্লাহ্‌ তা তোমাদের উপরে আনবেন যদি তিনি ইচ্ছা করেন, আর তোমরা এড়াতে পারবে না।

৩৪ আর যদি আমি ইচ্ছা করি তোমাদের ভালো উপদেশ দেবো, আমার উপদেশ তোমাদের উপকারে আসবে না যদি আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হ'য়ে থাকে তিনি তোমাদের পথহারা রাখবেন; তিনি তোমাদের পালয়িতা—তাঁর কাছে তোমাদের ফিরিয়ে আনা হবে।

৩৫ অথবা তারা কি বলে : সে এটি তৈরি করেছে? বলো : যদি আমি এটি তৈরি করে থাকি তবে আমার উপরে আমার অপরাধ, আর আমার কোনো দায়িত্ব নেই তোমরা যেসব অপরাধ করেছ সেসব সম্বন্ধে।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

৩৬ আর নূহ্‌কে প্রত্যাদেশ দেওয়া হোলো, তোমার জাতির কেউ বিশ্বাস করবে না সে ব্যতীত যে এর মধ্যেই বিশ্বাস করেছে, সেজন্য দুঃখ কোরো না তারা যা করে তার জন্য।

৩৭ আর জাহাজ তৈরি করো আমার চোখের সামনে আমার প্রত্যাদেশ অনুসারে; আর যারা অন্যায়কারী তাদের সম্বন্ধে

আমার কাছে কিছু ব'লো না ; নিঃসন্দেহ তাদের ডুবিয়ে
দেওয়া হবে।

৩৮ আর তিনি জাহাজ তৈরি শুরু করলেন ; আর যখনই তাঁর
জাতির প্রধানেরা তাঁর পাশ দিয়ে যেতো তারা তাঁর প্রতি
উপহাস করতো। তিনি বলেছিলেন : যদি তোমরা আমাদের
সম্বন্ধে হাসো নিঃসন্দেহ আমরাও তোমাদের সম্বন্ধে হাসি
তোমাদের হাসার মতো।

৩৯ অতএব তোমরা জানবে কে সে যার উপরে আসবে শাস্তি
যা তাকে লাঞ্ছিত করবে আর কার উপরে নেমে আসবে স্থায়ী
শাস্তি।

৪০ (চললো এইভাবে) যে পর্যন্ত না আমার আদেশ কার্যকর
হোলো—আর চুলো থেকে পানী উথলে উঠলো। আমি
বলেছিলাম : এতে বোঝাই করো প্রত্যেক জিনিসের জুটি—
এক জোড়া—আর তোমার নিজের পরিবার—তাকে ভিন্ন
যার বিরুদ্ধে বাণী প্রকাশিত হয়েছে—আর যারা বিশ্বাস
করে। আর যারা তাঁর সঙ্গে বিশ্বাস করেছিল তারা ছিল
অল্পই।

৪১ আর তিনি বললেন : এতে চড়ো, আল্লাহ্‌র নামে হোক এর
যাত্রা আর এর নোঙর করা, নিঃসন্দেহ আমার পালয়িতা
ক্ষমাশীল, ফলদাতা।

৪২ আর তাদের নিয়ে তা চললো পাহাড়ের মতো ঢেউয়ের মধ্যে,
আর নূহ্‌ তাঁর পুত্রকে ডেকে বললেন—সে আলাদা দাঁড়িয়েছিল
—হে আমার পুত্র, আমাদের সঙ্গে চড়ো, আর অবিশ্বাসীদের
সঙ্গী হ'য়ো না।

৪৩ সে বললে : আমি আশ্রয়ের জন্য কোনো পাহাড়ে যাবো, তা
আমাকে রক্ষা করবে জল থেকে ; (নূহ্‌) বললেন : আল্লাহ্‌র
হুকুম থেকে কারো রক্ষা নেই সে ব্যতীত যাকে তিনি করুণা

করেছেন। আর তাদের দুই জনের মধ্যে ঢেউ এসে পড়লো, ফলে সে অন্তর্ভুক্ত হোলো ডুবে যাওয়া দলের।

৪৪ আর বলা হোলো হে পৃথিবী, তোমার জল খেয়ে ফেলো, আর হে আকাশ, মেঘমুক্ত হও। আর জলকে হ্রাস করা হোলো, আর হুকুম তামিল হোলো, আর তা (জাহাজ) থামলো জুদি পাহাড়ের উপরে; আর বলা হোলো: দূর হোক অন্যায়কারীর দল।

৪৫ আর নূহ্‌ চিৎকার করে তাঁর পালয়িতাকে বললেন: হে আমার পালয়িতা, নিঃসন্দেহ আমার পুত্র আমার পরিবারের অন্তর্ভুক্ত, আর তোমার প্রতিশ্রুতি নিঃসন্দেহ সত্য, আর তুমি বিচারকদের মধ্যে পরম ন্যায়বান্‌ বিচারক।

৪৬ তিনি বললেন: হে নূহ্‌ নিঃসন্দেহ সে তোমার পরিবারের নয়, নিঃসন্দেহ সে ভালো আচরণের বহির্ভূত, সেজন্য আমাকে ব'লো না সে সম্বন্ধে যে সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান নেই; নিঃসন্দেহ আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি যেন তুমি অজ্ঞদের দলের না হও।

৪৭ তিনি বললেন: হে আমার পালয়িতা, আমি তোমাতে আশ্রয় নিই তোমার কাছে তা প্রার্থনা করা থেকে যার জ্ঞান আমার নেই; আর তুমি যদি আমাকে ক্ষমা না করো আর আমাকে করুণা না করো তবে আমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্গত হবো।

৪৮ বলা হোলো: হে নূহ্‌ অবতরণ করো আমার থেকে শান্তি নিয়ে আর আশীর্বাদ নিয়ে তোমার উপরে ও তোমার সঙ্গে যারা আছে তাদের (থেকে যারা উদ্‌গত হবে সেই) জাতিদের উপরে, আর এমন জাতিরাও হবে যাদের আমি ধনসম্পদ দেবো তার পর তাদের আঘাত করবে আমার কাছ থেকে এক কঠোর শাস্তি।

৪৯ এসব হচ্ছে অদৃশ্য সম্বন্ধে সংবাদ যা আমি তোমাকে প্রত্যাদেশ

করছি ; তুমি এসব জানতে না—তুমি না তোমার জাতিও না—এর পূর্বে, সেজন্য ধৈর্য ধরো—নিঃসন্দেহ পরিণাম তাদের জন্য যারা সীমা রক্ষা করে।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

৫০ আর আদ জাতির কাছে (আমি পাঠিয়েছিলাম) তাদের ভাই হূদ্‌কে। তিনি বলেছিলেন : হে আমার জাতি, আল্লাহ্‌র উপাসনা করো, তিনি ভিন্ন তোমাদের অন্য উপাস্য নেই, তোমরা (মিথ্যার) উদ্ভাবনকারী ভিন্ন আর কিছু নও ;

৫১ হে আমার জাতি, এর জন্য আমি তোমাদের কাছে কোনো পুরস্কার চাই না ; আমার পুরস্কার কেবল আল্লাহ্‌র কাছে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন ; তবে কি তোমরা বোঝো না ?

৫২ হে আমার জাতি, তোমাদের পালয়িতার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো, তার পর তাঁর দিকে ফেরো ; তিনি তোমাদের উপরে পাঠাবেন জলের প্রাচুর্যবর্ষী মেঘ, আর তোমাদের শক্তির সঙ্গে যোগ করবেন শক্তি—আর ফিরে যেও না অপরাধী হ'য়ে।

৫৩ তারা বললে : হে হূদ্ তুমি আমাদের কাছে কোনো স্পষ্ট প্রমাণ আনো নি, আর তোমার কথায় আমাদের দেবতাদের পরিত্যাগ করতে যাচ্ছি না, আর আমরা তোমাতে বিশ্বাসী নই ;

৫৪ আমরা আর কিছু বলি না এ ভিন্ন যে আমাদের কোনো দেবতা তোমাতে ভর করেছেন খারাপ ভাবে। তিনি বললেন : নিঃসন্দেহ আমি আল্লাহ্‌কে সাক্ষী করি আর তোমরাও সাক্ষী থাকো যে আমার কোনো সংশ্রব নেই তাদের সঙ্গে যাদের তোমরা (আল্লাহ্‌র) অংশী দাঁড় করাও—

৫৫ তিনি ভিন্ন, সেজন্য সবাই মিলে আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করো, আর আমাকে বিরাম দিও না ;

৫৬ নিঃসন্দেহ আমি নির্ভর করি আল্লাহ্‌র উপরে—আমার

পালয়িতা এবং তোমাদের পালয়িতা—কোনো প্রাণী নেই যার কপালের চুলের গোছা তিনি ধরে না আছেন ; নিঃসন্দেহ আমার পালয়িতা আছেন সরল পথের উপরে।

৫৭ কিন্তু যদি তোমরা ফিরে যাও তবে নিঃসন্দেহ আমি তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি যা দিয়ে আমাকে তোমাদের কাছে পাঠানো হয়েছিল, আর আমার পালয়িতা তোমাদের জায়গায় স্থাপন করবেন অন্য লোকদের, আর তোমরা তাঁর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না ; নিঃসন্দেহ আমার পালয়িতা সব কিছুর উপরে রক্ষক।

৫৮ আর যখন আমার হুকুম বহাল হোলো আমি উদ্ধার করেছিলাম হূদকে ও তাঁর সঙ্গে যারা বিশ্বাসী হয়েছিল তাদের আমার করুণার দ্বারা, আব আমি তাদের উদ্ধার করেছিলাম এক কঠিন শাস্তি থেকে।

৫৯ আর এই ছিল আদ জাতি, তারা তাদের পালয়িতার নির্দেশাবলী অস্বীকার করেছিল আর তাঁর পয়গাম্বরদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেছিল, আর অনুবর্তী হয়েছিল প্রত্যেক হঠকারী বিরুদ্ধবাদীর নির্দেশের।

৬০ আর একটি অভিসম্পাতকে তাদের পিছু ধরানো হয়েছিল এই সংসারে আর কেয়ামতের দিনে। নিঃসন্দেহ আদ জাতি অবিশ্বাস করেছিল তাদের পালয়িতায়। তবে দূরে যাক আদ—হূদের জাতি।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

৬১ আর সামূদ জাতির কাছে (আমি পাঠিয়েছিলাম) তাদের ভাই সালিহ্‌কে। তিনি বলেছিলেন : হে আমার জাতি, আল্লাহ্‌র উপাসনা করো, তিনি ভিন্ন তোমাদের অন্য কোনো উপাস্য নেই ; তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, আর তোমাদের তাতে বাস করিয়েছেন ; অতএব তাঁর ক্ষমা

প্রার্থনা করো আর তাঁর দিকে ফেরো ; নিঃসন্দেহ আমার পালয়িতা নিকটে—তিনি উত্তর দেন।

৬২ তারা বললে : হে সালিহ্ ; নিঃসন্দেহ এত দিন তুমি ছিলে আমাদের একজন আশা-ভরসা স্থল ; তুমি কি আমাদের বলো তার উপাসনা না করতে যার উপাসনা আমাদের পিতা-পিতামহরা করেছেন ? নিঃসন্দেহ আমরা খুব সন্দেহের মধ্যে আছি সে সম্বন্ধে যাতে তুমি আমাদের আহ্বান করছ।

৬৩ তিনি বললেন : হে আমার জাতি, ভাবো তোমরা—আমি যদি আমার পালয়িতার কাছ থেকে পাওয়া স্পষ্ট প্রমাণ অনুযায়ী চলে থাকি, আর তাঁর কাছ থেকে আমার কাছে একটি করুণা এসেছে, তবে কে আমাকে রক্ষা করবে আল্লাহ্ থেকে যদি আমি তাঁর অবাধ্য হই ? তোমরা তাহলে বাড়িয়ে দেবে আমার ক্ষতি ভিন্ন আর কিছু নয়।

৬৪ হে আমার জাতি, এ আল্লাহ্‌র উষ্ট্রী—তোমাদের কাছে একটি নিদর্শন, সেজন্য তাকে চরতে দাও আল্লাহ্‌র মাটিতে, আর তাকে ক্ষতি দিয়ে স্পর্শ করো না পাছে এক ত্বরিত শাস্তি তোমাদের উপরে এসে পড়ে।

৬৫ কিন্তু তারা তাকে হত্যা করেছিল ; সেজন্য তিনি তাদের বলেছিলেন : তোমাদের গৃহে জীবন উপভোগ করো তিন দিন, এই প্রতিশ্রুতি মিথ্যা হবে না।

৬৬ সেজন্য যখন আমার আদেশ কার্যকর হোলো আমি উদ্ধার করেছিলাম সালিহ্‌কে আর যারা তাঁর সঙ্গে বিশ্বাস করেছিল তাদের আমার করুণার দ্বারা, আর সেই দিনের লাঞ্ছনা থেকে ; নিঃসন্দেহ তোমার পালয়িতা মহাবল, মহাশক্তি।

৬৭ আর মহাধ্বনি তাদের উপরে এসে পড়লো যারা ছিল অন্যায়কারী, তার ফলে প্রভাতে দেখা গেল তাদের ঘরে ঘরে তারা নিঃসাড় দেহ হয়ে রয়েছে—

৬৮ যেন তারা সেসবে বাস করে নি। নিঃসন্দেহ সামূদ তাদের
পালয়িতায় অবিশ্বাস করেছিল। তবে দূরে যাক সামূদ।

সপ্তম অনুচ্ছেদ

৬৯ আর নিঃসন্দেহ আমার বাণীবাহকরা (ফেরেশ্‌তারা) ইব্রাহিমের
কাছে এসেছিল সুসংবাদ নিয়ে, তারা বলেছিল : শান্তি। শান্তি
—বলেছিলেন তিনি, আর তিনি দেরি করলেন না একটি
ঝলসানো বাছুর আনতে।

৭০ কিন্তু যখন তিনি দেখলেন তাদের হাত তাতে পৌঁছচ্ছে না তিনি
তাদের অবিশ্বাস করলেন ও তাদের সম্বন্ধে তাঁর মনে ভয়
হোলো। তারা বললে : ভয় ক'রো না, আমরা লূতের
লোকদের কাছে এসেছি।

৭১ তাঁর স্ত্রী কাছেই দাঁড়িয়েছিল, সে হাসলো যখন আমি তাকে দিলাম
ইসহাকের (জন্মের) সুসংবাদ আর ইসহাকের পরে ইয়াকুবের।

৭২ সে বললে : হায় দুর্ভাগ্য, আমার কি ছেলে হবে যখন আমি
বুড়ী হয়েছি আর এই আমার স্বামী খুব বুড়ো হয়েছে, নিশ্চয়
এ তাজ্জবের কথা।

৭৩ তারা বললে : তাজ্জব হচ্ছ কি আল্লাহ্‌র হুকুমে? আল্লাহ্‌র
করুণা ও আশীর্বাদ তোমাদের উপরে হে (আল্লাহ্‌র) ঘরের
বাসিন্দা, নিঃসন্দেহ তিনি প্রশংসিত, মহিমময়।

৭৪ তার পর যখন ইব্রাহিমের ভয় চলে গেল আর তাঁর কাছে
সুসংবাদ এল, তিনি আমার কাছে অনুনয় করতে আরম্ভ
করলেন লূতের সম্প্রদায় সম্পর্কে।

৭৫ নিঃসন্দেহ ইব্রাহিম ছিলেন সহনশীল, করুণহৃদয়, আর বার বার
প্রত্যাবর্তনকারী (আল্লাহ্‌র দিকে)।

৭৬ (আমি বললাম) হে ইব্রাহিম, এ থেকে ক্ষান্ত হও, নিঃসন্দেহ
তোমার পালয়িতার আদেশ সক্রিয় হয়েছে, আর নিঃসন্দেহ
তাদের জন্য শাস্তি এসেছে যা ফেরানো যাবে না।

৭৭ আর যখন আমার বাণীবাহকরা লূতের কাছে এসেছিল, তিনি তাদের জন্য বেদনাহত হয়েছিলেন—আর তাঁর সাধ্য ছিল না তাদের রক্ষা করার—আর বলেছিলেন : কঠিন দিন আজ।

৭৮ আর তাঁর লোকেরা তাঁর কাছে এল, দৌড়ে এল তাঁর দিকে, আর এর পূর্বেই তারা কুকাজ করেছিল। তিনি বললেন : হে আমার জাতি, এই আমার কন্যারা, তারা পবিত্রতর তোমাদের জন্য, সেজন্য আল্লাহ্‌র সীমা রক্ষা করো আর আমার অতিথিদের সম্বন্ধে আমাকে লাঞ্ছিত ক'রো না ; তোমাদের মধ্যে কি কোনো সুবুদ্ধি লোক নেই ?

৭৯ তারা বললে : নিশ্চয় তুমি জানো যে তোমার কন্যাদের সম্বন্ধে আমাদের কোনো দাবি নেই ; আর নিশ্চয় তুমি জানো আমরা কি চাই।

৮০ তিনি বললেন : হায়, যদি তোমাদের বাধা দেবার ক্ষমতা আমার থাকতো, অথবা (তোমাদের থেকে) যদি কিছু জোরালো সমর্থন পেতাম ?

৮১ (বাণীবাহকরা) বললে : হে লূত, নিঃসন্দেহ আমরা তোমার পালয়িতার বাণীবাহক, তারা তোমার কাছে আসতে পারবে না ; সেজন্য তোমার অনুবর্তীদের রাতের এক অংশের মধ্যে সরিয়ে দাও, আর তোমরা কেউ ফিরে এসো না তোমার স্ত্রী ভিন্ন, কেন না যা তাদের ভাগ্যে ঘটবে তারও ভাগ্যে তাই ঘটবে ; নিঃসন্দেহ তাদের নির্ধারিত সময় প্রাতঃকাল— প্রাতঃকাল কি নিকটবর্তী ?

৮২ অতএব যখন আমার আদেশ সক্রিয় হোলো, আমি সেই (শহর) ধ্বংস করেছিলাম আর তার উপরে কাদা দিয়ে তৈরি পাথর বর্ষণ করেছিলাম একের পর আর।

৮৩ তোমার পালয়িতার কাছে (শাস্তির জন্য) চিহ্নিত, আর তা অন্যায়কারীদের থেকে দূরে নয়।

অষ্টম অনুচ্ছেদ

৮৪ আর মাদিয়ানের কাছে (আমি পাঠিয়েছিলাম) তাদের ভাই শোয়েবকে। তিনি বলেছিলেন ঃ হে আমার জাতি আল্লাহ্‌র উপাসনা করো আর তিনি ভিন্ন তোমাদের অন্য উপাস্য নেই, আর কম দিয়ো না মাপে ও পাল্লায়, নিঃসন্দেহ আমি তোমাদের দেখছি ভালো অবস্থায়, আর নিঃসন্দেহ তোমাদের জন্য আশঙ্কা করি এক বেষ্টনকারী দিনের শাস্তি।

৮৫ আর হে আমার জাতি, পুরো মাপ আর পুরো ওজন দাও ন্যায়ের সঙ্গে, আর লোকদের ক্ষতি ক'রো না তাদের জিনিসপত্র সম্বন্ধে, আর দেশে গর্হিত আচরণ ক'রো না অহিতকারী হ'য়ে।

৮৬ আর যা আল্লাহ্‌র কাছে থাকে তা তোমাদের জন্য ভালো যদি তোমরা বিশ্বাসী হও ; আর আমি তোমাদের উপরে রক্ষক নই।

৮৭ তারা বললে ঃ হে শোয়েব, তোমার প্রার্থনার ধারা কি তোমাকে নির্দেশ দেয় যে আমাদের পিতাপিতামহরা যার উপাসনা করতো তা আমরা ছেড়ে দেবো, অথবা আমাদের ধনসম্পত্তি সম্বন্ধে যা খুশী তাই করবো না ? নিঃসন্দেহ তুমি সহনশীল, ঠিক পথে চালনাকারী।

৮৮ তিনি বললেন ঃ হে আমার জাতি, ভেবে দেখো তোমরা—যদি আমি পেয়ে থাকি স্পষ্ট প্রমাণ আমার পালয়িতার কাছ থেকে, আর আমার পালয়িতা আমাকে দিয়েছেন উত্তম জীবিকা তাঁর কাছ থেকে ; আর আমি চাই না তোমাদের বিরুদ্ধাচারী হ'য়ে আমি সেই আচরণ করবো যা আমি তোমাদের নিষেধ করছি ; আমি আর কিছু চাই না সংশোধন ভিন্ন যতটা আমার সাধ্য, আর আমার ভালো কেবল আল্লাহ্‌তে ; আর তাঁর উপরে নির্ভর করি আর তাঁর দিকে আমি ফিরি।

৮৯ আর হে আমার জাতি, আমার প্রতি বিরুদ্ধতা তোমাদের অপরাধী না করুক যার ফলে তোমাদের উপরে ঘটতে পারে তার মতো কিছু যা ঘটেছিল নূহ্-এর জাতির উপরে অথবা হূদের জাতির উপরে অথবা সালিহ্-র জাতির উপরে ; লূতের জাতিও তোমাদের থেকে দূরে নয়।

৯০ আর তোমাদের পালয়িতার ক্ষমা প্রার্থনা করো ; তার পর তাঁর দিকে ফেরো, নিঃসন্দেহ আমার পালয়িতা কৃপাময়, প্রেমময়।

৯১ তারা বললে : হে শোয়েব, তুমি যা বলো তার অনেকই আমরা বুঝি না, আর নিঃসন্দেহ তোমাকে দেখছি আমাদের মধ্যে দুর্বল, আর যদি তোমার পরিজনের জন্য না হোতো তবে নিঃসন্দেহ তোমাকে আমরা পাথর মারতাম, আর তুমি আমাদের মধ্যে শক্তিশালী নও।

৯২ তিনি বললেন : হে আমার জাতি, আমার পরিজন কি তোমাদের কাছে বেশি মর্যাদাবান হোলো আল্লাহ্-র চাইতে ? তোমরা তাঁকে অনাদর করো তোমাদের পেছনে ফেলে দেওয়া বস্তুর মতো, নিঃসন্দেহ আমার পালয়িতা ঘিরে আছেন তোমরা যা করো।

৯৩ হে আমার জাতি, করে যাও তোমাদের ক্ষমতা অনুসারে, নিঃসন্দেহ আমিও করছি ; তোমরা শীগগিরই জানতে পারবে কার উপরে শাস্তি নামবে যা তাকে লাঞ্ছিত করবে আর কে মিথ্যাবাদী ; আর পাহারা দাও, নিঃসন্দেহ আমিও তোমাদের সঙ্গে পাহারা দিচ্ছি।

৯৪ আর যখন আমার আদেশ কার্যকর হোলো তখন আমি শোয়েবকে ও যারা তাঁর সঙ্গে বিশ্বাস করেছিল তাদের উদ্ধার করেছিলাম আমার করুণার দ্বারা ; আর মহাধ্বনি তাদের পাকড়াও করেছিল যারা অন্যায় করেছিল, আর ভোরে দেখা গেল তাদের ঘরে ঘরে তারা পড়ে আছে—

৯৫ যেন তারা তাতে বাস করে নি। দূর হোক মাদিয়ান যেমন
দূর করা হয়েছে সামুদকে।

নবম অনুচ্ছেদ

৯৬ আর নিঃসন্দেহ আমি মূসাকে পাঠিয়েছিলাম আমার নির্দেশসমূহ
আর এক স্পষ্ট ক্ষমতা দিয়ে—
৯৭ ফেরাউন ও তার প্রধানদের কাছে; কিন্তু তারা অনুবর্তী
হয়েছিল ফেরাউনের নির্দেশের, আর ফেরাউনের নির্দেশ যথার্থ
নির্দেশ ছিল না।
৯৮ কেয়ামতের দিনে সে তার লোকদের চালিত করবে আর তাদের
হাজির করবে আগুনে; আর মন্দ সেই স্থান যেখানে তারা
চালিত হবে।
৯৯ এক অভিসম্পাত তাদের পিছু ধরানো হয়েছে এই সংসারে আর
কেয়ামতের দিনে; মন্দ সেই উপহার যা তাদের দেওয়া হবে।
১০০ এই হচ্ছে বসতিগুলোর সংবাদ যা তোমাকে বললাম; তাদের
মধ্যে কতকগুলো দাঁড়িয়ে আছে, আর অন্যগুলো (ফসলের
মতো) কাটা হয়ে গেছে।
১০১ আর আমি তাদের প্রতি অন্যায় করি নি, কিন্তু তারা অন্যায়
করেছিল নিজেদের প্রতি; তাদের দেবতারা, যাদের তারা
স্মরণ করতো আল্লাহ্‌ ভিন্ন, তাদের কোনো কাজে আসে নি
যখন তোমার পালয়িতার আদেশ সক্রিয় হোলো, আর তারা
বাড়ায় নি তাদের কিছু ধ্বংস ব্যতীত।
১০২ আর এইভাবে হচ্ছে তোমার পালয়িতার পাকড়ানো যখন
তিনি পাকড়াও করেন বসতিগুলোকে তাদের অন্যায় করার
জন্য, নিঃসন্দেহ তাঁর পাকড়ানো কঠোর, প্রবল।
১০৩ নিঃসন্দেহ এতে আছে নিদর্শন তার জন্য যে পরকালের শাস্তির
ভয় করে। এই দিনে মানুষদের একত্রিত করা হবে আর এই
দিনের সাক্ষী থাকবে।

১০৪ আর আমি এটি পিছিয়ে রাখি না একটি নির্ধারিত কাল পর্যন্ত ভিন্ন।

১০৫ যেদিন এ আসবে, কোনো ব্যক্তি কথা বলতে পারবে না তাঁর (আল্লাহ্‌র) অনুমতি ভিন্ন আর তার পর তাদের কেউ অসুখী হবে আর কেউ সুখী হবে।

১০৬ যারা অসুখী হবে তারা স্থান পাবে আগুনে, তাদের জন্য হবে দীর্ঘশ্বাস মোচন আর কাতর ধ্বনি করা—

১০৭ থাকবে তাতে যতদিন থাকবে আকাশ ও পৃথিবী—তা ভিন্ন তোমার পালয়িতা যা ইচ্ছা করেন; নিঃসন্দেহ তোমার পালয়িতা করেন যা তাঁর ইচ্ছা।

১০৮ আর যারা সুখী হবে—তাদের স্থান হবে বেহেশ্‌তে, থাকবে তাতে যতদিন থাকে আকাশ ও পৃথিবী—তা ভিন্ন যা তোমার পালয়িতা ইচ্ছা করেন—একটি দান যা কখনো কাটা পড়বে না।

১০৯ সেজন্য সন্দেহে থেকো না তারা যার উপাসনা করে সে সম্বন্ধে; তারা উপাসনা করে না যে ভাবে তাদের পিতাপিতামহরা পূর্বে উপাসনা করতো সেভাবে ভিন্ন; আর নিঃসন্দেহ আমি তাদের পুরো পাওনা ফিরিয়ে দেবো কিছুমাত্র কমতি না ক'রে।

দশম অনুচ্ছেদ

১১০ আর নিঃসন্দেহ আমি মূসাকে গ্রন্থ দিয়েছিলাম; কিন্তু তাতে মতভেদ ঘটেছিল, আর যদি তোমার পালয়িতার তরফ থেকে একটি কথা না দেওয়া থাকতো তবে তাদের মধ্যে বিষয়টির মীমাংসা হয়ে যেতো; আর নিঃসন্দেহ তারা এ সম্বন্ধে গভীর সন্দেহের মধ্যে।

১১১ নিঃসন্দেহ তোমার পালয়িতা তাদের সব কাজের পাওনা পুরোপুরি দিয়ে দেবেন; নিঃসন্দেহ তিনি খবর রাখেন যা তারা করে তার।

১১২ সেজন্য চলতে থাকো সরল পথে যেমন তোমাকে আদেশ করা হয়েছে আর সেও (চলতে থাকুক) যে তোমার সঙ্গে (আল্লাহ্‌র দিকে ফিরেছে); আর বিদ্রোহী হ'য়ো না; নিঃসন্দেহ তিনি দেখেন যা তোমরা করো।

১১৩ আর তাদের দিকে ঝুঁকো না যারা অন্যায় করে; পাছে আগুন তোমাদের স্পর্শ করে—আর আল্লাহ্‌ ভিন্ন তোমাদের আর কোনো রক্ষাকারী বন্ধু নেই—(যদি করো) তবে তোমাদের সাহায্য করা হবে না।

১১৪ আর উপাসনা প্রতিষ্ঠিত রাখো দিনের দুই প্রান্তে আর রাত্রির কোনো কোনো প্রহরে, নিঃসন্দেহ ভালো কাজ খণ্ডিত করে মন্দ কাজকে; এটি স্মারক যারা স্মরণকারী তাদের জন্য।

১১৫ আর ধৈর্য ধরো, কেন না নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ ব্যর্থ করেন না সৎকর্মশীলদের প্রাপ্য।

১১৬ যদি তোমাদের পূর্ববর্তী পুরুষদের মধ্যে (শুভবুদ্ধিব) অবশেষ-সম্পন্ন লোক থাকতো সংসারে অহিত করা সম্পর্কে নিষেধ করার জন্য—অল্প কয়েকজন ব্যতীত, তাদের আমি উদ্ধার করেছিলাম তাদের মধ্যে থেকে! আর অন্যায়কারীরা অনুসরণ করেছিল যার দ্বারা তারা অন্তঃসারশূন্য হয়েছিল। আর তারা ছিল অপরাধী।

১১৭ আর এটি তোমার পালয়িতার যোগ্য ছিল না যে তিনি বসতিগুলো ধ্বংস করবেন তার লোকদের ভুল বিশ্বাসের জন্য যখন সেসবের লোকেরা ছিল সৎকর্মশীল।

১১৮ আর যদি তোমার পালয়িতা ইচ্ছা করতেন তবে নিঃসন্দেহ তিনি সব মানুষকে একজাতি করতেন; আর তারা বিভিন্ন মতের হ'য়ে চলবে—

১১৯ সে ভিন্ন যাকে তোমার পালয়িতা করুণা করেছেন আর এর জন্য তিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন। আর তোমার পালয়িতার বাণী

সত্য হয়েছে : নিঃসন্দেহ আমি জাহান্নাম পূর্ণ করবো এক সঙ্গে জিন ও মানুষদের দিয়ে।

১২০ আর আমি রসুলদের কাহিনী যা সব তোমার কাছে বর্ণনা করছি সে সবের সাহায্যে তোমার অন্তর দৃঢ় করবার জন্য ; আর এতে তোমার কাছে এসেছে সত্য, আর উপদেশ, আর বিশ্বাসীদের জন্য স্মারক।

১২১ আর যারা বিশ্বাস করে না তাদের বলো : তোমাদের অবস্থা অনুসারে কাজ করো, নিঃসন্দেহ আমরাও কাজ করছি।

১২২ আর অপেক্ষা করো, নিঃসন্দেহ আমরাও অপেক্ষা করছি।

১২৩ আর আল্লাহ্‌রই জন্য যা অদৃশ্য আকাশে ও পৃথিবীতে আর তাঁতে প্রত্যাবৃত্ত হবে সব ব্যাপার। সেজন্য তাঁর উপাসনা করো আর তাঁর উপরে নির্ভর করো, আর তোমার পালয়িতা অবিদিত নন তোমরা যা করো সেসম্বন্ধে।

ইউসুফ

[ইউসুফ কোর্‌আন শরীফের দ্বাদশ সূরা। এর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে হযরত ইউসুফের কাহিনীই এতে আগাগোড়া বর্ণিত হয়েছে। অবশ্য সেই কাহিনীরই সঙ্গে ইঙ্গিতে বলা হয়েছে স্বজনদের হাতে হযরতেরও লাঞ্ছনা ভোগের কথা আর হযরত ইউসুফ যেমন তাঁর অপরাধী ভাইদের ক্ষমা করেছিলেন তেমনি হযরতেরও তাঁর স্বজনদের প্রতি ক্ষমা ও প্রেম জ্ঞাপন। মক্কা বিজয়ের পরে হযরত কোরেশদের জিজ্ঞাসা কবেছিলেন তারা তাঁর কাছে কেমন ব্যবহার প্রত্যাশা করে। কোরেশরা বলেছিল : যা ভালো তাই, হে আমাদের সম্মানিত ভাই, সম্মানিত ভাইয়ের পুত্র। তার উত্তরে হযরত বলেছিলেন : আমার ভাই ইউসুফ যা বলেছিলেন আমি তাই বলছি : আজকের দিনে তোমাদের প্রতি কোনো দোষারোপ নয়—যাও তোমরা, তোমরা মুক্ত।

এতে হযবত ইউসুফের মিশরীয় প্রভুব পত্নীর চবিত্র-চিত্রও খুব স্পষ্ট ; তার প্রবল আকর্ষণ, আর সে আকর্ষণ থেকে রক্ষা পাবার জন্য হযরত ইউসুফের আল্লাহ্‌র শরণ প্রার্থনা, দুইই খুব জীবন্ত।

এটি অন্ত্য-মক্কীয়।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

করুণাময় কৃপাময় আল্লাহ্‌র নামে

১ আলিফ—লাম—রা—আমি আল্লাহ্‌ দ্রষ্টা। এসব সেই গ্রন্থের নির্দেশাবলী যা (বিষয়গুলো) স্পষ্ট করে।

২ নিঃসন্দেহ আমি এটি অবতীর্ণ করেছি—আরবী কোর্‌আন (ভাষণ)—যেন তোমরা বুঝতে পারো।

৩ আমি তোমার কাছে বিবৃত করি কাহিনীগুলোর মধ্যে যা শ্রেষ্ঠ তোমার কাছে যে এই কোর্‌আন প্রত্যাদিষ্ট করেছি তার দ্বারা যদিও এর পূর্বে তুমি নিঃসন্দেহ ছিলে অসাবধানদের অন্তর্গত।

৪ যখন ইউসুফ তাঁর পিতাকে বললেন: হে আমার পিতা, নিঃসন্দেহ আমি দেখলাম এগারোটি তারা আর সূর্য আর চাঁদ—তাদের দেখলাম আমার প্রতি সেজদারত।

৫ তিনি বললেন: হে আমার পুত্র, তোমার স্বপ্ন তোমার ভাইদের কাছে বিবৃত ক'রো না পাছে তারা তোমার বিরুদ্ধে কোনো ষড়যন্ত্র করে। নিঃসন্দেহ শয়তান মানুষের জন্য এক প্রকাশ্য শত্রু।

৬ আর এইভাবে তোমার পালয়িতা তোমাকে নির্বাচিত করবেন, আর তোমাকে শিক্ষা দেবেন ঘটনার ব্যাখ্যা, আর তোমার উপরে ও ইয়াকুবের সন্তানদের উপরে তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণাঙ্গ করবেন, যেমন তিনি তা পূর্ণাঙ্গ করেছিলেন তোমার পূর্বে তোমার পূর্বপুরুষ ইব্রাহিম ও ইসহাকের জন্য; নিঃসন্দেহ তোমার পালয়িতা ওয়াকিফহাল, জ্ঞানী।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

৭ নিঃসন্দেহ ইউসুফের ও তাঁর ভাইদের বৃত্তান্তে নিদর্শন আছে জিজ্ঞাসুদের জন্য।

৮ যখন তারা বলেছিল: নিঃসন্দেহ ইউসুফ ও তার ভাই (সহোদর) আমাদের পিতার বেশি প্রিয় যদিও আমরা সংখ্যায় অনেক, নিঃসন্দেহ আমাদের পিতা একটি স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে;

৯ (একজন বললে:) ইউসুফকে মেরে ফেলো অথবা অন্য কোনো দেশে সরিয়ে দাও তাহলে তোমাদের পিতার মনোযোগ পুরোপুরি তোমাদের দিকে আসবে; আর তার পর তোমরা ধর্মপ্রাণ লোক হতে পারবে।

১০ তাদের মধ্যে থেকে একজন বক্তা বললে: ইউসুফকে মেরে ফেলো না কিন্তু যদি কিছু করোই তবে তাকে কুয়োর তলায় ফেলে দাও, ভ্রমণকারীদের কেউ তাকে তুলে নিতে পারবে।

১১ তারা বললে : হে আমাদের পিতা, কেন ইউসুফ সম্বন্ধে তুমি
আমাদের বিশ্বাস করো না ? আর নিঃসন্দেহ আমরা তার
অকৃত্রিম হিতৈষী ;
১২ আমাদের সঙ্গে কাল তাকে পাঠাও, তাহলে সে খুশী হয়ে
খেলবে, আর নিঃসন্দেহ আমরা তার ভালোভাবে রক্ষণাবেক্ষণ
করবো।
১৩ তিনি বললেন : নিঃসন্দেহ এতে আমি দুঃখ বোধ করি যে
তোমরা তাকে দূরে নিয়ে যাবে, আর আমি ভয় করি তাকে
নেকড়েয় খায় যখন তোমরা তার সম্বন্ধে অমনোযোগী হয়েছ।
১৪ তারা বললে : আমরা একটি দল হওয়া সত্ত্বেও তাকে যদি
নেকড়েয় খায় তবে নিঃসন্দেহ আমরা মরেই গেছি।
১৫ তার পর, যখন তারা তাকে নিয়ে গেল আর সবাই একমত
হোলো যে কুয়োর তলায় তাকে ফেলে দেবে, আমি তাকে
প্রত্যাদেশ দিয়েছিলাম : তাদের এই কাজের কথা তুমি
তাদের বলবে, যখন তারা (তোমাকে) চিনবে না।
১৬ আর তারা কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে তাদের পিতার কাছে এলো সন্ধ্যায়
১৭ এই বলে' : হে আমাদের পিতা, আমরা একে অন্যের সঙ্গে
দৌড়োদৌড়ি করছিলাম, আর ইউসুফকে বসিয়ে রেখেছিলাম
আমাদের জিনিসপত্রের পাশে, আর নেকড়েয় তাকে খেয়েছে;
আর তুমি আমাদের কথা বিশ্বাস করবে না যদিও আমরা
সত্য কথাই বলছি।
১৮ আর তারা এলো তার জামার উপরে মিথ্যা রক্ত নিয়ে।
তিনি বললেন : না—তোমাদের অন্তর তোমাদের ভুলিয়ে
কিছুর মধ্যে নিয়েছে ; কিন্তু ধৈর্য উত্তম ; আর আল্লাহ্‌রই
সাহায্য চাইতে হবে যে বর্ণনা দিচ্ছ সেক্ষেত্রে।
১৯ আর ভ্রমণকারীরা এলো; আর তারা তাদের জলতোলার
লোককে পাঠালো, আর সে তার বাল্‌তি নামিয়ে দিলে

সে বললে : সুসংবাদ—এ দেখছি একটি ছোক্‌রা ; আর তাকে লুকিয়ে রাখলো পণ্যদ্রব্যের মতো, আর আল্লাহ্‌ ওয়াকিফহাল তারা যা করেছিল সেসব সম্বন্ধে।

২০ আর তারা তাকে বিক্রি করলো সামান্য মূল্যে—কয়েকটি রূপার মুদ্রার বিনিময়ে—আর তার জন্য তাদের কোনো আকাঙ্ক্ষা ছিল না।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

২১ আর যে মিশরীয় তাকে কিনেছিল সে তার স্ত্রীকে বললে : তাকে ভালো থাকবার জায়গা দাও, হতে পারে সে আমাদের কাজে লাগবে, অথবা তাকে আমরা গ্রহণ করতে পারি পুত্র রূপে। এইভাবে আমি ইউসুফকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম (সেই) দেশে যেন তাকে শেখাতে পারি ঘটনার ব্যাখ্যা ; আর আল্লাহ্‌র সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁর বিধানের উপরে ; কিন্তু অনেক লোকই জানে না।

২২ আর যখন তিনি যুবক হলেন আমি তাঁকে দিলাম জ্ঞান ও বিদ্যা ; আর এইভাবে আমি পুরস্কার দিই যারা ভালো তাদের।

২৩ আর সে (প্রভু-পত্নী) যার গৃহে তিনি ছিলেন, চেষ্টা পেলো তাকে তার বশে আনতে ; সে দরজায় খিল দিলে ও বললে : এসো। তিনি বললেন : আমি আল্লাহ্‌র স্মরণ প্রার্থনা করি, নিঃসন্দেহ আমার পালয়িতা আমাকে উত্তম আশ্রয় দিয়েছেন, নিঃসন্দেহ অন্যায়কারীদের শ্রীবৃদ্ধি হয় না।

২৪ আর নিঃসন্দেহ সে তাঁকে চেয়েছিল আর তিনিও তাকে চাইতেন যদি তিনি না দেখতেন তাঁর পালয়িতার স্পষ্ট প্রমাণ—যেন এইভাবে তাঁর থেকে আমি ফেরাতে পারি যা মন্দ আর অশ্লীল ; নিঃসন্দেহ তিনি ছিলেন আমার নির্বাচিত দাসদের অন্যতম।

২৫ আর তারা দুজনেই ছুটে দরজার কাছে গেল, সে তার
জামা পেছনের দিক থেকে ছিঁড়লো আর তারা দরজায় দেখা
পেলো তার স্বামীর। সে বললে : যে তোমার স্ত্রীর খারাপী
চায় কি তার শাস্তি জেল অথবা কঠিন শাস্তি ভিন্ন ?
২৬ (তিনি) বললেন : সে চেয়েছিল আমি তার অনুগত হই।
আর তার পরিবারের এক সাক্ষী সাক্ষ্য দিলে : যদি তার
(ইউসুফের) জামা সামনের দিকে ছেঁড়া হয় তবে সে সত্য
বলছে আর (ইউসুফ) মিথ্যাবাদী ;
২৭ আর যদি তার জামা পেছনের দিকে ছেঁড়া হয় তবে সে
মিথ্যা বলছে আর সে (ইউসুফ) সত্যবাদী।
২৮ কাজেই যখন সে (গৃহকর্তা) দেখলে তার জামা পেছনে
ছেঁড়া সে বললে : নিঃসন্দেহ এ তোমাদের নারীদের চক্রান্ত,
নিঃসন্দেহ তোমাদের চক্রান্ত প্রবল ;
২৯ হে ইউসুফ, এর থেকে ফেরো, আর (হে আমার পত্নী) তুমি
ক্ষমা প্রার্থনা করো তোমার দোষের জন্য, নিঃসন্দেহ তুমি
অপরাধিনীদের অন্তর্গত।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

৩০ আর শহরে নারীরা বলছিল : প্রধানের স্ত্রী তার দাসকে
অনুগত করতে চায় ; নিশ্চয় সে তার মনকে অভিভূত করেছে
প্রেমের দ্বারা, দেখছি আমরা সে (প্রধানের স্ত্রী) স্পষ্ট
ভ্রান্তিতে।
৩১ আব যখন সে শুনলে তাদেব (নাবীদের) ফন্দির কথা সে
তাদের ডেকে পাঠালো আর তাদের জন্য তৈরি করলো
আরামের আসন (খাবার সময়ের), আর প্রত্যেককে দিলে
একখানি ছুরি আর (ইউসুফকে) বললে : এসো এদের
কাছে। আর যখন তারা তাকে দেখলে তাকে মনে করলে
অতুলনীয়, আর (বিস্ময়ে) নিজেদের হাত কেটে ফেলল।

আর বললে : আল্লাহ্ অনিন্দ্য—এ মানুষ নয়, এ মহান ফেরেশ্‌তাদের কেউ।

৩২ সে বললে : এই সে যার সম্বন্ধে তোমরা আমার নিন্দা করেছ ; আর নিঃসন্দেহ আমি চেয়েছিলাম সে আমার অনুগত হোক ; কিন্তু সে নিজেকে সংযত করেছিল ; আর আমি তাকে যা বলি তা যদি সে না করে তবে নিঃসন্দেহ তাকে জেলে দেওয়া হবে আর যারা লাঞ্ছনা ভোগ করে সে হবে তাদের দলের।

৩৩ তিনি বললেন : হে আমার পালয়িতা, কারাগার আমার প্রিয়তর যাতে তারা আমাকে আমন্ত্রণ করে তার চাইতে, আর তুমি যদি তাদের চক্রান্ত আমার থেকে না ফেরাও তবে আমি তাদের দিকে ঝুঁকবো আর অজ্ঞদের দলের হবো।

৩৪ অতএব তাঁর পালয়িতা তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন, আর তাঁর থেকে তাদের চক্রান্ত ফেরালেন ; নিঃসন্দেহ তিনি শ্রোতা, জ্ঞাতা।

৩৫ তার পর সব নিদর্শন দেখার পরে তাদের (পুরুষদের) মনে হোলো তাঁকে কিছু দিনের জন্য কারারুদ্ধ করে রাখবে।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

৩৬ আর দুইজন যুবক তাঁর সঙ্গে কারাগারে গিয়েছিল। তাদের একজন বললে : আমি (স্বপ্নে) দেখলাম (আঙুর পিষে) মদ তৈরি করছি, অপরজন বললে : আমি দেখলাম মাথায় রুটি নিয়ে যাচ্ছি তা থেকে পাখিরা খাচ্ছে। এর অর্থ কি বলো—দেখছি তুমি ভালো লোক।

৩৭ তিনি বললেন : যে খাবার তোমাদের (রোজ) দেওয়া হয় তা তোমাদের কাছে আসবে না কিন্তু আমি তোমাদের অর্থ বলবো তা তোমাদের কাছে আসার পূর্বে ; এটি আমার পালয়িতা আমাকে শিখিয়েছেন ; নিঃসন্দেহ আমি সেই

লোকদের ধর্ম ত্যাগ করেছি যারা আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস করে
না আর পরকালে অবিশ্বাসী।
৩৮ আর আমি অনুসরণ করি আমার পূর্বপুরুষ ইব্রাহিম আর
ইসহাক আর ইয়াকুবের ধর্ম ; এটি আমাদের জন্য সঙ্গত নয়
যে আমরা আল্লাহ্‌র কোনো অংশী দাঁড় করাবো ; এটি
আমাদের উপরে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ-প্রাচুর্যের ফলে আর
মানুষদের উপরেও ; কিন্তু অনেক লোক কৃতজ্ঞ নয়।
৩৯ হে আমার কারাগারের সঙ্গীদ্বয়, বহু পালয়িতা ভালো, না,
আল্লাহ্‌, এক, সর্বশক্তিমান্ (ভালো) ?
৪০ তিনি ভিন্ন যাদের উপাসনা তোমরা করো তারা নাম ভিন্ন
আর কিছু নয়—সেইসব নাম তোমরা দিয়েছ, তোমরা ও
তোমাদের পিতাপিতামহরা—আল্লাহ্‌ সেসবের জন্য কোনো
নির্দেশ অবতীর্ণ করেন নি ; বিচার শুধু আল্লাহ্‌র ; তিনি
আদেশ করেছেন যে তোমরা তাঁকে ভিন্ন আর কিছুর উপাসনা
করবে না ; এই শাশ্বত ধর্ম ; আর অনেক লোক জানে না।
৪১ হে আমার কারাগারের সঙ্গীদ্বয়, তোমাদের একজন—সে
তার প্রভুকে দেবে সুরা পান করতে, অন্যজন—সে শূলে বিদ্ধ
হবে তার ফলে পাখিরা তার মাথা থেকে খাবে। তোমরা
যার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করছিলে এই তার ফয়সালা।
৪২ আর দুইজনের যার সম্বন্ধে তিনি জানতেন সে মুক্তি পাবে
তাকে তিনি বললেন : তোমার প্রভুর কাছে আমার কথা
ব'লো। কিন্তু শয়তান তাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল তার প্রভুর
কাছে তাঁর কথা বলা সম্বন্ধে, তার ফলে তিনি কারাগারে
থাকলেন কয়েক বৎসর।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

৪৩ আর রাজা বললেন : আমি স্বপ্নে দেখলাম সাতটা হৃষ্টপুষ্ট গরু
তাদের খেয়ে ফেললো সাতটা রোগা গরু, আর সাতটা সবুজ

শীষ (শস্যের) আর অন্য (সাতটা) শুক্‌নো ; হে প্রধানেরা আমাকে আমার স্বপ্নের অর্থ বলো যদি তোমরা স্বপ্নের অর্থ বলতে পারো।

৪৪ তারা বললে : এলোমেলো স্বপ্ন—আর স্বপ্নের অর্থ আমরা জানি না।

৪৫ আর সেই দুই জনের যে মুক্তি পেয়েছিল আর তার স্মরণ হয়েছিল বহুদিন পরে—সে বললে : আমি এর অর্থ তোমাদের বলবো, সেজন্য আমাকে পাঠিয়ে দাও ;

৪৬ ইউসুফ, হে সত্যবাদী, আমাদের কাছে অর্থ বলো সাতটা রোগা গরু খেয়ে ফেললো সাতটা হৃষ্টপুষ্ট গরু, আর সাতটা সবুজ শীষ আর অন্য (সাতটা) শুক্‌নো—যেন লোকদের কাছে ফিরে যেতে পারি আর তারা জানতে পারে।

৪৭ তিনি বললেন : তোমরা সাত বৎসর নিয়মমতো (বীজ) বুনে যাবে, তার পর যা তোমরা কাটবে তার শীষে রেখে দেবে সব, অল্প কিছু কিছু ভিন্ন যা তোমরা খাবে ;

৪৮ তার পরে আসবে কঠিন সাত বৎসর যা খেয়ে ফেলবে যা তোমরা তাদের জন্য তৈরি করেছ অল্প কিছু ব্যতীত যা তোমরা ভাণ্ডারজাত করেছ ;

৪৯ তার পর এক বৎসর আসবে যখন লোকেরা প্রচুর ফসল পাবে আর তখন তারা (মদ ও তেল) পিষবে।

সপ্তম অনুচ্ছেদ

৫০ আর রাজা বললেন : তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। আর যখন দূত তাঁর কাছে এলো, তিনি বললেন : তোমার প্রভুর কাছে ফিরে যাও আর তাঁকে জিজ্ঞাসা করো সেই নারীদের কি হোলো যারা তাদের হাত কেটেছিল ; নিঃসন্দেহ আমার প্রভু তাদের ফন্দির কথা জানেন।

৫১ তিনি (রাজা) (নারীদের) বললেন : কি হয়েছিল যখন

তোমরা ইউসুফকে অনুগত করতে চেয়েছিলে? তারা উত্তর দিলে: আল্লাহ্ অনিন্দ্য! তার কোনো দোষের কথা আমরা জানি না। প্রধানের স্ত্রী বললে: এখন সত্য প্রকাশ পেয়েছে, আমি তাকে অনুগত করতে চেয়েছিলাম, আর সে নিঃসন্দেহ সত্যবাদীদের অন্তর্গত।

৫২ (তখন ইউসুফ বললেন: আমি চেয়েছিলাম) এটি, যেন তিনি (আমার প্রভু) জানতে পারেন যে আমি গোপনে তাঁর বিশ্বাস নষ্ট করি নি, আর নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ চালিত করেন না বিশ্বাস নষ্টকারীদের ফন্দি।

ত্রয়োদশ খণ্ড

৫৩ আর আমি নিজেকে দোষমুক্ত বলি না, নিঃসন্দেহ মানুষের অন্তর আদেশ করে যা মন্দ তাতে—যাদের উপর আমার পালয়িতার করুণা আছে তারা ভিন্ন; নিঃসন্দেহ আমার পালয়িতা ক্ষমাশীল, কৃপাময়।

৫৪ আর রাজা বললেন: তাকে আমার কাছে আনো, আমি তাকে বিশেষভাবে নিজের জন্য গ্রহণ করবো। আর যখন তার সঙ্গে কথা বললেন তিনি বললেন: নিঃসন্দেহ তুমি আজ আমার সামনে প্রতিষ্ঠিত আর বিশ্বস্ত।

৫৫ তিনি বললেন: আমার উপরে দেশের ধনভাণ্ডারের ভার দিন, নিঃসন্দেহ আমি অভিজ্ঞ রক্ষক।

৫৬ আর এইভাবে আমি ইউসুফকে দেশে ক্ষমতা দিয়েছিলাম—তাতে তাঁর কর্তৃত্ব ছিল যেখানে তাঁর খুশী; আমি আমার করুণা পৌঁছে দিই যাকে ইচ্ছা করি; আর যারা ভালো তাদের প্রাপ্য আমি ব্যর্থ করি না।

৫৭ আর নিঃসন্দেহ পরকালের প্রাপ্য আরো ভালো তাদের জন্য যারা বিশ্বাস করে ও সীমা রক্ষা করে।

অষ্টম অনুচ্ছেদ

৫৮ আর ইউসুফের ভাইয়েরা এলো ও তাঁর কাছে গেল, আর তিনি তাদের চিনলেন, কিন্তু তারা তাঁকে চিনলো না।

৫৯ আর তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দিয়ে তিনি বললেন: তোমাদের পিতার কাছ থেকে তোমাদের এক ভাইকে আমার এখানে নিয়ে এসো, দেখছ না কি তোমরা আমি পুরো মাপ দিই আর ভালো আপ্যায়নকারী?

৬০ কিন্তু যদি তোমরা তাকে আমার কাছে না আনো তবে আমার কাছ থেকে মাল পাবে না আর আমার কাছেও এসো না।

৬১ তারা বললে: আমরা চেষ্টা করবো তার পিতাকে তার সম্পর্কে সম্মত করতে আর আমরা নিঃসন্দেহ এ কাজ করতে পারবো।

৬২ আর তিনি তাঁর জোয়ানদের বললেন: তাদের টাকা-পয়সা তাদের বস্তার মধ্যে ভরে দাও যেন তারা তা জানতে পারে যখন তাদের পরিজনের কাছে ফিরে যাবে, তাহলে তারা আবার আসবে।

৬৩ কাজেই যখন তারা তাদের পিতার কাছে ফিরে গেল তারা বললে: হে আমাদের পিতা, আমাদের মালের মাপ বন্ধ করেছে সেজন্য আমাদের ভাইকে আমাদের সঙ্গে পাঠাও যেন আমরা মাপ পেতে পারি, আর নিঃসন্দেহ আমরা তাকে পাহারা দেবো।

৬৪ তিনি বললেন: বিশ্বাস ক'রে তাকে কি তোমাদের হাতে দিতে পারি এর পূর্বে তার ভাইকে যেমন বিশ্বাস ক'রে তোমাদের হাতে দিয়েছিলাম? কিন্তু আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ রক্ষক আর তিনি পরম করুণাময় করুণাময়দের মধ্যে।

৬৫ আর যখন তারা তাদের জিনিসপত্র খুললো তারা দেখলে তাদের টাকা-পয়সা তাদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারা বললে : হে আমাদের পিতা, এর বেশি কি আমরা চাইতে পারি? এই আমাদের টাকা-পয়সা আমাদের ফিরিয়ে দিয়েছে। আমরা আমাদের পরিবারের জন্য শস্য আনবো আর আমাদের ভাইকে দেখবো, আর আমরা এক উট (মাল) বেশি পাবো—এই মাল (যা এনেছি) তা তো সামান্য।

৬৬ তিনি বললেন : আমি কিছুতেই তাকে তোমাদের সঙ্গে পাঠাবো না যদি না তোমরা আল্লাহ্‌র নামে আমার কাছে এই দৃঢ় অঙ্গীকার করো যে নিশ্চয় তোমরা তাকে ফিরিয়ে আনবে যদি না তোমরা পুরোপুরি ঘেরাও হও। আর যখন তারা তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিল তিনি বললেন : আমরা যা বলি তার উপরে বিধানকর্তা আল্লাহ্‌।

৬৭ আর তিনি বললেন : হে আমার পুত্রগণ, এক ফটক দিয়ে ঢুকো না, ভিন্ন ভিন্ন ফটক দিয়ে যাবে; আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে তোমাদের জন্য কিছু করার সাধ্য আমার নেই; নিঃসন্দেহ হুকুম কেবল আল্লাহ্‌র, তাঁর উপরেই আমি নির্ভর করি, আর সব নির্ভরকারী তাঁর উপরে নির্ভর করুক।

৬৮ আর যখন তারা প্রবেশ করলো যেভাবে তাদের পিতা প্রবেশ করতে বলেছিলেন তাতে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে তাদের কোনো সাহায্য হোলো না, কিন্তু (এটি ছিল কেবল) ইয়াকুবের অন্তরের একটি আকাঙ্ক্ষা যা তিনি তৃপ্ত করেছিলেন, আর নিঃসন্দেহ তিনি জ্ঞানবান্‌ ছিলেন কেন না আমি তাঁকে জ্ঞান দিয়েছিলাম; কিন্তু অনেক লোকেই জানে না।

নবম অনুচ্ছেদ

৬৯ আর যখন তারা ইউসুফের কাছে গেল তিনি তাঁর ভাইকে

নিজের কাছে রাখলেন এই বলে : আমি তোমার ভাই ; সেজন্য
তারা যা করে তাতে দুঃখ ক'রো না।

৭০ তার পর তিনি যখন তাদের জিনিসপত্র দিয়ে দিলেন তখন তাঁর ভাইয়ের বস্তায় পানপাত্র রেখে দিলেন। তার পর একজন চেঁচিয়ে উঠলো : হে উট-চালকের দল, তোমরা নিঃসন্দেহ চোর।

৭১ তারা তাদের সামনে এসে বললে : তোমাদের কি হারিয়েছে ?

৭২ তারা বললে : আমরা রাজার পানপাত্র হারিয়েছি, আর যে এটি আনবে সে এক উট মাল পাবে, আর আমি (ইউসুফ) এর জন্য দায়ী।

৭৩ তারা বললে : আল্লাহ্‌র শপথ, তোমরা নিশ্চয় জানো আমরা (এ) দেশে অনর্থ করতে আসি নি, আর আমরা চোর নই।

৭৪ তারা বললে : কি হবে এর প্রতিফল যদি তোমরা মিথ্যাবাদী হও ?

৭৫ তারা বললে : এর প্রতিফল—যে লোকের বস্তায় এটি পাওয়া যাবে সে হবে প্রতিফলের পাত্র। এইভাবেই অন্যায়কারীদের শাস্তি দিই।

৭৬ তার পর তিনি (ইউসুফ) তাদের বস্তায় খোঁজা আরম্ভ করলেন তাঁর ভাইয়ের বস্তা খোঁজার পূর্বে, তার পর তিনি তা বার করলেন তাঁর ভাইয়ের বস্তা থেকে। এইভাবে আমি ইউসুফের জন্য ফন্দি করেছিলাম। তিনি রাজার আইন অনুসারে তাঁর ভাইকে নিতে পারতেন না যদি আল্লাহ্‌র ইচ্ছা না হোতো। আমি (মর্যাদার) স্তর বাড়াই যাকে ইচ্ছা করি ; আর প্রত্যেক জ্ঞানসমৃদ্ধের উপরে সর্বজ্ঞানময়।

৭৭ তারা বললে : যদি সে চুরি করে থাকে তবে তার এক ভাইও পূর্বে চুরি করেছিল। কিন্তু ইউসুফ এটি তার অন্তরেই গোপন রেখেছিলেন, আর তাদের কাছে প্রকাশ করেন নি ; তিনি

বললেন : তোমরা দুর্দশায় পড়েছ আর আল্লাহ্‌ ভালো জানেন তোমরা যা বলছো সে সম্বন্ধে।

৭৮ তারা বললে : হে প্রধান, তার বাপ আছে, অত্যন্ত বুড়ো মানুষ, সেজন্য তার জায়গায় আমাদের একজনকে রাখো, নিঃসন্দেহ দেখছি তুমি ভালো লোক।

৭৯ তিনি বললেন : আল্লাহ্‌ রক্ষা করুন যে আমরা তাকে ভিন্ন ধরি যার কাছে আমাদের জিনিস পেয়েছি, কেন না সেক্ষেত্রে নিঃসন্দেহ আমরা অন্যায়কারী হবো।

দশম অনুচ্ছেদ

৮০ যখন তারা তাঁর সম্বন্ধে হতাশ হোলো তারা আলাদা হ'য়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করলো। তাদের মধ্যে যে বড়ো সে বললে : তোমরা কি জানো না যে তোমাদের পিতা তোমাদের কাছ থেকে আল্লাহ্‌র নামে এক অঙ্গীকার নিয়েছেন আর এর আগে ইউসুফ সম্বন্ধে যা করবার তা তোমরা করতে পারো নি? সেজন্য আমি কিছুতেই এ দেশ থেকে রওনা হবো না যে পর্যন্ত না আমার পিতা আমাকে অনুমতি দেন, অথবা আল্লাহ্‌ আমার জন্য রায় দেন—আর তিনি রায়দাতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ;

৮১ তোমাদের পিতার কাছে ফিরে যাও আর বলো : হে আমাদের পিতা, নিঃসন্দেহ তোমার পুত্র চুরি করেছে, আর আমরা তার সাক্ষ্য দিই না যা আমরা জানি না, আর যা অদৃশ্য তার উপরে আমরা রক্ষক নই।

৮২ আর যে শহরে আমরা গিয়েছিলাম সেখানে জিজ্ঞাসা করো, আর যে বণিকদলের সঙ্গে আমরা এখানে এসেছি; নিঃসন্দেহ আমরা সত্য বলছি।

৮৩ তিনি বললেন : না—কিন্তু তোমাদের অন্তর তোমাদের ভুলিয়ে কিছুর মধ্যে নিয়েছে; সেজন্য ধৈর্য উত্তম; হতে পারে আল্লাহ্‌

তাদের সবাইকে আমার কাছে আনবেন ; নিঃসন্দেহ তিনি ওয়াকিফহাল, জ্ঞানী।

৮৪ আর তিনি তাদের থেকে ফিরলেন ও বললেন : হায় ইউসুফের জন্য আমার বেদনা। আর তাঁর চোখ সাদা হ'য়ে গিয়েছিল যে দুঃখ তিনি চেপে রেখেছিলেন তার ফলে।

৮৫ তারা বললে : আল্লাহ্‌র শপথ, তুমি ইউসুফকে স্মরণ করতে কিছুতেই ভুলবে না যে পর্যন্ত না তোমার শরীর একেবারে ভেঙে যায় অথবা মৃতদের অন্তর্গত হও।

৮৬ তিনি বললেন : আমার দুঃখ ও বেদনার জন্য নালিশ জানাই কেবল আল্লাহ্‌র কাছে, আর আমি আল্লাহ্‌র তরফ থেকে জানি যা তোমরা জানো না।

৮৭ হে আমার পুত্রগণ, গিয়ে খোঁজ করো ইউসুফ ও তার ভাই সম্বন্ধে ; আর আল্লাহ্‌র করুণা সম্বন্ধে হতাশ হ'য়ো না ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌র করুণা সম্বন্ধে কেউ হতাশ হয় না অবিশ্বাসী লোকেরা ভিন্ন।

৮৮ এর পর যখন তারা ইউসুফের কাছে এলো তারা বললে : হে প্রধান, আমাদের ও আমাদের লোকদের উপরে দুর্দিন এসে পড়েছে আর আমরা সামান্য টাকা-পয়সা এনেছি, সেজন্য আমাদের পুরো মাল দাও ও আমাদের প্রতি দয়া করো, নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ দয়ালদের পুরস্কার দেন।

৮৯ তিনি বললেন : তোমরা কি জানো কেমন ব্যবহার তোমরা করেছিলে ইউসুফ ও তার ভাইয়ের সঙ্গে যখন তোমরা ছিলে বিবেচনাহীন ?

৯০ তারা বললে : তুমিই কি ইউসুফ ? তিনি বললেন : আমি ইউসুফ আর এই আমার ভাই। নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, নিঃসন্দেহ যে সীমারক্ষাকারী আর ধৈর্যবান্ (সে অনুগ্রহ লাভ করবে) কেন না নিঃসন্দেহ

আল্লাহ্ তাদের প্রাপ্য বিফল করেন না যারা ভালো করে।

৯১ তারা বললে: আল্লাহ্‌র শপথ, নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ তোমাকে স্থান দিয়েছেন আমাদের উপরে, আর নিঃসন্দেহ আমরা ছিলাম অপরাধী।

৯২ তিনি বললেন: আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো দোষারোপ নয়। আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষমা করুন—আর তিনি পরম-করুণাময় করুণাময়দের মধ্যে।

৯৩ আমার এই জামা নিয়ে যাও আর আমার পিতার মুখের উপরে রাখো, তিনি (পুনরায়) দৃষ্টিসম্পন্ন হবেন; আর আমার কাছে এসো তোমাদের সমস্ত পরিজন নিয়ে।

একাদশ অনুচ্ছেদ

৯৪ আর যখন বণিকদল রওনা হোলো তাদের পিতা বললেন: নিঃসন্দেহ আমি ইউসুফের বাতাস পাচ্ছি যদিও তোমরা বলো আমি মতিচ্ছন্ন হয়েছি।

৯৫ তারা বললে আল্লাহ্‌র শপথ, তুমি নিঃসন্দেহ তোমার পুরনো ভুলেই আছ।

৯৬ তার পর যখন সুসংবাদবাহী এলো সে সেটি (জামা) তাঁর মুখের উপরে রাখলো আর তিনি দৃষ্টি ফিরে পেলেন। তিনি বললেন, আমি কি তোমাদের বলি নি যে আল্লাহ্‌র থেকে আমি জানি যা তোমরা জানো না?

৯৭ তারা বললে: হে আমাদের পিতা, আমাদের জন্য আমাদের অপরাধের মার্জনা চাও, নিঃসন্দেহ আমরা অপরাধী।

৯৮ তিনি বললেন: আমি আমার পালয়িতার কাছে তোমাদের জন্য মার্জনা চাইব। নিঃসন্দেহ তিনি ক্ষমাশীল, কৃপাময়।

৯৯ আর যখন তাঁরা এলেন ইউসুফের সামনে তিনি তাঁর পিতা-মাতাকে নিজের গৃহে গ্রহণ করলেন আর

বললেন : মিশরে প্রবেশ করো নির্বিঘ্নে যদি আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হয়।

১০০ আর তিনি তাঁর পিতামাতাকে বসালেন সিংহাসনে আর তাঁরা তাঁকে প্রণতি (সেজদা) করলেন, আর তিনি বললেন : হে পিতা, আমার পুরনো স্বপ্নের এই অর্থ, আমার পালয়িতা নিঃসন্দেহ সেটি সত্য প্রতিপন্ন করেছেন, আর তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছিলেন যখন আমাকে তিনি কারাগার থেকে উদ্ধার করেছিলেন। আর তোমাদের এনেছেন মরুভূমি থেকে আমার ও আমার ভাইদের মধ্যে শয়তানের বিরোধ বাধাবার পরে, নিঃসন্দেহ আমার পালয়িতা সদয় হন যার প্রতি ইচ্ছা করেন, নিঃসন্দেহ তিনি ওয়াকিফহাল, জ্ঞানী।

১০১ হে আমার পালয়িতা! তুমি আমাকে রাজত্বের ভার দিয়েছ আর আমাকে জ্ঞান দিয়েছ ঘটনার ব্যাখ্যা সম্বন্ধে, অন্তরীক্ষ ও ভূমণ্ডলের স্রষ্টা! তুমি আমার রক্ষাকারী বন্ধু এই সংসারে ও পরলোকে, আমাকে (তোমাতে) সমর্পিতপ্রাণ হ'য়ে মরতে দাও আর আমাকে যুক্ত করো কল্যাণকারীদের সঙ্গে।

১০২ এই সব অদৃশ্যের সংবাদ যা তোমাকে প্রত্যাদেশ করছি, আর তুমি তাদের সঙ্গে ছিলে না যখন তারা তাদের কাজের মতলব করেছিল আর ফন্দি আঁটছিল।

১০৩ আর অনেক লোকই বিশ্বাস করে না যদিও তুমি তাই খুব চাও।

১০৪ আর এর জন্য তুমি তাদের কাছে কোনো প্রাপ্য চাও না; এটি বিশ্বজগতের জন্য স্মারক ভিন্ন আর কিছু নয়।

দ্বাদশ অনুচ্ছেদ

১০৫ আর কত নিদর্শন আছে আকাশে ও পৃথিবীতে যার পাশ দিয়ে তারা যায় আর তারা সেসব সম্বন্ধে মুখ ফিরিয়ে আছে।

১০৬ আর তাদের অনেকে আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস করে না তাঁর সঙ্গে অন্যদের অংশী খাড়া না ক'রে।

১০৭ তারা তবে কি নিজেদের নিরাপদ বোধ করে তাদের উপরে
আল্লাহ্‌র শাস্তির ঘেরাটোপ এসে পড়া সম্বন্ধে? অথবা সেই
সময় তাদের কাছে হঠাৎ আসতে পারে যখন তারা বেখেয়াল?
১০৮ বলো: এই আমার পথ—আমি আল্লাহ্‌কে ডাকি নিঃসন্দেহ
হ'য়ে, আমি আর যারা আমার অনুসরণকারী—আর আল্লাহ্‌র
মহিমা, আমি তাদের অন্তর্গত নই যারা (আল্লাহ্‌র) অংশী
দাঁড় করায়।
১০৯ আর আমি তোমার পূর্বে শহরগুলো থেকে ভিন্ন পয়গাম্বরদের
পাঠাই নি—তাঁদের আমি দিয়েছিলাম প্রত্যাদেশ। তারা কি
তবে দেশে ভ্রমণ করে নি আর দেখে নি কি পরিণাম হয়েছিল
তাদের পূর্ববর্তীদের? আর নিঃসন্দেহ পরকালের আশ্রয়
অনেক ভালো তাদের জন্য যারা সীমা রক্ষা করে; তবে কি
তোমরা বোঝো না?
১১০ যে পর্যন্ত না বাণীবাহকরা হতাশ হয়েছিলেন আর তারা
(অনুবর্তীরা) নিঃসন্দেহ হয়েছিল যে তাদের মিথ্যা বলা
হয়েছে সে পর্যন্ত আমার সাহায্য তাঁদের কাছে আসে নি, আর
আমি তাঁকে উদ্ধার করেছিলাম যাঁকে আমার খুশী; আর
আমার ক্রোধ প্রতিহত হয় না অপরাধী সম্প্রদায় থেকে।
১১১ তাদের কাহিনীগুলোয় নিঃসন্দেহ শিক্ষণীয় বিষয় আছে যারা
বোঝে তাদের জন্য। এ এমন কাহিনী নয় যা তৈরি করা
যেতো কিন্তু এ হচ্ছে এর পূর্ববর্তীর প্রমাণ, আর সব কিছুর
বিশদ ব্যাখ্যা, আর পথনির্দেশ ও করুণা যারা বিশ্বাস করে
সেই লোকদের জন্য।



আর্-র'দ

[কোর্আন শরীফের ত্রয়োদশ সূরা আর্-র'দ—বজ্র, এর তেরো সংখ্যক আয়াতে এই শব্দটি আছে —"আর বজ্র তাঁর মহিমা ঘোষণা করে তাঁর প্রশংসার সঙ্গে।"

কেউ কেউ এটিকে বলেছেন মক্কীয়, কেউ কেউ বলেছেন মদিনীয়। তবে মোটের উপর এটিকে মক্কীয়ই জ্ঞান করা হয়—অন্ত্য মক্কীয়।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

দয়াময় কৃপাময় আল্লাহ্‌র নামে

১ আলিফ—লাম—মীম—রা—আমি আল্লাহ্ জ্ঞাতা দ্রষ্টা। এসব হচ্ছে গ্রন্থের শ্লোক, আর যা তোমার পালয়িতার কাছ থেকে অবতীর্ণ হয় তা সত্য, কিন্তু অনেক লোক বিশ্বাস করে না।

২ আল্লাহ্ তিনি যিনি আকাশকে সুউন্নত করেছেন থাম না দিয়ে যা তোমরা দেখছ, তার পর তিনি আরোহণ করলেন সিংহাসন, আর সূর্য ও চন্দ্রকে করলেন সেবারত, প্রত্যেকে চলছে একটি নির্ধারিত কালের জন্য; তিনিই (এই) ব্যাপারের শৃঙ্খলা বিধান করেন, বিশদ করেন নির্দেশাবলী, যেন তোমরা নিঃসন্দেহ হও তোমাদের পালয়িতার সঙ্গে মিলিত হওয়া সম্বন্ধে।

৩ আর তিনিই ধরণীকে বিস্তৃত করেছেন। আর তাতে স্থাপন করেছেন দৃঢ় পর্বত, আর নদী, আর সব ফলের মধ্যে তিনি সৃষ্টি করেছেন দুই যুগল; তিনি রাত্রিকে দিয়ে আবৃত করান দিনকে, নিঃসন্দেহ এতে নিদর্শন আছে যারা চিন্তা করে সেই লোকদের জন্য।

৪ আর পৃথিবীতে আছে পাশাপাশি মাঠ আর আঙুরের বাগান

আর চষা জমি আর খেজুরের গাছ—ভিড় ক'রে অথবা পৃথক
পৃথক—সেসবে দেওয়া হয় একই পানী আর আমি তাদের
কাউকে দিতে দিয়েছি অন্যদের চাইতে ভালো ফল। নিঃসন্দেহ
এতে আছে নিদর্শন যারা বোঝে সেই লোকদের জন্য।
৫ আর যদি তোমার বিস্ময় লাগে তবে বিস্ময়কর হচ্ছে তাদের
কথা—কী, যখন আমরা হয়েছি ধুলো তখন কি আমরা নিঃসন্দেহ
(রূপ পাবো) নতুন সৃষ্টিতে ? এরাই তারা যারা অবিশ্বাসী
তাদের পালয়িতায়, আর এদের গলায় আছে শিকল, আর
এরা আগুনের বাসিন্দা—তাতে থাকবে তারা স্থায়ীভাবে।
৬ আর তারা তোমাকে বলে মন্দ যা তা ত্বরিত করতে ভালোর
পূর্বে ; আর নিঃসন্দেহ তাদের সামনে দৃষ্টান্তস্থাপনকারী
শাস্তি রয়েছে ; আর নিঃসন্দেহ তোমার পালয়িতা লোকদের
জন্য ক্ষমার রাজাধিরাজ তাদের অন্যায় করা সত্ত্বেও, আর
নিঃসন্দেহ তোমার পালয়িতা প্রতিফল দানে কঠোর।
৭ আর যারা অবিশ্বাস করে তারা বলে : একটি নিদর্শন কেন তার
সম্বন্ধে প্রেরিত হয় নি ? তুমি একজন সতর্ককারী মাত্র, আর
প্রত্যেক জাতির জন্য (আছে) একজন পথনির্দেশক।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

৮ আর আল্লাহ্ জানেন প্রত্যেক স্ত্রী যা বহন করে আর যা তাদের
গর্ভ শুষে নেয় আর যা তারা বর্ধিত করে ; আর তাঁর কাছে
সবকিছু পরিমাণযুক্ত।
৯ (তিনি) জ্ঞাতা অদৃশ্যের ও দৃশ্যের—মহান, মহামহিম।
১০ (তাঁর কাছে) তুল্য তোমাদের মধ্যে যে (তার) কথা লুকোয়
আর যে তা খুলে বলে, আর সে নিজেকে লুকোয় রাত্রে আর
বাইরে বেরোয় দিনে।
১১ তাঁর জন্য ফেরেশ্তা আছে একজনের পর অন্যজন তাঁর সামনে
পশ্চাতে যারা তাঁকে পাহারা দেয় আল্লাহ্র আদেশে, নিঃসন্দেহ

আল্লাহ্ কোনো জাতির অবস্থার পরিবর্তন করেন না যে পর্যন্ত না
তারা নিজেদের অন্তর পরিবর্তিত করে, আর যখন আল্লাহ্
কোনো জাতির জন্য অকল্যাণ চান, তা ফেরাবার উপায় নেই,
আর তিনি ভিন্ন তাদের কোনো রক্ষক নেই।

১২ তিনিই তোমাদের দেখান বিদ্যুৎ—(তা) একটি ভয় আর
একটি আশা—আর নিয়ে আসেন ভারী মেঘ;

১৩ আর বজ্র তাঁর মহিমা ঘোষণা করে তাঁর প্রশংসার সঙ্গে, আর
ফেরেশ্‌তারাও—তাঁর ভয়ে : আর তিনি বজ্র প্রেরণ করেন আর
সেসব দিয়ে আঘাত করেন যাকে খুশী। তবু তারা তর্ক করে
আল্লাহ্‌র সম্বন্ধে! আর তিনি রোষে ভয়ঙ্কর।

১৪ সত্যকার প্রার্থনা তাঁরই জন্য, আর আল্লাহ্ ভিন্ন যাদের কাছে
তারা প্রার্থনা করে তারা তাদের কোনো উত্তর দেয় না; কিন্তু
(তারা) তার মতো যে তার দুই হাত বাড়ায় জলের দিকে যেন
তা তার মুখে পৌঁছতে পারে—কিন্তু তা পৌঁছবে না, আর
অবিশ্বাসীদের প্রার্থনা ভ্রান্তিতে ভিন্ন নয়।

১৫ আর আল্লাহ্‌কে সেজদা করে যে কেউ আছে অন্তরীক্ষে আর
পৃথিবীতে, ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায়, আর তাদের ছায়াও—প্রাতে ও
সন্ধ্যায়।

১৬ বলো : কে আকাশ ও পৃথিবীর পালয়িতা? বলো : আল্লাহ্।
বলো : তবে তোমরা কি তাঁকে ভিন্ন রক্ষাকারীবন্ধুরূপে গ্রহণ
করো তাদের যাদের নিজেদের লাভ ও ক্ষতির উপরে কোনো
কর্তৃত্ব নেই? বলো : যারা অন্ধ আর যারা দেখে তারা কি
তুল্য? অথবা অন্ধকার ও আলোক কি তুল্য হতে পারে?
অথবা তারা কি আল্লাহ্‌র অংশীরূপে দাঁড় করিয়েছে তাদের
যারা তাঁর মতো সৃষ্টি করেছে, তার ফলে যা (তারা সৃষ্টি করেছে
আর যে সৃষ্টি আল্লাহ্‌র) তা তাদের কাছে একরকমের দেখাচ্ছে?
বলো : আল্লাহ সব-কিছুর স্রষ্টা, আর তিনি এক, সর্বশক্তিমান।

১৭ তিনি মেঘ থেকে পাঠান জল তার পর জলধারা প্রবাহিত হয় তাদের পরিমাপ অনুসারে, আর স্রোত বয়ে নিয়ে যায় ফেনার রাশি—আর যা তারা আগুনে গলায় গহনা অথবা যন্ত্র তৈরির জন্য তা থেকেও ওঠে এরই মতো গাদ—এইভাবে আল্লাহ্‌ তুলনা দেন সত্যের ও মিথ্যার, তার পর যা গাদ তা চলে যায় অসার বস্তুর মতো, আর যা মানুষের উপকারে আসে তা থেকে যায় পৃথিবীতে, এইভাবে আল্লাহ্‌ উদাহরণ দেন।

১৮ যারা তাদের পালয়িতার ডাকে সাড়া দেয় তাদের জন্য আছে ভালো, আর যারা তাঁর ডাকে সাড়া দেয় না—যদি তাদের থাকতো পৃথিবীতে যা আছে সব, তার সঙ্গে তার মতো (যত কিছু) তবে তারা নিশ্চয়ই তা দিতো মুক্তিপণরূপে। এদের জন্য হবে মন্দ হিসাব, আর এদের বাসস্থান জাহান্নাম—আর মন্দ সেই বাসের স্থান।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

১৯ যে জানে তোমার পালয়িতার কাছ থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে তা সত্য সে কি তার মতো যে অন্ধ? স্মরণ করবে কেবল তারাই যারা বিবেচনাসম্পন্ন—

২০ যারা আল্লাহ্‌র (সামনে করা) অঙ্গীকার রক্ষা করে আর সমঝোথা ভঙ্গ করে না,

২১ আর যারা যুক্ত করে আল্লাহ্‌ যা (যেসব প্রেম প্রীতির সম্বন্ধ) যুক্ত রাখতে আদেশ দিয়েছেন, আর যাদের আল্লাহ্‌র ভয় আছে, আর যারা ভীত এক কঠিন হিসাব সম্বন্ধে,

২২ আর যারা ধৈর্যশীল তাদের পালয়িতার আনন (সন্তোষ) অন্বেষণে, আর উপাসনা প্রতিষ্ঠিত রাখে আর যারা ব্যয় করে (দানে) তাদের জীবিকা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যভাবে, আর মন্দকে দূর করে ভালো দিয়ে—এরাই তারা যাদের জন্য শেষের গৃহ—

২৩ সর্বোচ্চ বেহেশ্‌তে যাতে তারা প্রবেশ করবে তাদের পিতামাতা-
দের, তাদের স্ত্রীদের (অথবা স্বামীদের), আর তাদের
সন্তানদের মধ্যে যারা কল্যাণকারী তাদের সঙ্গে, আর ফেরেশ্‌-
তারা তাদের সামনে আসবে প্রত্যেক দরজা দিয়ে (বলবে):
২৪ শান্তি তোমাদের জন্য যেহেতু তোমরা ছিলে ধৈর্যশীল—কত
উত্তম তবে শেষের গৃহ!
২৫ যারা আল্লাহ্‌র (সামনে করা) অঙ্গীকার ভঙ্গ করে তাতে
স্বীকৃতি দানের পরে, আর ভিন্ন করে আল্লাহ্‌ যা যুক্ত করতে
আদেশ দিয়েছেন, আর দেশে অহিত করে—এরাই তারা যাদের
উপরে অভিসম্পাত, আর যাদের জন্য মন্দ গৃহ।
২৬ আল্লাহ্‌ জীবিকা বাড়িয়ে দেন যার জন্য খুশী আর কমিয়েও
দেন; আর তারা সংসারের জীবনে উৎফুল্ল হয়; আর সংসারের
জীবন পরকালের সঙ্গে তুলনায় সামান্য সুখ-ভোগ ভিন্ন নয়।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

২৭ আর যারা অবিশ্বাসী তারা বলে: একটি নিদর্শন কেন তার
জন্য অবতীর্ণ হয় না তার পালয়িতার কাছ থেকে? বলো:
নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ পথভ্রষ্ট করেন যাকে খুশী; আর তাঁর
দিকে পথ দেখান যারা (তাঁর দিকে) ফেরে;
২৮ যারা বিশ্বাস করে আর যাদের হৃদয় শান্ত হয় আল্লাহ্‌র স্মরণে
—নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌র স্মরণে হৃদয় শান্ত হয়।
২৯ যারা বিশ্বাস করে ও ভালো কাজ করে—তাদের জন্য আনন্দ
ও পুণ্য পরিণাম।
৩০ আর এইভাবে আমি তোমাকে পাঠিয়েছি একটি জাতির মধ্যে
যার পূর্বে অন্যান্য জাতি গত হয়ে গেছে যেন তুমি তাদের কাছে
পাঠ করতে পারো যা তোমাকে প্রত্যাদেশ করা হয়েছে,
আর তারা অবিশ্বাস করে করুণাময় আল্লাহ্‌তে; বলো:
তিনি আমার পালয়িতা, কোনো উপাস্য নেই তিনি ভিন্ন,

তাঁর উপরে আমি নির্ভর করি, আর তাঁর কাছে আমার প্রত্যাবর্তন।

৩১ আর যদি এমন একটি কোর্আন (ভাষণ) থাকতো যার দ্বারা পাহাড়গুলো সরিয়ে দেওয়া যেতো অথবা তার দ্বারা পৃথিবীকে ছিঁড়ে ফেলা যেতো অথবা মৃতদের কথা বলানো যেতো (তবে এই কোর্আন তাই করতো)। না—হুকুম পুরোপুরি আল্লাহ্‌র। যারা বিশ্বাস করে না তারা কি জানে না যে, যদি আল্লাহ্‌ চাইতেন, তিনি নিঃসন্দেহ সব মানুষকে পথে চালিত করতেন। আর যারা অবিশ্বাস করে তারা যা করে তার জন্য বিপদ তাদের আঘাত দিতেই থাকবে, অথবা তা তাদের গৃহের নিকটে অবতরণ করবে যে পর্যন্ত না আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি এসে পড়ে, নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ ওয়াদা খেলাপ করবেন না।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

৩২ আর নিঃসন্দেহ তোমার পূর্বে বাণীবাহকদের বিদ্রূপ করা হয়েছিল ; কিন্তু আমি বিরাম দিয়েছিলাম যারা অবিশ্বাস করেছিল তাদের, তার পর আমি তাদের পাকড়াও করেছিলাম, তবে কেমন ছিল আমার প্রতিফলদান ?

৩৩ তবে কি তিনি যিনি প্রত্যেক প্রাণকে দেখেন কি সে অর্জন করে (তার মতো যে কিছুই অবগত নয়) ? তবু তারা আল্লাহ্‌র অংশী দাঁড় করায়। বলো : তাদের নাম দাও। তবে কি তোমরা তাঁকে জানাতে চাও পৃথিবীতে এমন কিছু যা তিনি জানেন না ? অথবা (তা বলতে চাও) একটি বাহ্য বর্ণনার দ্বারা ? না—কিন্তু তাদের কায়দাকানুন চিত্তাকর্ষক মনে হয় যারা অবিশ্বাস করে তাদের, আর তাদের ফিরিয়ে আনা হয় (পথ থেকে) ; যাকে আল্লাহ্‌ পথভ্রষ্ট করেন তার জন্য কোনো পথপ্রদর্শক নেই।

৩৪ তাদের জন্য শাস্তি আছে এই সংসারের জীবনে আর পরকালের

শাস্তি নিঃসন্দেহ আরো কঠোর, আর আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে তাদের কোনো রক্ষক নেই।

৩৫ আর সীমারক্ষাকারীদের জন্য যে উদ্যানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তার দৃষ্টান্ত (রূপ) হচ্ছে : তার নিচে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে বহু নদী, তার ফল নিরবচ্ছিন্ন, আর তার ছায়া ; এই তাদের পরিণাম যারা সীমারক্ষাকারী, আর অবিশ্বাসীদের পরিণাম আগুন।

৩৬ আর যাদের আমি গ্রন্থ দিয়েছি তারা আনন্দ প্রকাশ করে তোমার কাছে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তাতে আর গোত্রদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক আছে যারা এর কিছু অস্বীকার করে। বলো : আমাকে মাত্র এই আদেশ দেওয়া হয়েছে যে আমি আল্লাহ্‌র উপাসনা করবো, আর তাঁর কোনো অংশী দাঁড় করাবো না ; আমি তাঁকে ডাকি, আর তাঁর কাছে আমার ফিরে যাওয়া।

৩৭ আর এইভাবে আমি এটি অবতীর্ণ করেছি—একটি হুকুম, আরবী ভাষায়। আর তুমি যদি তাদের খেয়ালের অনুবর্তী হও তোমার কাছে যে জ্ঞান এসেছে তার পরে তবে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে তুমি পাবে—না কোনো রক্ষক, আর না কোনো বন্ধু।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

৩৮ আর নিঃসন্দেহ তোমার পূর্বে আমি বাণীবাহক পাঠিয়েছি, আর তাদের দিয়েছিলাম স্ত্রী ও সন্তানসন্ততি। আর কোনো বাণীবাহকের জন্য এটি (সঙ্গত) ছিল না যে কোনো নিদর্শন তিনি উপস্থাপিত করবেন আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতীত। প্রত্যেক নির্ধারিত কালের জন্য বিধান রয়েছে।

৩৯ আল্লাহ্ বিলুপ্ত করেন যা খুশী আর প্রতিষ্ঠিত করেন (যা খুশী) আর তাঁর কাছে আছে বিধানের উৎস।

৪০ তাদের জন্য আমি যা ওয়াদা করেছি তার কিছু তোমাকে দেখাই, অথবা (তার পূর্বে) তোমার মৃত্যু ঘটাই, তোমার

কাজ কেবল (বাণী) পৌঁছে দেওয়া, আর আমার জন্য
হিসাব গ্রহণ।

৪১ তারা কি দেখে না যে আমি দেশকে শাস্তি দিচ্ছি তার পার্শ্বের*
হ্রাস ঘটিয়ে? আর আল্লাহ্ হুকুম দিচ্ছেন শাস্তির—তাঁর
বিধান প্রতিহত করবার কেউ নেই; আর হিসাবে তিনি
সত্বর।

৪২ আব তাদেব পূর্বে যারা ছিল তারাও নিঃসন্দেহ চক্রান্ত
করেছিল; কিন্তু সব চক্রান্ত আল্লাহ্‌র; তিনি জানেন
প্রত্যেক প্রাণ কি উপার্জন কবে, আর অবিশ্বাসীরা জানবে কার
জন্য শেষের গৃহ।

৪৩ আর যারা অবিশ্বাসী তারা বলে: তুমি (আল্লাহ্‌ব) রসুল
নও। বলো: আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষীরূপে আল্লাহ্
যথেষ্ট, আব গ্রন্থের জ্ঞান যাব আছে।

---

* এইকালে পারস্য ও পূর্বরোম সাম্রাজ্য আরবের কিছু কিছু অংশ গ্রাস করেছিল।

ইব্রাহিম

[ইব্রাহিম কোর্‌আন শরীফের চতুর্দশ সুরা—এর শেষের কয়েকটি আয়াতে হযরত ইব্রাহিমের প্রার্থনা স্থান পেয়েছে। আল্লাহ্‌র চিরন্তন কল্যাণ-বিধানের অমান্যকারী কোরেশদের জন্য দুর্দিন ঘনিয়ে আসছে এই স্পষ্ট ইঙ্গিত এতে দেওয়া হয়েছে। এটি অন্ত্য মক্কীয়।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

দয়াময় কৃপাময় আল্লাহ্‌র নামে

১ আলিফ—লাম—রা—আমি আল্লাহ্‌ দ্রষ্টা। (এটি) একটি গ্রন্থ যা আমি তোমার কাছে অবতীর্ণ করেছি যেন তুমি লোকদের, তাদের পালয়িতার অনুমতিক্রমে, আনতে পারো অন্ধকার থেকে আলোকে—মহাশক্তি প্রশংসিতের পথে।

২ আল্লাহ্‌—যাঁর যা কিছু আছে আকাশে আর যা কিছু আছে পৃথিবীতে। আর হতভাগ্য অবিশ্বাসীরা—যে কঠোর শাস্তি তারা পাবে সেই জন্য—

৩ যারা সংসারের জীবন বেশি ভালবাসে আর (লোকদের) বাধা দেয় আল্লাহ্‌র পথে, আর তাকে করতে চায় বাঁকা—এরাই দূরে-নিয়ে-যাওয়া ভ্রান্তিতে।

৪ আর আমি কোনো বাণীবাহককে পাঠাই নি তাঁর জাতির ভাষায় ভিন্ন যেন তিনি তাদের জন্য (বাণী) স্পষ্ট করতে পারেন। তার পর আল্লাহ্‌ পথভ্রষ্ট করেন যাকে খুশী, আর তিনি মহাশক্তি জ্ঞানী।

৫ আর নিঃসন্দেহ আমি মূসাকে পাঠিয়েছিলাম আমার নির্দেশাবলী দিয়ে এই ব'লে : তোমার জাতিকে অন্ধকার থেকে

আলোকে আনো আর তাদের স্মরণ করাও আল্লাহ্‌র দিনের
কথা (যখন তিনি তাদের উদ্ধার করেছিলেন) নিঃসন্দেহ এতে
নিদর্শন রয়েছে প্রত্যেক ধৈর্যবান্ কৃতজ্ঞের জন্য।

৬ আর যখন মূসা তাঁর জাতিকে বললেন : স্মরণ করো তোমাদের
প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ যখন তিনি তোমাদের উদ্ধার করে-
ছিলেন ফেরাউনের লোকদের থেকে যারা তোমাদের পীড়ন
করেছিল কঠিন শাস্তি দিয়ে আর হত্যা করেছিল তোমাদের
পুত্রদের আর রেহাই দিয়েছিল তোমাদের নারীদের, আর এতে
ছিল তোমাদের পালয়িতার তরফ থেকে এক বড় পরীক্ষা।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

৭ আর যখন তোমার পালয়িতা ঘোষণা করেছিলেন : যদি
তোমরা কৃতজ্ঞ হও নিঃসন্দেহ আমি তোমাদের আরো দেবো,
আর যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও—আমার শাস্তি নিঃসন্দেহ
কঠোর।

৮ আর মূসা বলেছিলেন : যদি অকৃতজ্ঞ হও, তোমরা আর
পৃথিবীতে যারা আছে সবাই—নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ অনন্য-
নির্ভর, প্রশংসিত।

৯ তোমাদের কাছে কি পৌঁছে নি তোমাদের পূর্ববর্তীদের
কথা—নূহ্-এর আর আদ-এর আর সামুদের লোকদের কথা
আর তাদের পরবর্তীদের ? কেউ তাদের জানে না আল্লাহ্
ভিন্ন। তাদের পয়গাম্বররা তাদের কাছে এসেছিলেন স্পষ্ট
প্রমাণাবলী নিয়ে। কিন্তু তারা তাদের হাত দিয়েছিল তাঁদের
মুখে আর বলেছিল : নিঃসন্দেহ আমরা অবিশ্বাস করি তাতে
যা দিয়ে তোমরা প্রেরিত হয়েছ আর নিঃসন্দেহ আমরা গভীর
সন্দেহে আছি যার দিকে তোমরা আমাদের ডাকছ সে সম্বন্ধে।

১০ তাদের রসুলরা বলেছিলেন : আছে কি সন্দেহ আল্লাহ্
সম্বন্ধে যিনি স্রষ্টা অন্তরীক্ষের ও পৃথিবীর ? তিনি তোমাদের

ডাকছেন তোমাদের দোষত্রুটি মার্জনা করার জন্য, আর তোমাদের বিরাম দিতে একটি নির্ধারিত কাল পর্যন্ত। তারা বললে : তোমরা আমাদের মতো মানুষ ভিন্ন আর কিছু নও, তোমরা আমাদের ফেরাতে চাচ্ছ আমাদের পিতাপিতামহরা যার উপাসনা করতো তা থেকে, সেজন্য আমাদের কাছে আনো আরো কিছু স্পষ্ট নির্দেশ।

১১ তাদের পয়গাম্বররা তাদের বলেছিলেন : আমরা তোমাদের মতো মানুষ ভিন্ন আর কিছু নই, কিন্তু আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেন তাঁর দাসদের যাকে খুশী, আর এটি আমাদের জন্য নয় যে আমরা তোমাদের জন্য কোনো নির্দেশ আনবো আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতীত ; আর আল্লাহ্‌র উপরে বিশ্বাসীরা নির্ভর করবে।

১২ আর কি কারণ আমাদের আছে যে আমরা আল্লাহ্‌র উপরে নির্ভর করবো না ? আর নিঃসন্দেহ তিনি আমাদের চালিত করেছেন আমাদের পথে ; আর নিঃসন্দেহ আমরা ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করবো আমাদের উপরে তোমাদের আঘাত ; আর আল্লাহ্‌র উপরে নির্ভর করবে নির্ভরকারীরা।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

১৩ আর অবিশ্বাসীরা তাদের পয়গাম্বরদের বলেছিল : নিশ্চয় আমরা তোমাদের আমাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবো অথবা তোমরা আমাদের ধর্মে ফিরে আসবে। সেজন্য তাদের পালয়িতা তাঁদের প্রত্যাদেশ দিয়েছিলেন : নিঃসন্দেহ আমি ধ্বংস করবো অন্যায়কারীদের ;

১৪ আর নিঃসন্দেহ তাদের পরে আমি তোমাদের দেশে প্রতিষ্ঠিত করবো। এটি তার জন্য যে ভয় করে আমার সামনে দাঁড়াতে, আর ভয় করে আমার শাস্তি।

১৫ আর তারা বিচার চেয়েছিল—আর প্রত্যেক গর্বিত বিরুদ্ধাচারী বিফল হয়েছিল।

১৬ তার সামনে জাহান্নাম আর তাকে পান করতে দেওয়া হবে ক্লেদপূর্ণ জল।

১৭ সে তা অল্প অল্প পান করবে, আর তা আরামে গলাধঃকরণ করতে পারবে না, আর মৃত্যু তার কাছে আসবে প্রত্যেক দিক থেকে, কিন্তু সে মরবে না, আর তার সামনে আছে কড়া শাস্তি।

১৮ যারা তাদের পালয়িতায় অবিশ্বাস করে তাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে— তাদের কাজ যেন ছাই যার উপরে জোরে বাতাস বয় ঝড়ের দিনে, যা তারা অর্জন করেছে তার কিছুরই উপরে তাদের কোনো ক্ষমতা থাকবে না—এই বহু-দূরে-নিয়ে-যাওয়া ভ্রান্তি।

১৯ তোমরা কি দেখো না আল্লাহ্ আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন সত্যের সঙ্গে? তিনি যদি চান তবে তোমাদের সরিয়ে দেবেন আর এক নতুন সৃষ্টির পত্তন করবেন।

২০ আর এটি আল্লাহ্‌র জন্য কঠিন নয়।

২১ আর তারা সবাই আসবে আল্লাহ্‌র সামনে, তখন যারা দুর্বল তারা বলবে যারা ছিল গর্বিত তাদের : নিঃসন্দেহ আমরা ছিলাম তোমাদের অনুবর্তী, সেজন্য আল্লাহ্‌র শাস্তির কিছুটা আমাদের থেকে ফেরাতে পারো কি? তারা বলবে : আল্লাহ্ যদি আমাদের চালিত করতেন তবে আমরাও তোমাদের চালিত করতে পারতাম, আজ সমান আমাদের কাছে আমরা ধৈর্যহীন অথবা ধৈর্যবান্; কোনো জায়গা আমাদের জন্য নেই যেখানে পালাতে পারি।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

২২ আর যখন ব্যাপারটার মীমাংসা হয়ে গেছে তখন শয়তান বলবে : নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ তোমাদের দিয়েছিলেন সত্য প্রতিশ্রুতি, আর আমি তোমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম পরে তোমাদের কাছে তা রাখতে পারি নি, আর তোমাদের উপরে আমার কোনো কর্তৃত্ব ছিল না এ ভিন্ন যে আমি তোমাদের

ডেকেছিলাম আর তোমরা আমার অনুগত হয়েছিলে, সেজন্য আমাকে দোষ দিও না বরং নিজেদের দোষ দাও, আমি তোমাদের সহায় হতে পারি না তোমরাও আমার সহায় হতে পারো না, নিঃসন্দেহ তোমরা যে আল্লাহ্‌র সঙ্গে আমাকে অংশী করেছিলে তাতে আমি অবিশ্বাস করেছিলাম, নিঃসন্দেহ অন্যায়কারীদের জন্য আছে কড়া শাস্তি।

২৩ আর যারা বিশ্বাস করে ও ভালো কাজ করে তাদের প্রবেশ করানো হবে বেহেশ্‌তে যার নিচে দিয়ে বইছে বহু নদী, সেখানে স্থায়ীভাবে বাস করবে তাদের পালয়িতার অনুমতি-ক্রমে, সেখানে তাদের সম্ভাষণ হবে—শান্তি।

২৪ তোমরা কি দেখো নি কেমন করে আল্লাহ্‌ দৃষ্টান্ত দেন: ভালো কথা যেন একটি ভালো গাছ যার মূল দৃঢ় আর যার ডালপালা আকাশে—

২৫ ফল দিচ্ছে প্রত্যেক ঋতুতে আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে; আর আল্লাহ্‌ মানুষদের জন্য দৃষ্টান্ত দেন যেন তারা স্মরণ করতে পারে।

২৬ আর মন্দ কথার দৃষ্টান্ত হচ্ছে—একটি মন্দ গাছ যা মাটি থেকে উপড়ে ফেলা হয়েছে—তার স্থিতি নেই।

২৭ যারা বিশ্বাস করে আল্লাহ্‌ তাদের প্রতিষ্ঠিত করেন নিশ্চিত বাণীর দ্বারা এই সংসারের জীবনে ও পরকালে, আর আল্লাহ্‌ অন্যায়কারীদের পথভ্রষ্ট করেন; আল্লাহ্‌ করেন যা তাঁর ইচ্ছা।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

২৮ তাদের কি দেখো নি যারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ বদল করেছে অকৃতজ্ঞতার সঙ্গে আর তাদের লোকদের নামিয়ে দিয়েছে ক্ষতির আবাসে?

২৯ জাহান্নামে? তারা এতে প্রবেশ করবে—বাস করার জন্য এটি অবাঞ্ছিত স্থান।

৩০ আর তারা আল্লাহ্‌র সমকক্ষ দাঁড় করায় যেন তারা (লোকদের) বিপথে নিতে পারে তাঁর পথ থেকে। বলো ঃ উপভোগ করো, নিঃসন্দেহ তোমাদের প্রত্যাবর্তন আগুনে।

৩১ বলো আমার দাসদের যারা বিশ্বাস করে তারা যেন উপাসনা প্রতিষ্ঠিত রাখে আর তাদের যে জীবিকা দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে গোপনে ও প্রকাশ্যে সেইদিন আসবার পূর্বে যেদিন চলবে না কোনো বিনিময় অথবা পারস্পরিক সহায়তা।

৩২ আল্লাহ্ তিনি যিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশ ও পৃথিবী আর অবতীর্ণ করেছেন জল মেঘ থেকে, তার পর তার সাহায্যে ফলিয়েছেন ফল—তোমাদের জন্য একটি খাদ্য, আর জাহাজ-গুলোকে তিনি করেছেন তোমাদের সেবারত যেন তারা সমুদ্রে চলতে পারে তাঁর নির্দেশে, আর তোমাদের সেবারত করেছেন নদীগুলোকে।

৩৩ আর আপন-চক্রপথে-চলা সূর্য ও চন্দ্রকে তিনি তোমাদের সেবারত করেছেন, আর তিনি তোমাদের সেবারত করেছেন রাত্রিকে ও দিনকে।

৩৪ আর তিনি তোমাদের দেন সব যা তোমরা তাঁর কাছে চাও; আর যদি তোমরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ গণনা করো তোমরা সেসব গণনা করতে পারবে না; নিঃসন্দেহ মানুষ অত্যন্ত অন্যায়কারী, অত্যন্ত অকৃতজ্ঞ।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

৩৫ আর যখন ইব্রাহিম বলেছিলেন ঃ হে আমার পালয়িতা, এই শহর নিরাপদ করো আর আমাকে ও আমার পুত্রদের প্রতিমা-দের বন্দনা থেকে রক্ষা করো।

৩৬ হে আমার পালয়িতা, নিঃসন্দেহ তারা বহু মানুষকে বিপথে নিয়েছে; এর পর যে কেউ আমার অনুবর্তী হয় সে নিঃসন্দেহ

আমার, আর যে কেউ আমার অবাধ্য হয়—নিঃসন্দেহ তুমি ক্ষমাশীল করুণাময়।

৩৭ হে আমাদের পালয়িতা, নিঃসন্দেহ আমার সন্তানদের থেকে একটি অংশ আমি প্রতিষ্ঠিত করেছি তোমার গৃহের নিকটে চাষের অযোগ্য উপত্যকায়, হে আমাদের পালয়িতা, যেন তারা উপাসনা প্রতিষ্ঠিত রাখতে পারে সেজন্য কিছু লোকের মন তাদের প্রতি অনুকূল করো, আর তাদের জীবিকার জন্য ফল দাও যেন তারা কৃতজ্ঞ হতে পারে।

৩৮ হে আমাদের পালয়িতা, নিশ্চয় তুমি জানো কি আমরা লুকোই আর কি আমরা প্রকাশ করি ; আর পৃথিবীতে অথবা অন্তরীক্ষে কিছুই লুকোনো নেই আল্লাহ্ থেকে।

৩৯ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি বৃদ্ধ বয়সে আমাকে দিয়েছেন ইস্‌মাইলকে ও ইস্‌হাককে, নিঃসন্দেহ আমার পালয়িতা প্রার্থনার শ্রোতা।

৪০ হে আমার পালয়িতা, আমাকে উপাসনা প্রতিষ্ঠিত করতে দাও আর আমার সন্ততি থেকেও, হে আমাদের পালয়িতা, আর আমার প্রার্থনা গ্রহণ করো।

৪১ হে আমাদের পালয়িতা, আমাকে মার্জনা ক'রো আর আমার পিতামাতাকে ও বিশ্বাসীদের, সেইদিন যেদিন হিসাব দেওয়া হবে।

সপ্তম অনুচ্ছেদ

৪২ আর ভেবো না আল্লাহ্ বেখেয়াল অন্যায়কারীরা যা করে সে সম্বন্ধে, তিনি শুধু তাদের বিরাম দিচ্ছেন সেইদিন পর্যন্ত যেদিন চোখগুলো চেয়ে থাকবে অপলক দৃষ্টিতে—

৪৩ ছুটছে সামনে, তাদের মাথা খাড়া, তাদের চোখ আর নিজেদের দিকে ফিরছে না, আর তাদের হৃদয় শূন্য।

৪৪ আর লোকদের সাবধান করো সেইদিন সম্বন্ধে যখন শাস্তি

তাদের কাছে আসবে, তখন যারা ছিল অন্যায়কারী তারা বলবে : হে আমাদের পালয়িতা, আমাদের বিরাম দাও একটি কাছের কাল পর্যন্ত, আমরা তোমার ডাকে সাড়া দেবো আর পয়গাম্বরদের অনুসরণ করবো। কী? তোমরা কি পূর্বে শপথ করো নি যে তোমরা চলে যাবে না!

৪৫ আর যারা নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছিল তাদের বাসগৃহে তোমরা কি বাস করো নি, আর এটি তোমাদেব কাছে কি স্পষ্ট হয় নি যে তাদের প্রতি আমি কি ব্যবহার করেছিলাম, তাদের করেছিলাম তোমাদের জন্য দৃষ্টান্তস্থল।

৪৬ নিঃসন্দেহ তারা চক্রান্ত করেছিল, আর তাদের চক্রান্ত আল্লাহ্‌র কাছে। যদিও তাদের চক্রান্ত এমন যে তার দ্বারা পাহাড়গুলো সরিয়ে দেওয়া যায়।

৪৭ সেজন্য ভেবো না যে আল্লাহ্‌ তাঁর পযগাম্বরদের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতির অন্যথা করবেন; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ মহাশক্তি, মহাপ্রতিফলদাতা

৪৮ সেইদিন যেদিন পৃথিবী বদলে হবে ভিন্ন রকমের পৃথিবী, আর অন্তরীক্ষও, আর তারা আসবে আল্লাহ্‌র সামনে—যিনি এক, সর্বশক্তিমান্‌।

৪৯ আর তুমি সেদিন অপরাধীদের দেখবে শিকল দিয়ে একসঙ্গে বাঁধা—

৫০ তাদের জামা পীচের, আর আগুন আবৃত করে আছে তাদের মুখ—

৫১ যেন আল্লাহ্‌ প্রত্যেক প্রাণকে প্রতিদান দিতে পারেন যা সে অর্জন করেছে (সেই অনুসার); নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ হিসাবে সত্বর।

৫২ এটি পর্যাপ্ত বিবৃতি লোকদের জন্য যেন তারা এর দ্বারা সাবধান হতে পারে, আর যেন তারা জানতে পারে যে তিনি এক উপাস্য আর যেন স্মরণ করতে পারে যারা জ্ঞানী তারা।

আল্-হিজ্‌র

[কোর্‌আন শরীফের পঞ্চদশ সূরার নাম আল্-হিজ্‌র—তার অর্থ, পাহাড় বা পাথর।

এটিকে সাধারণত মধ্য-মক্কীয় জ্ঞান করা হয়।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

করুণাময় কৃপাময় আল্লাহ্‌র নামে

১ আলিফ—লাম—রা—আমি আল্লাহ্‌ দ্রষ্টা। এগুলো হচ্ছে গ্রন্থের আয়াত আর একটি উজ্জ্বল কোর্‌আন (ভাষণ)।

চতুর্দশ খণ্ড

২ হতে পারে যারা অবিশ্বাসী তারা চায় যদি তারা মুসলমান (সমর্পিতচিত্ত) হোতো।

৩ তারা খাক ও ভোগ করুক আর আশা তাদের ভোলাক, যেহেতু শীগগিরই তারা জানবে।

৪ আর কখনো আমি কোনো বসতি ধ্বংস করি নি যাকে তার সম্বন্ধে বিধান জানানো হয় নি।

৫ কোনো জাতি তাদের নির্ধারিত কাল ডিঙিয়ে যেতে পারে না, তারা তার পেছনেও থাকতে পারে না।

৬ আর তারা বলে: তুমি, যার কাছে স্মারক অবতীর্ণ হয়েছে, নিঃসন্দেহ তুমি মাথা-খারাপ—

৭ কেন আমাদের কাছে ফেরেশ্‌তাদের আনো না যদি তুমি সত্যবাদী হও?

৮ আমি ফেরেশ্‌তাদের পাঠাই না সত্যের সঙ্গে ভিন্ন ; আর তখন তাদের বিরাম দেওয়া হবে না।

৯ নিঃসন্দেহ আমি অবতীর্ণ করেছি স্মারক (কোর্‌আন) আর নিঃসন্দেহ আমি তার রক্ষক।

১০ আর নিঃসন্দেহ তোমার পূর্বে আমি (পয়গাম্বরদের) পাঠিয়েছিলাম প্রাচীনকালের সম্প্রদায়দের মধ্যে।

১১ আর তাদের কাছে এমন কোনো বাণীবাহক আসেন নি যাঁকে তারা বিদ্রূপ না করেছে।

১২ এইভাবে একে (বিদ্রূপ করাকে) আমি অপরাধীদের অন্তরে প্রবেশ করাই।

১৩ তারা এতে বিশ্বাস করে না, আর নিঃসন্দেহ সেকালের লোকদের দৃষ্টান্ত পূর্ববর্তী হয়েছে।

১৪ আর যদি তাদের জন্য খুলে দিই আকাশে প্রবেশের দরজা আর তা দিয়ে তারা উপরে উঠতে থাকে—

১৫ তারা নিঃসন্দেহ বলবে : আমাদের চোখ ঢাকা পড়েছে,—না আমাদের জাদু করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

১৬ আর নিঃসন্দেহ আমি আকাশে দুর্গ তৈরি করেছি আর তা শোভন করেছি দর্শকদের কাছে।

১৭ আর আমি তাকে রক্ষা করি প্রত্যেক বিতাড়িত শয়তানের বিরুদ্ধে—

১৮ সে ব্যতীত যে লুকিয়ে শোনে, ফলে তাদের পেছনে ছোটে উজ্জ্বল উল্কা।

১৯ আর পৃথিবী—তাকে আমি প্রসারিত করেছি আর তাতে স্থাপন করেছি দৃঢ় পর্বত আর তাতে তৈরি করেছি প্রত্যেক যোগ্য বস্তু।

২০ আর তাতে আমি তৈরি করেছি খাদ্য তোমাদের জন্য, আর তাদের জন্য যাদের জন্য তোমরা দেনেওয়ালা নও।

২১ আর কোনো কিছু নেই যার ভাণ্ডার আমার কাছে নয়। আর আমি তা অবতীর্ণ করি না নির্দিষ্ট পরিমাপে ভিন্ন।

২২ আর আমি উর্বরতা-সঞ্চারক বাতাসদের পাঠাই, তার পর মেঘ থেকে অবতীর্ণ করি জল, তা তোমাদের দিই পান করার জন্য, আর তার মজুতদার তোমরা নও।

২৩ আর নিঃসন্দেহ আমিই প্রাণ দিই আর মৃত্যু দিই, আর আমি উত্তরাধিকারী (সবের পরে জীবিত থাকি)।

২৪ আর নিঃসন্দেহ আমি জানি তোমাদের মধ্যে কারা অগ্রগামী, আর নিঃসন্দেহ আমি জানি কারা পিছিয়ে আছে।

২৫ আর নিঃসন্দেহ তোমার পালয়িতা তাদের সবাইকে একত্রিত করবেন, নিঃসন্দেহ তিনি জ্ঞানী, ওয়াকিফহাল।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

২৬ আর নিঃসন্দেহ আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি কুমোরের মাটি থেকে, কালো মাটি থেকে রূপ-দেওয়া।

২৭ আর আমি পূর্বে জিন সৃষ্টি করি প্রখর আগুন দিয়ে।

২৮ আর যখন তোমার পালয়িতা ফেরেশ্‌তাদের বললেন : নিঃসন্দেহ আমি (মরণশীল) মানুষ সৃষ্টি করছি কুমোরের কাদা দিয়ে, কালো কাদা থেকে রূপ দেওয়া,

২৯ সেজন্য যখন আমি তাকে তৈরি করেছি আর তাতে শ্বাস দিয়েছি আমার রূহ (আত্মা বা প্রেরণা) থেকে তখন পতিত হও তার প্রতি সেজ্‌দারত হয়ে।

৩০ সেজন্য ফেরেশ্‌তারা সেজদা করলে, সবাই একসঙ্গে,

৩১ ইবিলিস ব্যতীত—সে তাঁদের অন্তর্গত হতে অস্বীকার করলে যারা সেজদা করেছিল।

৩২ তিনি বললেন : হে ইবলিস্, কি তোমার হয়েছে যে তুমি সেজদারতদের অন্তর্গত নও ?

৩৩ সে বললে : আমি তেমন নই যে আমি সেজদা করবো একজন

মানুষকে যাকে তুমি তৈরি করেছ কুমোরের কাদা দিয়ে—
কালো কাদা থেকে রূপ-দেওয়া।

৩৪ তিনি বললেন : তবে চলে যাও এখান থেকে, কেন না নিঃসন্দেহ
তুমি বিতাড়িত :

৩৫ আর নিঃসন্দেহ এই অভিসম্পাত তোমার উপরে থাকবে
বিচারের দিন পর্যন্ত।

৩৬ সে বললে : হে আমার পালয়িতা, তবে আমাকে বিরাম দাও
সেই সময় পর্যন্ত যখন তাদের তোলা হবে।

৩৭ তিনি বললেন : তবে নিঃসন্দেহ তুমি বিরামপ্রাপ্তদের দলের—

৩৮ একটি নির্ধারিত কাল পর্যন্ত।

৩৯ সে বললে : হে আমার পালয়িতা, যেহেতু তুমি জীবনকে
আমার জন্য করেছ মন্দ, আমি নিশ্চয় (মন্দকে) তাদের জন্য
চিত্তাকর্ষক করবো পৃথিবীতে, আর নিশ্চয় আমি তাদের
সবাইকে বিপথগামী করবো—

৪০ তাদের মধ্যে যারা তোমার নির্বাচিত দাস তারা ব্যতীত।

৪১ তিনি বললেন : এই আমার কাছে যথার্থ পথ :

৪২ নিঃসন্দেহ, যারা আমার দাস, তাদের উপরে তোমার কোনো
কর্তৃত্ব নেই—বিপথগামীদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করে
তারা ব্যতীত।

৪৩ আর নিঃসন্দেহ জাহান্নাম হচ্ছে তাদের সবার জন্য প্রতিশ্রুত
স্থান :

৪৪ তার আছে সাত ফটক—প্রত্যেক ফটকে তাদের একটি ভিন্ন
দল থাকবে।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

৪৫ নিঃসন্দেহ যারা সীমারক্ষাকারী তারা স্থান পাবে উদ্যানে আর
ঝরনার মধ্যে।

৪৬ প্রবেশ করো সেসবে শান্তিতে, নিরাপত্তায়,

৪৭ আর আমি উন্মূলিত করবো যা কিছু ক্ষোভ আছে তোমাদের বুকে—ভাইদের মতো, সামনাসামনি ব'সে, উঁচু আসনে—

৪৮ সেখানে তাদের কাছে আসবে না শ্রম, তারা সেখান থেকে স্থানচ্যুতও হবে না।

৪৯ সংবাদ দাও আমার দাসদের যে আমি ক্ষমাশীল কৃপাময়।

৫০ আর আমার শাস্তি—তা কড়া শাস্তি।

৫১ আর তাদের সংবাদ দাও ইব্রাহিমের অতিথিদের সম্বন্ধে :

৫২ যখন তারা তাঁর কাছে এলো, তারা বললে : শান্তি। তিনি বললেন : নিঃসন্দেহ আমরা ভীত তোমাদের সম্বন্ধে।

৫৩ তারা বললে : ভীত হয়ো না, নিঃসন্দেহ আমরা তোমাকে দেবো একটি পুত্রের সুসংবাদ—যে (হবে) অভিজ্ঞ।

৫৪ তিনি বললেন : তোমরা আমাকে সুসংবাদ দিচ্ছ যখন বার্ধক্য আমার উপরে এসে পড়েছে ? তবে কিসের সুসংবাদ তোমরা দিচ্ছ ?

৫৫ তারা বললে : আমরা তোমাকে সুসংবাদ দিচ্ছি সত্যের সঙ্গে, সেজন্য হতাশ্বাস দলের হ'য়ো না।

৫৬ তিনি বললেন : আর কে হতাশ্বাস হয় তার পালয়িতার করুণা সম্বন্ধে পথভ্রষ্টরা ব্যতীত ?

৫৭ তিনি বললেন : তবে কি তোমাদের কাজ হে প্রেরিতগণ ?

৫৮ তারা বললে : নিঃসন্দেহ আমরা প্রেরিত একটি অপরাধী সম্প্রদায়ের প্রতি—

৫৯ লূতের অনুবর্তীরা ভিন্ন ; নিঃসন্দেহ তাদের সবাইকে আমরা উদ্ধার করবো—

৬০ তার স্ত্রী ব্যতীত। আমি (আল্লাহ্) বিধান করেছিলাম যে সে নিঃসন্দেহ তাদের দলের হবে যারা পিছনে পড়ে থাকে।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

৬১ সেজন্য যখন বাণীবাহকরা এলো লূতের পরিজনের কাছে,

৬২ তিনি বললেন : নিঃসন্দেহ তোমরা অপরিচিত লোক।
৬৩ তারা বললে : না, আমরা তোমার কাছে এসেছি তা নিয়ে যে
সম্বন্ধে তারা বিতর্ক করেছিল ;
৬৪ আর আমরা তোমার কাছে এসেছি সত্যের সঙ্গে, আর
নিঃসন্দেহ আমরা সত্যপরায়ণ ;
৬৫ সেজন্য তোমার অনুবর্তীদের নিয়ে বেরিয়ে যাও রাত্রের এক
অংশে, আর তুমি তাদের পিছনে যাও, আর তোমাদের কেউ
ফিরে না দেখুক, আর যেখানে তোমাদের যেতে আদেশ
দেওয়া হোলো সেখানে চলে যাও।
৬৬ আর তার কাছে আমি প্রকাশ করেছিলাম এই নির্দেশ যে
এদের শিকড় কাটা হবে প্রভাতে।
৬৭ আর শহরের লোকেরা এলো খুশী হয়ে।
৬৮ তিনি বললেন : নিঃসন্দেহ এরা আমার অতিথি, সেজন্য আমাকে
লাঞ্ছিত ক'রো না,
৬৯ আর আল্লাহ্‌র সীমা রক্ষা করো আর আমাকে লজ্জায়
ফেলো না।
৭০ তারা বললে : তোমাকে কি আমবা নিষেধ করি নি (অন্য)
লোকদের সম্বন্ধে !
৭১ তিনি বললেন : এই আমার কন্যারা যদি তোমরা কিছু
করতে চাও।
৭২ তোমার (মোহম্মদের) জীবনের শপথ তারা অন্ধভাবে
ঘুরছিল তাদের মত্ততায়।
৭৩ তার পর মহাধ্বনি তাদের ধরলো সূর্যোদয়ে।
৭৪ এইভাবে তা উলটে দিয়েছিলাম আর তাদের উপরে পোড়া
মাটির পাথর বৃষ্টি করেছিলাম।
৭৫ নিঃসন্দেহ এতে আছে নিদর্শন যারা পরীক্ষা ক'রে দেখে
তাদের জন্য।

৭৬ আর নিঃসন্দেহ এ একটি রাস্তার উপরে যা এখনো আছে।
৭৭ নিঃসন্দেহ এতে নিদর্শন আছে বিশ্বাসীদের জন্য।
৭৮ আর বনের লোকেরাও * নিঃসন্দেহ অন্যায় করেছিল,
৭৯ সেজন্য আমি তাদের প্রতিফল দিয়েছিলাম, আর নিঃসন্দেহ তারা উভয়ে এক খোলা চলতি পথের উপরে।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

৮০ আর পাহাড়ের অধিবাসীরাও * নিঃসন্দেহ বাণীবাহকদের প্রত্যাখ্যান করেছিল;
৮১ আমার নির্দেশাবলী তাদের দিয়েছিলাম, কিন্তু তারা সেসব থেকে মুখ ফিরিয়েছিল,
৮২ আব তারা পাহাড়ে পাথর খুঁদে ঘর তৈরি ক'রে নিরাপদ ছিল।
৮৩ কিন্তু মহাধ্বনি তাদের পাকড়াও করেছিল প্রাতঃকালে,
৮৪ আর যা তারা জমিয়েছিল তাতে তাদের কাজ দেয় নি।
৮৫ আর আমি আকাশ ও পৃথিবী আর এই দুইয়ের মধ্যে যা আছে (সেসব) সৃষ্টি করি নি সত্যের সঙ্গে ভিন্ন। আর নিঃসন্দেহ সময় আসছে। সেজন্য ফেরো সদয় ক্ষমার সঙ্গে।
৮৬ নিঃসন্দেহ তোমার পালয়িতা সর্বস্রষ্টা, ওয়াকিফহাল।
৮৭ আর নিঃসন্দেহ তোমাকে আমি দিয়েছি পুনঃপুনঃ-পঠিত সাতটি (শ্লোক) ** আর মহাসম্মানিত কোর্‌আন।
৮৮ তাদের মধ্যে কোনো কোনো দম্পতিকে ভোগের জন্য যা দিয়েছি তা চেয়ে চেয়ে দেখো না, আর তাদের দেখে দুঃখ ক'রো না, আর তোমার ডানা নামাও (স্নেহে) বিশ্বাসীদের জন্য।
৮৯ আর বলো : নিঃসন্দেহ আমি স্পষ্ট সতর্ককারী—
৯০ যেমন আমি পাঠাই—তাদের প্রতি যারা ভাগ করে,

---

* মদিয়ান জাতি। † সামুদ জাতি। ** সুরা ফাতেহা।

৯১ যারা কোর্‌আন ভাগ করে বিভিন্ন অংশে।

৯২ সেজন্য, তোমার পালয়িতার শপথ, নিঃসন্দেহ তাদের সবাইকে আমি প্রশ্ন করবো,

৯৩ কি তারা করেছিল সেসম্বন্ধে।

৯৪ সেজন্য প্রকাশ্যভাবে বলো যা তোমাকে আদেশ করা হয়েছে—আর বহুদেববাদীদের থেকে ফেরো।

৯৫ নিঃসন্দেহ বিদ্রূপকারীদের বিরুদ্ধে আমি তোমার জন্য যথেষ্ট হবো—

৯৬ যারা অন্য উপাস্য দাঁড় করায় আল্লাহ্‌র সঙ্গে, সেজন্য তারা শীগগিরই জানবে।

৯৭ আর নিঃসন্দেহ আমি জানি তোমার বক্ষ পীড়িত হয় তারা যা বলে তাতে;

৯৮ সেজন্য তোমাব পালয়িতার প্রশংসা কীর্তন করো ও সেজদারতদের অন্তর্গত হও।

৯৯ আর তোমার পালয়িতার বন্দনা করো যে পর্যন্ত না তোমার কাছে আসে যা নিশ্চিত *।

* মৃত্যু

আন্-নহ্ল্

[কোর্আন শরীফের ষোড়শ সূরা আন্-নহ্ল্—মৌমাছি—এর ৬৮ সংখ্যক আয়াতে বলা হয়েছে—আর তোমার পালয়িতা মৌমাছিকে প্রেরণা দিলেন : বাসা তৈরি করো পাহাড়ে আর গাছে আর যা (যে বাসগৃহ) তারা তৈরি করে তাতে………।

প্রকৃতিতে যে ঐশ্বরিক বিধান রয়েছে তা মানুষের জন্য কত শুভকর সেই কথা এই সূরায় বিশেষভাবে বলা হয়েছে। জ্ঞানময় কল্যাণময় আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস জীবনের জন্য অমূল্য এই চিন্তা—অথবা সত্য—খুব লক্ষণীয় রূপ পেয়েছে এর ৫৬ থেকে ৬০ সংখ্যক আয়াতে।

এটি অন্ত্য-মক্কীয়, তবে কারো কারো মতে এর শেষের দিকের কয়েকটি আয়াত মদিনীয়।]

প্রথম অনুচ্ছেদ

করুণাময় কৃপাময় আল্লাহ্‌র নামে

১ আল্লাহ্‌র হুকুম এসেছে ; সেজন্য তাকে ত্বরান্বিত করতে চেষ্টা পেয়ো না। তাঁরই মহিমা, আর বহু উচ্চ অবস্থিত থাকুন তিনি তারা (তাঁর সঙ্গে) যেসব অংশী দাঁড় করায় সেসব থেকে।

২ তিনি ফেরেশ্‌তাদের পাঠান প্রেরণা দিয়ে, তাঁর নির্দেশে, তাঁর দাসদের মধ্যে যার উপরে তাঁর খুশী, এই ব'লে : সাবধান করো যে আর কোনো উপাস্য নেই আমি ভিন্ন, সেজন্য আমার সম্বন্ধে সীমারক্ষা করো।

৩ তিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন সত্যের সঙ্গে, বহু উচ্চে অবস্থিত থাকুন তিনি তারা যেসব অংশী দাঁড় করায় সেসব থেকে।

৪ তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন একবিন্দু তরল পদার্থ থেকে,
আর নিঃসন্দেহ সে একজন প্রকাশ্য প্রতিবাদী।

৫ আর গৃহপালিত পশুদের তিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য,
তাদের মধ্যে তোমরা পাও গরম কাপড়, আর (বহু) লাভ, আর
তাদের তোমরা খাও।

৬ আর তাদের মধ্যে আছে শোভা যখন তাদের তোমরা (ঘরে)
ফিরিয়ে আনো, আর যখন তোমরা তাদের বাইরে নিয়ে যাও
(চরার জন্য)।

৭ আর তারা তোমাদের ভারী বোঝা বহন ক'রে নিয়ে যায়
যে দেশে তোমরা যেতে পারতে না নিজেদেরকে অত্যন্ত কষ্ট না
দিয়ে, নিঃসন্দেহ তোমাদের পালয়িতা পরমস্নেহময়, কৃপাময়।

৮ আর ঘোড়া আর খচ্চর আর গাধা (এসব তিনি সৃষ্টি করেছেন)
যেন তোমরা তাদের উপরে চড়তে পারো, আর শোভার জন্য।
আর তিনি সৃষ্টি করেন যা তোমরা জানো না।

৯ আর আল্লাহ্‌র উপরে রয়েছে পথের নির্দেশের ভার আর
কতকগুলো আছে বাঁকা (পথ); আর যদি তাঁর ইচ্ছা হোতো
নিঃসন্দেহ তিনি তোমাদের সবাইকে চালিত করতেন ঠিক
পথে।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

১০ তিনিই মেঘ থেকে পাঠান জল তোমাদের জন্য; তার থেকে
তোমাদের পানীয় আর তার থেকে গাছ যাতে তোমরা চরাও*।

১১ তার দ্বারা তিনি তোমাদের জন্য জন্মান উদ্ভিদ আর জলপাই আর
খেজুর আর আঙুর আর সব রকমের ফল; নিঃসন্দেহ এতে
আছে একটি নিদর্শন যারা চিন্তা করে সেই লোকদের জন্য।

১২ আর তিনি তোমাদের সেবায় নিযুক্ত করেছেন রাত্রিকে ও
দিনকে, আর সূর্য আর চন্দ্র আর নক্ষত্ররা সেবারত হয়েছে তাঁর

* আরবে তৃণভোজী পশুরা সাধারণত গাছের পাতা খায়।

আদেশে। নিঃসন্দেহ এতে নিদর্শন আছে সেই লোকদের জন্য যারা বিচারবান্।

১৩ আর যা কিছু তিনি পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন বিচিত্র রঙের— নিঃসন্দেহ তাতে নিদর্শন রয়েছে সেই লোকদের জন্য যারা স্মরণ করে।

১৪ আর তিনি সমুদ্রকে করেছেন সেবারত যেন তা থেকে তোমরা খেতে পারো টাট্‌কা মাংস আর তা থেকে তুলতে পারো অলঙ্কার যা তোমরা পরো ; আর তুমি দেখছ জাহাজ তা কর্ষণ করছে যেন তোমরা তাঁর প্রাচুর্য চাইতে পারো আর যেন কৃতজ্ঞ হতে পারো।

১৫ আর তিনি পৃথিবীতে বসিয়েছেন অনড় পর্বত যেন তা তোমাদের সঙ্গে আন্দোলিত না হয়, আর নদী ও রাস্তা, যেন তোমরা পথ পাও।

১৬ আর চিহ্নাবলী ; আর তারার সাহায্যেও তারা পথ পায়।

১৭ তবে, যিনি সৃষ্টি করেন তিনি কি তার মতো যে সৃষ্টি করে না ? তবে কি তোমরা স্মরণ করবে না ?

১৮ আর তুমি যদি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহাবলী গণনা করো তুমি তার হিসাব করতে পারবে না। নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, কৃপাময়।

১৯ আর আল্লাহ্ জানেন কি তোমরা লুকোও আর কি তোমরা প্রকাশ্যভাবে করো।

২০ আর আল্লাহ্ ভিন্ন যাদের তারা ডাকে তারা কিছুই সৃষ্টি করে নি, আর তারা নিজেরা সৃষ্ট—

২১ মৃত (তারা), জীবন্ত নয়, আর তারা জানে না কখন তাদের তোলা হবে।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

২২ তোমাদের উপাস্য এক উপাস্য ; সেজন্য যারা পরকালে বিশ্বাস

করে না তাদের হৃদয় জানতে অনিচ্ছুক, আর তারা অহঙ্কারী।
২৩ নিশ্চয় আল্লাহ জানেন কি তারা লুকোয় আর কি তারা প্রকাশ করে ; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ অহঙ্কারীদের ভালোবাসেন না।
২৪ আর যখন তাদের বলা হয় : কি তা যা তোমাদের পালয়িতা অবতীর্ণ করেছেন ? তারা বলে ঃ সেকালের লোকদের গল্প—
২৫ যেন তারা কেয়ামতের দিনে তাদের পুরো বোঝা বহন করতে পারে আর তাদেরও বোঝার কিছু যাদের তারা পথভ্রষ্ট করেছে অজ্ঞানে ; হায়, মন্দ তা যা তারা বহন করে।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

২৬ তাদের পূর্বে লোকেরা নিঃসন্দেহ চক্রান্ত করেছিল ; কিন্তু আল্লাহ্‌ তাদের দালান ধ্বংস করেছিলেন বনিয়াদ থেকে তার পর ছাদ তাদের উপরে ভেঙে পড়েছিল তাদের উপর থেকে ; আর শাস্তি তাদের উপরে এসে পড়েছিল কোথা থেকে তারা জানে নি।
২৭ তার পর কেয়ামতের দিনে তিনি তাদের লাঞ্ছিত করবেন ও বলবেন ঃ কোথায় আমার অংশীরা যাদের জন্য তোমরা (আমার) বিরুদ্ধাচারী হয়েছিলে ? যাদের জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তারা বলবে : নিঃসন্দেহ লাঞ্ছনা ও মন্দ আজ অবিশ্বাসীদের উপরে।
২৮ ফেরেশ্‌তারা যাদের মৃত্যু ঘটায় তাদের নিজেদের প্রতি অন্যায়কারী থাকা কালে—তখন তারা (সেই লোকেরা) কৈফিয়ত দেবে ঃ আমরা খারাপ কিছু করি নি। না—নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ জানেন কি তোমরা করেছিলে।
২৯ সেজন্য জাহান্নামের দরজা দিয়ে ঢোকো সেখানে স্থায়ীভাবে থাকার জন্য। নিঃসন্দেহ অহঙ্কারীদের বাসস্থান মন্দ।
৩০ আর যারা সীমারক্ষাকারী তাদের বলা হয় ঃ কি তা যা তোমাদের পালয়িতা অবতীর্ণ করেছেন ? তারা বলে ঃ ভালো।

যারা এই সংসারে ভালো করে তাদের জন্য ভালো (পুরস্কার) আর নিঃসন্দেহ পরকালের বাসগৃহ আরো ভালো ; আর নিঃসন্দেহ সব চাইতে ভালো বাসগৃহ হবে তাদের যারা সীমারক্ষাকারী—

৩১ সর্বোচ্চ বেহেশ্‌ত—তাতে তারা প্রবেশ করবে—তার নিচে দিয়ে বইছে বহু নদী—তারা সেখানে পাবে যা চায়। এইভাবে আল্লাহ্‌ প্রতিদান দেন যারা সীমা রক্ষা করে তাদের—

৩২ ফেরেশ্‌তারা তাদের মৃত্যু ঘটায় ভালো অবস্থায় এই বলে : তোমাদের উপরে শান্তি, বেহেশ্‌তে প্রবেশ করো যা তোমরা করেছিলে তার জন্য।

৩৩ তারা আর কিছুর অপেক্ষা করে না এ ভিন্ন যে ফেরেশ্‌তারা তাদের কাছে আসবে অথবা তোমার পালয়িতার আদেশ কার্যকর হবে। এই আচরণ করেছিল তাদের পূর্ববর্তীরা, আর আল্লাহ্‌ তাদের প্রতি অন্যায় করেন নি কিন্তু তারা নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছিল।

৩৪ এই ভাবে মন্দ তারা যা করেছিল তা তাদের পীড়ন করবে, আর যে সম্বন্ধে তারা বিদ্রূপ করেছিল তা তাদের ঘেরাও করবে।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

৩৫ আর যারা (আল্লাহ্‌র) অংশী দাঁড় করায় তারা বলে : যদি আল্লাহ্‌ চাইতেন তবে আমরা আল্লাহ্‌ ভিন্ন আর কিছুর উপাসনা করতাম না, আমরাও না আমাদের পিতাপিতামহরাও না, আর আমরা কিছু নিষিদ্ধ করতাম না তাঁর (আদেশ) ব্যতিরেকে। এমনি করেছিল তাদের পূর্ববর্তীরা। তবে স্পষ্ট (বাণী) পৌঁছে দেওয়া ভিন্ন পয়গাম্বরদের জন্য আর কিছু (করণীয়) আছে কি ?

৩৬ আর নিঃসন্দেহ আমি প্রত্যেক জাতিতে একজন বাণীবাহক

উত্থিত করেছি এই ব'লে : আল্লাহ্‌র উপাসনা করো, আর মিথ্যাদেবতাদের পরিত্যাগ করো। সেজন্য তাদের মধ্যে কতক লোক ছিল যাদের আল্লাহ্‌ পথ দেখিয়েছিলেন, আর কতক লোক ছিল যাদের জন্য পথভ্রান্তি ছিল যোগ্য। সেজন্য দেশে ভ্রমণ করো তার পর দেখ কি পরিণাম হয়েছিল যারা প্রত্যাখ্যান করেছিল তাদের।

৩৭ তাদের পথপ্রাপ্তি যদিও তুমি খুব কামনা করো তবু আল্লাহ্‌ তাকে পথে চালিত করেন না যে বিপথে চালায়, আর তাদের জন্য কোনো সহায় নেই।

৩৮ আর তারা আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে তাদের খুব জোরালো শপথের দ্বারা যে আল্লাহ্‌ তাকে পুনর্জীবিত করবেন না যে মরে গেছে। না—কিন্তু এটি তাঁর একটি সত্য প্রতিশ্রুতি। কিন্তু অনেক লোক জানে না—

৩৯ যেন তিনি তাদের কাছে স্পষ্ট করতে পারেন যে বিষয়ে তাদের মতভেদ আছে, আর যারা অবিশ্বাস করে তারা যেন জানতে পারে যে তারা মিথ্যাবাদী।

৪০ আমি যখন কোনো-কিছুর ইচ্ছা করি তখন তার প্রতি আমার একটিমাত্র বাণী এই যে আমি তাকে বলি : হও—আর তা হয়।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

৪১ আর যারা আল্লাহ্‌র জন্য দেশত্যাগ করে অত্যাচারিত হবার পরে, আমি নিঃসন্দেহ তাদের দেবো ভালো বাসস্থান এই সংসারে, আর তাদের পরকালের প্রাপ্য হবে নিঃসন্দেহ আরো অনেক ভালো যদি তারা জানতো—

৪২ যারা ধৈর্যবান্‌ আর নির্ভর করে তাদের পালয়িতার উপরে।

৪৩ আর তোমার পূর্বে আমি মানুষদের ভিন্ন আর কাউকে পাঠাই নি যাদের আমি প্রত্যাদেশ দিয়েছিলাম, সেজন্য

স্মারকের অনুবর্তীদের * কাছে জিজ্ঞাসা করো যদি তোমরা না জানো—

৪৪ প্রমাণাবলী আর গ্রন্থ সঙ্গে নিয়ে (তাঁরা এসেছিলেন) আর আমি তোমার কাছে স্মারক অবতীর্ণ করেছি যেন তুমি স্পষ্ট করতে পারো লোকদের কাছে যা তাদের কাছে অবতীর্ণ করা হয়েছে, আর যেন তারা চিন্তা করতেও পারে।

৪৫ যারা মন্দের চক্রান্ত করে তারা তবে কি (নিজেদের) নিরাপদ মনে করে যে আল্লাহ্ পৃথিবীকে দিয়ে তাদের গ্রাস করাবেন না, অথবা শাস্তি তাদের উপরে এসে পড়বে না কোথা থেকে তা তারা জানে না ?

৪৬ অথবা তাদের তিনি পাকড়াও করবেন না তাদের এদিক ওদিক যাবার কালে, তার ফলে তারা পালাতে পারবে না ?

৪৭ অথবা তিনি তাদের পাকড়াও করবেন না অল্প অল্প ক্ষতি দিয়ে ? নিঃসন্দেহ তোমার পালয়িতা পরমস্নেহময়, পরমকৃপাময়।

৪৮ তারা কি দেখে নি সব কিছু যা আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন কেমন করে তাদের ছায়া ঝোঁকে ডাইনে ও বাঁয়ে আল্লাহ্‌কে সেজদা ক'রে, আর তারা পরম বিনত ?

৪৯ আর আল্লাহ্‌র প্রতি সেজদা (প্রণতি) করে যা আছে আকাশে আর যা আছে পৃথিবীতে, প্রাণিসমাজের আর ফেরেশ্‌তা-সমাজেরও, আর তারা গর্ব দেখায় না ;

৫০ তারা তাদের উপরকার পালয়িতাকে ভয় করে, আর সম্পাদন করে যা তাদের আদেশ করা হয়।

সপ্তম অনুচ্ছেদ

৫১ আর আল্লাহ্ বলেছেন : দুইজন উপাস্য গ্রহণ ক'রো না, তিনি

* ইহুদি ও খ্রীষ্টানদের কথা হচ্ছে কেন না মুসলমানদের পূর্বে তারা স্মারক-বাণী লাভ করেছিল।

একজন মাত্র উপাস্য ; সেজন্য আমার, শুধু আমার ভয়
রাখবে।

৫২ আর যা কিছু আছে আকাশে আর পৃথিবীতে সব তাঁর, আর
ধর্ম চিরদিন তাঁর। তবে কি তোমরা সীমা রক্ষা করবে
আল্লাহ্ ভিন্ন আর কারো ?

৫৩ আর যা কিছু অনুগ্রহ তোমাদের লাভ হয় তা আল্লাহ্ থেকে,
তার পর মন্দ যখন তোমাদের পাড়া দেয় তাঁকেই তোমরা
ডাকো সাহায্যের জন্য।

৫৪ তার পর যখন তিনি তোমাদের থেকে মন্দ দূর ক'রে দেন, দেখ,
তোমাদের একদল অন্যদের তাদের পালয়িতার অংশী দাঁড়
করায়—

৫৫ যেন তারা অস্বীকার করতে পারে যা তাদের আমি দিয়েছি।
তবে ভোগ করো, কেন না শীগগিরই তোমরা জানবে।

৫৬ আর আমি তাদের যা দিয়েছি তার এক অংশ তারা রেখে
দেয় জানে না কিসের জন্য। আল্লাহ্‌র শপথ, তোমাদের
নিশ্চয় জিজ্ঞাসা করা হবে যা সব তোমরা উদ্ভাবন করেছিলে
সে সম্বন্ধে।

৫৭ আর তারা আল্লাহ্‌তে আরোপ করে কন্যা—তাঁরই মহিমা।
আর নিজেদের জন্য—যা তারা চায়।

৫৮ আর যখন তাদের কাউকে দেওয়া হয় কন্যার সংবাদ তার
মুখ কালো হয়ে যায়, আর সে মনে মনে ক্রুদ্ধ হয়।

৫৯ সে লোকদের থেকে নিজেকে লুকোয় যে সংবাদ সে পেয়েছে
তার মন্দের জন্য ; সে কি তাকে রাখবে ঘৃণার সঙ্গে, না তাকে
কবর দেবে বালুর নিচে ? নিশ্চয় মন্দতা যা তারা সিদ্ধান্ত করে।

৬০ যারা পরকালে বিশ্বাস করে না তাদের ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত মন্দ ;
আর আল্লাহ্‌র ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত অতি উঁচু ; আর তিনি মহাশক্তি,
জ্ঞানী।

অষ্টম অনুচ্ছেদ

৬১ আর আল্লাহ্ যদি মানুষদের ধ্বংস করতেন তাদের অন্যায় করার জন্য তবে তিনি পৃথিবীর উপর একটি প্রাণীও রাখতেন না ; কিন্তু তিনি তাদের বিরাম দেন একটি নির্ধারিত কাল পর্যন্ত ; সেজন্য যখন তাদের মেয়াদ শেষ হয়ে যায় তখন তারা তাকে পিছিয়ে দিতে পারে না এক ঘড়িরও জন্য, (তাকে) এগিয়েও দিতে পারে না।

৬২ আর তারা আল্লাহ্‌তে আরোপ করে যা তারা নিজেরাও অপছন্দ করে, আর তাদের জিহ্বা এই মিথ্যা বলে যে যা বেশী ভালো তা হবে তাদের। নিঃসন্দেহ তাদের জন্য (পাওনা) হবে আগুন, আর তারা পরিত্যক্ত হবে।

৬৩ আল্লাহ্‌র শপথ, আমি (পয়গাম্বরদের) পাঠিয়েছিলাম জাতিদের কাছে তোমার পূর্বে, কিন্তু শয়তান তাদের কাজকে তাদের জন্য চিত্তাকর্ষক করেছিল, সেজন্য সে আজ তাদের বন্ধু ; আর তাদের জন্য আছে কড়া শাস্তি।

৬৪ আর আমি তোমার কাছে গ্রন্থ অবতীর্ণ করি নি এইজন্য ভিন্ন যে তুমি তাদের কাছে বিবৃত করতে পারবে যে বিষয়ে তাদের মতভেদ হয়েছে, আর একটি পথ-প্রদর্শন ও একটি করুণারূপে সেই লোকদের জন্য যারা বিশ্বাস করে।

৬৫ আর আল্লাহ্ আকাশ থেকে অবতীর্ণ করেছেন পানী, আর তা দিয়ে পৃথিবীকে জীবন দিয়েছেন তার মৃত্যুর পরে ; নিঃসন্দেহ এতে নিদর্শন আছে সেই লোকদের জন্য যারা শোনে।

নবম অনুচ্ছেদ

৬৬ আর নিঃসন্দেহ তোমাদের জন্য শিক্ষার বিষয় রয়েছে গৃহপালিত জন্তুতে। আমি তোমাদের পান করতে দিই যা রয়েছে তাদের পেটে তাদের মল ও রক্তের মধ্যে—খাঁটি দুধ, সুস্বাদু যারা পান করে তাদের জন্য।

৬৭ আর খেজুরের গাছের আর আঙুরলতার ফল থেকে—তোমরা তাদের থেকে পাও মদিরা আর উৎকৃষ্ট জীবিকা ; নিঃসন্দেহ এতে নিদর্শন রয়েছে সেই লোকদের জন্য যারা বিচারবান্।

৬৮ আর তোমার পালয়িতা মৌমাছিকে প্রত্যাদেশ (প্রেরণা) দিলেন : বাসা তৈরি কর পাহাড়ে আর গাছে আর তারা যে ঘর তৈরি করে তাতে ;

৬৯ তার পর খাও সব ফল থেকে আর তোমার পালয়িতার পথ অনুসরণ কর (তোমার জন্য) সুগম-করা পথে। তাদের পেট থেকে আসে একটি বিচিত্র বর্ণের পানীয়, যাতে আছে মানুষদের জন্য আরোগ্য ; নিঃসন্দেহ এতে নিদর্শন রয়েছে সেই লোকদের জন্য যারা চিন্তা করে।

৭০ আর আল্লাহ্ তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, তার পর তোমাদের মৃত্যু ঘটান ; আর তোমাদের মধ্যে আছে সে যাকে আনা হয়েছে জীবনের অধমতম দশায় ; তার ফলে জ্ঞানলাভের পর সে কিছুই জানে না। নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ জ্ঞাতা, শক্তিমান্।

দশম অনুচ্ছেদ

৭১ আর আল্লাহ্ তোমাদের কাউকে জীবিকার ব্যাপারে প্রাধান্য দিয়েছেন অন্যদের উপরে, সেজন্য যাদের প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে তারা তাদের জীবিকা দিয়ে দেয় না যাদের তাদের দক্ষিণ হস্ত লাভ করেছে * যেন তাদের সমান তারা হতে পারে ; তবে কি তারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ যা লাভ হয়েছে তা অস্বীকার করে ?

৭২ আর আল্লাহ্ তোমাদের জন্য স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন তোমাদের মধ্যে থেকে, আর তোমাদের দিয়েছেন পুত্র ও পৌত্রদের স্ত্রীদের থেকে, আর তোমাদের জীবিকা দিয়েছেন ভালো জিনিস থেকে। তবে কি তারা বিশ্বাস করে যা মিথ্যা তাতে, আর অবিশ্বাস করে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহাবলীতে ?

* অর্থাৎ যাদের তারা দাসরূপে পেয়েছে।

৭৩ আর তারা আল্লাহ্ ভিন্ন যার উপাসনা করে তারা কোনো
কর্তৃত্ব করে না আকাশ ও পৃথিবী থেকে আসা তাদের জীবিকার
উপরে, আর তাদের কোনো শক্তি নেই।

৭৪ সে জন্য আল্লাহ্‌র উপমা তৈরি ক'রো না; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্
জানেন আর তোমরা জানো না।

৭৫ আল্লাহ্ একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন: একজন দাস, (সে) অন্যের
সম্পত্তি, কোনো-কিছুর উপরে (তার) ক্ষমতা নেই, আর
একজন যাকে আমার তরফ থেকে দিয়েছি ভালো জীবিকা,
সুতরাং তা থেকে সে খরচ করে গোপনে ও প্রকাশ্যভাবে; এই
দুইজন কি সমান? সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র। না—তাদের
অনেকে জানে না।

৭৬ আর আল্লাহ্ দুইজন লোকের দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন: তাদের একজন
বোবা, কোনো কিছু করতে অক্ষম, আর সে তার প্রভুর জন্য
বোঝা; তাকে যেখানেই তিনি পাঠান সে ভালো কিছুই
আনতে পারে না; তাকে কি তুল্য ভাবা যেতে পারে
তার যে নির্দেশ দেয় যা ন্যায়সঙ্গত, আর সে চলেছে সরল
পথে?

একাদশ অনুচ্ছেদ

৭৭ আর আকাশ ও পৃথিবীর যা অদৃশ্য তা আল্লাহ্‌র; আর সেই
সময়ের ব্যাপার যেন চক্ষের নিমেষ অথবা তারও চাইতে
নিকটতর; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ সবকিছুর উপরে ক্ষমতাবান্।

৭৮ আর আল্লাহ্ তোমাদের এনেছেন তোমাদের মা-দের জঠর
থেকে—তোমরা কিছুই জানতে না—আর তিনি তোমাদের
দিয়েছেন শোনার ক্ষমতা আর দেখার ক্ষমতা আর হৃদয় যেন
তোমরা কৃতজ্ঞ হতে পারো।

৭৯ তারা কি দেখে না পাখিদের—বিধৃত (আল্লাহ্‌র বিধানে)
মধ্য-গগনে? কেউ তাদের ঠেকিয়ে রাখে না আল্লাহ্ ভিন্ন।

নিঃসন্দেহ এতে নিদর্শন রয়েছে যারা বিশ্বাস করে সেই লোকদের জন্য।

৮০ আর আল্লাহ্ তোমাদের আশ্রয় দিয়েছেন তোমাদের গৃহে, আর তিনি তোমাদের তাঁবু দিয়েছেন পশুর চামড়া থেকে যা তোমরা হাল্কা বোধ করো তোমাদের যাত্রার দিনে আর তোমাদের তাঁবুগাড়ার দিনে, আর তাদের পশম আর তাদের নরম চুল থেকে তিনি তোমাদের দিয়েছেন গৃহে ব্যবহার্য-দ্রব্য, আর উপভোগের সামগ্রী কিছুকালের জন্য।

৮১ আল্লাহ্ যা সৃষ্টি করেছেন সে সব থেকে তোমাদের জন্য তৈরি করেছেন রোদ থেকে আশ্রয়, আর পাহাড়ে তিনি তোমাদের জন্য তৈরি করেছেন আশ্রয়-স্থান, আর তোমাদের দিয়েছেন পোষাক উত্তাপ থেকে তোমাদের রক্ষা করার জন্য, আর বর্ম যুদ্ধে তোমাদের রক্ষা করার জন্য। এইভাবে তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ তিনি পূর্ণাঙ্গ করেন যেন তোমরা সমর্পিত-চিত্ত হতে পার।

৮২ কিন্তু যদি তারা ফিরে যায় তবে তোমার করণীয় হচ্ছে স্পষ্ট পৌঁছে দেওয়া।

৮৩ তারা জানে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ সম্বন্ধে, তবু তা অস্বীকার করে, আর তারা অনেকেই অকৃতজ্ঞ।

দ্বাদশ অনুচ্ছেদ

৮৪ আর যেদিন আমি প্রত্যেক জাতি থেকে দাঁড় করাব একজন সাক্ষী; তখন কোনো অনুমতি দেওয়া হবে না অবিশ্বাসীদের, তাদের অনুগ্রহ চাইতেও দেওয়া হবে না।

৮৫ আর যারা অন্যায় করেছে তারা যখন শাস্তি দেখবে—তা তাদের জন্য কমানো হবে না, তাদের বিরামও দেওয়া হবে না।

৮৬ আর যখন, যারা অংশী দাঁড় করিয়েছিল, তারা দেখবে অংশী-দেবতাদের, তারা বলবে: হে আমাদের পালয়িতা, এরাই

আমাদের অংশী-দেবতা তোমাকে ভিন্ন যাদের আমরা ডেকেছিলাম; কিন্তু তারা তাদের দিকে ছুঁড়ে মারবে এই উত্তর: নিঃসন্দেহ তোমরা মিথ্যাবাদী।

৮৭ আর তারা সেইদিন আল্লাহ্‌কে জানাবে আত্মসমর্পণ। আর তারা যা উদ্ভাবন করেছিল তা তাদের থেকে বিদায় নেবে।

৮৮ যারা অবিশ্বাস করে আর আল্লাহ্‌র পথ থেকে ফিরে যায় আমি তাদের শাস্তির সঙ্গে শাস্তি যোগ করব যেহেতু তারা অহিত করেছিল।

৮৯ আর যেদিন আমি প্রত্যেক জাতিতে দাঁড় করাব তাদের বিরুদ্ধে এক সাক্ষী তাদের মধ্যে থেকে, আর তোমাকে আনব একজন সাক্ষীরূপে এদের বিরুদ্ধে—আর আমি তোমার কাছে গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি সবকিছু স্পষ্ট ক'রে বিবৃত ক'রে, আর (এটি) এক পথনির্দেশ আর করুণা আর সুসংবাদ তাদের জন্যে যারা আত্মসমর্পণ করে।

ত্রয়োদশ অনুচ্ছেদ

৯০ নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ নির্দেশ দেন সুবিচারের আর ভালো করার, আর নিকট আত্মীয়ের হক দিয়ে দেবার, আর তিনি নিষেধ করেন অশালীনতা আর মন্দ, আর বিদ্রোহ; তিনি তোমাদের উপদেশ দেন যেন তোমরা স্মরণ করতে পার।

৯১ আর আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার পূর্ণ করো যখন তোমরা কোনো অঙ্গীকার করেছ, আর তোমাদের শপথগুলো ক্ষুন্ন ক'রো না সেগুলো দৃঢ় করার পরে, আর নিঃসন্দেহ তোমরা আল্লাহ্‌কে করেছ তোমাদের একজন জামিন; নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ জানেন যা তোমরা করো।

৯২ আর তার (সেই নারীর) মতো হয়ো না যে তার সুতো খুলে ফেলে, তাকে টুকরো টুকরো করে, তা (দিয়ে) শক্ত ক'রে বোনার পরে। তোমাদের শপথগুলোকে তোমরা করো তোমাদের

মধ্যে ছলনার উপায় যেহেতু এক জাতি অন্য জাতির চাইতে
সংখ্যায় বেশি। আল্লাহ্ এ দিয়ে তোমাদের পরীক্ষা করেন
মাত্র; আর পুনরুত্থানের দিনে তিনি নিঃসন্দেহ তোমাদের কাছে
স্পষ্ট করবেন যে বিষয়ে তোমাদের মতভেদ হয়েছিল।
৯৩ যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করতেন তবে তোমাদের (সবাইকে) এক
জাতির করতে পারতেন; কিন্তু তিনি পথভ্রান্ত করেন যাকে
খুশী আর পথ দেখান যাকে খুশী; আর নিঃসন্দেহ তোমাদের
জিজ্ঞাসা করা হবে তোমরা যা করেছিলে সে সম্বন্ধে।
৯৪ আর তোমাদের শপথগুলোকে তোমাদের মধ্যে ছলনার বিষয়
করো না পাছে যে পা মজবুত হয়েছে তা পিছলে যায়, আর
তোমাদের মন্দের স্বাদ পেতে হয়, যেহেতু তোমরা আল্লাহ্‌র
পথ থেকে ফিরে গেছ, আর তোমাদের লাভ হয় এক বড়
শাস্তি।
৯৫ আর আল্লাহ্‌র অঙ্গীকারের বিনিময়ে সামান্য লাভ নিও না;
নিঃসন্দেহ যা আল্লাহ্‌র কাছে আছে তা তোমাদের জন্য আরো
ভালো—যদি তোমরা জানতে।
৯৬ যা তোমাদের কাছে আছে তা চলে যায়, আর যা আল্লাহ্‌র
কাছে তা স্থায়ী। আর যারা ধৈর্যবান্ তারা যা করেছে সে-সবের
শ্রেষ্ঠের জন্য যা প্রাপ্য তা নিঃসন্দেহ আমি তাদের দেব।
৯৭ যে ভালো করে, পুরুষ হোক নারী হোক, আর সে বিশ্বাস করে,
তবে নিঃসন্দেহ আমি তাকে সঞ্জীবিত করব পবিত্র জীবন দিয়ে;
আর নিঃসন্দেহ তাদের আমি দেব তাদের প্রাপ্য তারা যা করেছে
সে-সবের শ্রেষ্ঠের জন্য।
৯৮ সে জন্য যখন কোরআন পাঠ করো, আল্লাহ্‌র শরণ চাও
বিতাড়িত শয়তান থেকে।
৯৯ নিঃসন্দেহ তার কোনো অধিকার নেই তাদের উপরে যারা
বিশ্বাস করে আর তাদের পালয়িতার উপরে নির্ভর করে।

১০০ তার অধিকার কেবল তাদের উপরে যারা তাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে আর যারা তাঁর অংশী দাঁড় করায়।

চতুর্দশ অনুচ্ছেদ

১০১ আর যখন আমি বদল করি এক আয়াত (শ্লোক) অন্য আয়াতের দ্বারা, আর আল্লাহ্ ভালো জানেন কি তিনি অবতীর্ণ করেন সে সম্বন্ধে, তারা বলে: নিঃসন্দেহ তুমি তৈরি করো। না—তাদের অনেকেই জানে না।

১০২ বলো: রুহুল কুদুস (জিব্রিল) এটি অবতীর্ণ করেছে তোমার পালয়িতা থেকে সত্যের সঙ্গে যেন এটি প্রতিষ্ঠিত করতে পারে যারা বিশ্বাস করে তাদের, আর পথপ্রদর্শন আর সুসংবাদরূপে তাদের জন্য যারা আত্মসমর্পিত।

১০৩ আর নিঃসন্দেহ আমি জানি যা তারা বলে: তাকে শেখায় একজন মানুষ মাত্র। যার ইঙ্গিত তারা মিথ্যা ক'রে দেয় তার ভাষা ভিন্নদেশীয় আর এ উজ্জ্বল আরবী ভাষা।

১০৪ যারা আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলীতে বিশ্বাস করে না নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ তাদের পথ দেখাবেন না, আর তাদের জন্য আছে কঠোর শাস্তি।

১০৫ কেবল তারাই মিথ্যা তৈরি করে যারা আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলীতে বিশ্বাস করে না, আর এরাই মিথ্যাবাদী।

১০৬ যে আল্লাহ্‌তে অবিশ্বাস করে বিশ্বাস করার পরে—সে নয় যে বাধ্য হয় কিন্তু তার হৃদয় বিশ্বাসে স্থির—কিন্তু সে যে (তার) বক্ষ প্রসারিত করে অবিশ্বাসের জন্য—এদের উপরে আল্লাহ্‌র ক্রোধ, আর এদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।

১০৭ এ এই জন্য যে তারা বেশি ভালবাসে এই সংসারের জীবন পরকালের চাইতে, আর এই জন্য যে আল্লাহ্ পথ দেখান না অবিশ্বাসী লোকদের।

১০৮ এরাই তারা যাদের হৃদয়ের উপরে, আর তাদের কানের উপরে,

আর তাদের চোখের উপরে আল্লাহ্‌ মোহর মেরে দিয়েছেন,
এরাই তারা যারা বেখেয়াল।

১০৯ সন্দেহ নেই যে পরকালে এরা হবে ক্ষতিগ্রস্ত।

১১০ এর পর নিঃসন্দেহ তোমার পালয়িতা—যারা দেশত্যাগ করে
উৎপীড়িত হবার পরে, তার পর তারা সংগ্রাম করে আর তারা
ধৈর্য্যবান্‌—তাদের সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ তোমার পালয়িতা এর পরে
ক্ষমাশীল, কৃপাময়।

পঞ্চদশ অনুচ্ছেদ

১১১ (স্মরণ করো) সেইদিন যখন প্রত্যেকে আসবে নিজের জন্য
ওকালতি ক'রে, আর প্রত্যেককে পুরো প্রাপ্য দেওয়া হবে যা
সে করেছে তার জন্য, আর তাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না।

১১২ আর আল্লাহ্‌ একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন: একটি শহর শান্তিতে
ও নিরাপত্তায় আছে, তার খাদ্য সবদিক থেকে আসে প্রচুর
ভাবে, কিন্তু তা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহাবলী সম্বন্ধে অকৃতজ্ঞ হোলো,
সে জন্য আল্লাহ্‌ তাকে আস্বাদ দিলেন ক্ষুধার ও ভয়ের
আবরণের যা তারা করেছিল তার জন্য।

১১৩ নিঃসন্দেহ তাদের কাছে এসেছিলেন এক বাণীবাহক তাদের
মধ্যে থেকে, কিন্তু তারা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, সেজন্য
শাস্তি তাদের পাকড়াও করেছিল যখন তারা ছিল অন্যায়কারী।

১১৪ সেজন্য খাও আল্লাহ্‌ যা দিয়েছেন তা-থেকে (যা) বৈধ আর
ভালো, আর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহাবলীর জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন
করো, যদি তোমরা তাঁর উপাসনা করো।

১১৫ তিনি তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ করেছেন যা নিজে মরে, আর
রক্ত, আর শূকরের মাংস আর যাকে আল্লাহ্‌ ভিন্ন অন্য নামে
মারা হয়েছে—কিন্তু যে কেউ তাতে বাধ্য হয় আকাঙ্ক্ষা
ক'রে নয়, সীমা লঙ্ঘন ক'রেও নয়—তবে আল্লাহ্‌ নিঃসন্দেহ
ক্ষমাশীল, কৃপাময়।

১১৬ আর তোমাদের জিহ্বা যা বর্ণনা করে তাতে মিথ্যা উচ্চারণ করো না (এই বলে) "এইটি বৈধ আর এটি অবৈধ" আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যা বানিয়ে বলার ইচ্ছায়; নিঃসন্দেহ যারা আল্লাহ্‌র সম্বন্ধে মিথ্যা তৈরি করে তারা শ্রীবৃদ্ধি লাভ করবে না;

১১৭ স্বল্প উপভোগ—আর তাদের জন্য আছে কঠিন শাস্তি।

১১৮ আর যারা ইহুদি তাদের জন্য আমি যা নিষিদ্ধ করেছিলাম তার কথা তোমাদের পূর্বেই বলা হয়েছে; আর আমি তাদের প্রতি কোনো অন্যায় করি নি, কিন্তু তারা নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছিল।

১১৯ অতঃপর তোমাদের পালয়িতা—যারা পাপ করে অজ্ঞতার বশে, তার পরে ফেরে ও শোধরায়—নিঃসন্দেহ তোমার পালয়িতা তার পর ক্ষমাশীল, কৃপাময়।

ষোড়শ অনুচ্ছেদ

১২০ নিঃসন্দেহ ইব্রাহিম ছিলেন একটি সম্প্রদায় (যাঁরা) আল্লাহ্‌র অনুগত ঋজুস্বভাব, আর তিনি বহুদেববাদীদের অন্তর্গত ছিলেন না—

১২১ তাঁর অনুগ্রহাবলীর জন্য কৃতজ্ঞ। তিনি তাঁকে নির্বাচিত করেছিলেন আর চালিত করেছিলেন সরল পথে।

১২২ আর তাঁকে আমি কল্যাণ দিয়েছিলাম এই সংসারে, আর পরকালে নিঃসন্দেহ তিনি হবেন সাধু-আত্মাদের অন্তর্গত।

১২৩ তার পর আমি তোমাকে প্রত্যাদেশ দিয়েছিলাম: ইব্রাহিমের ধর্মের অনুবর্তী হও—যিনি ঋজু-স্বভাব, আর তিনি বহুদেব-বাদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।

১২৪ সাব্‌বাথের (কর্মবিরতির) বিধান দেওয়া হয়েছিল কেবল তাদের জন্য যারা সে সম্বন্ধে মতভেদ করেছিল, আর নিঃসন্দেহ তোমার পালয়িতা তাদের মধ্যে বিচার করবেন

কেয়ামতের দিনে যে বিষয়ে তারা ভিন্ন মতের হয়েছিল সে সম্বন্ধে।

১২৫ তোমার পালয়িতার পথে আহ্বান করো জ্ঞান ও উৎকৃষ্ট নির্দেশের সহায়তায়, আর তাদের সাথে বিচার করো শ্রেষ্ঠ পদ্ধতিতে ; নিঃসন্দেহ তোমার পালয়িতা ভালো জানেন তাদের যারা তাঁর পথ থেকে ভ্রষ্ট হয় আর তিনি ভালো জানেন তাদের যারা ঠিক পথে চলে।

১২৬ আর যদি তোমরা আঘাত দাও তবে তোমাদের যতটা আঘাত দিয়েছিল তার মতো দাও ; কিন্তু যদি ধৈর্য ধর, নিঃসন্দেহ তা ভালো যারা ধৈর্যবান্ তাদের জন্য।

১২৭ আর ধৈর্য ধর, আর তোমার ধৈর্য আল্লাহ্ থেকে বৈ নয়, আর তাদের সম্বন্ধে দুঃখ ক'রো না, আর বিপন্ন বোধ ক'রো না তারা যে চক্রান্ত করে সেজন্য।

১২৮ নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ তাদের সঙ্গে যারা সীমারক্ষা করে আর যারা (অপরের) ভালো করে।

নির্দেশিকা

(প্রথম ভাগ)

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২০	১১	ক'রে	করে
৩০	৯	করে	ক'রে
৪৩	২৪	তৃতীযরার	তৃতীয়বার
৫৩	১০	করার	করায়
৫৫	১৬	যে	সে
৭৫	১১	সাহায্যে	সাহায্য
৭৭	১২	নির্ভয়	নির্ভর
৮৯	৫	তুনি	তুমি
৯৫	২১	কোরো যা	কোরো না
১০২	১৮	জ্ঞানী	জ্ঞানী
১০৫	১৩	কেনো	কোনো
১০৯	৬	ষাদের	যাদের
১১১	১৭	করে	করো
১২৫	৬	ষেতে	যেতে
১২৫	৭	মা	না
১৫০	১	প্রত্যাখন	প্রত্যাখ্যান
১৫০	১৬	ফেরেশ্‌তে	ফেরেশ্‌তা
১৫৪	৬	বা	যা
১৯৩	৫	পয়গাম্ববরা	পয়গাম্বররা
২৫২	২৭	যে	সে
৩০১	১	যে পর্যন্ত	যে পর্যন্ত না